বুখারী শরীফ

নবম খন্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ)

বুখারী শরীফ

নবম খণ্ড

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (নবম খণ্ড)

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১১৯
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৭৫২/২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২৪১
ISBN : 984-06-0558-5

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ১৯৯৫

তৃতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৩
আষাঢ় ১৪১০
রবিউস সানি ১৪২৪

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ অংকনে ঃ সবিহ্-উল-আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল-আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ টাকা)

BUKHARI SHARIF (9TH VOLUME) (Compilation of Hadith Sharif) Compiled by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Jufi (R) in Arabic, edited by Editorial Board and published by Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June 2003

Price : TK 250.00; US Dollar : **10.00**

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে–'আল -জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।' হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই 'জামে সহীহ' সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিস্ময়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার নবম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন। আমীন ॥

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ্। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহ্কাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ্ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবী (সা)-এর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর যুগে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল্-বুখারী। তিনি 'জামে সহীহ' নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্বলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে 'বুখারী শরীফ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার নবম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইন্শাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ্ জানা ও মানার তাওফিক দিন। আমীন ॥

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

১.	মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৩.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	,,
৪.	ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	,,
৫.	মাওলানা রূহুল আমীন খান	,,
৬.	মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	,,
৭.	মাওলানা ইমদাদুল হক	,,
৮.	মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য সচিব

সূচিপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

তালাক অধ্যায়

বিষয়		পৃষ্ঠা
হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে তা তালাক হিসাবে পরিগণিত হবে	...	৩৪
তালাক দেওয়ার সময় কি স্বামী তার স্ত্রীর সামনাসামনি হয়ে তালাক দেবে?	...	৩৪
যারা তিন তালাককে জায়েয মনে করেন	...	৩৭
যে ব্যক্তি তার স্ত্রীদেরকে ইখ্‌তিয়ার দিল	...	৩৯
যে (তার স্ত্রীকে) বলল, "আমি তোমাকে পৃথক করলাম" বা "আমি তোমাকে বিদায় দিলাম" বা "তুমি মুক্ত বা বন্ধনহীন" .... তবে তা নিয়্যতের উপর নির্ভর করবে	...	৪০
যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, "তুমি আমার জন্য হারাম"	...	৪১
(মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ এমন বস্তুকে আপনি কেন হারাম করছেন যা আল্লাহ্ আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছেন?	...	৪২
বিবাহের পূর্বে তালাক নেই	...	৪৪
বিশেষ কারণে স্বীয় স্ত্রীকে যদি কেউ বোন বলে পরিচয় দেয়, তাতে কিছু হবে না	...	৪৫
বাধ্য হয়ে, মাতাল ও পাগল অবস্থায় তালাক দেওয়া এবং এতদুভয়ের বিধান সম্বন্ধে	...	৪৬
খুলার বর্ণনা এবং তালাক হওয়ার নিয়ম	...	৪৯
স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ক্ষতির আশংকায় খুলার প্রতি ইঙ্গিত করতে পারে কি?	...	৫০
বিক্রয়ের কারণে দাসী তালাক হয় না	...	৫১
দাসী স্ত্রী আযাদ হওয়ার পরে গোলাম স্বামীর সাথে থাকা বা না থাকার ইখ্‌তিয়ার	...	৫১
বারীরার স্বামীর ব্যাপারে নবী (সা)-এর সুপারিশ	...	৫২
পরিচ্ছেদ ঃ	...	৫৩
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা মুশরিক মহিলাদেরকে বিয়ে করো না যে পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে	...	৫৩
মুশরিক নারী মুসলমান হলে তার বিবাহ্ ও ইদ্দত	...	৫৪
যিম্মি বা হরবীর কোন মুশরিক বা খৃস্টান স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে	...	৫৫
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যারা স্বীয় স্ত্রীদের সাথে 'সংগত না হওয়ার শপথ' করে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে .... আল্লাহ্ সব কিছু শুনেন ও জানেন	...	৫৬
নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির পরিবার ও তার সম্পদের বিধান	...	৫৮
যিহার	...	৫৯
ইশারার মাধ্যমে তালাক ও অন্যান্য কাজ	...	৫৯
লি'আন (অভিশাপযুক্ত শপথ)	...	৬৩
ইঙ্গিতে সন্তান অস্বীকার করা	...	৬৫
লি'আনকারীকে শপথ করানো	...	৬৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
পুরুষকে প্রথমে লি'আন করানো হবে	...	৬৬
লি'আন এবং লি'আনের পর তালাক দেওয়া	...	৬৬
মসজিদে লি'আন করা	...	৬৭
নবী (সা)-এর উক্তি : আমি যদি প্রমাণ ছাড়া রজম করতাম	...	৬৯
লি'আনকারিণীর মোহর	...	৭০
লি'আনকারীদ্বয়কে ইমামের একথা বলা যে, নিশ্চয় তোমাদের কোন একজন মিথ্যাবাদী, তাই তোমাদের কেউ তাওবা করতে প্রস্তুত আছ কি?	...	৭০
লি'আনকারীদ্বয়কে পৃথক করে দেওয়া	...	৭১
লি'আনকারিণীকে সন্তান অর্পণ করা হবে	...	৭২
ইমামের উক্তি : হে আল্লাহ্! সত্য প্রকাশ করে দিন	...	৭২
যদি মহিলাকে তিন তালাক দেয় এবং ইদ্দত শেষে সে অন্য স্বামীর কাছে বিয়ে বসে, কিন্তু সে তাকে স্পর্শ (সংগম) না করে থাকে	...	৭৩
মহান আল্লাহ্র বাণী : তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে.......যদি তোমাদের সন্দেহ দেখা দেয় তাদের ইদ্দত তিন মাস এবং তাদেরও, যাদের এখনও হায়েয আসা আরম্ভ হয়নি	...	৭৪
গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দতের সময়সীমা সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত	...	৭৪
মহান আল্লাহ্র বাণী : তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা তিন কুরূ (হায়েয) পর্যন্ত অপেক্ষা করবে	...	৭৫
ফাতিমা বিনত কায়েসের ঘটনা .... আর তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় কর, তোমরা তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করো না	...	৭৬
স্বামীর গৃহে অবস্থান করায় যদি তালাকপ্রাপ্তা নারী তার স্বামীর পরিবারের লোকজনদের গালমন্দ দেয়ার বা তার ঘরে চোর প্রবেশ করা ইত্যাদির আশংকা করে	...	৭৭
মহান আল্লাহ্র বাণী : তাদের জন্য গোপন করা বৈধ হবে না যা আল্লাহ্ তাদের জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন, হায়েয হোক বা গর্ভ সঞ্চার হোক	...	৭৮
মহান আল্লাহ্র বাণীঃ তালাকপ্রাপ্তাদের স্বামীরা (ইদ্দতের মধ্যে) তাদের ফিরিয়ে আনার অগ্রাধিকার রাখে এবং এক বা দু'তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার পদ্ধতি সম্পর্কে	...	৭৮
ঋতুমতীকে ফিরিয়ে আনা	...	৮০
বিধবা নারী চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে	...	৮০
শোক পালনকারিণীর জন্য সুরমা ব্যবহার করা	...	৮২
তুহর (পবিত্রতা)-এর সময় শোক পালনকারিণীর জন্য কুস্‌ত (চন্দন কাঠ) খোশ্‌বু ব্যবহার করা	...	৮৩
শোক পালনকারিণী রং করা সুতার কাপড় ব্যবহার করতে পারে	...	৮৩
মহান আল্লাহ্র বাণী : তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে	...	৮৪
বেশ্যার উপার্জন ও অবৈধ বিবাহ	...	৮৫

বিষয়		পৃষ্ঠা
নির্জনবাসের পরে মোহ্‌রের পরিমাণ, অথবা নির্জনবাসে ও স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে স্ত্রীর মোহ্‌র এবং কিভাবে নির্জনবাস প্রমাণিত হবে সে প্রসঙ্গে	...	৮৬
তালাকপ্রাপ্তা নারীর যদি মোহ্‌র নির্ণীত না হয় তাহলে সে মুত'আ পাবে	...	৮৭

ভরণ-পোষণ অধ্যায়

পরিবার-পরিজনের উপর ব্যয় করা ওয়াজিব	...	৯২
পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা এবং তাদের জন্য খরচ করার পদ্ধতি	...	৯৩
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মায়েরা যেন তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করায়	...	৯৭
স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী ও সন্তানের খরচ	...	৯৭
স্বামীর গৃহে স্ত্রীর কাজকর্ম করা	...	৯৮
স্ত্রীর জন্য খাদিম	...	৯৯
নিজ পরিবারের গৃহকর্তার কাজকর্ম	...	৯৯
স্বামী যদি (ঠিকভাবে) খরচ না করে তাহলে তার অজান্তে স্ত্রী তার ও সন্তানের প্রয়োজনানুপাতে যথাবিহিত খরচ করতে পারে	...	১০০
স্বামীর সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও তার জন্য খবচ করা	...	১০০
মহিলাদের যথাযোগ্য পরিচ্ছদ দান	...	১০০
সন্তান লালন-পালনে স্বামীকে সাহায্য করা	...	১০১
নিজ পরিবারের জন্য অসচ্ছল ব্যক্তির খরচ	...	১০১
ওয়ারিসের উপরেও অনুরূপ দায়িত্ব আছে	...	১০২
দাসী ও অন্যান্য মহিলা কর্তৃক দুধ পান করানো	...	১০৩

আহার সংক্রান্ত অধ্যায়

আহারের পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলা এবং ডান হাত দিয়ে আহার করা	...	১০৮
সাথীর কাছ থেকে কোন অসন্তুষ্টির আলামত না দেখলে সঙ্গের পাত্রের সবদিক থেকে খুঁজে খুঁজে খাওয়া	...	১০৯
আহার ও অন্যান্য কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা	...	১১০
পরিতৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত আহার করা	...	১১০
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ অন্ধের জন্য দোষ নেই, খোঁড়ার জন্য দোষ...... যাতে তোমরা বুঝতে পার	...	১১২
নরম রুটি আহার করা এবং টেবিল ও (চামড়ার) দস্তরখানে আহার করা	...	১১৩
ছাতু	...	১১৫
যতক্ষণ পর্যন্ত কোন খাবারের নাম বলা না হতো এবং সে খাদ্য কি তা জান্‌তে না পারতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত নবী (সা) আহার করতেন না	...	১১৫

বিষয়		পৃষ্ঠা
একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট	...	১১৬
মু'মিন ব্যক্তি এক পেটে খায়	...	১১৬
হেলান দিয়ে আহার করা	...	১১৮
ভুনা গোশ্ত সম্বন্ধে	...	১১৮
খাযীরা সম্পর্কে	...	১১৯
পনির প্রসঙ্গে	...	১২০
সিল্ক ও যব প্রসঙ্গে	...	১২১
গোশ্ত দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে এবং তুলে নিয়ে খাওয়া	...	১২১
বাহুর গোশ্ত খাওয়া	...	১২২
চাকু দিয়ে গোশ্ত কাটা	...	১২৩
নবী (সা) কখনো কোন খাবারের দোষ-ত্রুটি ধরতেন না	...	১২৩
যবের আটায় ফুঁক দেওয়া	...	১২৩
নবী (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ যা খেতেন	...	১২৪
'তালবীনা' প্রসঙ্গে	...	১২৬
'সারীদ' প্রসঙ্গে	...	১২৬
ভুনা বক্রী এবং স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশ	...	১২৭
পূর্ববর্তী মনীষীগণ তাঁদের বাড়ীতে ও সফরে গোশ্ত এবং অন্যান্য যেসব খাদ্য সঞ্চিত রাখতেন	...	১২৮
হায়স প্রসঙ্গে	...	১২৯
রৌপ্য খচিত পাত্রে আহার করা	...	১৩০
খাদ্যদ্রব্যের আলোচনা	...	১৩০
সালন প্রসঙ্গে	...	১৩১
হালুয়া ও মধু	...	১৩২
কদূ প্রসঙ্গে	...	১৩৩
ভাইদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করা	...	১৩৩
কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে নিজে অন্য কাজে ব্যস্ত হওয়া	...	১৩৪
শুরুয়া প্রসঙ্গে	...	১৩৪
শুক্না গোশ্ত প্রসঙ্গে	...	১৩৫
একই দস্তরখানে সাথীকে কিছু এগিয়ে দেওয়া বা তার কাছ থেকে কিছু নেওয়া	...	১৩৫
তাজা খেজুর ও কাঁকুড় প্রসঙ্গে	...	১৩৬
রদ্দি খেজুর প্রসঙ্গে	...	১৩৬
তাজা ও শুক্না খেজুর প্রসঙ্গে	...	১৩৭
খেজুর গাছের মাথী খাওয়া প্রসঙ্গে	...	১৩৮
আজওয়া খেজুর প্রসঙ্গে	...	১৩৯
এক সঙ্গে মিলিয়ে একাধিক খেজুর খাওয়া	...	১৩৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
কাঁকুড় প্রসঙ্গে	...	১৪০
খেজুর বৃক্ষের বরকত	...	১৪০
একই সঙ্গে দু'রকম খাদ্য বা দু'স্বাদের খাদ্য খাওয়া	...	১৪০
দশজন দশজন করে মেহমান ভিতরে ডাকা এবং দশজন দশজন করে আহারে বসা	...	১৪০
রসূন ও(দুর্গন্ধযুক্ত) তরকারী মাকরূহ হওয়া প্রসঙ্গে	...	১৪১
কাবাছ-পিলু গাছের পাতা প্রসঙ্গে	...	১৪২
আহারের পর কুলি করা	...	১৪২
রুমাল দিয়ে মুছে ফেলার আগে আঙ্গুল চেটে ও চুষে খাওয়া	...	১৪৩
রুমাল প্রসঙ্গে	...	১৪৩
আহারের পর কি পড়বে	...	১৪৩
খাদেমের সাথে আহার করা	...	১৪৪
কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল সিয়াম পালনকারীর মতো	...	১৪৪
কাউকে আহারের দাওয়াত দিলে একথা বলা যে, এ ব্যক্তি আমার সঙ্গের	...	১৪৫
রাতের খাবার পরিবেশন করা হলে তা রেখে অন্য কাজে ত্বরা করবে না	...	১৪৫
মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ খাওয়া শেষ হলে তোমরা চলে যাবে	...	১৪৬

আকীকা অধ্যায়

যে সন্তানের 'আকীকা দেওয়া হবে না	...	১৫১
'আকীকার মাধ্যমে শিশুর অশুচি দূর করা	...	১৫৩
ফারা' প্রসঙ্গে	...	১৫৪
'আতীরা	...	১৫৪

যবাহ্ করা, শিকার করা ও শিকারের সময় বিস্মিল্লাহ্ বলা অধ্যায়

তীরলব্ধ শিকার বন্দুকের গুলিতে শিকার সম্পর্কে	...	১৫৮
তীরের ফলকে আঘাতপ্রাপ্ত শিকার	...	১৫৯
ধনুকের সাহায্যে শিকার করা	...	১৬০
ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করা ও বন্দুক মারা	...	১৬১
যে ব্যক্তি শিকার বা পশু-রক্ষার কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে	...	১৬১
শিকারী কুকুর যদি শিকারের কিছুটা খেয়ে ফেলে	...	১৬২
শিকার যদি দুই বা তিন দিন শিকারী থেকে অদৃশ্য থাকে	...	১৬৩
শিকারের সাথে যদি অন্য কুকুর পাওয়া যায়	...	১৬৪
শিকারে অভ্যস্ত হওয়া সম্পর্কে	...	১৬৪
পাহাড়ে শিকার করা	...	১৬৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
মহান আল্লাহ্‌র ইরশাদ ঃ তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে	...	১৬৮
ফড়িং খাওয়া	...	১৭০
অগ্নিপূজকদের বাসনপত্র ও মৃত জানোয়ার	...	১৭০
যবাহের বস্তুর উপর বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যে বিস্‌মিল্লাহ্‌ তরক করে	...	১৭১
যে জন্তুকে দেব-দেবী ও মূর্তির নামে যবাহ্‌ করা হয়	...	১৭২
নবী (সা)-এর ইরশাদ ঃ আল্লাহ্‌র নামে যবাহ্‌ করবে	...	১৭৩
যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে অর্থাৎ বাঁশ, পাথর ও লোহা	...	১৭৩
দাসী ও মহিলার যবাহ্‌কৃত জন্তু	...	১৭৫
দাঁত, হাড় ও নখের সাহায্যে যবাহ্‌ করা যাবে না	...	১৭৫
বেদুঈন ও তাদের মত লোকের যবাহ্‌কৃত জন্তু	...	১৭৫
আহলে কিতাবের যবাহ্‌কৃত জন্তু ও তার চর্বি। তারা দারুল হরবের হোক কিংবা না হোক	...	১৭৬
যে জন্তু পালিয়ে যায় তার হুকুম বন্য জন্তুর মত	...	১৭৭
নহর ও যবাহ্‌ করা	...	১৭৮
পশুর অংগহানি করা, বেঁধে তীর দ্বারা হত্যা করা ও চাঁদমারী করা মাকরূহ	...	১৭৯
মুরগীর গোশ্‌ত	...	১৮১
ঘোড়ার গোশ্‌ত	...	১৮২
গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত	...	১৮৩
সর্বপ্রকার মাংসভোজী হিংস্র জন্তু খাওয়া	...	১৮৫
মৃত জন্তুর চামড়া	...	১৮৫
কস্তুরী	...	১৮৬
খরগোশ	...	১৮৬
গুঁই সাপ	...	১৮৭
যদি জমাট কিংবা তরল ঘিয়ের মধ্যে ইঁদুর পতিত হয়	...	১৮৭
পশুর মুখে চিহ্ন লাগানো ও দাগানো	...	১৮৯
কোন দল মালে গনীমত লাভ করার পর যদি তাদের কেউ সাথীদের অনুমতি ছাড়া কোন বক্‌রী কিংবা উট যবাহ্‌ করে	...	১৮৯
কোন দলের উট ছুটে গেলে তাদের কেউ যদি সেটিকে তাদের উপকারের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করে এবং হত্যা করে	...	১৯০
অনন্যোপায় ব্যক্তির খাওয়া	...	১৯২

কুরবানী অধ্যায়

কুরবানীর বিধান	...	১৯৫
ইমাম কর্তৃক জনগণের মধ্যে কুরবানীর পশু বণ্টন	...	১৯৬

বিষয়		পৃষ্ঠা

মুসাফির ও মহিলাদের কুরবানী করা ... ১৯৬
কুরবানীর দিন গোশ্‌ত খাওয়ার আকাঙক্ষা ... ১৯৭
যারা বলে যে, ইয়াওমুন্‌নাহারই কুরবানীর দিন ... ১৯৭
ঈদগাহে নহর ও কুরবানী করা ... ১৯৯
নবী (সা)-এর দুটি শিং বিশিষ্ট মেষ কুরবানী করা ... ১৯৯
আবূ বুরদাহ্‌কে সম্বোধন করে নবী (সা)-এর উক্তি : তুমি বক্‌রীর বাচ্চাটি কুরবানী করে নাও, তোমার পরে অন্য কারোর জন্য এ অনুমতি থাকবে না ... ২০০
কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবাহ্ করা ... ২০১
অন্যের কুরবানীর পশু যবাহ্ করা ... ২০২
সালাত (ঈদের) আদায়ের পরে যবাহ্ করা ... ২০২
যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পূর্বে যবাহ্ করেছে সে যেন পুনবায় যবাহ্ করে ... ২০৩
যবাহের পশুর পার্শ্বদেশ পা দিয়ে চেপে ধরা ... ২০৪
যবাহ্ করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা ... ২০৫
যবাহ্ করার জন্য কেউ যদি হারামে কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দেয়, তাহলে তার উপর ইহ্‌রামের বিধান থাকে না ... ২০৫
কুরবানীর গোশ্‌ত থেকে কতটুকু পরিমাণ আহার করা যাবে আর কতটুকু পরিমাণ সঞ্চিত রাখা যাবে ... ২০৬

পানীয় দ্রব্যসমূহ অধ্যায়

আঙ্গুর থেকে তৈরি মদ ... ২১৩
মদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তা তৈরি হত কাঁচা ও পাকা খেজুর থেকে ... ২১৩
মধু তৈরি মদ ... ২১৫
মদ এমন পানীয় দ্রব্য যা বিবেক বিলোপ করে দেয় ... ২১৫
যে ব্যক্তি মদকে ভিন্ন নামে নামকরণ করে হালাল মনে করে ... ২১৬
বড় ও ছোট পাত্রে 'নাবীয' তৈরি করা ... ২১৭
বিভিন্ন ধরনের বরতন ও পাত্র ব্যবহার নিষেধ করার পর নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে পুনঃ অনুমতি প্রদান ... ২১৭
শুকনো খেজুরের রস যতক্ষণ না তা নেশার সৃষ্টি করে ... ২১৯
বাযাক' (অর্থাৎ আঙ্গুরের সামান্য পাকানো রস)-এর বর্ণনা ... ২১৯
যারা মনে করে নেশাদার হওয়ার পর কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে মিলানো উচিত নয় এবং উভয়ের রসকে একত্রিত করা উচিত নয় ... ২২০
দুধ পান করা ... ২২১
সুপেয় পানি তালাশ করা ... ২২৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
পানি মিশ্রিত দুধ পান করা	...	২২৫
মিষ্টি দ্রব্য ও মধু পান করা	...	২২৬
দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা	...	২২৬
উটের পিঠে আরোহী অবস্থায় পান করা	...	২২৭
পান করার ক্ষেত্রে প্রথমে ডানের ব্যক্তি, তারপর ক্রমান্বয়ে ডানের ব্যক্তির অগ্রাধিকার	...	২২৮
পান করতে দেওয়ার ক্ষেত্রে বয়স্ক (বয়োজ্যেষ্ঠ) লোককে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য তার ডানে অবস্থিত লোক থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে কি	...	২২৮
অঞ্জলী দ্বারা হাউযের পানি পান করা	...	২২৮
ছোটরা বড়দের খেদমত করবে	...	২২৯
পাত্রসমূহকে ঢেকে রাখা	...	২৩০
মশ্কের মুখ খুলে তাতে মুখ লাগিয়ে পান করা	...	২৩১
মশ্কের মুখ থেকে পানি পান করা	...	২৩১
পান পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা	...	২৩২
দুই কিংবা তিন শ্বাসে পানি পান করা	...	২৩২
সোনার পাত্রে পানি পান করা	...	২৩২
সোনা- রূপার পাত্রে পানি পান করা	...	২৩৩
পেয়ালায় পান করা	...	২৩৩
নবী (সা)-এর ব্যবহৃত পেয়ালায় পান করা এবং তাঁর পাত্রসমূহের বর্ণনা	...	২৩৪
বরকত পান করা ও বরকত যুক্ত পানির বর্ণনা	...	২৩৪

রোগীদের বর্ণনা অধ্যায়

রোগের তীব্রতা	...	২৪১
মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবীগণ	...	২৪১
রোগীর সেবা করা ওয়াজিব	...	২৪২
সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির সেবা করা	...	২৪২
মৃগী রোগে আক্রান্ত রোগীর ফযীলত	...	২৪৩
যে ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি চলে গেছে তার ফযীলত	...	২৪৪
মহিলাদের পুরুষ রোগীর সেবা করা	...	২৪৫
অসুস্থ শিশুদের সেবা করা	...	২৪৫
অসুস্থ বেদুঈনদের সেবা করা	...	২৪৬
মুশরিক রোগীর দেখাশুনা করা	...	২৪৭
কোন রোগীকে দেখতে গিয়ে সালাতের সময় হলে সেখানেই উপস্থিত লোকদের নিয়ে জামা'আতে সালাত আদায় করা	...	২৪৭
রোগীর দেহে হাত রাখা	...	২৪৮

বিষয়		পৃষ্ঠা
রোগীর সামনে কি বলতে হবে এবং তাকে কি জবাব দিতে হবে	...	২৪৯
রোগীর দেখাশুনা করা, অশ্বারোহী অবস্থায় পায়ে চলা অবস্থায় এবং গাধার পিঠে সাওয়ারী অবস্থায়	...	২৫০
রোগীর উক্তি "আমি যাতনাগ্রস্ত" কিংবা আমার মাথা গেল, কিংবা আমার যন্ত্রণা প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে এর বর্ণনা	...	২৫২
তোমরা উঠে যাও, রোগীর এ কথা বলা	...	২৫৪
দু'আর উদ্দেশ্যে অসুস্থ শিশুকে নিয়ে যাওয়া	...	২৫৫
রোগীর মৃত্যু কামনা করা	...	২৫৫
রোগীর জন্য পরিচর্যাকারীর দু'আ করা	...	২৫৭
রোগীর পরিচর্যাকারীর অযূ করা	...	২৫৭
জ্বর, প্লেগ ও মহামারী দূরীভূত হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তির দু'আ করা	...	২৫৮

চিকিৎসা অধ্যায়

আল্লাহ্ এমন কোন ব্যাধি অবতীর্ণ করেন নি যার নিরাময়ের কোন উপকরণ সৃষ্টি করেন নি	...	২৬১
পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের চিকিৎসা করতে পারে কি?	...	২৬১
তিনটি জিনিসের মধ্যে রোগের নিরাময় আছে	...	২৬১
মধুর সাহায্যে চিকিৎসা করা	...	২৬২
উটের দুধের সাহায্যে চিকিৎসা	...	২৬৩
উটের প্রস্রাবের সাহায্যে চিকিৎসা	...	২৬৪
কালো জিরা	...	২৬৪
রোগীর জন্য তালবীনা বা তরল জাতীয় লঘুপাক খাদ্য	...	২৬৫
নাসিকায় ঔষধ ব্যবহার	...	২৬৬
ভারতীয় ও সামুদ্রিক (এলাকার) চন্দন কাঠের (ধোঁয়ার) সাহায্যে নাকে ঔষধ টেনে নেওয়া	...	২৬৬
কোন সময় শিংগা লাগাতে হয়	...	২৬৭
সফর ও ইহ্রাম অবস্থায় শিংগা লাগান	...	২৬৭
রোগ নিরাময়ের জন্য শিংগা লাগানো	...	২৬৭
মাথায় শিংগা লাগানো	...	২৬৮
অর্ধেক মাথা কিংবা পুরো মাথা ব্যথার কারণে শিংগা লাগানো	...	২৬৯
কষ্টের কারণে মাথা মুড়িয়ে ফেলা	...	২৬৯
যে ব্যক্তি আগুনের দ্বারা দাগ দেয় কিংবা অন্যকে দাগ লাগিয়ে দেয় এবং যে ব্যক্তি এভাবে দাগ দেয়নি তার ফযীলত	...	২৭০
চোখের রোগের কারণে সুরমা ব্যবহার করা	...	২৭১
কুষ্ঠ রোগ	...	২৭২

বিষয়		পৃষ্ঠা

জমাট শিশির চোখের জন্য শেফা	...	২৭২
রোগীর মুখের ভিতর ঔষধ ঢেলে দেওয়া	...	২৭৩
পরিচ্ছেদ	...	২৭৪
উযরা-আলাজিহ্বা যন্ত্রণা রোগের বর্ণনা	...	২৭৫
পেটের পীড়ার চিকিৎসা	...	২৭৭
'সফ্‌র' পেটের পীড়া ব্যতীত কিছুই নেই	...	২৭৭
পাঁজরের ব্যথা	...	২৭৭
রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য চাটাই পুড়িয়ে ছাই লাগানো	...	২৭৮
জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়	...	২৭৮
অনুকূল নয় এমন এলাকা থেকে বেরিয়ে যাওয়া	...	২৭৯
প্লেগ রোগের বর্ণনা	...	২৮০
প্লেগ রোগে ধৈর্যধারণকারীর সাওয়াব	...	২৮৩
কুরআন পড়ে এবং কুরআনের সূরা নাস ও ফালাক পড়ে ফুঁক দেওয়ার বর্ণনা	...	২৮৪
সূরায়ে ফাতিহার দ্বারা ফুঁক দেওয়া	...	২৮৪
ঝাড়-ফুঁক দেওয়ার বিনিময়ে একপাল বক্‌রীর শর্ত	...	২৮৫
বদ নযরের জন্য ঝাড়-ফুঁক করা	...	২৮৬
বদ নযর লাগা সত্য	...	২৮৭
সাপ কিংবা বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়-ফুঁক দেওয়া	...	২৮৭
নবী (সা)-এর ঝাড়-ফুঁক	...	২৮৭
ঝাড়-ফুঁকে থুথু দেওয়া	...	২৮৯
ঝাড়-ফুঁককারীর ডান হাত দিয়ে ব্যথার স্থান মাসহ্‌ করা	...	২৯১
মেয়ে লোকের পুরুষকে ঝাড়-ফুঁক করা	...	২৯২
যে ব্যক্তি ঝাড়-ফুঁক করে না	...	২৯২
পশু-পাখি তাড়িয়ে শুভ-অশুভ নির্ণয়	...	২৯৩
শুভ-অশুভ লক্ষণ	...	২৯৪
পেঁচায় কুলক্ষণ নেই	...	২৯৪
গণনা বিদ্যা	...	২৯৫
যাদু সম্পর্কে	...	২৯৭
শির্‌ক ও যাদু ধ্বংসাত্মক	...	২৯৮
যাদুর চিকিৎসা করা যাবে কি না?	...	২৯৯
যাদু	...	৩০০
কোন্‌ কোন্‌ ভাষণ যাদু	...	৩০১
আজ্‌ওয়া খেজুর দ্বারা যাদুর চিকিৎসা	...	৩০২
পেঁচার মধ্যে কোন অশুভ লক্ষণ নেই	...	৩০২

বিষয়		পৃষ্ঠা
কোন সংক্রামক নেই	...	৩০৩
নবী (সা)-কে বিষ পান করানো প্রসঙ্গে	...	৩০৪
বিষ পান করা, বিষ দ্বারা চিকিৎসা করা	...	৩০৫
গাধীর দুধ	...	৩০৬
কোন পাত্রে যখন মাছি পড়ে	...	৩০৭

পোশাক-পরিচ্ছদ অধ্যায়

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ বল, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদিগের জন্য যেসব শোভার বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তা নিষেধ করেছে কে?	...	৩১১
যে ব্যক্তি বিনা অহংকারে তার লুঙ্গি ঝুলিয়ে চলে	...	৩১১
কাপড়ের মধ্যে জড়িয়ে থাকা	...	৩১২
টাখ্‌নুর নীচে যা থাকবে তা জাহান্নামে যাবে	...	৩১৩
যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে কাপড় ঝুলিয়ে পরে	...	৩১৩
ঝালরযুক্ত ইযার	...	৩১৫
চাদর পরিধান করা	...	৩১৬
জামা পরিধান করা	...	৩১৬
মাথা বের করার জন্য জামা ও অন্য পোশাকের বুকের অংশে ফাঁক রাখা	...	৩১৭
যিনি সফরে সংকীর্ণ আস্তিনবিশিষ্ট জোব্বা পরিধান করেন	...	৩১৮
যুদ্ধের সময় পশমী জামা পরিধান করা	...	৩১৯
কাবা ও রেশমী ফাররূজ আর তাকেও এক প্রকার কাবাই বলা হয়, যে জামার পিছনের দিকে ফাঁকা থাকে	...	৩২০
টুপী	...	৩২১
পায়জামা	...	৩২১
পাগড়ী	...	৩২২
চাদর বা অন্য কিছু দ্বারা মাথা ও মুখের অধিকাংশ অংগ ঢেকে রাখা	...	৩২২
লৌহ শিরস্ত্রাণ	...	৩২৪
ডোরাদার চাদর, কারুকার্যময় ইয়ামনী চাদর ও চাদরের আঁচলের বিবরণ	...	৩২৪
কম্বল ও কারুকার্যময় চাদর পরিধান করা	...	৩২৭
কাপড় মুড়ি দিয়ে বসা	...	৩২৮
এক কাপড়ে পেঁচিয়ে বসা	...	৩২৯
নক্‌শীদার কালো চাদর	...	৩২৯
সবুজ পোশাক	...	৩৩০
সাদা পোশাক	...	৩৩১

বিষয়		পৃষ্ঠা
পুরুষের জন্যে রেশমী পোশাক পরিধান করা, রেশমী চাদর বিছানো এবং কি পরিমাণ কাপড় ব্যবহার বৈধ	...	৩৩২
পরিধান না করে রেশমী কাপড় স্পর্শ করা	...	৩৩৫
রেশমী কাপড় বিছানো	...	৩৩৫
কাসসী পরিধান করা	...	৩৩৬
চর্মরোগের কারণে পুরুষের জন্য রেশমী কাপড়ের অনুমতি	...	৩৩৬
মহিলাদের রেশমী কাপড় পরিধান করা	...	৩৩৬
নবী (সা) কি ধরনের পোশাক ও বিছানা গ্রহণ করতেন	...	৩৩৮
যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরবে তার জন্য কি দু'আ করা হবে	...	৩৪০
পুরুষের জন্যে জাফরানী রং-এর কাপড় পরিধান করা	...	৩৪১
জাফরানী রং-এ রঙ্গিন কাপড়	...	৩৪১
লাল কাপড়	...	৩৪১
লাল মীছারা	...	৩৪১
পশমহীন চামড়ার জুতা ও অন্যান্য জুতা	...	৩৪২
ডান দিক থেকে জুতা পরা আরম্ভ করা	...	৩৪৪
বাঁ পায়ের জুতা প্রথমে খোলা হবে	...	৩৪৪
এক পায়ে জুতা পরে হাঁটবে না	...	৩৪৪
এক চপ্পলে দুই ফিতা লাগান, কারও মতে এক ফিতা লাগানও বৈধ	...	৩৪৫
লাল চামড়ার তাঁবু	...	৩৪৫
চাটাই বা অনুরূপ কোন জিনিসের উপর বসা	...	৩৪৬
স্বর্ণখচিত গুটি	...	৩৪৬
স্বর্ণের আংটি	...	৩৪৭
রূপার আংটি	...	৩৪৮
পরিচ্ছেদ ঃ	...	৩৪৮
আংটির মোহর	...	৩৪৯
লোহার আংটি	...	৩৫০
আংটিতে নক্শা করা	...	৩৫১
কনিষ্ঠ আংগুলে আংটি পরা	...	৩৫২
কোন কিছুর উপর সীলমোহর দেওয়ার জন্য অথবা আহলে কিতাব বা অন্য কারও নিকট পত্র লেখার জন্যে আংটি তৈরী করা	...	৩৫২
যে লোক আংটির নাগিনা হাতের তালুর দিকে রাখে	...	৩৫২
নবী (সা)-এর বাণী ঃ তাঁর আংটির নক্শার ন্যায় কেউ নক্শা বানাতে পারবে না	...	৩৫৩
আংটির নক্শা কি তিন লাইনে করা যায়?	...	৩৫৩
মহিলাদের আংটি পরিধান করা	...	৩৫৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
মহিলাদের হার পরিধান করা, সুগন্ধি ও ফুলের মালা পরা	...	৩৫৪
হার ধার নেওয়া	...	৩৫৫
মাহিলাদের কানের দুল	...	৩৫৫
শিশুদের মালা পরানো	...	৩৫৫
পুরুষের নারীর বেশ ধারণ করা এবং নারীর পুরুষের বেশ ধারণ করা	...	৩৫৬
নারীর বেশধারী পুরুষদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া	...	৩৫৭
গোঁফ কাটা	...	৩৫৮
নখ কাটা	...	৩৫৮
দাড়ি বড় রাখা	...	৩৫৯
বার্ধক্য কালের (খিযাব লাগান সম্পর্কে) বর্ণনা	...	৩৫৯
খিযাব	...	৩৬০
কোঁকড়ানো চুল	...	৩৬১
মাথার চুল জট করা	...	৩৬৪
মাথার চুল মাঝখানে দু'ভাগে বিভক্ত করে রাখা	...	৩৬৫
চুলের ঝুটি	...	৩৬৬
'কাযা' অর্থাৎ মাথার কিছু অংশের চুল মুড়ে ফেলা ও কিছু অংশ চুল রেখে দেওয়া	...	৩৬৭
স্ত্রীর নিজ হাতে স্বামীকে খুশ্‌বু লাগিয়ে দেওয়া	...	৩৬৮
মাথায় ও দাড়িতে খুশ্‌বু লাগান	...	৩৬৮
চিরনি করা	...	৩৬৮
হায়েয অবস্থায় স্বামীর মাথা আঁচড়িয়ে দেওয়া	...	৩৬৯
চিরনি দ্বারা মাথা আঁচড়ানো	...	৩৬৯
মিস্‌কের বর্ণনা	...	৩৬৯
খোশবু লাগান মুস্তাহাব	...	৩৭০
খোশ্‌বু প্রত্যাখ্যান না করা	...	৩৭০
যারীরা নামক সুগন্ধি	...	৩৭০
সৌন্দর্যের জন্যে সম্মুখের দাঁত কেটে সরু করা ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করা	...	৩৭০
পরচুলা লাগানো	...	৩৭১
ভ্রূ উপড়ে ফেলা	...	৩৭৩
পরচুলা লাগানো	...	৩৭৩
উল্‌কি উৎকীর্ণকারী নারী	...	৩৭৪
যে নারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করায়	...	৩৭৫
ছবি	...	৩৭৬
কিয়ামতের দিন ছবি নির্মাতাদের শাস্তি প্রসঙ্গে	...	৩৭৭
ছবি ভেঙ্গে ফেলা	...	৩৭৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
ছবিযুক্ত কাপড় দ্বারা বসার আসন তৈরী করা	...	৩৭৮
ছবির উপর বসা অপছন্দ করা	...	৩৭৯
ছবিযুক্ত কাপড়ে নামায পড়া মাকরূহ্	...	৩৮০
যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করে না	...	৩৮০
যে ঘরে ছবি রয়েছে তাতে যিনি প্রবেশ করেন না	...	৩৮১
ছবি নির্মাণকারীকে যিনি লা'নত করেছেন	...	৩৮১
যে ব্যক্তি ছবি নির্মাণ করে তাকে কিয়ামতের দিন তাতে জীবন দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে কিন্তু সে সক্ষম হবে না	...	৩৮২
সাওয়ারীর উপর কারো পশ্চাতে বসা	...	৩৮২
এক সাওয়ারীর উপর তিনজন বসা	...	৩৮২
সাওয়ারী জানোয়ারের মালিক অন্যকে সামনে বসাতে পারে কি না?	...	৩৮৩
পরিচ্ছেদ ঃ	...	৩৮৩
সাওয়ারীর উপর পুরুষের পিছনে মহিলার বসা	...	৩৮৪
চিৎ হয়ে শয়ন করা এবং এক পা অন্য পায়ের উপর রাখা	...	৩৮৫

আচার-ব্যবহার অধ্যায়

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি	...	৩৮৯
উত্তম ব্যবহার পাওয়ার কে বেশী হক্‌দার?	...	৩৮৯
পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে যাবে না	...	৩৯০
কোন লোক তার পিতা-মাতাকে গাল দিবে না	...	৩৯০
পিতা-মাতার প্রতি উত্তম ব্যবহারকারীর দু'আ কবূল হওয়া	...	৩৯১
মা-বাপের নাফরমানী করা কবীরা গুনাহ্	...	৩৯৩
মুশরিক পিতার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা	...	৩৯৪
যে স্ত্রীর স্বামী আছে, ঐ স্ত্রীর পক্ষে তার নিজের মায়ের সঙ্গে ভাল ব্যবহার অক্ষুণ্ন রাখা	...	৩৯৪
মুশরিক ভাইয়ের সঙ্গে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা	...	৩৯৫
রক্তসম্পর্ক রক্ষা করার ফযীলত	...	৩৯৬
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পাপ	...	৩৯৬
রক্তসম্পর্ক রক্ষা করলে রিযিক বৃদ্ধি পায়	...	৩৯৭
যে ব্যক্তি আত্মীয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখবে আল্লাহ্ তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবেন	...	৩৯৭
রক্তের সম্পর্ক সঞ্জীবিত হয়, যদি সুসম্পর্কের দ্বারা তা সিঞ্চন করা হয়	...	৩৯৮
প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়	...	৩৯৯
যে লোক মুশরিক অবস্থায় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, তারপর ইসলাম গ্রহণ করে	...	৩৯৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
অন্যের শিশু কন্যাকে নিজের সাথে খেলাধুলা করতে বাধা না দেওয়া অথবা তাকে চুম্বন দেওয়া, তার সাথে হাঁসি-ঠাট্টা করা	...	৪০০
সন্তানকে আদর স্নেহ করা, চুমু দেওয়া ও আলিঙ্গন করা	...	৪০১
আল্লাহ্ দয়া-মায়াকে একশ' ভাগে ভাগ করেছেন	...	৪০৩
সন্তান খাবে, এ ভয়ে তাকে হত্যা করা	...	৪০৩
শিশুকে কোলে নেওয়া	...	৪০৪
শিশুকে রানের উপর রাখা	...	৪০৪
সম্মানিত ব্যক্তির সাথে সৌজন্য আচরণ করা ঈমানের অংশ	...	৪০৫
ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারীর ফযীলত	...	৪০৫
বিধবার ভরন-পোষণের চেষ্টাকারী	...	৪০৫
মিস্কীনদের অভাব দূরীকরণের চেষ্টারত ব্যক্তি সম্পর্কে	...	৪০৬
মানুষ ও পশুর প্রতি দয়া	...	৪০৬
প্রতিবেশীর জন্য অসীয়ত	...	৪০৯
যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না তার গুনাহ্	...	৪০৯
কোন্ প্রতিবেশী নারী তার প্রতিবেশী নারীকে তুচ্ছ মনে করবে না	...	৪১০
যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনে ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়	...	৪১০
প্রতিবেশীদের অধিকার নির্ধারিত হবে দরজার নিকটবর্তিতার দ্বারা	...	৪১১
প্রত্যেক সৎ কাজই সাদাকা	...	৪১১
মধুর ভাষা সাদাকা	...	৪১২
সকল কাজে নম্রতা	...	৪১৩
মু'মিনদের পরস্পর সহযোগিতা	...	৪১৩
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করবে, সে ঐ কাজের সাওয়াবের একটা অংশ পাবে	...	৪১৪
নবী (সা) অশালীন ছিলেন না, আর ইচ্ছা করে অশালীন উক্তি করতেন না	...	৪১৪
সচ্চরিত্রতা, দানশীলতা, ও কৃপণতা ঘৃণ্য হওয়া সম্পর্কে	...	৪১৬
মানুষ নিজ পরিবারে কিভাবে চলবে	...	৪১৯
ভালবাসা আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে আসে	...	৪১৯
আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে ভালবাসা	...	৪১৯
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা একদল অপর দলের প্রতি উপহাস করবে না	...	৪২০
গালি ও অভিশাপ দেওয়া নিষিদ্ধ	...	৪২১
মানুষের গুণাগুণ উল্লেখ করা জায়েয	...	৪২৪
গীবত করা	...	৪২৫
নবী (সা)-এর বাণী ঃ আনসারদের ঘরগুলো উত্তম	...	৪২৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
ফাসাদ ও সন্দেহ সৃষ্টিকারীদের গীবত করা জায়েয	...	৪২৬
চোগলখোরী কবীরা গুনাহ্	...	৪২৬
চোগলখোরী নিন্দনীয় গুনাহ্	...	৪২৭
মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমরা মিথ্যা কথা পরিহার কর	...	৪২৭
দু'মুখো ব্যক্তি সম্পর্কে	...	৪২৮
আপন সঙ্গীকে তার সম্পর্কে অপরের উক্তি অবহিত করা	...	৪২৮
অপছন্দনীয় প্রশংসা	...	৪২৮
নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কারো প্রশংসা করা	...	৪২৯
মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় বিচার ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দান করেন	...	৪৩০
একে অন্যকে হিংসা করা এবং পরস্পর বিরোধিতা করা নিষিদ্ধ	...	৪৩১
মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা বেশী অনুমান করা থেকে বিরত থাকো	...	৪৩২
কি ধরনের ধারণা করা যেতে পারে?	...	৪৩২
মু'মিনের নিজের দোষ গোপন রাখা	...	৪৩৩
অহংকার	...	৪৩৪
সম্পর্ক ত্যাগ এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণী ঃ কোন ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিনদিনের অধিক কথাবার্তা পরিত্যাগ করা বৈধ নহে	...	৪৩৪
যে আল্লাহ্র নাফরমানী করে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয	...	৪৩৭
আপন লোকের সাথে প্রতিদিনই সাক্ষাত করবে অথবা সকালে ও বিকালে	...	৪৩৭
দেখা-সাক্ষাৎ এবং কোন লোকের সাথে দেখা করতে গিয়ে, তাদের সেখানে খাবার গ্রহণ করা	...	৪৩৮
প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ উপলক্ষে উত্তম পোশাক পরিধান করা	...	৪৩৮
ভ্রাতৃত্বের ও প্রতিশ্রুতির বন্ধন স্থাপন	...	৪৩৯
মুচকি হাসি ও হাসি প্রসঙ্গে	...	৪৪০
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো" মিথ্যা কথা বলা নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে	...	৪৪৫
উত্তম চরিত্র	...	৪৪৬
ধৈর্যধারণ ও কষ্ট দেওয়া। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের অগণিত পুরস্কার দেওয়া হবে	...	৪৪৭
কারো মুখোমুখি তিরস্কার না করা	...	৪৪৭
কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে বিনা কারণে কাফির বললে তা তার নিজের উপরই বর্তাবে	...	৪৪৮
কেউ যদি কাউকে না জেনে কিংবা নিজ ধারণা অনুযায়ী (কাফির বা মুনাফিক) সম্বোধন করে, তাকে কাফির বলা যাবে না।	...	৪৪৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধের ব্যাপারে রাগ করা ও কঠোরতা অবলম্বন করা জায়েয	...	৪৫০
ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকা	...	৪৫৩
লজ্জাশীলতা	...	৪৫৪
যখন তুমি লজ্জা ত্যাগ করবে তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে	...	৪৫৫
দীনের জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে সত্য বলতে লজ্জাবোধ করতে নেই	...	৪৫৫
নবী (সা)-এর বাণী ঃ তোমরা নম্র ব্যবহার করো, আর কঠোর ব্যবহার করো না। নবী (সা) মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার পছন্দ করতেন	...	৪৫৬
মানুষের সাথে হাসিমুখে মেলামেশা করা	...	৪৫৯
মানুষের সঙ্গে শিষ্টাচার করা	...	৪৫৯
মু'মিন এক গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না। মু'আবিয়া (রা.) বলেছেন, অভিজ্ঞতা ছাড়া সহনশীলতা সম্ভব নয়	...	৪৬০
মেহমানের হক	...	৪৬১
মেহমানের সম্মান করা এবং নিজেই মেহমানের খেদমত করা	...	৪৬২
খাবার তৈরি করা ও মেহমানের জন্য কষ্ট স্বীকার করা	...	৪৬৩
মেহমানের সামনে কারো উপর রাগ করা, আর অসহনশীল হওয়া অনুচিত	...	৪৬৪
মেজবানকে মেহমানের (একথা) বলা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি না খান ততক্ষণ পর্যন্ত আমিও খাব না	...	৪৬৫
বড়কে সম্মান করা। বয়সে বড়জনই কথাবার্তা ও প্রশ্নাদি আরম্ভ করবে	...	৪৬৬
কবিতা পাঠ, সঙ্গীত ও উট্ চালানোর সংগীতের মধ্যে যা জায়েয ও যা নাজায়েয	...	৪৬৮
কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের নিন্দা করা	...	৪৭১
যে কবিতা মানুষকে এতখানি প্রভাবিত করে, যা তাকে আল্লাহ্‌র স্মরণ, জ্ঞান অর্জন ও কুরআন থেকে বাধা দেয়, তা নিষিদ্ধ	...	৪৭৩
নবী (সা)-এর উক্তিঃ তোমার ডান হাত ধূলায় ধূসরিত হোক, তোমার হাত-পা ধ্বংস হোক এবং তোমার কণ্ঠদেশ ঘায়েল হোক	...	৪৭৩
'যাআমূ' (তারা ধারণা করেন) সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে	...	৪৭৪
কাউকে 'ওয়াইলাকা' বলা	...	৪৭৫
মহামহিম আল্লাহ্ প্রতি ভালবাসার নিদর্শন	...	৪৮০
কেউ কাউকে দূর হও বলা	...	৪৮১
কাউকে 'মারহাবা' বলা	...	৪৮৩
কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের পিতার নামে ডাকা হবে	...	৪৮৪
কেউ যেন না বলে, আমার আত্মা 'খবীস' হয়ে গেছে	...	৪৮৪
যামানাকে গালি দেবে না	...	৪৮৫
নবী (সা)-এর বাণী ঃ প্রকৃত 'কারম' হলো মু'মিনের কলব	...	৪৮৫
কোন ব্যক্তির একথা বলা, আমার মা বাপ আপনার প্রতি কুরবান; এ সম্পর্কে নবী (সা) থেকে যুবাইর (রা)-এর একটি বর্ণনা আছে	...	৪৮৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
কোন ব্যক্তির একথা বলা যে, আল্লাহ্ আমাকে তোমার প্রতি কুরবান করুন। আবূ বকর (রা) নবী (সা) কে বললেন, আমরা আমাদের পিতা ও মাতাদের আপনার প্রতি কুরবান করলাম	...	৪৮৬
আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম	...	৪৮৭
নবী (সা) -এর বাণী ঃ আমার নামে নাম রাখতে পার তবে আমার কুনিয়াত দিয়ে কারো কুনিয়াত (ডাকনাম) রেখো না	...	৪৮৮
'হাযন' নাম	...	৪৮৮
নাম বদলিয়ে পূর্ব নামের চাইতে উত্তম নাম রাখা	...	৪৮৯
নবীদের (আ) নামে যারা নাম রাখেন	...	৪৯০
ওয়ালীদ নাম রাখা	...	৪৯২
কারো সঙ্গীকে তার নামে কিছু হরফ কমিয়ে ডাকা	...	৪৯২
কোন ব্যক্তির সন্তান জন্মাবার আগেই সে শিশুর নাম দিয়ে তার ডাকনাম রাখা	...	৪৯৩
কারো অন্য কুনিয়াত থাকা সত্ত্বেও তার কুনিয়াত 'আবূ তুরাব' রাখা	...	৪৯৩
আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত নাম	...	৪৯৪
মুশরিকের কুনিয়াত। মিসওয়ার (রা) বলেন যে, আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি কিন্তু যদি ইব্‌ন আবূ তালিব চায়	...	৪৯৫
পরোক্ষ কথা বলা মিথ্যা এড়ানোর উপায়	...	৪৯৮
কোন কিছু সম্পর্কে, তা অবাস্তব মনে করে বলা যে, এটা কোন কিছুই নয়	...	৪৯৮
আসমানের দিকে চোখ তোলা	...	৪৯৯
(কোন কিছু তালাশ করার উদ্দেশ্যে) পানি ও কাদার মধ্যে লাঠি দিয়ে ঠোকা দেওয়া	...	৪৯৯
কারো হাতের কোন কিছু দিয়ে যমীনে ঠোকা মারা	...	৫০১
বিস্ময়বোধে 'আল্লাহ্ আকবার' অথবা 'সুবহানাল্লাহ্' বলা	...	৫০১
ঢিল ছোড়া	...	৫০২
হাঁচিদাতার 'আল হামদুলিল্লাহ্' বলা	...	৫০৩
হাঁচিদাতার আল হামদুলিল্লাহ্‌র জবাব দেওয়া	...	৫০৩
কিভাবে হাঁচির দু'আ মুস্তাহাব আর কিভাবে হাই তোলা মাকরূহ	...	৫০৪
কেউ হাঁচি দিলে, কিভাবে জবাব দিতে হবে	...	৫০৪
হাঁচিদাতা 'আলহামদুলিল্লাহ্' না বললে তার জবাব দেওয়া যাবে না	...	৫০৫
যদি কেউ হাই তোলে, তবে সে যেন নিজের হাত তার মুখে রাখে	...	৫০৫

অনুমতি চাওয়া অধ্যায়

সালামের সূচনা	...	৫০৯
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে, যে পর্যন্ত সে ঘরের লোকেরা অনুমতি না দেবে এবং তোমরা গৃহবাসীকে সালাম না করবে, প্রবেশ করো না	...	৫১০

বিষয়		পৃষ্ঠা

আল্লাহ্ তা'আলার নামের মধ্যে 'সালাম' একটি নাম	...	৫১২
অল্প সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোকদের সালাম করবে	...	৫১২
আরোহী ব্যক্তি পদচারীকে সালাম করবে	...	৫১৩
পদচারী উপবিষ্ট লোককে সালাম করবে	...	৫১৩
ছোট বড়কে সালাম করবে	...	৫১৪
সালাম প্রসারিত করা	...	৫১৪
পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম করা	...	৫১৪
পর্দার আয়াত	...	৫১৫
তাকানোর অনুমতি চাওয়া	...	৫১৭
যৌনাঙ্গ ব্যতীত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যভিচার	...	৫১৮
তিনবার সালাম দেওয়া ও অনুমতি চাওয়া	...	৫১৮
যখন কোন ব্যক্তিকে ডাকা হয়, আর সে আসে, সেও কি প্রবেশের অনুমতি নিবে?	...	৫১৯
শিশুদের সালাম দেওয়া	...	৫২০
মহিলাকে পুরুষদের এবং পুরুষকে মহিলাদের সালাম করা	...	৫২০
যদি কেউ কারো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইনি কে? আর তিনি বলেন, আমি	...	৫২১
যে সালামের জবাব দিল এবং বলল, ওয়াআলাইকাস্ সালাম	...	৫২১
যদি কেউ বলে যে, অমুক তোমাকে সালাম করেছে	...	৫২২
মুসলিম ও মুশরিকদের মিশ্রিত মজলিসে সালাম দেওয়া	...	৫২৩
গুনাহ্গার ব্যক্তির তাওবা করার নিদর্শন প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত এবং গুনাহ্গারের তাওবা কবূল হওয়ার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত যিনি তাকে সালাম করেন নি এবং তার সালামের জবাবও দেননি	...	৫২৫
অমুসলিমদের সালামের জবাব কিভাবে দিতে হয়	...	৫২৫
কারো এমন পত্রের বিষয়ে স্পষ্টরূপে জানার জন্য তদন্ত করে দেখা, যা মুসলমানদের জন্য আশংকাজনক	...	৫২৫
কিতাবী সম্প্রদায়ের নিকট কিভাবে পত্র লিখতে হয়	...	৫২৮
চিঠিপত্র কার নাম দিয়ে আরম্ভ করা হবে	...	৫২৮
নবী (সা)-এর বাণী ঃ তোমরা তোমাদের সরদারের জন্য দাঁড়াও	...	৫২৯
মুসাফাহা করা। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, নবী (সা)-যখন আমাকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দেন তখন আমার হাত তাঁর দু'হাতের মাঝে ছিল	...	৫৩০
দু'হাত ধরে মুসাফাহা করা। হাম্মাদ ইব্ন যায়েদ (র) ইব্ন মুবারকের সঙ্গে দু'হাতে মুসাফাহা করেছেন	...	৫৩০
আলিঙ্গন করা এবং কাউকে বলা কিভাবে তোমার ভোর হয়েছে	...	৫৩১
যে ব্যক্তি কারো ডাকে 'লাব্বায়কা ও সাদায়কা' বলে জবাব দিল	...	৫৩২
কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে তার বসার স্থান থেকে উঠাবে না	...	৫৩৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
(আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) ঃ যদি তোমাদের বলা হয় যে, তোমরা মজলিসের বসার জায়গা করে......, তা হলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন	...	৫৩৪
কারো আপন সাথীদের থেকে অনুমতি না নিয়ে মজলিস থেকে কিংবা ঘর থেকে উঠে যাওয়া, কিংবা নিজে উঠে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা যাতে অন্যরা উঠে যায়...		৫৩৪
দু'হাঁটুকে খাড়া করে দু'হাতে বেড় দিয়ে পাছার উপর বসা	...	৫৩৫
যিনি তার সাথীদের সামনে হেলান দিয়ে বসেন	...	৫৩৫
যিনি কোন বিশেষ প্রয়োজনে অথবা যে কোন উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি চলেন	...	৫৩৬
পালঙ্গ ব্যবহার করা	...	৫৩৬
যার হেলান দেয়ার উদ্দেশ্যে একটা বালিশ পেশ করা হয়	...	৫৩৭
জু'মুআর সালাত শেষে কায়লুলা (দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণ)	...	৫৩৮
মসজিদে কায়লুলা করা	...	৫৩৯
যিনি কোন কাওমের সাথে দেখা করতে যান এবং সেখানে কায়লুলা করেন	...	৫৩৯
যার জন্য যেভাবে সহজ হয় সেভাবেই বসা	...	৫৪১
যিনি মানুষের সামনে কারো সঙ্গে কানে-কানে কথা বলেন। আর যিনি আপন বন্ধুর গোপনীয় কথা কারো কাছে প্রকাশ করেননি	...	৫৪১
চিত হয়ে শোয়া	...	৫৪৩
তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানে-কানে বলবে না	...	৫৪৩
গোপনীয়তা রক্ষা করা	...	৫৪৪
কোথাও তিনজনের বেশী লোক থাকলে গোপনে কথা বলা, আর কানে-কানে কথা বলা দূষণীয় নয়	...	৫৪৪
দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কারো সঙ্গে কানে-কানে কথা বলা	...	৫৪৫
ঘুমানোর সময় ঘরে আগুন রাখবে না	...	৫৪৫
রাত্রিকালে (ঘরের) দরজাগুলো বন্ধ করা	...	৫৪৬
বয়োপ্রাপ্তির পর খাত্না করা এবং বগলের পশম উপড়ানো	...	৫৪৬
যেসব খেলাধুলা আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বিরত রাখে সেগুলো বাতিল (হারাম)	...	৫৪৭
পাকা ঘর-বাড়ি নির্মাণ করা	...	৫৪৮

দু'আ অধ্যায়

প্রত্যেক নবীর একটি মাকবূল দু'আ রয়েছে	...	৫৫১
শ্রেষ্ঠতম ইস্তিগফার	...	৫৫২
দিনে ও রাতে নবী (সা)-এর ইস্তিগ্ফার	...	৫৫৩
তাওবা করা	...	৫৫৩
ডান পাশে শয়ন করা	...	৫৫৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
পবিত্র অবস্থায় রাত কাটানো এবং তার ফযীলত	...	৫৫৫
ঘুমাবার সময় কি দু'আ পড়বে	...	৫৫৫
ডান গালের নীচে হাত রেখে ঘুমানো	...	৫৫৬
ডান পাশের উপর ঘুমানো	...	৫৫৭
রাতে ঘুম থেকে জাগার পর দু'আ	...	৫৫৭
ঘুমানোর সময়ের তাসবীহ্ ও তাক্বীর বলা	...	৫৫৯
ঘুমাবার সময় আল্লাহ্র পানাহ্ চাওয়া এবং কুরআন পাঠ করা	...	৫৬০
পরিচ্ছেদ ঃ	...	৫৬০
মধ্যরাতের দু'আ	...	৫৬১
পায়খানায় প্রবেশ করার সময়ের দু'আ	...	৫৬১
ভোর হলে কি দু'আ পড়বে	...	৫৬১
সালাতের মধ্যে দু'আ পড়া	...	৫৬৩
সালাতের পরের দু'আ	...	৫৬৪
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তুমি দু'আ করবে ....(৯ ঃ ১৩) আর যিনি নিজকে বাদ দিয়ে কেবল নিজের ভাই এর জন্য দু'আ করেন	...	৫৬৫
দু'আর মধ্যে ছন্দোবদ্ধ শব্দ ব্যবহার করা মাকরূহ	...	৫৬৮
কবূল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দু'আ করবে	...	৫৬৮
(কবূলের জন্য) তাড়াহুড়া না করলে (দেরীতে হলেও) বান্দার দু'আ কবূল হয়ে থাকে	...	৫৬৯
দু'আর সময় দু-খানা হাত উঠানো	...	৫৬৯
কিব্লামুখী না হয়ে দু'আ করা	...	৫৭০
কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা	...	৫৭০
আপন খাদেমের দীর্ঘজীবী হওয়া এবং বেশী মালদার হওয়ার জন্য নবী (সা)-এর দু'আ	...	৫৭১
বিপদের সময় দু'আ করা	...	৫৭১
কঠিন বিপদের কষ্ট থেকে পানাহ্ চাওয়া	...	৫৭২
নবী (সা)-এর দু'আ আল্লাহুম্মা রাফীকাল আলা	...	৫৭২
মৃত্যু এবং জীবনের জন্য দু'আ করা	...	৫৭৩
শিশুদের জন্য বরকতের দু'আ করা এবং তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া	...	৫৭৪
নবী (সা)-এর উপর দরূদ পড়া	...	৫৭৫
নবী (সা) ছাড়া অন্য কারো উপর দরূদ পড়া যায় কিনা	...	৫৭৬
নবী (সা)-এর বাণী ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি যাকে কষ্ট দিয়েছি, সে কষ্ট তার পরিশুদ্ধির উপায় এবং তার জন্য রহমত করে দিন	...	৫৭৭
ফিত্না থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাওয়া	...	৫৭৭
মানুষের আধিপত্য থেকে পানাহ্ (আল্লাহ্র আশ্রয়) চাওয়া	...	৫৭৮
কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাওয়া	...	৫৭৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
জীবন ও মৃত্যুর ফিত্না থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাওয়া	...	৫৮১
গুনাহ্ এবং ঋণ থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাওয়া	...	৫৮১
কাপুরুষতা ও অলসতা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাওয়া	...	৫৮২
কৃপণতা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাওয়া	...	৫৮২
দুঃসহ দীর্ঘায়ু থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাওয়া	...	৫৮২
মহামারী ও রোগযন্ত্রণা দূর হওয়ার জন্য দু'আ করা	...	৫৮৩
বার্ধক্যের অসহায়ত্ব এবং দুনিয়ার ফিত্না আর জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাওয়া	...	৫৮৪
প্রাচুর্যের ফিত্না থেকে আশ্রয় চাওয়া	...	৫৮৫
দারিদ্রের সংকট থেকে পানাহ্ চাওয়া	...	৫৮৫
বরকতসহ মালের প্রাচুর্যের জন্য দু'আ করা	...	৫৮৬
ইস্তিখারার সময়ের দু'আ	...	৫৮৭
অযূ করার সময় দু'আ করা	...	৫৮৭
উচুঁ জায়গায় চড়ার সময়ের দু'আ করা	...	৫৮৮
উপত্যকায় অবতরণ করার সময় দু'আ	...	৫৮৮
সফরের ইচ্ছা করলে কিংবা সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর দু'আ	...	৫৮৯
বরের জন্য দু'আ করা	...	৫৮৯
নিজ স্ত্রীর নিকট এলে যে দু'আ পড়তে হয়	...	৫৯০
নবী (সা)-এর দু'আ হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের ইহকালের কল্যাণ দাও	...	৫৯০
দুনিয়ার ফিত্না থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাওয়া	...	৫৯১
বারবার দু'আ করা	...	৫৯১
মুশরিকদের উপর বদ্ দু'আ করা	...	৫৯২
মুশরিকদের জন্য দু'আ	...	৫৯৪
নবী (সা)-এর দু'আ ইয়া আল্লাহ্! আমার পূর্বের ও পরের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দিন	...	৫৯৫
জুমু'আর দিনে কবূলিয়াতের সময় দু'আ করা	...	৫৯৫
নবী (সা)-এর বাণী ঃ ইয়াহূদীদের ব্যাপারে আমাদের বদ্ দু'আ কবূল হবে কিন্তু আমাদের প্রতি তাদের বদ্ দু'আ কবূল হবে না	...	৫৯৬
আমীন বলা	...	৫৯৬
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর (যিক্র করার) ফযীলত	...	৫৯৭
সুবহানাল্লাহ্ পড়ার ফযীলত	...	৫৯৮

বুখারী শরীফ

নবম খণ্ড

كِتَابُ الطَّلَاقِ

তালাক অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

كِتَابُ الطَّلَاقِ

তালাক অধ্যায়

বাংলায় ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুণঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম।

قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوْا الْعِدَّةَ . أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ ، وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيَشْهَدُ شَاهِدَيْنِ -

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর তখন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের তালাক দিবে। وَأَحْصُوْا الْعِدَّةَ অর্থ ইদ্দতের হিসাব রাখ أَحْصَيْنَاهُ অর্থাৎ حَفِظْنَاهُ ও আমরা তার হিফাযত করেছি عَدَدْنَاهُ ও তার হিসাব রেখেছি। সুন্নাত তালাক হল, পবিত্রকালীন সময়ে সহবাস না করে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া এবং দু'জন সাক্ষী রাখা।

٤٨٧٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضُ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ -

৪৮৭৫ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র)...... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল ﷺ -এর সময়ে তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলেন। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তাকে নির্দেশ দাও,

সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে এবং নিজের কাছে রেখে দেয় যতক্ষণ না সে মহিলা পবিত্র হয়ে পুনরায় ঋতুমতী হয় এবং আবার পবিত্র হয়। এরপর সে যদি ইচ্ছা করে, তাকে রেখে দিবে, আর যদি ইচ্ছা করে তবে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দেবে। আর ঐ-ই তালাকের পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার বিধান রেখেছেন।

٢٠٤١. بَابٌ إِذَا طُلِّقَتِ الْحَائِضُ يَعْتَدُّ بِذَالِكَ الطَّلاَقِ

২০৪১. পরিচ্ছেদ ঃ হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে তা তালাক হিসাবে পরিগণিত হবে

٤٨٧٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا، قُلْتُ تُحْتَسَبُ، قَالَ فَمَهْ ، وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، قُلْتُ تُحْتَسَبُ، قَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ، وَقَالَ أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيْقَةٍ -

৪৮৭৬ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র.)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলেন, উমর (রা) বিষয়টি নবী ﷺ -এর কাছে উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ সে যেন তাকে ফিরিয়ে আনে। রাবী (ইব্‌ন সীরীন) বলেন, আমি বললাম, তালাকটি কি গণ্য করা হবে? তিনি (ইব্‌ন উমর) বললেন, তবে কি হবে? কাতাদা (র) ইউনুস ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে, তিনি ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তাকে নির্দেশ দাও সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে। আমি (ইউনুস) বললাম ঃ তালাকটি কি পরিগণিত হবে? তিনি (ইব্‌ন উমর) বললেন ঃ তুমি কি মনে কর? যদি সে অক্ষম হয় এবং স্বেচ্ছায় আহমকী করে। আবূ মা'মার বলেন, আবদুল ওয়ারিস আইউব থেকে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র থেকে, তিনি ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ এটিকে আমার উপর এক তালাক ধরা হয়েছিল।

٢٠٤٢. بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلاَقِ

২০৪২. পরিচ্ছেদ ঃ তালাক দেওয়ার সময় স্বামী কি তার স্ত্রীর সামনাসামনি হয়ে তালাক দেবে?

٤٨٧٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ، الْحَقِيْ بِأَهْلِكِ، قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِيْ مَنِيْعٍ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ -

৪৮৭৭ হুমাইদী (র)...... আওযাঈ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যুহরী (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ -এর কোন্ সহধর্মিণী তাঁর থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিল? উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'উরওয়া (রা) আয়েশা (রা) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, জাওনের কন্যাকে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট (একটি ঘরে) পাঠানো হল আর তিনি তার নিকটবর্তী হলেন, তখন সে বলল, আমি তোমার থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি তো এক মহান সত্তার কাছে পানাহ চেয়েছ। তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন ঃ হাদীসটি হাজ্জাজ ইব্ন আবূ মানী'ও বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতামহ থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি 'উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে।

٤٨٧٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَسِيْلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِيْ أَسَيْدٍ عَنْ أَبِيْ أَسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتّٰى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ حَتّٰى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اجْلِسُوْا هَاهُنَا وَدَخَلَ، وَقَدْ أُتِيَ بِالْجَوْنِيَّةِ، فَأُنْزِلَتْ فِيْ بَيْتٍ فِيْ نَخْلٍ بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيْلَ وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ هَبِي نَفْسَكِ لِيْ قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوْقَةِ قَالَ فَأَهْوٰى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا أُسَيْدٍ، أَكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ، وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا ـ وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيْدِ النَّيْسَابُوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيْهِ وَأَبِيْ أُسَيْدٍ قَالاَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيْلَ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذٰلِكَ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوْهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ ـ

৪৮৭৮ আবূ নুয়ায়ম (র)...... আবূ উসায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে বের হয়ে শাওত নামক বাগানের নিকট দিয়ে চলতে চলতে দু'টি বাগান পর্যন্ত পৌঁছলাম এবং এ দু'টির মাঝখানে বসে পড়লাম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা এখানে বসে থাক। তিনি (ভিতরে) প্রবেশ করলেন। তখন নু'মান ইব্ন শারাহীলের কন্যা জুয়াইনাকে উমাইমার খেজুর বাগানস্থিত ঘরে পৌঁছান হয়। আর তাঁর সাথে তাঁর সেবার জন্য ধাত্রীও ছিল। নবী ﷺ যখন তার কাছে গিয়ে বললেন, তুমি নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ কর। তখন সে বলল ঃ কোন্ রাজকুমারী কি কোন্ বাজারী (নীচ) ব্যক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে? রাবী বলেন ঃ এরপর তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন তার শরীরে রাখার জন্য, যাতে সে শান্ত হয়। সে বলল ঃ আমি তোমার থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই। তিনি বললেন ঃ তুমি উপযুক্ত সত্তারই আশ্রয় নিয়েছ। এরপর তিনি

আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন ঃ হে আবূ উসায়দ! তাকে দু'খানা কাতান কাপড় পরিয়ে দাও এবং তাকে তার পরিবারের নিকট পৌঁছিয়ে দাও।

হুসাইন ইব্ন ওয়ালীদ নিশাপুরী (র)...... সাহ্ল ইব্ন সা'দ ও আবূ উসায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন যে, নবী ﷺ উমাইমা বিনত শারাহীলকে বিবাহ করেন। পরে তাকে তার কাছে আনা হলে তিনি তার দিকে হাত বাড়ালেন। সে এটি অপছন্দ করল। এরপর তিনি আবূ উসায়দকে নির্দেশ দিলেন, তার জিনিস গুটিয়ে এবং দু'খানা কাতান বস্ত্র পরিয়ে তাকে তার পরিবারে পৌঁছে দিতে।

٤٨٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَـــنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيْهِ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ بِهٰذَا -

৪৮৭৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... আবূ উসায়দ ও সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٤٨٨٠ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ غَلاَّبٍ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ اَنَّ ابْنَ عُمَـرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَـــهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قُلْتُ فَهَلْ عَدَّ ذٰلِكَ طَلاَقًا ؟ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ -

৪৮৮০ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র.)...... আবূ গাল্লাব ইউনুস ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমরকে বললাম ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছে। তিনি বললেন, তুমি ইব্ন 'উমরকে চেন। ইব্ন 'উমর (রা) তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিল। তখন 'উমর (রা) নবী ﷺ -এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। পরে তার স্ত্রী পবিত্র হলে, সে যদি চায় তবে তাকে তালাক দেবে। আমি বললাম ঃ এতে কি তালাক গণনা করা হয়েছিল? তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর? যদি সে অক্ষম হয় এবং স্বেচ্ছায় বোকামী করে।

٢٠٤٣ . بَابُ مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ الثَّلاَثِ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالىٰ : اَلطَّـــلاَقُ مَرَّتَـــانِ فَإِمْسَـــاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِيْ مَرِيْضٍ طَلَّقَ لاَ أُرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوْتَتُـهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَرِثُهُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذٰلِكَ -

২০৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ যারা তিন তালাককে জায়েয মনে করেন। যেমন মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ এই তালাক দু'বার, এরপর হয় সে বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভভাবে মুক্ত করে দিবে। (২ঃ২২৯) ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় তালাক দেয় তার তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ওয়ারিস হবে বলে আমি মনে করি না। শা'বী (র) বলেন ওয়ারিস হবে। ইব্ন শুবরুমা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে মহিলা অন্যত্র বিবাহ্ করতে পারবে কি? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। ইব্ন শুবরুমা পুনরায় প্রশ্ন করলেন ঃ যদি দ্বিতীয় স্বামীও মারা যায় তা হলে? (অর্থাৎ আপনার মতানুযায়ী উক্ত স্ত্রীর উভয় স্বামীর ওয়ারিস হওয়া জরুরী হয়) এরপর শা'বী তাঁর পূর্ব মত প্রত্যাহার করেন

٤٨٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَ رَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِيْ يَا عَاصِمُ عَنْ ذَٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَ عَابَهَا ، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ اِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَاعَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَاتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَسْئَلَةَ الَّتِيْ سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللهِ لاَ أَنْتَهِيْ حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ إِمْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيْكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْت بِهَا ، قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا و أَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ -

৪৮৮১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)...... সাহ্ল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'উওয়াইমির 'আজলানী (রা) 'আসেম ইব্ন 'আদী আনসারী (রা)-এর নিকট এসে তাকে বললেন ঃ হে 'আসিম! যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অপর কোন পুরুষকে (ব্যভিচার-রত) দেখতে পায় এবং সে তাকে হত্যা করে ফেলে, তবে কি তোমরা তাকে হত্যা করবে? (আর যদি হত্যা না করে) তবে সে কি করবে? হে 'আসিম! আমার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা কর। 'আসিম (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদকে অপছন্দনীয় এবং দূষণীয় মনে করলেন। এমন কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উক্তি শুনে

'আসিম (রা) ঘাবড়ে গেলেন। এরপর 'আসিম (রা) স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে উওয়াইমির (রা) এসে বললেন ঃ হে আসিম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে কি জবাব দিলেন? আসিম (রা) বললেন ঃ তুমি কল্যাণকর কিছু নিয়ে আমার কাছে আসনি। তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ না পছন্দ করেছেন। উওয়াইমির (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! (উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত) এ বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেই থাকব। উওয়াইমির (রা) এসে লোকদের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে পেলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে পরপুরুষকে (ব্যভিচার-রত) দেখতে পায়, আর তাকে হত্যা করে ফেলে, তবে আপনারা কি তাকে হত্যা করবেন? আর যদি সে (স্বামী) হত্যা না করে, তবে কি করবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তুমি গিয়ে তাঁকে (তোমার পত্নীকে) নিয়ে আস। সাহ্ল (রা) বলেন, এরপর তারা দু'জনে লি'আন করলো। আমি সে সময় (অন্যান্য) লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ছিলাম। উভয়ের লি'আন করা হয়ে গেলে উওয়াইমির (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ এখন যদি আমি তাকে (স্ত্রীত্বে) রাখি তবে এটা তার উপর মিথ্যারোপ করা হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে আদেশ দেওয়ার পূর্বেই তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, পরবর্তীতে লি'আনকারীদ্বয়ের পন্থা হল ঐ বিচ্ছিন্নতা।

٤٨٨٢ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِيْ، وَإِنِّيْ نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلَي رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ ـ

৪৮৮২ সাঈদ ইব্ন 'উফাইর (র.)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফা'আ কুরাযীর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রিফা'আ আমাকে পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের তালাক (তিন তালাক) দিয়েছে। পরে আমি আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়র কুরাযীকে বিবাহ করি। কিন্তু তার কাছে কাপড়ের কিনারা সদৃশ বৈ কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সম্ভবতঃ তুমি রিফা'আর নিকট ফিরে যেতে ইচ্ছা করছ। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সে তোমার স্বাদ গ্রহণ করে এবং তুমি তার স্বাদ গ্রহণ কর।

٤٨٨٣ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ لاَ حَتّٰى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ ـ

৪৮৮৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে সে (স্ত্রী) অন্যত্র বিবাহ করল। পরে দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দিল। নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ মহিলাটি কি প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে? তিনি বললেন ঃ না। যতক্ষণ না সে (দ্বিতীয় স্বামী) তার স্বাদ গ্রহণ করবে, যেমন করেছিল প্রথম স্বামী।

٢٠٤٤ . بَابُ مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

২০৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীদেরকে ইখ্‌তিয়ার দিল। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিণীদের বলুন, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর, তবে এস আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় করে দেই

٤٨٨٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُوْنُسُ عَنْ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أُمِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِتَخْيِيْرِ أَزْوَاجِهِ بَدَا بِيْ فَقَالَ إِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ إِنْ لاَ تَعْجَلِيْ حَتَّى تَسْتَامِرِيْ أَبَوَيْكِ قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا يَأْمُرَانِيْ بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ أَنْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَى قَوْلِهِ أَجْرًا عَظِيْمًا قَالَتْ فَقُلْتُ أَفِيْ هٰذَا أَسْتَامِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّيْ أُرِيْدُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ -

৪৮৮৪ আবুল ইয়ামান (র)...... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ স্বীয় স্ত্রীদেরকে ইখ্‌তিয়ার দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদিষ্ট হলে প্রথমে তিনি আমার নিকট এসে বলেন ঃ আমি তোমার নিকট এমন একটি বিষয় উল্লেখ করছি, সে সম্পর্কে তুমি আপন মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ ব্যতীত তড়িঘড়ি করে কোন সিদ্ধান্ত নিবে না। 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ আর তিনি তো জানেন যে, আমার মাতা-পিতা আমাকে তাঁর থেকে বিচ্ছেদের আদেশ দিবেন না। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'হে নবী! আপনার সহধর্মিণীদেরকে বলুন – তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ চাও, তবে এস আমি তোমাদেরকে ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই......। 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম এই তুচ্ছ বিষয়ে আমাকে মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করতে হবে? আমি তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও পরকালের আবাসই কামনা করছি। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অন্যান্য স্ত্রীও আমার ন্যায় উত্তর দিলেন।

٤٨٨٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذٰلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا -

৪৮৮৫ 'উমর ইব্ন হাফ্স (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ইখ্তিয়ার দিলে আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকেই গ্রহণ করলাম। আর এতে আমাদের প্রতি তালাক সাব্যস্ত হয়নি।

٤٨٨٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ فَقَالَتْ خَيَّرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَفَكَانَ طَلَاقًا، قَالَ مَسْرُوْقٌ لَا أُبَالِيْ أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِيْ -

৪৮৮৬ মুসাদ্দাদ (র)...... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে ইখ্তিয়ার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম (অর্থাৎ এতে তালাক হবে কিনা)। তিনি উত্তর দিলেন ঃ নবী ﷺ আমাদেরকে ইখ্তিয়ার দিয়েছিলেন। তাহলে সেটা কি তালাক ছিল? মাসরূক বলেন ঃ তবে সে (স্ত্রী) আমাকে গ্রহণ করার পর আমি তাকে একবার ইখ্তিয়ার দিই বা শতবার দিই – (তাতে কিছু মনে করব না)।

٢٠٤٥. بَابُ إِذَا قَالَ فَارَقْتُكِ أَوْ سَرَّحْتُكِ أَوِ الْخَلِيَّةُ أَوِ الْبَرِيَّةُ أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ ، قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً ، وَقَالَ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً، وَقَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ ، وَقَالَ أَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ، وَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا يَأْمُرَانِيْ بِفِرَاقِهِ

২০৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ যে (তার স্ত্রীকে) বলল – 'আমি তোমাকে পৃথক করলাম,' বা 'আমি তোমাকে বিদায় দিলাম,' বা 'তুমি মুক্ত বা বন্ধনহীন' অথবা এমন কোন বাক্য উচ্চারণ করল যা দ্বারা তালাক উদ্দেশ্য হয়। তবে তা তার নিয়্যাতের উপর নির্ভর করবে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তাদেরকে সৌজন্যের সাথে বিদায় দাও", তিনি আরও বলেন – আমি তোমাদেরকে সৌজন্যের সাথে বিদায় দিচ্ছি। আরও বলেন – "হয়ত বৈধ পন্থায় ফিরিয়ে রাখবে নতুবা উত্তমরূপে ছেড়ে দিবে।" আরও বলেন, তাদেরকে সৌজন্যের সাথে বিচ্ছিন্ন করে দাও। আর 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ জানতেন আমার মা-বাপ আমাকে তাঁর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ দিবেন না

٢٠٤٦ . بَابُ مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ نِيَّتُهُ، وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بالطَّلاَقِ وَالْفِرَاقِ ، وَ لَيْسَ هٰذَا كَالَّذِيْ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ لأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ وَقَالَ فِي الطَّلاَقِ ثَلاَثًا . لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتىَّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا، قَالَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِيْ بِهٰذَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ

২০৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল – "তুমি আমার জন্য হারাম।" হাসান (র) বলেন, তবে তা তার নিয়্যাত অনুযায়ী হবে। 'আলিমগণ বলেন, যদি কেউ আর স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। তাঁরা এটাকে হারাম আখ্যায়িত করেছেন, যা তালাক বা বিচ্ছেদ দ্বারা সম্পন্ন হয়। তবে এ হারাম করাটা তেমন নয়, যেমন কেউ খাদ্যকে হারাম ঘোষণা করল; কেননা হালাল খাদ্যকে হারাম বলা যায় না। কিন্তু তালাকপ্রাপ্তাকে হারাম বলা যায়। আবার তিন তালাকপ্রাপ্তা সম্বন্ধে বলেছেন, সে (স্ত্রী) অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। লায়স (র) নাফি' থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন 'উমর (রা)-কে তিন তালাক প্রদানকারী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন ঃ যদি তুমি এক বা দুই দিতে! কেননা নবী ﷺ আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই কেউ স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে তার জন্য সে হারাম হয়ে যাবে, যতক্ষণ না সে (স্ত্রী) অন্যত্র বিবাহ করে

٤٨٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيْدُهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ زَوْجِيْ طَلَّقَنِيْ ، وَ إِنِّيْ تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِيْ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّمِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِيْ إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَي شَيْءٍ فَأَحِلُّ لِزَوْجِيْ الأَوَّلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَحِلِّيْنَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوْقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ -

৪৮৮৭ মুহাম্মদ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিলে সে (স্ত্রী) অন্য স্বামীকে বিবাহ করে। পরে সেও তাকে তালাক দেয়। তার লিঙ্গ ছিল কাপড়ের কিনারা সদৃশ। সুতরাং মহিলা তার থেকে নিজের মনস্কামনা সিদ্ধ করতে পারল না। দ্বিতীয় স্বামী অবিলম্বে তালাক দিলে সে (মহিলা) নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

আমার স্বামী আমাকে তালাক দিলে আমি অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। এরপর সে আমার সাথে সংগত হয়। কিন্তু তার সাথে কাপড়ের কিনারা সদৃশ বৈ কিছুই নেই। তাই সে একবারের অধিক আমার নিকটস্থ হল না এবং আপন মনস্কামনা সিদ্ধ করতে সক্ষম হল না। এরূপ অবস্থায় আমি আমার প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হব কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তোমার কিছু স্বাদ উপভোগ করে, আর তুমিও তার কিছু স্বাদ আস্বাদন কর।

٢٠٤٧. بَابُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ

২০৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ এমন বস্তুকে আপনি কেন হারাম করছেন যা আল্লাহ্ আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছেন?

٤٨٨٨ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ الرَّبِيْعَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ يَعْلَى ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

৪৮৮৮ হাসান ইব্ন সাব্বাহ্ (র)...... সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হারাম বলে ঘোষণা করে তবে তাতে কিছু (তালাক) হয় না। তিনি আরও বলেন ঃ নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।

٤٨٨٩ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ أَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُوْدَ لَهُ، فَنَزَلَتْ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِلَى إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ، لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً -

৪৮৮৯ হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ (র)......'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যায়নাব বিন্ত জাহাশের নিকট কিছু বিলম্ব করতেন এবং সেখানে তিনি মধু পান করতেন। আমি ও হাফসা পরামর্শক্রমে ঠিক করলাম যে, আমাদের মধ্যে যার কাছেই নবী ﷺ প্রবেশ করবেন, সেই

যেন বলি – আমি আপনার থেকে মাগাফীর-এর গন্ধ পাচ্ছি। আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন। এরপর তিনি তাদের একজনের নিকট প্রবেশ করলে তিনি তাঁকে অনুরূপ বললেন। তিনি বললেনঃ বরং আমি যায়নাব বিন্ত জাহাশের নিকট মধু পান করেছি। আমি পুনঃ এ কাজ করব না। এ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয় (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ "হে নবী! এমন বস্তুকে হারাম করছেন কেন, যা আল্লাহ্ আপনার জন্য হালাল করেছেন...... যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর নিকট তাওবা কর" পর্যন্ত। এখানে 'আয়েশা ও হাফসা (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আর আল্লাহর বাণী যখন নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন – 'বরং আমি মধু পান করেছি'-এ কথার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়।

[٤٨٩٠] حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمِغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُوْ مِنْ إِحْدَاهُنَّ ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَغِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيْلَ لِيَ أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مَنْ عَسَلٍ فَسَقَتِ النَّبِيَّ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ إِنَّهُ سَيَدْنُوْ مِنْكِ فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُوْلِيْ أَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَإِنَّهُ سَيَقُوْلُ لَكَ لاَ، فَقُوْلِيْ لَهُ مَا هٰذِهِ الرِّيْحُ الَّتِيْ أَجِدُ مِنْكَ فَإِنَّهُ سَيَقُوْلُ لَكَ سَقَتْنِيْ حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُوْلِيْ لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُوْلُ ذٰلِكَ، وَقُوْلِيْ أَنْتِ يَاصَفِيَّةُ ذَاكِ قَالَتْ تَقُوْلُ سَوْدَةُ، فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِيَهُ بِمَا أَمَرْتِنِيْ بِهِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيْرَ قَالَ لاَ، قَالَتْ فَمَا هٰذِهِ الرِّيْحُ الَّتِيْ أَجِدُ مِنْكَ ؟ قَالَ سَقَتْنِيْ حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطْ، فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذٰلِكَ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، فَلَمَّا دَارَ إِلَي حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلاَ اَسْقِيْكَ مِنْهُ ؟ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِيَ فِيْهِ، قَالَتْ تَقُوْلُ سَوْدَةُ وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ، قُلْتُ لَهَا اسْكُتِيْ -

[৪৮৯০] ফারওয়া ইবন আবুল মাগরা (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মধু ও হালুয়া (মিষ্টি) পছন্দ করতেন। আসরের সালাত শেষে তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের নিকট যেতেন। এরপর তাঁদের একজনের ঘনিষ্ঠ হতেন। একদা তিনি হাফসা বিন্ত উমরের কাছে গেলেন এবং অন্যান্য দিন অপেক্ষা বেশী সময় অতিবাহিত করলেন। এতে আমি ঈর্ষা করলাম। পরে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে অবগত হলাম যে, তাঁর (হাফসার) গোত্রের জনৈকা মহিলা তাঁকে এক পাত্র মধু হাদিয়া দিয়েছিল। তা থেকেই তিনি নবী ﷺ কে কিছু পান করিয়েছেন। আমি বললাম ঃ

আল্লাহর কসম! আমরা এজন্য একটি ফন্দি আঁটব। এরপর আমি সাওদা বিনত যাম্'আকে বললাম, তিনি (রাসুলুল্লাহ্) ﷺ তো এখনই তোমার কাছে আসছেন, তিনি তোমার নিকটবর্তী হলেই তুমি বলবে, আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে বলবেন "না"। তখন তুমি তাঁকে বলবে, তবে আমি কিসের গন্ধ পাচ্ছি? তিনি বলবেন ঃ হাফসা আমাকে কিছু মধু পান করিয়েছে। তুমি তখন বলবে, এর মৌমাছি মনে হয় 'উরফুত (এক জাতীয় গাছ) নামক বৃক্ষ থেকে মধু আহরণ করেছে। আমিও তাই বলব। সাফিয়্যা! তুমিও তাই বলবে। 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ সাওদা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! তিনি দরজার নিকট আসতেই আমি তোমার ভয়ে তোমার আদিষ্ট কাজ পালনে প্রস্তুত হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর নিকটবর্তী হলেন, তখন সাওদা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? তিনি বললেন ঃ না। সাওদা বললেন, তবে আপনার কাছ থেকে এ কিসের গন্ধ পাচ্ছি? তিনি বললেন ঃ হাফসা আমাকে কিছু মধু পান করিয়েছে। সাওদা বললেন, এর মধু মক্ষিকা 'উরফুত' নামক বৃক্ষের মধু আহরণ করেছে। এরপর তিনি ঘুরে যখন আমার কাছে এলেন, তখন আমিও অনুরূপ বললাম। তিনি সাফিয়্যার কাছে গেলে তিনিও এরূপ উক্তি করলেন। পরদিন যখন তিনি হাফসার কাছে গেলেন ঃ তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনাকে মধু পান করাব কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এর আমার কোন প্রয়োজন নেই। 'আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, সাওদা বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমরা তাঁকে বিরত রেখেছি। আমি তাকে বললাম ঃ চুপ কর।

٢٠٤٨. بَابُ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَعَلَ اللهُ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ، وَيُرْوَى فِيْ ذٰلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَمْرِو بْنِ هَرَمٍ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهَا لاَ تَطْلُقُ

২০৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ বিবাহের পূর্বে তালাক নেই। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কোন মু'মিন রমণীকে বিবাহ কর এবং সংগমের পূর্বেই তালাক দাও, তখন তোমাদের জন্য তাদেরকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। সুতরাং তাদেরকে কিছু সম্মানী দিয়ে সৌজন্যের সাথে বিদায় দাও। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ (এ আয়াতে) আল্লাহ্ তা'আলা বিবাহের পরে তালাকের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে 'আলী (রা) সাঈদ ইব্ন মুসায়্যেব (র) উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র)

আবূ বক্‌র ইব্‌ন 'আবদুর রহমান, 'উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উত্‌বা, আবান ইব্‌ন 'উসমান, 'আলী ইব্‌ন হুসাইন, শুরায়হ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, কাসিম, সালিম, তাউস, হাসান, ইকরামা, 'আতা, 'আমির ইব্‌ন সা'দ, জাবির ইব্‌ন যায়েদ, নাফি' ইব্‌ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার, মুজাহিদ, কাসিম ইব্‌ন 'আবদুর রহমান, 'আমর ইব্‌ন হারিম ও শা'বী (র) প্রমুখ থেকেও বর্ণিত আছে যে, বিবাহের পূর্বে তালাক বর্তায় না

٢٠٤٩. بَابُ إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ هٰذِهِ أُخْتِيْ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِسَارَةَ هٰذِهِ أُخْتِيْ وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

২০৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ বিশেষ কারণে স্বীয় স্ত্রীকে যদি কেউ বোন বলে পরিচয় দেয়, তাতে কিছু হবেনা। নবী ﷺ বলেন ঃ ইব্‌রাহীম (আ) (এক সময়) স্বীয় সহধর্মিণী সারাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, এটি আমার বোন। আর তা ছিল দীনী সম্পর্কের সূত্রে

٢٠٥٠. بَابُ الطَّلاَقِ فِي الإِغْلاَقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُوْنِ وَأَمْرِهِمَا وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاَقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نَوَي، وَتَلاَ الشَّعْبِيُّ : لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا، وَمَا لاَ يَجُوْزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوِسِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلَّذِيْ اَقَرَّ عَلَي نَفْسِهِ أَبِكَ جُنُوْنٌ. وَقَالَ عَلِيٌّ بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَلُوْمُ حَمْزَةَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمِرَّةٌ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ هَلْ اَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيْدٌ لِأَبِيْ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ، قَدْ ثَمِلَ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ, وَقَالَ عُثْمَانُ لَيْسَ لِمَجْنُوْنٍ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لاَ يَجُوْزُ طَلاَقُ الْمُوَسْوِسِ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلاَقِ فَلَهُ شَرْطُهُ وَقَالَ نَافِعٌ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ انْ خَرَجَتْ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بَتَّتْ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ الزُّهْرِيِّ فِيْمَنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلاَثًا يُسْئَلُ عَمَّا قَالَ، وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِيْنَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِيْنِ، فَإِنْ سَمَّى أَجَلاً أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِيْنَ حَلَفَ جُعِلَ ذٰلِكَ فِيْ دِيْنِهِ وَأَمَانَتِهِ - وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ إِنْ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِيَ فِيْكَ نِيَّتُهُ، وَطَلاَقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِمْ، وَقَالَ قَتَادَةُ إِذَا قَالَ حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا قَالَ

الْحَقِي بِأَهْلِكِ نِيَّتُهُ. وَقَالَ بْنُ عَبَّاسٍ : الطَّلاَقُ عَنْ وَطَرٍ، وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيْدَ بِهِ وَجْـــهُ اللهِ - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِامْرَأَتِيْ نِيَّتُهُ، وَإِنْ نَوَي طَلاَقًا فَهُوَ مَا نَوَى وَقَالَ عَلِـــيٌّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَقَالَ عَلِيٌّ وَكُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ، إِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوْهِ

২০৫০. পরিচ্ছেদ ঃ বাধ্য হয়ে, মাতাল ও পাগল অবস্থায় তালাক দেওয়া এবং এতদুভয়ের বিধান সম্বন্ধে। ভুলবশত ঃ তালাক দেওয়া এবং শিরক্ ইত্যাদি সম্বন্ধে। (এসব নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল)। কেননা নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিটি কাজ নিয়্যাত অনুসারে বিবেচিত হয়। প্রত্যেকে তা-ই পায়, যার সে নিয়্যাত করে। শা'বী (র) পাঠ করেন ঃ لاَ تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَاَاوْ اَخْطَأْنَا (হে) আমাদের প্রতিপালক) আমরা যদি ভুল ভ্রান্তি বশতঃ কোন কাজ করে ফেলি, তবে সে জন্য আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। ওয়াসওয়াসা সম্পন্ন ব্যক্তির স্বীকারোক্তিতে যা দুরস্ত হয় না। স্বীয় যিনার কথা স্বীকারকারী জনৈক ব্যক্তিকে নবী ﷺ বলেছিলেন ঃ তুমি কি পাগল হয়েছ? 'আলী (রা) বলেন, হামযা (রা) আমার দু'টি উটনীর পার্শ্বদেশ ফেঁড়ে ফেললে, নবী ﷺ হামযাকে তিরস্কার করতে থাকেন। হঠাৎ দেখা গেল নেশায় হামযার চক্ষুযুগল রক্তিম হয়ে গেছে।[১] এরপর হামযা বললেন, তোমরা তো আমার বাবার গোলাম বৈ নও। তখন নবী ﷺ বুঝতে পারলেন, তিনি নিশাগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন আমরাও তাঁর সাথে বেরিয়ে এলাম। 'উসমান (রা) বলেন ঃ পাগল ও নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির তালাক প্রযোজ্য হয় না। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নেশাগ্রস্ত ও বাধ্য হয়ে তালাক দানকারীর তালাক জায়েয নয়। 'উক্বা ইব্ন' আমির (রা) বলেন, ওয়াসওয়াসা সম্পন্ন (সন্দেহের বাতিকগ্রস্ত) ব্যক্তির তালাক কার্যকর হয় না। 'আতা (র) বলেন ঃ তালাক শর্ত যুক্ত করে তালাক দিলে শর্ত পাওয়ার পরই তালাক হবে। নাফি' (র) জিজ্ঞেস করলেন, ঘর থেকে বের হওয়ার শর্তে স্বীয় স্ত্রীকে জনৈক ব্যক্তি তিন তালাক দিল– (এর হুকুম কি?)। ইব্ন 'উমর (র) বললেন ঃ যদি সে মহিলা ঘর থেকে বের হয়, তাহলে সে তিন তালাকপ্রাপ্তা হবে। আর যদি বের না হয়, তাহলে কিছুই হবে না। যুহরী (র) বলেন, যে ব্যক্তি বলল ঃ যদি অমি এরূপ না করি, তবে আমার স্ত্রীর প্রতি তিন তালাক প্রযোজ্য হবে। তার সম্বন্ধে যুহ্রী (র) বলেন, উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে, শপথ কালে তার ইচ্ছা কি ছিল? যদি সে ইচ্ছাকৃত সময়সীমা নির্ধারণ করে থাকে এবং শপথ কালে তার এ ধরনের নিয়্যাত থাকে, তাহলে এ বিষয়কে তার দীন ও আমানতের উপর ন্যস্ত করা হবে। ইবরাহীম (র) বলেন, যদি সে বলে, "তোমাকে আমার কোন প্রয়েজন নেই"; তবে তার নিয়্যাত অনুসারে কাজ হবে। আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক তাদের নিজস্ব ভাষায় তালাক দিতে পারে। কাতাদা (র) বলেন ঃ যদি কেউ বলে তুমি গর্ভবতী হলে,

১. এ সময় মদ পান করা হারাম হয়নি।

তোমার প্রতি তিন, তালাক। তাহলে সে প্রত্যেক তুহরে স্ত্রীর সাথে একবার সংগম করবে। যখন গর্ভ প্রকাশ পাবে, তৎক্ষণাৎ সে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। হাসান (র) বলেন, যদি কেউ বলে, "তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও", তবে তার নিয়্যাত অনুযায়ী কাজ হবে। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ প্রয়োজনের তাগিদে তালাক দেওয়া যায়। আর দাসমুক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে থাকলেই করা যায়। যুহরী (র) বলেন, যদি কেউ বলে ঃ তুমি আমার স্ত্রী নও, তবে তালাক হওয়া বা না হওয়া নিয়্যাতের উপর নির্ভর করবে। যদি সে তালাকের নিয়্যাত করে থাকে, তবে তাই হবে। 'আলী (রা) (উমর (রা)-কে সম্বোধন করে) বলেন ঃ আপনি কি অবগত নন যে, তিন ধরনের লোক থেকে কসম তুলে নেয়া হয়েছে। এক, পাগল ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে হুশ ফিরে পায়; দুই, শিশু যতক্ষণ না সে বালেগ হয়, তিন, ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়। 'আলী (রা) (আরও) বলেন ঃ পাগল লোক ব্যতীত অন্য সকলের তালাক কার্যকর হয়

٤٨٩١ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَاحَدَثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ أَوتَتَكَلَّمْ، قَالَ قَتَادَةُ إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ -

৪৮৯১ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (রা)...... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ আমার উম্মতের অন্তরে জাগ্রত ধারণাসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না সে তা কার্যে পরিণত করে বা ব্যক্ত করে। কাতাদা (র) বলেন ঃ মনে মনে তালাক দিলে তাতে কিছুই হবে না।

٤٨٩٢ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَي النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي اَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَدَعَاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُونٌ هَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ -

৪৮৯২ আস্বাগ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এলো; তখন তিনি ছিলেন মসজিদে। সে বলল ঃ সে ব্যভিচার করেছে। নবী ﷺ তার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। নবী ﷺ যেদিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন, সেদিকে এসে উক্ত ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে বারবার (ব্যভিচারের) সাক্ষ্য দিল। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন, তুমি কি পাগল হয়েছ? তুমি কি বিবাহিত? সে বলল হাঁ, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ঈদগাহে নিয়ে রজম করার নির্দেশ দিলেন। প্রস্তরাঘাত যখন তাকে অতিষ্ঠ করে তুলল, তখন সে পালিয়ে গেল। অবশেষে তাকে হাররা নামক স্থানে পাকড়াও করা হল এবং হত্যা করা হল।

٤٨٩٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الأَخِرَ قَدْ زَنَى يَعْنِي نَفْسَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِيْ أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْأَخِرَ قَدْ زَنَي فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِيْ أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذٰلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ، هَلْ بِكَ جُنُوْنٌ ؟ قَالَ لاَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ، وَكَانَ قَدْ أَحْصَنَ وَعَنِ الزُّهْرِى قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّي بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ -

৪৮৯৩ আবুল ইয়ামান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এল, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। লোকটি তাঁকে ডেকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হতভাগ্য ব্যভিচার করেছে। সে একথা দিয়ে নিজেকে বোঝাতে চাইল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি যে দিক ফিরলেন সে সেদিকে গিয়ে আবার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হতভাগ্য যিনা করেছে। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর সেও সে দিকে গেল যে দিকে তিনি মুখ ফিরালেন এবং পুনরায় সে কথা বলল। তিনি চতুর্থবার মুখ ফিরিয়ে নিলে সেও সেদিকে গেল। যখন সে নিজের সম্পর্কে চারবার সাক্ষী দিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি কি পাগল হয়েছ? সে বলল, না। নবী ﷺ বললেন ঃ তাকে নিয়ে যাও এবং রজম কর। (পাথর মেরে হত্যা কর) লোকটি ছিল বিবাহিত। যুহরী (র) বলেন, জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে যিনি শুনেছেন, তিনি আমাকে বলেছেন, রজমকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আমরা মদীনার মুসল্লায় (ঈদগাহে) তাকে রজম করলাম। পাথর যখন তাকে অতিষ্ঠ করে তুললো, সে তখন পালিয়ে গেল। হাররা নামক স্থানে আমরা তাকে ধরলাম এবং রজম করলাম। অবশেষে সে মারা গেল।

٢٠٥١. بَابُ الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلاَقُ فِيْهِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَي : وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا أَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلَي قَوْلِهِ الظَّالِمُوْنَ، وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُوْنَ السُّلْطَانِ، وَأَجَازَ عُثْمٰنُ الْخُلْعَ دُوْنَ عِقَاصِ رَأْسِهَا، وَقَالَ طَاوُسٌ : إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَنْ لاَّيُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فِيْمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعَشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ لاَ يَحِلُّ حَتَّى تَقُوْلَ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ

২০৫১. পরিচ্ছেদ ঃ খোলার বর্ণনা এবং তালাক হওয়ার নিয়ম। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তোমরা নারীদের যা দিয়েছ তা থেকে কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল হবে না...... অত্যাচারী পর্যন্ত।" 'উমার (রা) কাযীর অনুমতি ছাড়া খুলা'কে বৈধ বলেছেন। 'উসমান (রা) মাথার বেনী ছাড়া অন্য সব কিছুর পরিবর্তে খুলা' করার অনুমতি দিয়েছেন। তাউস (র) বলেন, যদি তারা উভয় আল্লাহ্‌র সীমা ঠিক না রাখতে পারার আশংকা করে অর্থাৎ সংসার জীবনে তাদের প্রত্যেকের উপর যে দায়িত্ব আল্লাহ্ অর্পণ করেছেন সে ব্যাপারে তিনি বোকাদের মাঝে একথা বলেন নি যে, খুলা ততক্ষণ বৈধ হবে না, যতক্ষণ না মহিলা তাকে সহবাস থেকে বাধা দিবে

٤٨٩٤ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِيْ خُلُقٍ وَلاَ دِيْنٍ، وَلٰكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً -

৪৮৯৪ আয্‌হার ইব্‌ন জামীল (র) ...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাবিত ইব্‌ন কায়স এর স্ত্রী নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারিত্রিক বা ধর্মীয় বিষয়ে সাবিত ইব্‌ন কায়সের উপর আমি কোন দোষারোপ করছি না। তবে আমি ইস্‌লামে থেকে কুফরী করা (অর্থাৎ স্বামীর সাথে অমিল) পছন্দ করছি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? মহিলা উত্তর দিলঃ হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি বাগানটি নিয়ে তাঁকে (মহিলাকে) তালাক দিয়ে দাও।

٤٨٩٥ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ بِهٰذَا وَقَالَ تُرَدِّيْنَ حَدِيْقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْهَا وَأَمَرَهُ يُطَلِّقُهَا، وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلِّقْهَا وَعَنِ ابْنِ أَبِيْ تَمِيْمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَت امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ لاَ أَعْتُبُ عَلَي ثَابِتٍ فِيْ دِيْنٍ وَلاَ خُلُقٍ، وَلٰكِنِّيْ لاَ أُطِيْقُهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ ؟ قَالَتْ نَعَمْ -

৪৮৯৫ ইস্‌হক্ ওয়াসিতী (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়ের ভগ্নী থেকেও উক্ত হাদীসটি বর্ণিত। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? মহিলা বলল ঃ হাঁ। পরে সে বাগানটি ফেরত দিল, আর রাসূলুল্লাহ, ﷺ তাকে তালাক দেওয়ার জন্য তার স্বামীকে নির্দেশ দিলেন। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন তাহমান খালিদ থেকে, তিনি ইক্‌রামা থেকে তিনি নবী ﷺ থেকে "তাকে

তালাক দাও" কথাটিও বর্ণনা করেছেন। অন্য বর্ণনায় ইব্‌ন আবূ তামীমা ইক্‌রামা সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ সাবিত ইব্‌ন কায়স (রা.)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ সাবিতের দীনদারী ও চরিত্র সম্পর্কে আমি কোন দোষ দিচ্ছি না, তবে আমি তার সাথে সংসার জীবন যাপন করতে পারছি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? সে বলল ঃ হাঁ।

٤٨٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُوْ نُوْحٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِيْ دِيْنٍ وَلاَ خُلُقٍ، إِلاَّ إِنِّيْ أَخَافُ الْكُفْرَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ، فَرُدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا -

৪৮৯৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক মুখার্‌রেমী (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস(রা)-এর স্ত্রী নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সাবিতের ধর্ম ও চরিত্র সম্পর্কে কোন দোষ দিচ্ছি না। তবে আমি কুফরীর আশংকা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি তার বাগানটি ফেরৎ দিতে প্রস্তুত আছ? সে বলর ঃ হাঁ। এরপর সে বাগানটি তাকে। (তার স্বামীকে) ফিরিয়ে দিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার স্বামীকে নির্দেশ দিলে, সে মহিলাকে পৃথক করে দিল।

٤٨٩٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنْ جَمِيْلَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ -

৪৮৯৭ সুলায়মান (র)...... ইক্‌রামা (র) থেকে বর্ণিত যে, জামীলা (সাবিতের স্ত্রী) এরপর উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেন।

٢٠٥٢. بَابُ الشِّقَاقِ وَهَلْ يُشِيْرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ خَبِيْرًا

২০৫২. পরিচ্ছেদ ঃ স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ক্ষতির আশংকায় খুলা'র প্রতি ইঙ্গিত করতে পারে কি? মহান আল্লাহ্ বাণী ঃ "যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশংকা কর, তবে উভয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে একজন করে সালিশ নিযুক্ত কর। যদি তারা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ে সংশোধন হতে চায়, তবে আল্লাহ তাদের জন্য সে উপায় বের করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে অবহিত এবং তিনি সব কিছুর খবর রাখেন।" (৪ ঃ ৩৫)

٤٨٩٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ بَنِي الْمُغِيْرَةِ اسْتَأْذَنُوْا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ فَلاَ آذَنُ -

৪৮৯৮ আবুল ওয়ালীদ (র)...... মিস্ওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, 'বনু মুগীরার লোকেরা তাদের মেয়েকে 'আলীর সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য আমার অনুমতি প্রার্থনা করছে, আমি এর অনুমতি দিতে পারি না।

٢٠٥٣ . بَابُ لاَ يَكُوْنُ بَيْعُ الأَمَةِ طَلاَقًا

২০৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ বিক্রয়ের কারণে দাসী তালাক হয় না

٤٨٩٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ فِيْ بَرِيْرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِيْ زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُوْرُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيْهَا لَحْمٌ، قَالُوْا بَلَى، وَلٰكِنْ ذٰلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ -

৪৮৯৯ ইস্মাঈল ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)...... নবী সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার মাধ্যমে (শরীয়তের) তিনটি বিধান জানা গেছে। এক. তাকে আযাদ করা হলো. এরপর তাকে তার স্বামীর সাথে থাকা বা না থাকার ইখ্তিয়ার দেওয়া হলো। দুই. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আযাদকারী আযাদকৃত গোলামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে। তিন. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে প্রবেশ করলেন, দেখতে পেলেন ডেগে গোশ্ত উথলিয়ে উঠছে। তাঁর কাছে রুটি ও ঘরের অন্য তরকারী উপস্থিত করা হলো। তখন তিনি বললেন ঃ গোশ্তের পাত্র দেখছি না যে যার ভিতর গোশ্ত ছিল? লোকেরা জবাব দিল, হাঁ, কিন্তু সে গোশ্ত বারীরাকে সাদাকা হিসাবে দেওয়া হয়েছে। আর আপনি তো সাদাকা খান না? তিনি বললেন ঃ তার জন্য সাদাকা, আর আমাদের জন্য এটা হাদিয়া।

٢٠٥٤ بَابُ خِيَارِ الأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

২০৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ দাসী স্ত্রী আযাদ হওয়ার পরে গোলাম স্বামীর সাথে থাকা বা না থাকার ইখ্তিয়ার

٤٩٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُهُ عَبْدًا يَعْنِيْ زَوْجَ بَرِيْرَةَ -

৪৯০০ আবুল ওয়ালীদ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাকে অর্থাৎ বারীরার স্বামীকে ক্রীতদাস অবস্থায় দেখেছি।

٤٩٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّاد حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذَاكَ مُغِيْثُ عَبْدِ بَنِى فُلاَنٍ يَعْنِى زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِيْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ يَبْكِيْ عَلَيْهَا -

৪৯০১ আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ (র)...... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: অমুক গোত্রের গোলাম এই মুগীস অর্থাৎ বারীরার স্বামী; আমি যেন তাকে এখনও মদীনার অলিতে গলিতে ক্রন্দনরত অবস্থায় বারীরার পিছু পিছু ঘুরতে দেখতে পাচ্ছি।

٤٩٠٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ، يُقَالُ لَهُ مُغِيْثٌ، عَبْدًا لِبَنِيْ فُلاَنٍ كَأَنِّيْ انْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوْفُ وَرَاءَ هَا فِيْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ -

৪৯০২ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বারীরার স্বামী কালো গোলাম ছিল। তার নাম মুগীস। সে অমুক গোত্রের গোলাম ছিল। আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি সে মদীনার অলিতে গলিতে বারীরার পিছু পিছু ঘুরছে।

٢٠٥٥. بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ زَوْجِ بَرِيْرَةَ

২০৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ বারীরার স্বামীর ব্যাপারে নবী ﷺ -এর সুপারিশ

٤٩٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيْثٌ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوْفُ خَلْفَهَا يَبْكِيْ وَدُمُوْعُهُ تَسِيْلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبَّاسٍ يَا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيْثٍ بَرِيْرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيْرَةَ مُغِيْثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَاجَعْتِهِ، قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَأْمُرُنِيْ، قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ، قَالَتْ لاَ حَاجَةَ لِيَ فِيْهِ -

৪৯০৩ মুহাম্মদ (র)...... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বারীরার স্বামী ক্রীতদাস ছিল। মুগীস বলে তাকে ডাকা হত। আমি যেন এখনও তাকে দেখছি সে বারীরার পিছনে কেঁদে কেঁদে ঘুরছে, আর তার দাড়ি বেয়ে অশ্রু ঝরছে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হে 'আব্বাস! বারীরার প্রতি মুগীসের ভালবাসা এবং মুগীসের প্রতি বারীরার অনাসক্তি দেখে তুমি কি আশ্চর্যান্বিত হওনা? এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ (বারীরা) তুমি যদি তার কাছে আবার ফিরে যেতে! সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

আপনি কি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ আমি সুপারিশ করছি মাত্র। সে বলল ঃ আমার তার কোন প্রয়োজন নেই।

٢٠٥٦ بَابُ

২০৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ

٤٩٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ فَأَبَى مَوَالِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ فَذَكَرَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ، فَقِيْلَ إِنَّ هٰذَا مَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيْرَةَ، فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ -

৪৯০৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাজা' (র)...... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) বারীরাকে ক্রয় করতে চাইলেন। কিন্তু তার মালিকগণ ওলী'র (অভিভাবকত্বের অধিকার) শর্ত ছাড়া বিক্রয় করতে সম্মত হল না। তিনি বিষয়টি নবী ﷺ -এর কাছে তুলে ধরলে তিনি বললেনঃ তুমি তাকে ক্রয় কর এবং আযাদ করে দাও। কেননা, ওলী'র অধিকার আযাদকারীর জন্যই সংরক্ষিত। নবী ﷺ -এর নিকট কিছু গোশ্‌ত আনা হল এবং বলা হল এ গোশ্‌ত বারীরাকে সাদাকা করা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ তার জন্য সাদাকা বটে, তবে তা আমাদের জন্য হাদিয়া।

٤٩٠٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَزَادَ فَخُيِّرَتْ مِنْ زَوْجِهَا -

৪৯০৫ আদাম (র) বর্ণনা করেন, শো'বা আমাদের কাছে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে আরও বলা হয়েছে, স্বামীর সাথে থাকা বা না থাকার ব্যাপারে তাকে এখ্‌তিয়ার দেয়া হয়েছিল।

٢٠٥٧ بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

২০৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা মুশরিক মহিলাদেরকে বিয়ে করো না যে পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে। নিঃসন্দেহে একজন ঈমানদার দাসী একজন মুশরিক মহিলা অপেক্ষা উত্তম। যদি সে তোমাদের কাছে ভালও মনে হয়

٤٩٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُوْدِيَّةِ، قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ لاَ أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنْ أَنْ تَقُوْلَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيْسٰى وَهُوَ عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِ اللهِ -

৪৯০৬ কুতায়বা (র)...... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন' উমরকে কোন খৃস্টান বা ইয়াহূদী নারীর বিবাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের উপর মুশরিক নারীদের বিবাহ হারাম করে দিয়েছেন। আর এর চেয়ে মারাত্মক শির্ক কি হতে পারে যে মহিলা বলে, আমার প্রভু ঈসা (আ)। অথচ তিনিও আল্লাহ্র একজন বান্দাহ্।

٢٠٥٨. بَابُ نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

২০৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিক নারী মুসলমান হলে তার বিবাহ ও ইদ্দত

٤٩٠٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ بْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ عَلٰى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِيْنَ كَانُوْا مُشْرِكِيْ أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُوْنَهُ ، وَمُشْرِكِيْ أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُوْنَهُ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتّٰى تَحِيْضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ، رُدَّتْ إِلَيْهِ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ، وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيْثِ مُجَاهِدٍ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوْا وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ، وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ كَانَتْ قَرِيْبَةُ بِنْتُ أَبِيْ أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ ابْنَةُ أَبِيْ سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ الْفِهْرِيِّ، فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ

৪৯০৭ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র)...... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ও মু'মিনদের বিষয়ে মুশরিকরা দু'টি দলে বিভক্ত ছিল। একদল ছিল হরবী মুশরিক, তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন এবং তারাও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। অন্যদল ছিল চুক্তিবদ্ধ মুশরিক। তিনি তাদের সাথে লড়তেন না এবং তারাও তাঁর সাথে লড়ত না। হরবীদের কোন মহিলা যদি হিজরত করে (মুসলমানদের) কাছে চলে আসত, তাহলে সে ঋতুমতী হয়ে পুনরায় পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হতো না। পবিত্র হলে পরেই তার সাথে বিবাহ বৈধ হত। তবে যদি বিয়ের পূর্বেই তার স্বামী হিজরত করত, তাহলে মহিলাকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে দিতে হত। আর যদি তাদের কোন দাস বা দাসী হিজরত করত, তবে তারা মুক্ত হয়ে যেত এবং মুহাজিরদের সমান অধিকার লাভ করত। এরপর বর্ণনাকারী (আতা) চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের প্রসঙ্গে মুজাহিদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যদি চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের কোন দাস বা দাসী হিজরত করে আসত, তাহলে তাদেরকে পুনরায় পাঠিয়ে দেওয়া হতো না। তবে তাদের মূল্য ফিরিয়ে দেওয়া হতো। 'আতা' (র) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমাইয়্যার কন্যা কুরায়বা 'উমর ইব্ন খাত্তাবের

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তিনি তাকে তালাক দিলে মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান তাকে বিবাহ করেন। আর আবূ সুফিয়ানের কন্যা উম্মুল হাকাম ইয়ায ইব্‌ন গানম ফিহ্‌রীর বিবাহে আবদ্ধ ছিল। তিনি তাকে তালাক দিলে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উসমান সাকাফী (রা) তাকে বিয়ে করেন।

২০৫৯. بَابُ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِيْ الْعِدَّةِ أَهِيَ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ لاَ، إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ وَصَدَاقٍ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ * وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِيْ مَجُوْسِيَّيْنِ أَسْلَمَا هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبِي الْآخَرُ بَانَتْ لاَ سَبِيْلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ جَاءَتْ إِلَيَ الْمُسْلِمِيْنَ أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوْهُمْ مَاأَنْفَقُوْا قَالَ لاَ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ هٰذَا كُلُّهُ فِيْ صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ

২০৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ যিম্মি বা হরবীর কোন মুশরিক বা খৃস্টান স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে। 'আবদুল ওয়ারি (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি কোন খৃস্টান নারী তার স্বামীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে উক্ত মহিলা তার জন্য হারাম হয়ে যায়। দাউদ (র) ইব্‌রাহীম সায়েগ (র) থেকে বর্ণনা করেন, আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, চুক্তিবদ্ধ কোন হরবীর স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইদ্দতের মধ্যেই তার স্বামীও ইসলাম গ্রহণ করে, তবে কি মহিলা তার স্ত্রী থাকবে? তিনি উত্তর দিলেন, না। তবে সে মহিলা যদি নতুনভাবে বিবাহ ও মোহ্‌রে সম্মত হয়। মুজাহিদ (র) বলেন, মহিলার ইদ্দতের মধ্যে স্বামী মুসলমান হলে সে তাকে বিবাহ করে নিবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ না তারা কাফিরদের জন্য হালাল, আর না কাফিরেরা তাদের জন্য হালাল। অগ্নি উপাসক স্বামী-স্ত্রী মুসলমান হলে কাতাদা ও হাসান তাদের সম্বন্ধে বলেন, তাদের পূর্ব বিবাহ বলবৎ থাকবে। আর যদি তাদের কেউ আগে ইসলাম কবূল করে, আর অন্যজন অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তবে মহিলা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। স্বামীর জন্য তাকে গ্রহণ করার কোন পথই থাকবে না। ইব্‌ন জুরায়জ (র) বলেন, আমি 'আতা (র)কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মুশরিকদের কোন মহিলা যদি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের নিকট চলে আসে, তাহলে তার স্বামী কি তার নিকট থেকে বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে? আল্লাহ্ তা'আলা তো বলেছেন ঃ "তারা যা ব্যয় করেছে তোমরা তাদেরকে তা

দিয়ে দাও।" তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। এ আদেশ কেবল নবী ﷺ ও জিম্মীদের মধ্যে ছিল। (মুশরিকদের বেলায় এটা প্রযোজ্য নয়)। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এ সব ছিল সে সন্ধির ক্ষেত্রে যা নবী (সা) ও কুরায়শদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল

٤٩٠٨ حَدَّثَنَا بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ بْنِ شِهَابٍ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِي بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ بْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْ هُنَّ إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذٰلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ ، لاَ وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلاَمِ، وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ يَقُوْلُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلاَمًا -

৪৯০৮ ইব্‌ন বুকায়র (র)...... 'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন, ঈমানদার মহিলারা যখন হিজরত করে নবী ﷺ -এর কাছে আসত, তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশ– "হে ঈমানদারগণ! কোন ঈমানদার মহিলা হিজরত করে তোমাদের কাছে আসলে তোমরা তাদেরকে যাচাই কর"...... অনুসারে তাদেরকে যাচাই করতেন। 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ ঈমানদার মহিলাদের মধ্যে যারা (আয়াতে উল্লেখিত) শর্তাবলী মেনে নিত, তারা পরীক্ষায় কৃতকার্য হত। তাই যখনই তারা এ ব্যাপারে মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রকাশ করত তখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বলতেন যাও, আমি তোমাদের বায়'আত গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! কথার মাধ্যমে বায়'আত গ্রহণ ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাত কখনো কোন নারীর হাত স্পর্শ করেনি। আল্লাহ্‌র শপথ। তিনি শুধুমাত্র সেইসব বিষয়েই বায়'আত গ্রহণ করতেন, যে সব বিষয়ে বায়'আত গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন। বায়'আত গ্রহণ শেষে তিনি বলতেন ঃ আমি কথায় তোমাদের বায়'আত গ্রহণ করলাম।

٢٠٦٠ بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، إِلَى قَوْلِهِ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ فَإِنْ فَاْؤُا رَجَعُوْا

২০৬০. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "যারা স্বীয় স্ত্রীদের সাথে 'সংগত না হওয়ার শপথ' করে, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। এরপর যদি তারা প্রত্যাগত হয় তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যদি তারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে, তবেও আল্লাহ্ সব কিছু শুনেন ও জানেন। فاؤا শব্দের অর্থ رجعوا প্রত্যাবর্তন করে (২ ঃ ২২৬ ও ২২৭)

٤٩٠٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ آلىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِيْ مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَ لَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ -

৪৯০৯ ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ উওয়ায়স (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার তাঁর সহধর্মিণীদের থেকে 'ঈলা (কাছে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা) করলেন। সে সময় তাঁর পা মচকে গিয়েছিল। তিনি তাঁর কামরার মাচানে উনত্রিশ দিন অবস্থান করেন। এরপর সেখান থেকে নেমে আসেন। লোকেরা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো এক মাসের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তিনি বললেন ঃ মাস উনত্রিশ দিনেরও হয়।

٤٩١٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُوْلُ فِي الْإِيْلَاءِ الَّذِيْ سَمَّى اللهُ، لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلاَّ أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوْفِ أَوْيَعْزِمَ بِالطَّلاَقِ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ لِيْ إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوْقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ ولاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَيُذْكَرُ ذٰلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ -

৪৯১০ কুতায়বা (র)...... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন 'উমর (রা) যে 'ঈলার কথা আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে বলতেন, সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরে প্রত্যেকেরই উচিৎ হয় স্ত্রীকে সৌজন্যের সাথে গ্রহণ করবে, না হয় তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিবে, যেমনভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন। ইসমাঈল আমাকে আরও বলেছেন, মালিক (র) নাফি' এর সূত্রে ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, চার মাস অতীত হয়ে গেলে তালাক দেওয়া পর্যন্ত তাকে আটকিয়ে রাখা হবে। আর তালাক না দেওয়া পর্যন্ত তালাক প্রযোজ্য হবে না। 'উসমান, আলী, আবুদ্দারদা, আয়েশা (রা) এবং আরও বার জন সাহাবী থেকেও উক্ত মতামত উল্লেখ করা হয়।

٢٠٦١ . بَابُ حُكْمِ الْمَفْقُوْدِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ - وَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَتَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً، وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُوْدٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً، فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، وَقَالَ اللّٰهُمَّ عَنْ فُلاَنٍ وَعَلَيَّ، وَقَالَ هٰكَذَا افْعَلُوْا بِاللُّقْطَةِ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيْرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ لاَ تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلاَ يُقْسَمُ مَالُهُ إِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُوْدِ -

২০৬১. পরিচ্ছেদ ঃ নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির পরিবার ও তার সম্পদের বিধান। ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) বলেন, যুদ্ধের ব্যূহ থেকে কোন ব্যক্তি নিখোঁজ হলে এক বছর অপেক্ষা করবে। ইব্‌ন মাসউদ (রা) একটি দাসী ক্রয় করে এক বছর পর্যন্ত তার মালিককে খুঁজলেন (মূল্য পরিশোধ করার জন্য)। তিনি তাকে পেলেন না, সে নিখোঁজ হয়ে যায়। অবশেষে তিনি এক দিরহাম, দুই দিরহাম করে দান করতেন এবং বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! এটা অমুকের পক্ষ থেকে দিচ্ছি। যদি মালিক এসে যায়, তবে এর সাওয়াব আমি পাব, আর তার টাকা পরিশোধ করার দায়িত্ব হবে আমার। তিনি বলেন ঃ হারানো প্রাপ্তির ব্যাপারেও তোমরা এরূপ কাজ করবে। ইব্‌ন মাসউদ (রা)-ও এরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। ঠিকানা জানা আছে এরূপ কয়েদী সম্বন্ধে যুহ্‌রী (র) বলেন ঃ তার স্ত্রী অনত্র বিয়ে বসতে পারবে না এবং তার সম্পদও বন্টন করা হবে না। তবে তার খবরাখবর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেলে, তাঁর ব্যাপারে নিখোঁজ ব্যক্তির বিধান কার্যকর হবে

٤٩١١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَي الْمُنْبَعِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ - وَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ، فَقَالَ أَعْرِفْ وِكَاءَ هَا وَعِفَاصَهَا، وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يُعَرِّفُهَا، وَإِلاَّ فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هٰذَا، فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ حَدِيْثَ يَزِيْدَ مَوْلَي الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ يَحْيٰي وَيَقُوْلُ رَبِيْعَةُ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيْتُ رَبِيْعَةَ فَقُلْتُ لَهُ -

৪৯১১ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... মুনবাইস-এর আযাদকৃত গোলাম ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কে হারানো বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ ওটাকে ধরে নাও। কেননা, ওটা হয় তোমার জন্য, না হয় তোমার (অন্য) ভাইয়ের জন্য অথবা নেকড়ের জন্য। তাঁকে আবার হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি রেগে গেলেন এবং তাঁর উভয় গণ্ডদেশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। এরপর তিনি বললেন ঃ ওকে নিয়ে তোমার ভাবনা কিসের? তার সাথে (চলার জন্য) পায়ের তলায় ক্ষুর ও (পানাহারের জন্য) পেটে মশক আছে। সে পানি পান করতে থাকবে এবং বৃক্ষ-লতা খেতে থাকবে, আর এর মধ্যে মালিক তার সন্ধান লাভ করবে। তাঁকে লুক্‌তা (হারানো প্রাপ্তি) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ প্রাপ্ত বস্তুর থলে ও মাথার বন্ধনটা চিনে নাও এবং এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দিতে থাক। যদি এ শনাক্তকারী (মালিক) আসে, তবে ভালো কথা, অন্যথায় এটাকে তোমার মালের সাথে মিলিয়ে নাও। সুফিয়ান বলেন ঃ আমি রাবী'আ ইব্‌ন আবূ 'আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে উল্লিখিত কথাগুলো ছাড়া কিছুই পাইনি। আমি বললাম ঃ

হারান প্রাণী সম্পর্কে মুনবাইস এর আযাদকৃত গোলাম ইয়াযীদের হাদীসটি কি যায়েদ ইব্ন খালিদ থেকে বর্ণিত? তিনি বললেন, হাঁ। ইয়াহ্ইয়া বলেন, রাবী'আ বলতেন ঃ হাদীসটি মুনবাইস-এর আযাদকৃত গোলাম ইয়াযীদ-এর সূত্রে যায়েদ ইব্ন খালিদ থেকে বর্ণিত। সুফিয়ান বললেন ঃ আমি রাবী'আর সাথে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে আলোচনা করলাম।

٢٠٦٢. بَابُ الظِّهَارِ، قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا * وَقَالَ لِيَ إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ بْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ، قَالَ مَالِكٌ وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءٌ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ

২০৬২. পরিচ্ছেদ ঃ যিহার। (আল্লাহ্ বলেছেন) ঃ ''আল্লাহ্ শুনতে পেয়েছেন সেই মহিলাটির কথা যে, তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্ক করে থেকে আর যে ব্যক্তি এতে সক্ষম হবে না, সে যেন ''ষাটজন মিস্কীনকে খাবার দেয়া'' পর্যন্ত। (বুখারী (র) বলেন) ঃ ইসমাঈল আমাকে বলেছেন, মালিক (র) তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইব্ন শিহাবকে গোলামের যিহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন ঃ আযাদ ব্যক্তির অনুরূপ। মালিক (র) বলেন ঃ গোলাম ব্যক্তি দু'মাস রোযা রাখবে। হাসান বলেন ঃ আযাদ মহিলা বা বাঁদীর সাথে আযাদ পুরুষ বা গোলামের যিহার একই রকম। ইকরামা বলেন ঃ বাঁদীর সাথে যিহার করলে কিছু হবে না। যিহার তো কেবল আযাদ রমনীর সাথেই হতে পারে

٢٠٦٣. بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالأُمُوْرِ، وَقَالَ بْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يُعَذِّبُ اللهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا، فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ، وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَشَارَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيَّ أَيْ خُذِ النِّصْفَ، وَقَالَتْ أَسْمَاءُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكُسُوْفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا شَأْنُ النَّاسِ وَهِيَ تُصَلِّيْ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ ، فَقُلْتُ أَيَةٌ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ وَقَالَ أَنَسٌ أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَقَالَ بْنُ عَبَّاسٍ أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ لاَ حَرَجَ، وَقَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوْا لاَ قَالَ فَكُلُوْا

২০৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ ইশারার মাধ্যমে তালাক ও অন্যান্য কাজ। ইব্ন 'উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ চোখের পানির জন্য শাস্তি দিবেন না; তবে শাস্তি দিবেন এটার জন্য এই

বলে তিনি মুখের প্রতি ইংগিত করলেন। কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন, নবী ﷺ আমার প্রতি ইশারা করে বললেন ঃ অর্ধেক লও। আস্মা (রা) বলেন, নবী ﷺ সূর্যগ্রহণের সালাত আদায় করেন। 'আয়েশা (রা) সালাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় আমি তাকে জিজ্ঞাস করলাম ব্যাপার কি? তিনি তাঁর মাথা দ্বারা সূর্যের প্রতি ইশারা করলেন। আমি বললাম ঃ কোন্ নিদর্শন নাকি? তিনি মাথা নেড়ে বললেন ঃ জি হাঁ। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর হাত দ্বারা আবূ বক্র (রা)-এর প্রতি ইশারা করে সামনে যেতে বললেন। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন ঃ কোন দোষ নেই। আবূ কাতাদা (রা) নবী ﷺ মুহ্রিম-এর (এহ্রামকারী) শিকার সম্বন্ধে বললেন, তোমাদের কেউ কি তাকে (মুহ্রিমকে) এ কাজে লিপ্ত হবার আদেশ করেছিল বা শিকারের প্রতি ইশারা করেছিল? লোকেরা বলল ঃ না। তিনি বললেন, তবে খাও

٤٩١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى بَعِيْرِهِ كَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ، أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ، وَقَالَتْ زَيْنَبُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلَ هٰذِهِ وَعَقَدَ تِسْعِيْنَ -

৪৯১২ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উটে চড়ে তাওয়াফ করলেন। তিনি যখনই 'রুকনের' কাছে আসতেন, তখনই এর প্রতি ইশারা করতেন এবং ''আল্লাহু আকবার'' বলতেন। যায়নাব (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ''ইয়াজূজ ও মাজূজ'' এদের দরজা এভাবে খুলে গেছে; এই বলে তিনি (তাঁর আঙ্গুলকে) নব্বই এর মত করলেন। (অর্থাৎ শাহাদাত আঙ্গুলীর মাথা বৃদ্ধাঙ্গুলীর গোড়ায় লাগালেন।)

٤٩١٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّيْ، فَسَأَلَ اللهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ وَ وَضَعَ أَنْمِلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَالْخِنْصَرِ، قُلْنَا يُزَهِّدُهَا * وَقَالَ الأُوَيْسِيْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ صَعْدٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَدَا يَهُوْدِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَ رَضَخَ رَأْسَهَا فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَ هِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَتَلَكِ فُلاَنٌ لِغَيْرِ الَّذِيْ قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ، قَالَ فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرَ الَّذِيْ قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لاَ قَالَ فَفُلاَنٌ لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ -

৪৯১৩ মুসাদ্দাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন ঃ জুম্'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে মুহূর্তে কোন মুসলমান দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে আল্লাহ্র কাছে যে কোন কল্যাণ চায় আল্লাহ্ অবশ্যই তা মঞ্জুর করে থাকেন। তিনি স্বীয় হাত দ্বারা ইশারা করেন এবং তাঁর আঙ্গুলগুলো মধ্যমা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলের পেটে রাখেন। আমরা বললামঃ তিনি স্বল্পতা বুঝাতে চাচ্ছেন। উওয়ায়সী (র) বলেন ঃ ইব্রাহীম ইব্ন সা'দ শু'বা ইব্ন হাজ্জাজ থেকে, তিনি হিশাম ইব্ন যায়েদ থেকে, তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে জনৈক ইয়াহূদী একটি বালিকার উপর নির্যাতন করে তার অলংকারাদি ছিনিয়ে নেয়। আর (পাথর দ্বারা) তার মস্তক চূর্ণ করে। সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্তে তার পরিবারের লোকেরা তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে আসে। তখন সে নিশ্চুপ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একজন নির্দোষ ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাকে কে হত্যা করেছে? অমুক? সে মাথার ইশারায় বলল ঃ না। তিনি অন্য এক নিরপরাধ ব্যক্তির নাম ধরে বললেন, তবে কি অমুক? সে ইশারায় জানাল, না। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হত্যাকারীর নাম উল্লেখ করে বললেন ঃ তবে অমুক ব্যক্তি মেরেছে কি? সে মাথা নেড়ে বলল ঃ জি-হাঁ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আদেশে উক্ত ব্যক্তির মাথা দু'পাথরের মাঝখানে রেখে চূর্ণ করা হলো।

٤٩١٤ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْفِتْنَةُ مِنْ هُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ -

৪৯১৪ কাবীসা (র)...... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, ফিত্না (বিপর্যয়) এদিক থেকে আসবে। তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করলেন।

٤٩١٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ كُنَّا فِيْ سَفَرٍ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِيَ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ ، ثُمَّ قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ، ثُمَّ قَالَ أَنْزِلْ فَاجْدَحْ ، فَنَزَلَ فَاجْدَحْ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ ، فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ ، فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ -

৪৯১৫ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)...... 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। সূর্য অস্ত গেলে তিনি এক ব্যক্তি (বিলাল)-কে বললেন ঃ নেমে যাও আমার জন্য ছাতু গোল। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। যদি

আপনি সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। (তাহলে রোযাটি পূর্ণ হত)। তিনি পুনরায় বললেন ঃ নেমে গিয়ে ছাতু গোল। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! যদি সন্ধ্যা হতে দিতেন! এখনো তো দিন রয়ে গেছে। তিনি আবার বললেন ঃ যাও, গিয়ে ছাতু গুলে আন। তৃতীয়বার আদেশ দেওয়ার পর সে নামল এবং তাঁর জন্য ছাতু প্রস্তুত করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা পান করলেন। এরপর তিনি পূর্বদিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ যখন তোমরা এদিক থেকে রাত নেমে আসতে দেখবে, তখন রোযাদার ইফ্‌তার করবে।

٤٩١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ أَوْ قَالَ أَذَانُهُ مِنْ سَحُوْرِهِ فَإِنَّمَا يُنَادِيْ أَوْ قَالَ يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَ لَيْسَ أَنْ يَقُوْلَ كَأَنَّهُ يَعْنِي الصُّبْحَ اَوِ الْفَجْرَ وَأَظْهَرَ يَزِيْدُ يَدَيْهِ ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنَ الأُخْرَى - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِثْلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ كَمِثْلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيْهِمَا ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ شَيْئًا إِلاَّ مَادَّتْ عَلَي جِلْدِهِ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوْ أَثَرَهُ ، وَاَمَّا الْبَخِيْلُ فَلاَ يُرِيْدُ يُنْفِقُ إِلاَّ لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا فَهُوَ يُوْسِعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ وَيُشِيْرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ -

৪৯১৬ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহ্‌রী থেকে বিরত না রাখে। কেননা, সে আযান দেয়, যাতে তোমাদের রাত্রি জাগরণকারীরা (রাত্রে ইবাদতকারীরা) কিছু আরাম করতে পারে। সকাল বা ফজর হয়েছে এমন কিছু বুঝানো তার উদ্দেশ্য নয়। ইয়াযীদ তার হাত দু'টি সম্মুখে প্রসারিত করে দু'দিকে ছড়িয়ে দিলেন। (সুব্‌হে সাদিক কিভাবে উদ্ভাসিত হয় তা দেখানোর জন্য)। লায়স (র) বলেন, জা'ফর ইব্‌ন রাবী'আ, 'আবদুর রহমান ইব্‌ন হুরমুয থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর কাছে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কৃপণ ও দাতা ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন দু'ব্যক্তির ন্যায়, যাদের পরিধানে বক্ষস্থল থেকে গলার হাড় পর্যন্ত লৌহ-নির্মিত পোশাক রয়েছে। দানকারী যখনই কিছু দান করে, তখনই তার শরীরে পোশাকটি বড় ও প্রশস্ত হতে থাকে, এমনকি এটা তার আঙ্গুল ও অন্যান্য অঙ্গগুলিকে ঢেকে ফেলে। পক্ষান্তরে, কৃপণ যখনই দান করার ইচ্ছা করে, তখনই তার পোশাকের প্রতিটি হলকা চেপে যায়। সে প্রশস্ত করার চেষ্টা করলেও সেটা প্রশস্ত হয় না। এ কথা বলে তিনি নিজের আঙ্গুল দ্বারা কণ্ঠনালীর প্রতি ইশারা করলেন (অর্থাৎ দাতা ব্যক্তি দান করার ইচ্ছা করলে তার অন্তর প্রশস্ত হয়, সে উদার হস্তে দান করতে পারে; কিন্তু কৃপণ দান করতে ইচ্ছা করলেই তার অন্তর সঙ্কুচিত হয়, তার হাত ছোট হয়ে আসে, সে দান করতে পারে না।

٢٠٦٤ . بَابُ اللِّعَانِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيْمَاءٍ مَعْرُوْفٍ ، فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّمِ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَجَازَ الإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ إِلاَّ رَمْزًا إِشَارَةً ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ حَدَّ وَلاَ لِعَانَ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلاَقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيْمَاءٍ جَائِزٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلاَقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ ، فَإِنْ قَالَ الْقَذْفُ لاَ يُمْكِنُ إِلاَّ بِكَلاَمٍ .قِيْلَ لَهُ كَذٰلِكَ الطَّلاَقُ لاَ يَجُوْزُ إِلاَّ بِكَلاَمٍ وَإِلاَّ بَطَلَ الطَّلاَقُ وَالْقَذْفُ وَكَذٰلِكَ الْعِتْقُ وَكَذٰلِكِ الأَصَمُّ يُلاَعِنُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ تَبِيْنُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ الأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ الأَخْرَسُ وَالأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ

২০৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ লি'আন (অভিশাপযুক্ত শপথ)। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ "যারা তাদের স্ত্রীদের উপর অপবাদ আরোপ করবে, আবার নিজেরা ছাড়া অন্য কোন সাক্ষীও থাকবে না...... থেকে যদি সে সত্যবাদী" পর্যন্ত। যদি কোন বোবা (মূক) লোক লিখিতভাবে বা ইশারায় কিংবা কোন পরিচিত ইঙ্গিতের মাধ্যমে নিজ স্ত্রীকে অপবাদ দেয়, তাহলে তার হুকুম বাকশক্তি সম্পন্ন মানুষের মতই। কেননা নবী ﷺ ফরয বিষয়গুলিতে ইশারা করার অনুমতি দিয়েছেন। হিজাজ ও অন্যান্য স্থানের কিছু সংখ্যক আলিমেরও এ মত। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "সে (মরিয়ম) সন্তানের প্রতি ইশারা করলো, লোকেরা বলল, দোলনার শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথোপকথন করবো? যাহ্হাক বলেন ঃ ইঙ্গিত এবং ইশারার মাধ্যমে। কিছু লোকের মন্তব্য হলো ঃ ইশারার মাধ্যমে কোন হদ্ (শরয়ী' দন্ড) বা লি'আন নেই, আবার তাদেরই মত হলো লিখিতভাবে কিংবা ইশারা ইঙ্গিতে তালাক দেয়া জায়েয আছে। অথচ তালাক এবং অপবাদের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। যদি তারা বলে ঃ কথা বলা ছাড়া তো অপবাদ দেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে তো তালাক দেওয়া, অপবাদ দেওয়া এমনিভাবে গোলাম আযাদ করা, কোনটাই ইশারার মাধ্যমে জায়েয হতে পারে না। অথচ আমরা দেখি বধির ব্যক্তিও লি'আন করতে পারে। শা'বী ও কাতাদা (র) বলেন ঃ যদি কেউ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাকপ্রাপ্তা, তাহলে ইশারার দ্বারা স্ত্রী স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ইব্রাহীম বলেন ঃ বোবা ব্যক্তি স্বহস্তে তালাক পত্র লিপিবদ্ধ করলে অবশ্যই তালাক হবে। হাম্মাদ বলেন ঃ বোবা এবং বধির মাথার ইংগিতে বললেও জায়েয হবে

٤٩١٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الْأَنْصَارِ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ بَنُوْ النَّجَّارِ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ بَنُوالْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ بَنُوْ سَاعِدَةَ ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ وَفِيْ كُلِّ دُوْرِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ -

৪৯১৭ কুতায়বা (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের বলব কি, আন্সারদের মধ্যে সর্বোত্তম গোত্র কোন্টি? তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ হাঁ বলুন। তিনি বললেন : তারা বনূ নাজ্জার। এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী, বনূ আবদুল আশ্হাল, এরপর তাদের নিকটবর্তী যারা বনূ হারিস ইব্ন খাযরাজ। এরপর তাদের সন্নিকটে যারা বনূ সাঈদা। এরপর তিনি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। হাতের আঙ্গুলগুলোকে সংকুচিত করে পুনরায় তা সম্প্রসারিত করলেন। যেমন কেউ কিছু নিক্ষেপকালে করে থাকে। এরপর বলেন : আনসারদের প্রত্যেকটি গোত্রেই কল্যাণ নিহিত আছে।

٤٩١٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُوْ حَزْمٍ سَمِعْتُهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ ، وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى -

৪৯১৮ 'আলী ইব্ন' অবাদুল্লাহ (র)...... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী সাহ্ল ইব্ন সা'দ–সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার আবির্ভাব এবং কিয়ামতের মাঝে দূরত্ব এ আঙ্গুল থেকে এ আঙ্গুলের দূরত্বের ন্যায়। কিংবা তিনি বলেন : এ দু'টির দূরত্বের ন্যায়। এই বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি মিলিত করলেন।

٤٩١٩ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ، يَعْنِيْ ثَلاَثِيْنَ ، ثُمَّ قَالَ وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ، يَعْنِيْ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ يَقُوْلُ مَرَّةً ثَلاَثِيْنَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ -

৪৯১৯ আদম (র)...... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : মাস এত, এত এবং এত দিনে হয়, অর্থাৎ ত্রিশ দিনে। তিনি আবার বললেন : মাস এত, এত ও এত দিনেও হয়। অর্থাৎ উনত্রিশ দিনে। তিনি বলতেন : কখনও ত্রিশ দিনে আবার কখনও উনত্রিশ দিনে মাস হয়।

٤٩٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ قَالَ وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ الْإِيْمَانُ هَاهُنَا مَرَّتَيْنِ أَلاَ وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوْبِ فِي الْفَدَّادِيْنَ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ -

৪৯২০ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আবূ মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ স্বীয় হাত দ্বারা ইয়ামানের দিকে ইশারা করে দু'বার বললেন ঃ ঈমান ওখানে। জেনে রেখ! হৃদয়ের কঠোরতা ও কাঠিন্য উট পালনকারীদের মধ্যে (কৃষকদের মধ্যে)। যে দিকে শয়তানের দু'টি শিং উদিত হবে তাহলো (কঠোর হৃদয়) রাবী'আ ও মুযার গোত্রদ্বয়।

٤٩٢١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا -

৪৯২১ 'আম্‌র ইব্‌ন যুরারা (র)...... সাহ্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি ও ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এরূপ নিকটে থাকব। এই বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি দ্বারা ইশারা করলেন এবং এ দু'টির মাঝে সামান্য ফাঁক রাখলেন।

٢٠٦٥ . بَابُ إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ

২০৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ ইঙ্গিতে সন্তান অস্বীকার করা

٤٩٢٢ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ قُزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ أَسْوَدُ ، فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ مَا أَلْوَانُهَا ؟ قَالَ حُمْرٌ ، قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَأَنَّى ذَلِكَ ؟ قَالَ لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ -

৪৯২২ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন কাযা'আ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার একটি কালো সন্তান জন্মেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার কিছু উট আছে কি? সে উত্তর করল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ সেগুলোর রং কেমন? সে বলল ঃ লাল। তিনি বললেন ঃ সেগুলোর মধ্যে কোনটি ছাই বর্ণের আছে কি? সে বললঃ হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তবে সেটিতে এমন বর্ণ কোথেকে এলো? লোকটি বলল ঃ সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী বংশের কারণে এরূপ হয়েছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে হতে পারে, তোমার এ সন্তানও বংশগত কারণে এরূপ হয়েছে।

٢٠٦٦. بَابُ أَحْلَافِ الْمُلَاعِنِ

২০৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ লি'আনকারীকে শপথ করানো

٤٩٢٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا -

৪৯২৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)...... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে,আনসারদের জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অপবাদ দিল। নবী ﷺ উভয়কে শপথ করালেন এবং তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

٢٠٦٧ . بَابُ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُنِ

২০৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষকে প্রথমে লি'আন করানো হবে

٤٩٢٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ،ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ -

৪৯২৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, হিলাল ইব্ন উমাইয়্যা তার স্ত্রীকে (যিনার) অপবাদ দেয়। তিনি এসে সাক্ষ্য দিলেন। নবী ﷺ বলতে লাগলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই জানেন তোমাদের দু'জনের একজন নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। অতএব কে তাওবা করতে প্রস্তুত আছ? এরপর স্ত্রী দাঁড়াল এবং সাক্ষ্য দিল (সে দোষমুক্ত)।

٢٠٦٨ . بَابُ اللِّعَانِ وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَانِ

২০৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ লি'আন এবং লি'আনের পর তালাক দেওয়া

٤٩٢٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَ رَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِيَ يَاعَاصِمُ عَنْ ذٰلِكَ ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ ، فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَسْئَلَةَ الَّتِيْ سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ عُوَيْمِرُ وَاللهِ لاَ أَنْتَهِيْ ، حَتَّ أَسْأَلَهُ عَنْهَا ، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرُ

حَتَّى جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَ رَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ فِيْكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ، قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَ أَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا ، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنَ -

৪৯২৫ ইস্‌মাঈল (র)...... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, উওয়াইমার আজলানী (রা) 'আসিম ইব্‌ন 'আদী আনসারী (রা)-এর কাছে এসে বললেন ঃ হে 'আসিম! কি বল, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অপর ব্যক্তিকে (ব্যভিচার-রত অবস্থায়) পায়, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে? আর এতে তোমরাও কি তাকে হত্যা করবে? (যদি সে হত্যা না করে) তাহলে কি করবে? হে 'আসিম! তুমি আমার এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা কর। এরপর 'আসিম (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ধরনের জিজ্ঞাসাকে অপছন্দ করলেন এবং অশোভনীয় মনে করলেন। এমন কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে 'আসিম (রা) যা শুনলেন, তাতে তার খুব খারাপ লাগল। 'আসিম (রা) গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে উওয়াইমির এসে জিজ্ঞাসা করলঃ হে 'আসিম? রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কি উত্তর দিলেন। 'আসিম (রা) উওয়াইমিরকে বললেন ঃ তুমি আমার কাছে কোন ভাল কাজ নিয়ে আসনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ধরনের জিজ্ঞাসাকে অপছন্দ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি। উওয়াইমির (রা) বল্লেন আল্লাহ্‌র শপথ তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করে ক্ষ্যান্ত হব না। এরপর উওয়াইমির (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁকে লোকদের মাঝে পেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কী বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে অপর ব্যক্তিকে (ব্যভিচার-রত) দেখতে পায়, সে কি তাকে হত্যা করবে? আর আপনারাও কি তাকে হত্যার বদলে হত্যা করবেন? অন্যথায় সে কি করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যাও তাকে নিয়ে এসো। সাহ্‌ল (রা) বলেন, তারা উভয়ে লি'আন করল। সে সময় আমি লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকটে ছিলাম। উভয়ে লি'আন করা সমাপ্ত করলে উওয়াইমির বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি তাকে (স্ত্রী হিসাবে) রাখি, তবে অমি তার উপর মিথ্যারোপ করেছি বলে প্রমাণিত হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে নির্দেশ দেওয়ার পূর্বেই তিনি স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন ঃ উভয়কে পৃথক করে দেওয়াই পরবর্তীতে লি'আনকারীদ্বয়ের হুকুম হিসাবে পরিগণিত হলো।

٢٠٦٩ . بَابُ التَّلاَعُنِ فِي الْمَسْجِدِ

২০৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ মস্‌জিদে লি'আন করা

٤٩٢٦ حَدَّثَنَا يَحْيَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا بْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُلاَعَنَةِ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيْهَا عَنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِيْ بَنِيْ سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيْ شَانِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ قَضَى اللهُ فِيْكَ وَفِي امْرَأَتِكَ ، قَالَ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ فَرَغَا مِنَ التَّلاَعُنِ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ذَاكَ تَفْرِيْقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ، قَالَ بْنُ جُرَيْجٍ قَالَ بْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ السُّنَّةُ بَعْدَ هُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لأُمِّهِ، قَالَ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِيْ مِيْرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللهُ لَهُ قَالَ بْنُ جُرَيْجٍ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيْرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَرَاهَا إِلاَّ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوْهِ مِنْ ذٰلِكَ -

৪৯২৬ ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্ন জুরাইজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইব্ন শিহাব (র) লি'আন ও তার হুকুম সম্বন্ধে সা'দ গোত্রের সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা)থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, আনসারদের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অপর ব্যক্তিকে দেখতে পায়, তবে কি সে তাকে হত্যা করবে? অথবা কি করবে? এর পর আল্লাহ্ তা'আলা তার ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখিত লি'আনের বিধান অবতীর্ণ করেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে ফয়সালা দিয়েছেন। রাবী বলেন ঃ আমি উপস্থিত থাকতেই তারা উভয়ে মসজিদে লি'আন করল। উভয়ের লি'আন কাজ সমাধা হলে সে ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমি তাকে স্ত্রী হিসাবে রেখে দেই; তবে তার উপর মিথ্যারোপ করেছি বলে সাব্যস্ত হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে আদেশ দেয়ার পূর্বেই সে তার স্ত্রীকে তিন্ তালাক দিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনেই তারা পৃথক হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ এই সম্পর্কোচ্ছেদই লি'আনকারীদ্বয়ের জন্য বিধান। ইব্ন জুরাইজ বলেন, ইব্ন শিহাব (র) বলেছেন ঃ তাদের পর লি'আনকারীদ্বয়ের মধ্যে পৃথক করার হুকুম প্রবর্তিত হয়। উপরোক্ত মহিলা ছিল সন্তান সম্ভবা। তার বাচ্চাকে মায়ের পরিচয়ে ডাকা হত। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এরপর উত্তরাধিকারের ব্যাপারেও হুকুম প্রবর্তিত হল যে, মহিলা সন্তানের উত্তরাধিকারী হবে এবং সন্তানও তার উত্তারাধিকারী হবে, যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন। 'হাদীসে ইব্ন

জুরাইজ, ইব্ন শিহাবের সূত্রে সাহ্ল ইব্ন সা'দ সাঈদী থেকে বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি ঐ মহিলা ওহ্রার (এক প্রকার ছোট প্রাণী) এর মতো লাল ও বেঁটে সন্তান প্রসব করে, তবে বুঝবো মহিলাই সত্য বলেছে, আর সেই তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। আর যদি সে কালো চক্ষু বিশিষ্ট বড় নিতম্বযুক্ত সন্তান প্রসব করে, তবে বুঝবো, সে ব্যক্তি সত্যই বলেছে। পরে মহিলাটি কালো সন্তানই প্রসব করেছিল।

٢٠٧٠ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

২০৭০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ - উক্তি ঃ আমি যদি প্রমাণ ছাড়া রজম করতাম

٤٩٢٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِيْ ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُوْ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيْتُ بِهٰذَا الاَّ لِقَوْلِيْ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِيْ وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيْلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعْرِ وَكَانَ الَّذِيْ أَدَّعٰي عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلاً آدَمَ كَثِيْرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللّٰهُمَّ بَيِّنْ، فَجَاءَ شَبِيْهًا بِالرَّجُلِ الَّذِيْ ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ، فَلاَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ، هِيَ الَّتِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تَظْهَرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوْءَ، قَالَ أَبُوْ صَالِحٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ خَدِلاً -

৪৯২৭ সা'ঈদ ইব্ন 'উফায়র (র)...... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর কাছে লি'আন করার প্রসঙ্গ আলোচিত হল। 'আসিম ইব্ন 'আদী (রা) এ ব্যাপারে একটি কথা জিজ্ঞাসা করে চলে গেলেন। এরপর তাঁর গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তার কাছে এসে অভিযোগ করল যে, সে তার স্ত্রীর সাথে অপর এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। 'আসিম (রা) বললেন ঃ অযথা জিজ্ঞাসার কারণেই আমি এধরনের বিপদে পড়লাম। এরপর তিনি লোকটিকে নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে গেলেন এবং অভিযোগকারীর বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলেন। লোকটি ছিল হলদে-হাল্কা দেহ ও সোজা চুল বিশিষ্ট। আর ঐ লোকটি যাকে তার স্ত্রীর কাছে পেয়েছে বলে সে অভিযুক্ত করে সে ছিল প্রায় কালো, মোটা ধরনের, স্থূল দেহের অধিকারী। নবী ﷺ বলেন ঃ হে আল্লাহ্! সমস্যাটি সমাধান করে দিন। এরপর মহিলা ঐ লোকটির আকৃতি বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করল, যাকে তার স্বামী তার কাছে পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছিল। নবী ﷺ তাদের (স্বামী-স্ত্রী) উভয়কে লি'আন করালেন। এক ব্যক্তি ইব্ন 'আব্বাস (রা) কে সে বৈঠকেই জিজ্ঞাসা করল ঃ এ মহিলা সম্বন্ধেই কি রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন?

"আমি যদি কাউকে বিনা প্রমাণে রজম করতাম, তবে একেই রজম করতাম।" ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) বললেন ঃ না, সে ছিল (অন্য এক) মহিলা, যে মুসলিম সমাজে প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকত।

٢٠٧١ . بَابُ صَدَاقِ الْمُلاَعَنَةِ

২০৭১. পরিচ্ছেদ ঃ লি'আনকারিণীর মোহর

٤٩٢٨ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَقَالَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا، وَقَالَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَقَالَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي قَالَ قِيلَ لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ -

৪৯২৮ 'আম্‌র ইব্‌ন যুরারা (র)...... সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন 'উমরকে জিজ্ঞাসা করলাম, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অপবাদ দিল-- (তার বিধান কি?) তিনি বললেন, নবী ﷺ বনূ আজলানের স্বামী-স্ত্রীর দু'জনকে পৃথক করে দিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অবহিত আছেন তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমাদের কেউ তাওবা করতে রাযী আছ কি? তারা দু'জনেই অস্বীকার করল। তিনি পুনরায় বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা অবহিত আছেন তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী, সুতরাং কেউ তাওবা করতে প্রস্তুত আছ কি? তারা আবারও অস্বীকার করল। এরপর তিনি তাদেরকে পৃথক করে দেন। আইয়ূব বলেন ঃ আমাকে আম্‌র ইব্‌ন দীনার (র) বললেন, এ হাদীসে আরও কিছু কথা আছে, তোমাকে তা বর্ণনা করতে দেখছি না কেন? তিনি বলেন, লোকটি বলল ঃ আমার (দেওয়া) মালের (মোহর) কি হবে? তাকে বলা হল, তোমার মাল ফিরে পাবে না। যদি তুমি সত্যবাদী হও, (তবুও পাবে না)। (কেননা) তুমি তার সাথে সহবাস করেছ। আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে তা পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

٢٠٧٢ . بَابُ قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

২০৭২. পরিচ্ছেদ ঃ লি'আনকারীদ্বয়কে ইমামের একথা বলা যে, নিশ্চয় তোমাদের কোন একজন মিথ্যাবাদী, তাই তোমাদের কেউ তাওবা করতে প্রস্তুত আছ কি?

٤٩٢٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُتَلاَعِنَيْنَ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ

لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا، قَالَ مَالِيَ قَالَ لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ، قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَقَالَ أَيُّوبُ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَقَالَ اللهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ -

৪৯২৯ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি লি'আনকারীদ্বয় সম্পর্কে ইব্‌ন 'উমরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন ঃ নবী ﷺ লি'আনকারীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ তোমাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তার (স্ত্রীর) উপর তোমার কোন অধিকার নেই। লোকটি বলল ঃ তবে আমার মাল (মোহ্‌র হিসেবে প্রদত্ত)? তিনি বললেন ঃ তুমি কোন মাল পাবে না। যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে এর বিনিময়ে তুমি তার লজ্জাস্থানকে হালাল করে নিয়েছিলে। আর যদি তার উপর মিথ্যারোপ করে থাক, তবে তো মাল চাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। সুফিয়ান বলেন ঃ আমি এ হাদীস 'আম্‌র (রা)-এর কাছ থেকে মুখস্থ করেছি। আইয়্যুব বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন 'উমর (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে লি'আন করল (এখন তাদের বিধান কি? তিনি তাঁর দু'আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বললেন, সুফিয়ান তার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল ফাঁক করলেন নবী ﷺ বনূ আজলানের এক দম্পতির বৈবাহিক সম্পর্ক এভাবে ছিন্ন করে দেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অবহিত আছেন যে, তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। সুতরাং কেউ তাওবা করতে প্রস্তুত আছ কি? এভাবে তিনি তিনবার বললেন। সুফিয়ান বলেন ঃ আমি তোমাকে যেভাবে হাদীসটি শুনাচ্ছি এভাবেই আমি আম্‌র ও আইয়্যুব (রা) থেকে মুখস্থ করেছি।

٢٠٧٣. بَابُ التَّفْرِيْقِ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ

২০৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ লি'আনকারীদ্বয়কে পৃথক করে দেওয়া

٤٩٣٠ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَذَفَهَا وَأَحْلَفَهُمَا -

৪৯৩০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুন্‌যির (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জনৈক পুরুষ তার স্ত্রীকে অপবাদ দিলে, তিনি উভয়কে শপথ করান এরপর পৃথক করে দেন।

٤٩٣١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لاَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا -

৪৯৩১ মুসাদ্দাদ (র)...... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জনৈক আনসার ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে লি'আন করান এবং তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেন।

٢٠٧٤. بَابُ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلاَعِنَةِ

২০৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ লি'আনকারিণীকে সন্তান অর্পণ করা হবে

٤٩٣٢ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لاَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفٰى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ -

৪৯৩২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)...... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে লি'আন করালেন এবং সন্তানের পৈতৃক সম্পর্ক ছিন্ন করে উভয়কে পৃথক করে দিলেন। আর সন্তান মহিলাকে দিয়ে দিলেন।

٢٠٧٥ . بَابُ قَوْلِ الإِمَامِ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ

২০৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ ইমামের উক্তি ঃ হে আল্লাহ্! সত্য প্রকাশ করে দিন

٤٩٣٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ بْنُ عَدِيٍ فِيْ ذٰلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيْتُ بِهٰذَا الأَمْرِ إِلاَّ لِقَوْلِيْ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِيْ وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيْلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعْرِ، وَكَانَ الَّذِيْ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمُ خَدِلاً كَثِيْرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيْهًا بِالرَّجُلِ الَّذِيْ ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا، فَلاَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هٰذِهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوْءَ فِي الإِسْلاَمِ -

৪৯৩৩ ইসমাঈল (র)...... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লি'আনকারী দম্পতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সম্মুখে আলোচনা হচ্ছিল। ইতিমধ্যে 'আসিম ইব্ন 'আদী (রা) এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে চলে গেলেন। এরপর স্বগোত্রীয় এক ব্যক্তি তার কাছে এসে জানাল

যে, সে তার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। 'আসিম বললেন, অযথা জিজ্ঞাসাবাদের দরুনই আমি এ বিপদে পতিত হলাম। এরপর তিনি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে গেলেন এবং যে লোকটিকে সে তার স্ত্রীর সাথে পেয়েছে, তার সম্পর্কে নবী ﷺ কে অবহিত করলেন। অভিযোগকারী ছিলেন হল্‌দে, হালকা দেহ্ ও সোজা চুলের অধিকারী। আর তার স্ত্রীর কাছে পাওয়া লোকটি ছিল মোটা ধরনের স্থূলকায় ও খুব কোঁক্‌ড়ানো চুলের অধিকারী। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনি সত্য প্রকাশ করে দিন। এরপর মহিলা ঐ লোকটির আকৃতি বিশিষ্ট একটি সন্তান প্রসব করে, যাকে তার স্বামী তার সাথে পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয়কেই লি'আন করালেন। এক ব্যক্তি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) কে সেই বৈঠকে জিজ্ঞাসা করল, ঐ মহিলা সম্বন্ধেই কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন ঃ আমি যদি বিনা প্রমাণে কাউকে রজম করতাম তাহলে একে রজম করতাম? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ না, সে ছিল অন্য এক মহিলা যে ইসলামে কুখ্যাত ব্যভিচারিণী ছিল।

٢٠٧٦. بَابُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

২০৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ যদি মহিলাকে তিন তালাক দেয় এবং ইদ্দত শেষে সে অন্য স্বামীর কাছে বিয়ে বসে, কিন্তু সে তাকে স্পর্শ (সংগম) না করে থাকে

٤٩٣٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لاَيَأْتِيْهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلَ هُدْبَةٍ، فَقَالَ لاَ، حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ -

৪৯৩৪ 'আমর ইব্‌ন 'আলী (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। (হাদীসটি নিম্নোক্ত হাদীসের অনুরূপ)।

٤٩٣٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لاَيَأْتِيْهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلَ هُدْبَةٍ، فَقَالَ لاَ، حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ -

৪৯৩৫ 'উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... 'আয়েশা (রা)থেকে বর্ণিত যে, রিফা'আ কুরাযী এক মহিলাকে বিয়ে করে পরে তালাক দেয়। এরপর মহিলা অন্য স্বামী গ্রহণ করে। পরে সে নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাকে অবহিত করলো যে, সে (স্বামী) তার কাছে আসে না, আর তার কাছে কাপড়ের কিনারা সদৃশ বৈ কিছুই নেই। তিনি বললেন ঃ তা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তার কিছু

স্বাদ আস্বাদন না করবে, আর সেও তোমার কিঞ্চিত স্বাদ আস্বাদন না করবে (ততক্ষণ প্রথম স্বামীর কাছে যাওয়া যাবে না)।

٢٠٧٧ . بَابُ وَاللاَّئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ. قَالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ لَمْ تَعْلَمُوْا يَحِضْنَ أَوْ لاَيَحِضْنَ وَاللاَّئِيْ قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ واللاَّئِيْ لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ

২০৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে......যদি তোমাদের সন্দেহ দেখা দেয় তাদের ইদ্দত তিন মাস এবং তাদেরও, যাদের এখনও হায়েয আসা আরম্ভ হয়নি। মুজাহিদ বলেন ঃ যদিও তোমরা না জান যে, তাদের হায়েয– হবে কিনা। যাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে এবং যাদের এখনোও আরম্ভ হয়নি, তাদের 'ইদ্দত তিন মাস

٢٠٧٨. بَابُ وَأُولاَتِ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

২০৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী মহিলাদের 'ইদ্দতের সময়সীমা সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত

٤٩٣٦ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزِ الأَعْرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِيْ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ، يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ وَاللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيْهِ حَتَّى تَعْتَدِّيْ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَمَكُثَتْ قَرِيْبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَنْكِحِيْ -

৪৯৩৬ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)...... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আস্‌লাম গোত্রের সুবায়'আ নাম্নী এক মহিলাকে তার স্বামী গর্ভাবস্থায় রেখে মারা যায়। এরপর আবূ সানাবিল ইব্‌ন বাকাক (রা) তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মহিলা তার সাথে বিয়ে বস্‌তে অস্বীকার করে। সে (আবূ সানাবিল) বলল ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! দু'টি মেয়াদের মধ্যে দীর্ঘতর মেয়াদ অনুসারে 'ইদ্দত পালন না করা পর্যন্ত তোমার জন্য অন্যত্র বিয়ে বসা দুরস্ত হবে না। এর প্রায় দশ দিনের মধ্যেই সে সন্তান প্রসব করে। এরপর সে নবী ﷺ -এর কাছে আস্‌লে তিনি বল্‌লেন ঃ এখন তুমি বিয়ে করতে পার।

٤٩٣٧ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الأَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ أَفْتَانِيْ إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ -

৪৯৩৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)...... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইব্ন আরকামের নিকট (এই মর্মে) একটি পত্র লিখ্লেন যে, তুমি সুবায়'আ আস্‌লামীয়াকে জিজ্ঞাস কর, নবী ﷺ তাকে কি প্রকারের ফতোয়া দিয়েছিলেন? সে উত্তরে বললঃ তিনি আমাকে সন্তান প্রসব করার পর বিয়ে করার ফতোয়া দিয়েছেন।

٤٩٣٨ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَجَاءَ تِ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ ، فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ -

৪৯৩৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযা'আ (র)...... মিস্ওয়ার ইব্ন মাখ্রামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সুবায়'আ আস্‌লামীয়া তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর সন্তান প্রসব করে। এরপর সে নবী ﷺ -এর কাছে এসে বিয়ে করার অনুমতি প্রার্থনা করলে, তিনি তাকে অনুমতি দেন। তখন সে অন্যত্র বিয়ে করে।

٢٠٧٩ . بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ - وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ فِيْمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيَضٍ بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ وَلاَ تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ تَحْتَسِبُ ، وَهٰذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ يَعْنِيْ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : يُقَالُ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا وَيُقَالُ مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِيْ بَطْنِهَا

২০৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা তিন কুরু (হায়েয) পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ইব্‌রাহীম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি 'ইদ্দতের মধ্যে বিয়ে করে, এরপর মহিলা তার কাছে তিন হায়েয পর্যন্ত অবস্থান করার পর দ্বিতীয় স্বামীও যদি তাকে তালাক দেয়, তবে সে প্রথম স্বামী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। উক্ত তিন হায়েয তৃতীয় স্বামীর গ্রহণের জন্য যথেষ্ট হবে না। (বরং তার জন্য নতুনভাবে 'ইদ্দত পালন করতে হবে।) কিন্তু যুহ্‌রী বলেছেন ঃ যথেষ্ট হবে। সুফিয়ানও যুহ্‌রীর মত গ্রহণ করেছেন। মা'মার বলেন, মহিলা কুরু যুক্ত হয়েছে তখনি বলা হয়, যখন তার হায়েয বা

তুহ্‌র আসে। مَا قَرَأَتْ بِسَلَى قَطُّ "তখন বলা হয়, যখন মহিলা গর্ভে কোন সন্তান ধারণ না করে।" (অর্থাৎ 'কুরু' অর্থ ধারণ করা বা একত্রিত করাও হয়)

٢٠٨٠. بَابُ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَوْلِهِ : وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَ تَخْرُجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِيْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَتُضَارُوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَاِنْ كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَانْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، إِلَى قَوْلِهِ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

২০৮০. পরিচ্ছেদ ঃ ফাতিমা বিন্‌ত কায়েসের ঘটনা এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমরা তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়ে, এসব আল্লাহ্‌র বিধান; যে আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করে, সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জাননা, হয়ত আল্লাহ্ এরপর উপায় করে দেবেন...... আর তোমরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী যে স্থানে বাস কর, তাদেরকে সে স্থানে বাস করতে দাও...... আল্লাহ্ কষ্টের পর শান্তি দিবেন। (সূরা তালাক ঃ ১-৭)

٤٩٣٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَ بْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ اتَّقِ اللهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا قَالَ مَرْوَانُ فِيْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَكَمِ غَلَبَنِيْ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَوْ مَا بَلَغَكَ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيْثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ إِنْ كَانَ بِكَ شَرٌّ فَحَسْبُكَ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ -

৪৯৩৯ ইসমাঈল (র)...... কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ও সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন আস (র) 'আবদুর রহমান ইব্‌ন হাকাম এর কন্যাকে তালাক দিলে 'আবদুর রহমান তাকে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা (রা)-এর কাছে নিয়ে গেলে, তিনি মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ানের কাছে বলে পাঠালেন ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আর তাকে তার ঘরে ফিরিয়ে দাও। মারওয়ান বললেন, সুলায়মানের বর্ণনায় 'আবদুর রহমান আমাকে যুক্তিতে পরাজিত করেছে। কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদের বর্ণনায় তিনি বলেন, ফাতিমা বিন্‌ত কায়েসের ঘটনা কি আপনার কাছে পৌছেনি? তিনি বললেন ঃ ফাতিমা বিন্‌ত কায়েসের ঘটনা স্মরণ না রাখলে তোমার কোন ক্ষতি

হবেনা। মারওয়ান বললেন ঃ যদি মনে করেন ফাতিমাকে বের করার পিছনে তার দুর্ব্যবহার কাজ করেছে, তবে বলব, এখানে সে দুর্ব্যবহার বিদ্যমান আছে।

٤٩٤٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ أَلاَ تَتَّقِي اللهَ، يَعْنِيْ فِيْ قَوْلِهِ لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ -

৪৯৪০ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ফাতিমার কি হল? সে কেন আল্লাহ্‌কে ভয় করছেনা অর্থাৎ তার এ কথায় যে, তালাকপ্রাপ্তা নারী (তার স্বামীর থেকে) খাদ্য ও বাসস্থান কিছুই পাবে না।

٤٩٤١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَيْنَ إِلَى فُلاَنَةٍ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِئْسَ مَا صَنَعَتْ قَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي فِيْ قَوْلِ فَاطِمَةَ، قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِيْ ذِكْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ، وَزَادَ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِيْ مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذٰلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ

৪৯৪১ 'আমর ইব্‌ন 'আব্বাস (র)...... কাসিম (র) থেকে বর্ণিত। উরওয়া ইবন্ যুবায়র (র) 'আয়েশা (রা)কে জিজ্ঞাস করল ঃ আপনি কি জানেন না, হাকামের কন্যা অমুককে তার স্বামী তিন তালাক দিলে, সে (তার পিতার ঘরে) চলে গিয়েছিল। তিনি বললেন ঃ সে মন্দ কাজ করেছে। উরওয়া বলল ঃ আপনি কি তার কথা শুনেন নি? তিনি বললেন ঃ এ হাদীস বর্ণনায় তার কোন কল্যাণ নেই। ইব্‌ন আবুয্‌যিনাদ হিশাম সূত্রে তার (হিশামের) পিতা থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, 'আয়েশা (রা) এ কথাকে অত্যন্ত দোষণীয় মনে করেন। তিনি আরও বলেন, ফাতিমা একটা ভীতিকর স্থানে থাকত, তার উপর আংশকা থাকায় নবী ﷺ তাকে (স্থান পরিবর্তনের) অনুমতি প্রদান করেন।

٢٠٨١ . بَابُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَشِيَ عَلَيْهَا فِيْ مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا أَوْ تَبْذُوْ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ

২০৮১. পরিচ্ছেদ ঃ স্বামীর গৃহে অবস্থান করায় যদি তালাকপ্রাপ্তা নারী তার স্বামীর পরিবারের লোকজনদের গালমন্দ দেয়ার বা তার ঘরে চোর প্রবেশ করা ইত্যাদির আশংকা করে

٤٩٤٢ حَدَّثَنِيْ حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا بْنُ جُرَيْجٍ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذٰلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ -

৪৯৪২ হিব্বান (র)...... 'উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'আয়েশা (রা) ফাতিমার কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

٢٠٨٢ بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِيْ أَرْحَامِهِنَّ مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ

২০৮২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তাদের জন্য গোপন করা বৈধ হবে না যা আল্লাহ্ তাদের জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন, হায়েয হোক বা গর্ভ সঞ্চার হোক

٤٩٤٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَن يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيْبَةً فَقَالَ لَهَا عَقْرَي أَوْ حَلْقَيْ إِنَّكِ لَحَابِسَتِنَا، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ فَانْفِرِيْ إِذًا -

৪৯৪৩ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হজ্জ শেষে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন সাফিয়্যা (রা) বিষণ্ন অবস্থায় স্বীয় তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি তাকে বললেন ঃ মহা সমস্যা তো, তুমি তো আমাদের আটকিয়ে রাখবে। আচ্ছা তুমি কি তাওয়াফে যিয়ারত করেছ? বললেন ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তা হলে এখন চলো।

٢٠٨٣. بَابُ وَبُعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْعِدَّةِ وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

২০৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তালাকপ্রাপ্তাদের স্বামীরা (ইদ্দতের মধ্যে) তাদের ফিরিয়ে আনার অগ্রাধিকার রাখে এবং এক বা দু'তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার পদ্ধতি সম্পর্কে

٤٩٤٤ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيْقَةً -

৪৯৪৪ মুহাম্মদ (র)...... হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মা'কাল তার বোনকে বিয়ে দিলে, তার স্বামী তাকে এক তালাক প্রদান করে।

٤٩٤٥ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنِ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذُلِكَ أَنَفًا فَقَالَ خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَحَالَ بَيْنَهُ

وَبَيْنَهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَتَعْضُلُوْهُنَّ إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللهِ -

৪৯৪৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... হাসান (র) থেকে বর্ণিত যে, মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসারের বোন এক ব্যক্তির বিবাহাধীন ছিল। সে তাকে তালাক দিল। পুনরায় ফিরিয়ে আনলোনা, এভাবে তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে সে আবার তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। মা'কাল (রা) ক্রোধান্বিত হলেন, তিনি বললেন, সময় সুযোগ থাকতে ফিরিয়ে নিল না, এখন আবার প্রস্তাব দিচ্ছে। তিনি তাদের মাঝে (পুনর্বিবাহে) প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ "তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত-কাল পূর্ণ করে, তখন তারা নিজেদের স্বামীদেরকে বিবাহ করতে চাইলে তোমরা বাধা দিও না...... (বাকারা ঃ ২৩২)। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাকলেন এবং তার সামনে আয়াতটি পাঠ করলেন। তিনি তার জিদ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র আদেশের অনুসরণ করেন।

٤٩٤٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرُ ثُمَّ تَحِيْضُ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِيْنَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ، قَالَ لِأَحَدِهِمْ إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَزَادَ فِيْهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ قَالَ بْنُ عُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِيْ بِهٰذَا -

৪৯৪৬ কুতায়বা (র)...... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন 'উমর (রা) তাঁর স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় এক তালাক দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনেন এবং মহিলা পবিত্র হয়ে পুনরায় ঋতুমতী হয়ে পরবর্তী পবিত্রাবস্থা আসা পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রাখেন। পবিত্রাবস্থায় যদি তাকে তালাক দিতে চায় তবে দিতে পারে; কিন্তু তা সংগমের পূর্বে হতে হবে। এটাই ইদ্দত, যে সময় তালাক দেয়ার জন্য আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন। 'আবদুল্লাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তাদের বলেন ঃ তুমি যদি তাকে তিন তালাক দিয়ে দাও, তবে মহিলা অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমার জন্য হালাল হবে না। অন্য বর্ণনায় ইব্‌ন 'উমর (রা) বলতেন, 'তুমি যদি এক বা দু' তালাক দিতে,' কেননা, নবী ﷺ আমাকে এরূপই আদেশ দিয়েছেন।

٢٠٨٤. بَابُ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

২০৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ ঋতুমতীকে ফিরিয়ে আনা

٤٩٤٧ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ حَدَّثَنِي يُوْنُسُ بْنُ جُبَيْرٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ قَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ-

৪৯৪৭ হাজ্জাজ (র)...... ইউনুস ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন 'উমরকে (হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া সম্পর্কে) জিজ্ঞাস করলাম। তিনি বললেন ঃ ইব্‌ন 'উমর (রা) তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে, 'উমর (রা) নবী ﷺ কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাকে আদেশ দেন। এরপর বলেন ঃ ইদ্দতের সময় আস্‌লে সে তালাক দিতে পারে। রাবী বলেন, আমি বললাম, এ তালাক কি হিসাবে ধরা হবে? ইব্‌ন 'উমর বললেন ঃ তবে কি মনে করছ, যদি সে অক্ষম হয় বা বোকামী করে। (তাহলে দায়ী কে?)

٢٠٨٥ . بَابُ تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيْبَ لأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ

২০৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ বিধবা নারী চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যুহ্‌রী (র) বলেন, বিধবা কিশোরীর জন্য খোশবু ব্যবহার করা উচিত হবে না। কেননা, তাকেও ইদ্দত পালন করতে হবে

٤٩٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هٰذِهِ الأَحَادِيْثَ الثَّلاَثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْهَا أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ خَلُوْقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللهِ مَالِيَ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلَتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللهِ مَالِيَ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ

عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلَّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيْبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ ؟ قَالَ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا -

৪৯৪৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... যায়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ -এর সহধর্মীণী উম্মে হাবীবার পিতা আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব (রা) মৃত্যুবরণ করলে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হই। উম্মে হাবীবা (রা) যা'ফরান ইত্যাদি মিশ্রিত হলদে রং এর খোশবু নিয়ে আসতে বললেন। তিনি এক বালিকাকে এ থেকে কিছু মাখালেন। এরপর তাঁর নিজের চেহারার উভয় পার্শ্বে কিছু মাখ্‌লেন। এরপর বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! খোশবু ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন আমার নেই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা বৈধ হবে না। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যায়নাব (রা) বলেন ঃ যয়নব বি্‌নত জাহ্‌শের ভাই মৃত্যুবরণ করলে আমি তার (যায়নাবের) নিকট গেলাম। তিনিও খোশ্‌বু আনায়ে কিছু ব্যবহার করলেন। এরপর বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! খোশবু ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন আমার নেই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ্ পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা বৈধ হবে না তবে তার স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশ দিন শোক পালন করতে পারবে। যায়নাব (রা) বলেন ঃ আমি উম্মে সালামাকে বলতে শুনেছি ঃ এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। তার চোখে অসুখ। তার চোখে কি সুরমা লাগাতে পারবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু-তিন বার বললেন, না। তিনি আরও বললেন ঃ এতো মাত্র চার মাস দশদিনের ব্যাপার। অথচ বর্বরতার যুগে এক এক মহিলা এক বছরের মাথায় বিষ্ঠা নিক্ষেপ করত। হুমায়দ্ বলেন, আমি যায়নাবকে জিজ্ঞাসা করলাম, এক বছরের মাথায় বিষ্ঠা নিক্ষেপ করার অর্থ কি? তিনি বলেন, সে যুগে কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে সে অতিক্ষুদ্র একটি কোঠায় প্রবেশ করতো এবং

নিকৃষ্ট কাপড় পরিধান করত, কোন খোশবু ব্যবহার করতে পারত না। এভাবে এক বছর অতিক্রান্ত হলে তার কাছে চুতুষ্পদ জন্তু যথা – গাধা, বকরী অথবা পাখী আনা হতো। আর সে তার গায়ে হাত বুলাতো। হাত বুলাতে বুলাতে অনেক সময় সেটা মারাও যেত। এরপর সে (মহিলা) বেরিয়ে আস্তো। তাকে বিষ্ঠা দেয়া হতো এবং তা তাকে নিক্ষেপ করতে হতো। এরপর ইচ্ছা করলে সে খোশ্বু ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারতো। মালিক (র)কে تفتض শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ "মহিলা ঐ প্রাণীর চামড়ায় হাত বুলাতো।"

٢٠٨٦. بَابُ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

২০৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ শোক পালনকারিণীর জন্য সুরমা ব্যবহার করা

٤٩٤٩ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٌ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، فَخَشُوا عَيْنَيْهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوْهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ لاَتَكَحَّلُ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا أَوْ شَرِّبَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فَلاَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا -

৪৯৪৯ আদাম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র)...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারের লোকেরা তার আঁখিযুগল নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা করল। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে তার সুরমা ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করল। তিনি বললেন ঃ সুরমা ব্যবহার করতে পারবে না। তোমাদের অনেকেই (জাহেলী যুগে) তার নিকৃষ্ট কাপড় বা নিকৃষ্ট ঘরে অবস্থান করত। যখন এক বছর অতিক্রান্ত হত, আর কোন কুকুর সে দিকে যেত, তখন সে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করত। কাজেই চারমাস দশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সুরমা ব্যবহার করতে পারবে না (বর্ণনাকারী বলেন) আমি যায়নাবকে উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা বৈধ নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশদিন শোক পালন করবে।

٤٩٥٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ نُهِيْنَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ -

৪৯৫০ মুসাদ্দাদ (র)...... মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত যে, উম্মে 'আতিয়্যা (রা) বলেছেন, স্বামী ছাড়া অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

٢٠٨٧ . بَابُ الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ

২০৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ তুহ্‌র (পবিত্রতা)-এর সময় শোক পালনকারিণীর জন্য কুস্‌ত (চন্দন কাঠ) খোশবু ব্যবহার করা

٤٩٥١ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَنَكْتَحِلَ وَلاَ نَطَّيَّبَ وَلاَ تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيْضِهَا فِيْ نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ -

৪৯৫১ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আবদুল ওহ্‌হাব (র)...... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নিষেধ করা হত, আমরা যেন কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন না করি। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে হবে এবং আমরা যেন সুরমা খোশ্‌বু ব্যবহার না করি আর রঙীন কাপড় যেন পরিধান না করি তবে হাল্‌কা রঙের হলে দোষ নেই। আমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, আমাদের কেউ যখন হায়েয শেষে গোসল করে পবিত্র হয়, তখন সে (দুর্গন্ধ দূরীকরনার্থে) আযফার নামক স্থানের কুস্ত (সুগন্ধি) ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়া আমাদেরকে জানাযার পিছে পিছে যেতে নিষেধ করা হতো।

٢٠٨٨ . بَابٌ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ

২০৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ শোক পালনকারিণী রং-করা সুতার কাপড় ব্যবহার করতে পারে

٤٩٥٢ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا ثَوْبَ عَصْبٍ * وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا حَفْصَةُ حَدَّثَنِي أُمُّ عَطِيَّةَ نَهَي النَّبِيُّ ﷺ وَلاَ تَمَسُّ طِيْبًا إِلا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ -

৪৯৫২ ফায্‌ল ইব্‌ন দুকায়ন (র)...... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা বৈধ হবে না। তবে স্বামীর ব্যাপার ভিন্ন। আবার সুরমা ও রংগিন কাপড়ও ব্যবহার করতে পারবে না। তবে সূতাগুলো একত্রে বেঁধে হালকা রং লাগিয়ে পরে তা দিয়ে কাপড় বুনলে তা ব্যবহার করা যাবে। আনসারী (র)...... উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নিষেধ করেছেন শোক পালনকারিণী যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে। তবে হায়েয থেকে পবিত্র হওয়া কালে (দুর্গন্ধ দূরীকরণার্থে) 'কুস্ত' ও 'আযফার' সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে।

٢٠٨٩ . بَابُ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا، إِلَى قَوْلِهِ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

২০৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্র বাণী) ঃ তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে। যখন তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে, তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত

٤٩٠٣ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ يَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا ، قَالَ كَانَتْ هٰذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا فَأَنْزَلَ اللهُ : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ يَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوْفٍ، قَالَ جَعَلَ اللهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَ تْ سَكَنَتْ فِيْ وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَ تْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ، فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذٰلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ بْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هٰذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَ تْ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى : غَيْرَ إِخْرَاجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَاءَ تْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا، وَسَكَنَتْ فِيْ وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَ تْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيْرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَ تْ وَلاَ سُكْنَى لَهَا -

৪৯০৩ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)...... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়" – তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করে এ ইদ্দত পালন করা মহিলার জন্য ওয়াজিব ছিল। পরে মহান আল্লাহ্ নাযিল করেন ঃ তোমাদের মধ্য সপত্নীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে গৃহ থেকে বহিষ্কার না করে তাদের এক বছরের ভরণ-পোষণের ওসিয়্যত করে। কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায়, তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। (আল্লাহ্ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়)। মুজাহিদ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সাত মাস বিশ দিনকে তার জন্য পূর্ণ বছর সাব্যস্ত করেছেন। মহিলা ইচ্ছা করলে ওসিয়্যত অনুসারে থাকতে পারে, আবার চাইলে চলেও যেতে পারে। একথাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "বহিষ্কার না করে, তবে যদি স্বেচ্ছায় বের হয়ে যায় তবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই" তাই মহিলার উপর ইদ্দত পালন করা যথারীতি ওয়াজিবই আছে। আবূ

নাজীহ্ এ কথাগুলো মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। 'আতা বলেন, ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ অত্র আয়াতটি স্বামীর বাড়ীতে ইদ্দত পালন করার হুকুমকে রহিত করে দিয়েছে। অতএব, সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করতে পারে। 'আতা বলেন ঃ ইচ্ছা হলে ওসিয়্যত অনুযায়ী সে স্বামীর পরিবারে অবস্থান করতে পারে। আবার ইচ্ছা হলে অন্যত্রও ইদ্দত পালন করতে পারে। কেননা, মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "তারা নিজেদের জন্য বিধিমত যা করবে, তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই।" 'আতা বলেন' এরপর মিরাসের আয়াত নাযিল হলে 'বাসস্থান দেওয়ার' হুকুমও রহিত হয়ে যায়। এখন সে যেখানে মনে চায় ইদ্দত পালন করতে পারে, তাকে বাসস্থান দেওয়া জরুরী নয়।

٤٩٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ حَبِيبَةَ ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ لَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا -

৪৯৫৪ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)...... উম্মে হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। যখন তাঁর কাছে পিতার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছালো, তখন তিনি সুগন্ধি আনায়ে তার উভয় হাতে লাগালেন এবং বললেন ঃ সুগন্ধি লাগানোর কোন প্রয়োজন আমার নেই। কিন্তু যেহেতু আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা বৈধ হবে না। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশদিন শোক পালন করতে হবে।

٢٠٩٠ . بَابُ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَهَا صَدَاقُهَا

২০৯০. পরিচ্ছেদ ঃ বেশ্যার উপার্জন ও অবৈধ বিবাহ। হাসান (র) বলেছেন, যদি কেউ অজান্তে কোন মুহাররাম মহিলাকে বিয়ে করে ফেলে, তবে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। মহিলা নির্দিষ্ট মোহ্‌র ছাড়া অন্য কিছু পাবে না। তিনি পরবর্তীতে বলেছেন, সে মোহ্‌রে মিসাল পাবে

٤٩٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ -

৪৯৫৫ 'আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)...... আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কুকুরের মূল্য, গণকের পারিশ্রমিক এবং বেশ্যার উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٤٩٥٦ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِيْنَ -

৪৯৫৬ আদাম...... আবূ জুহায়ফা (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন উল্কি অংকনকারিণী, উল্কি গ্রহণকারিণী, সুদ গ্রহিতা ও সুদ দাতাকে। তিনি কুকুরের মূল্য ও বেশ্যার উপার্জন ভোগ করতে নিষেধ করেছেন। চিত্রকরদেরকেও তিনি অভিসম্পাত করেছেন।

٤٩٥٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ -

৪৯৫৭ 'আলী ইব্‌ন জা'দ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। অবৈধ পন্থার মাধ্যমে দাসীর উপার্জিত অর্থ ভোগ করতে নবী ﷺ নিষেধ করেছেন।

٢٠٩١ . بَابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُوْلِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُوْلُ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَالْمَسِيْسِ

২০৯১. পরিচ্ছেদ ঃ নির্জনবাসের পরে মোহ্‌রের পরিমাণ, অথবা নির্জনবাস ও স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে স্ত্রীর মোহ্‌র এবং কিভাবে নির্জনবাস প্রমাণিত হবে সে প্রসঙ্গে

٤٩٥٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانَ، وَقَالَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا، فَقَالَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوْبُ فَقَالَ لِيَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ فِي الْحَدِيْثِ شَيْءٌ لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ الرَّجُلُ مَالِيْ قَالَ لاَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ -

৪৯৫৮ 'আমর ইব্‌ন যুরারা (রা)...... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন 'উমরকে জিজ্ঞাসা করলামঃ যদি কেউ তার স্ত্রীকে অপবাদ দেয়? তিনি বললেন, নবী ﷺ আজলান গোত্রের এক দম্পতির বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। নবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্ জানে তোমাদের দু'জনের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ কি তাওবা করতে রাযী আছ? তারা উভয়ে অস্বীকার করল। তিনি পুনরায় বললেন ঃ আল্লাহ্ অবহিত আছেন তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কাজেই তোমাদের মধ্যে কে তাওবা করতে রাযী

আছ? তারা কেউ রাযী হল না। এরপর তিনি তাদেরকে পৃথক করে দেন। আইয়্যুব বলেনঃ 'আমর ইব্‌ন দীনার আমাকে বললেন, এই হাদীসে আরো কিছু কথা আছে, আমি তা তোমাকে বর্ণনা করতে দেখছি না। রাবী বলেন, লোকটি তখন বলল, আমার মাল (স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহ্‌র) ফিরে পাব না? তিনি বললেন ঃ তুমি কোন মাল পাবে না। যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবুওতো তুমি তার সাথে সংগম করেছ। আর যদি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে তো কোন প্রশ্নই আসে না।

٢٠٩٢ . بَابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِيْ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : لاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ وَقَوْلِهِ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمُلاَعَنَةِ مُتْعَةً حِيْنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا

২০৯২. পরিচ্ছেদ ঃ তালাকপ্রাপ্তা নারীর যদি মোহ্‌র নির্ণিত না হয় তাহলে সে মুত'আ পাবে। কারণ মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ তোমরা নিজেদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করা কিংবা তাদের জন্য মোহ্‌র ধার্য করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নেই। তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করো। বিত্তবান তার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তার সামর্থ্যানুযায়ী...... তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সব দেখেন। আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে প্রথামত কিছু দেওয়া মুত্তাকীদের কর্তব্য। আর লি'আনকারিণীকে তার স্বামী তালাক দেওয়ার সময় নবী ﷺ তার জন্য মুত'আর কিছু দিয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন নি

٤٩٥٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَالِي قَالَ لاَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا

৪৯৫৯ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রীকে বলেছিলেন, আল্লাহ্ই তোমাদের হিসাব গ্রহণ করবেন। তোমাদের একজন মিথ্যুক। তার (মহিলার) ওপর তোমার কোন অধিকার নেই। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাল? তিনি বললেন ঃ তোমার কোন মাল নাই। তুমি যদি সত্যই বলে থাক, তাহলে এ মাল তার লজ্জাস্থানকে হালাল করার বিনিময়ে হবে। আর যদি মিথ্যা বলে থাক, তবে এটা চাওয়া তোমার জন্য একান্ত অনুচিত।

كِتَابُ النَّفَقَاتِ

ভরণ-পোষণ অধ্যায়

كِتَابُ النَّفَقَاتِ

ভরণ-পোষণ অধ্যায়

وَ فَضْلُ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ : وَ يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوُ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. وَقَالَ الْحَسَنُ الْعَفْوُ الْفَضْلُ -

পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করার ফযীলত। (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তারা কি খরচ করবে? বল ঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত...... পৃথিবী ও পরকালে। হাসান (র) বলেন, العفو অর্থ অতিরিক্ত।

٤٩٦٠. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً -

৪৯৬০ আদাম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র)...... আবূ মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এ কি নবী ﷺ থেকে? তিনি বললেন, (হাঁ) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সাওয়াবের আশায় কোন মুসলমান যখন তার পরিববার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তা তার সাদাকায় পরিগণিত হয়।

٤٩٦١ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ -

৪৯৬১ ইস্‌মাঈল (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন, তুমি খরচ কর, হে, আদম সন্তান! আমিও খরচ করবো তোমার প্রতি।

٤٩٦٢ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ السَّاعِيْ عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلِ الصَّائِمِ النَّهَارِ -

৪৯৬২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযা'আ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ বিধবা ও মিসকীন-এর জন্য (খাদ্য যোগাতে) সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় মুজাহিদের ন্যায় অথবা রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিনভর সিয়াম পালনকারীর মত।

٤٩٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ وَأَنَا مَرِيْضٌ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لِيَ مَالٌ أُوْصِيْ بِمَالِيْ كُلِّهِ؟ قَالَ لاَ، قُلْتُ فَالشَّطْرُ؟ قَالَ لاَ، قُلْتُ فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ فِيْ أَيْدِيْهِمْ، وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي امْرَأَتِكَ،وَلَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ، يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ،وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُوْنَ -

৪৯৬৩ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)...... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মক্কায় রোগগ্রস্ত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার পরিচর্যার জন্য আস্তেন। আমি বললাম, আমার তো মাল আছে। সেগুলো সব আমি ওসিয়্যত করে যাই? তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ তবে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন ঃ এক-তৃতীয়াংশ করতে পার। এক-তৃতীয়াংশই বেশী। মানুষের কাছে হাত পেতে ফিরবে ওয়ারিসদেরকে এরূপ ফকীর অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার তুলনায় তাদেরকে ধনী অবস্থায় রেখে যাওয়া উত্তম। আর যা-ই তুমি খরচ করবে, তা-ই তোমার জন্য সাদকা হবে। এমনকি যে লোকমাটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে, তাও। আল্লাহ্ তোমাকে দীর্ঘজীবী করবেন এই আশা। তোমার দ্বারা অনেক লোক উপকৃত হবে, আবার অন্যেরা (কাফির সম্প্রদায়) ক্ষতিগ্রস্তও হবে।

٢٠٩٣. بَابُ وُجُوْبِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَالْعِيَالِ

২০৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ পরিবার-পরিজনের উপর ব্যয় করা ওয়াজিব

٤٩٦٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ، تَقُوْلُ الْمَرْأَةُ : إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِيْ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِيْ. وَيَقُوْلُ الْعَبْدُ:

أَطْعِمْنِيْ وَاسْتَعْمِلْنِيْ، وَيَقُوْلُ الْأَبْنُ: أَطْعِمْنِيْ إِلَى مَنْ تَدَعُنِيْ ، فَقَالُوْا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هُذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ هُذَا مِنْ كِيْسِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ -

৪৯৬৪ 'উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : উত্তম সাদাকা হলো যা দান করার পরেও মানুষ অমুখাপেক্ষী থাকে। উপরের হাত নীচের হাতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার যিম্মায় তাদের আগে দাও। (কেননা) স্ত্রী বলবে, হয় আমাকে খাবার দাও, নতুবা তালাক দাও। গোলাম বলবে, খাবার দাও এবং কাজ করাও। ছেলে বলবে, আমাকে খাবার দাও, আমাকে তুমি কার কাছে রেখে যাচ্ছ? লোকেরা জিজ্ঞাসা করলঃ হে আবূ হুরায়রা আপনি কি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, এটি আবূ হুরায়রা জামবিলের নয় (বরং হুযূর ﷺ থেকে)।[১]

٤٩٦٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًي أَبْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ -

৪৯৬৫ সাঈদ ইব্‌ন 'উফায়র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উত্তম দান তা-ই, যা দিয়ে মানুষ অভাবমুক্ত থাকে। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্ব তাদের থেকে আরম্ভ কর।

٢٠٩٤. بَابُ حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوْتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ

২০৯৪. পরিচ্ছেদ : পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা এবং তাদের জন্য খরচ করার পদ্ধতি

٤٩٦٦ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنِ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قَالَ لِيَ مَعْمَرٌ قَالَ لِيَ هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لِأَهْلِهِ قُوْتَ سَنَتِهِمْ أَوْ بَعْضَ السَّنَةِ قَالَ مَعْمَرٌ فَلَمْ يَحْضُرْنِيْ، ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيْثًا حَدَّثَنَاهُ بْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيْ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبِيْعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوْتَ سَنَتِهِمْ -

---

১. কারো কারো মতে ৭ -এর সম্পর্ক পূর্বের উক্তির সাথে। পূর্ণ হাদীস হুযূর ﷺ থেকে শ্রুত নয়, বরং শেষ অংশ আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিজস্ব ব্যাখ্যা।

৪৯৬৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র)...... মা'মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাওরী (র) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য বছরের বা বছরের কিছু অংশের খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা সম্পর্কে আপনি কোন হাদীস শুনেছেন কি? মা'মার বলেন ঃ তখন আমার কোন হাদীস স্মরণ হলো না। পরে একটি হাদীসের কথা আমার মনে পড়ল, যা ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী (র) মালিক ইব্‌ন আওসের সূত্রে 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বনূ নাযীরের খেজুর বিক্রি করে ফেলতেন এবং পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য সঞ্চয় করে রাখতেন।

٤٩٦٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِيْ ذِكْرًا مِنْ حَدِيْثِهِ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مَالِكٌ انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ إِذْ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِيْ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُوْنَ: قَالَ نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، قَالَ فَدَخَلُوْا وَسَلَّمُوْا فَجَلَسُوْا، ثُمَّ لَبِثَ يَرْفَا قَلِيْلاً، فَقَالَ لِعُمَرَ هَلْ لَكَ فِيْ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، قَالَ نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا، فَلَمَّا دَخَلاَ سَلَّمَا دَخَلاَ وَجَلَسَا، فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هٰذَا، فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ، فَقَالَ عُمَرُ : اتَّئِدُوْا أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَفْسَهُ قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ؟ قَالاَ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ, قَالَ عُمَرُ فَإِنِّيْ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الأَمْرِ أَنَّ اللهَ كَانَ خَصَّ رَسُوْلَهُ ﷺ فِيْ هٰذَا الْمَالِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، قَالَ اللهُ : مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ أَلِيَ قَوْلِهِ قَدِيْرٌ، فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُوْنَكُمْ، وَلاَ اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَاكُمُوْهَا وَبَثَّهَا فِيْكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ، فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ، فَعَمِلَ بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ؟ قَالُوْا، قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ؟ قَالاَ نَعَمْ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللهِ فَقَبَضَهَا أَبُوْ بَكْرٍ يَعْمَلُ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

ﷺ وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَذَا وَكَذَا، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيْعٌ جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيْبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيْكَ، وَأَتَى هٰذَا يَسْأَلُنِي نَصِيْبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيْهَا، فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيْثَاقَهُ لِتَعْمَلَانِ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَبِمَا عَمِلَ بِهِ فِيْهَا أَبُوْ بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فِيْهَا مُنْذُ وَلِيْتُهَا، وَإِلاَّ تُكَلِّمَانِي فِيْهَا فَقُلْتُمَا أُدْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذٰلِكَ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذٰلِكَ فَقَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ ، قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ، قَالاَ نَعَمْ، قَالَ أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ، فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لاَ أَقْضِيْ فِيْهَا قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا فَأَنَا أَكْفِيْكُمَاهَا -

৪৯৬৭ সাঈদ ইব্‌ন 'উফায়র (র)...... মালিক ইব্‌ন আওস ইব্‌ন হাদাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত হলাম; এমন সময় তাঁর দারোয়ান ইয়ারফা এসে বলল, উসমান আবদুর রহমান, যুবায়র ও সা'দ ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইছেন। আপনার অনুমতি আছে কি? তিনি তাঁদের অনুমতি দিলেন। মালিক (র) বলেন ঃ তাঁরা প্রবেশ করলেন এবং সালাম করে বসলেন। এর কিছুক্ষণ পর ইয়ারফা এসে বলল ঃ 'আলী ও 'আব্বাস (রা) অনুমতি চাইছেন; আপনার অনুমতি আছে কি? তিনি হাঁ বলে এদের উভয়কেও অনুমতি দিলেন। তাঁরা প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বসলেন। তারপর 'আব্বাস (রা.) বললেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার ও 'আলীর মধ্যে ফয়সালা করে দিন। উপস্থিত 'উসমান ও তাঁর সঙ্গীরাও বললেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! এঁদের উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন এবং একজন থেকে অপর জনকে শান্তি দিন। 'উমর (রা) বললেন ঃ থাম! আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যার আদেশে আসমান ও যমীন ঠিকে আছে। তোমারা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমাদের কেউ ওয়ারিস হয় না। আমরা যা রেখে যাই তা সাদকা।' এ কথা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজেকে (এবং অন্যান্য নবীগণকে) বুঝাতে চেয়েছেন। সে দলের লোকেরা বললেন ঃ নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা বলেছেন। তারপর 'উমর (রা) 'আলী ও 'আব্বাস (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা দু'জন কি জান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কথা বলেছেন। তাঁরা বললেন ঃ অবশ্যই তা বলেছেন। 'উমর (রা) বললেন, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো ঃ এ

মালে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে একটি বিশেষ অধিকার দিয়েছেন, যা তিনি ছাড়া আর কাউকে দেননি। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যে ফায় (বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) দিয়েছেন...... সর্বশক্তিমান পর্যন্ত। (হাশর ঃ ৬) একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য নির্ধারিত ছিল। আল্লাহ্র কসম! তিনি তোমাদের বাদ দিয়ে একাকী ভোগ করেন নি এবং কাউকে তোমাদের উপর প্রাধান্য দেননি। এ থেকে তিনি তোমাদের দিয়েছেন এবং কিছু তোমাদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত এ মালটুকু অবশিষ্ট থেকে যায়। এ মাল থেকেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পরিবারের সারা বছরের খরচ দিতেন। আর যা উদ্বৃত্ত থাকত, তা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যবহার্য মালের সাথে ব্যয় করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবনভর এরূপই করেছেন। আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা কি এ বিষয় জান? তারা বললেন ঃ হাঁ। এরপর তিনি আলী ও 'আব্বাস (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা কি এ বিষয় জান? তাঁরা উভয়ে বললেন ঃ হাঁ। এরপর আল্লাহ্ তাঁর নবীকে ওফাত দিলেন। তখন আবূ বক্র (রা) বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্থলাভিষিক্ত। আবূ বক্র এ মাল নিজ কবজায় রাখলেন এবং এ মাল খরচের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনুসৃত নীতিই অবলম্বন করলেন। 'আলী ও 'আব্বাসের দিকে ফিরে 'উমর (রা) বললেন ঃ তোমরা তখন মনে করতে আবূ বক্র এমন, এমন। অথচ আল্লাহ্ জানেন এ ব্যাপারে তিনি সত্য কল্যাণকামী, সঠিক নীতির অনুসারী। আল্লাহ্ আবূ বক্রকে ওফাত দিলেন। আমি বললামঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বক্র (রা)-এর স্থলাভিষিক্ত এর পর আমি দু'বছর এ মাল নিজ কব্জায় রাখি। আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকরের অনুসৃত নীতির-ই অনুসরণ করতে থাকি। তারপর তোমরা দু'জন আসলে; তখন তোমরা উভয়ে, ঐক্যমত ছিলে এবং তোমাদের বিষয়ে সমন্বয় ছিল। তুমি আস্লে ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পত্তিতে তোমার অংশ চাইতে। আর এ আসলো শ্বশুরের সম্পত্তিতে স্ত্রীর অংশ চাইতে। আমি বলেছিলাম ঃ তোমরা যদি চাও, তবে আমি এ শর্তে তোমাদেরকে তা দিয়ে দিতে পারি, তোমরা আল্লাহ্র সহিত ওয়াদা ও অংগীকারবদ্ধ থাকবে যে, এ ব্যাপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বক্র এবং এর কর্তৃত্ব হাতে পাওয়ার পর আমিও যে নীতির অনুসরণ করে এসেছি, সে নীতিরই তোমরা অনুসরণ করবে। অন্যথায় এ ব্যাপারে আমার সাথে কোন কথা বলবে না। তখন তোমরা বলেছিলে ঃ এ শর্ত সাপেক্ষেই আমাদের কাছে দিয়ে দিন। তাই আমি এ শর্তেই তোমাদের তা দিয়েছিলাম। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের সকলকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, অমি কি এ শর্তে এটি তাদের কাছে দেইনি? তাঁরা বললেন ঃ হাঁ। তারপর তিনি 'আলী ও 'আব্বাস (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম দিয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি, আমি কি এ শর্তেই এটি তোমাদের কাছে দেইনি? তারা বললেন ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তবে এখন কি তোমরা আমার কাছে এ ছাড়া অন্য কোন ফয়সালা চাইছ? সেই সত্তার কসম! যাঁর আদেশে আসমান-যমীন টিকে আছে, আমি কিয়ামত পর্যন্ত এ ছাড়া অন্য কোন ফয়সালা দিতে প্রস্তুত নই। তোমরা যদি উল্লেখিত শর্ত পালন করতে অক্ষম হও, তাহলে তা আমার জিম্মায় ফিরিয়ে দাও তোমাদের পক্ষ থেকে আমিই এর পরিচালনা করব।

٢٠٩٥. بَابُ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ إِلَى قَوْلِهِ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ وَقَالَ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْرًا - وَقَالَ : وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ إِلَى قَوْلِهِ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، وَقَالَ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَهُى اللّٰهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَذٰلِكَ أَنْ تَقُوْلَ الْوَالِدَةُ لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُوْدِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتِهِ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِ هَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيْبِ نَفْسِّ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ أَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، فِصَالُهُ فِطَامُهُ

২০৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ মায়েরা যেন তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করায়, সেই পিতার জন্য যে পূর্ণ সময়কাল পর্যন্ত দুধ পান করাতে চায়;...... তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন। তিনি আরো ইরশাদ করেন ঃ তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময় তিরিশ মাস। তিনি আরও বলেন ঃ যদি তোমরা অসুবিধা বোধ কর, তাহলে অপর কোন মহিলা তাকে দুধ পান করাতে পারে। সচ্ছল ব্যক্তি স্বীয় সাধ্য অনুসারে খরচ করবে...... প্রাচুর্য দান করবেন। ইউনুস, যুহ্রী থেকে বর্ণনা করেন যে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন কোন মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। আর তা হলো এরূপ যে, মাতা একথা বলে বসলো, আমি একে দুধ পান করাব না। অথচ মায়ের দুধ শিশুর জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং অন্যান্য মহিলার তুলনায় মাতা সন্তানের জন্য অধিক স্নেহশীলা ও কোমল। কাজেই পিতা যথাসাধ্য নিজের পক্ষে থেকে কিছু দেওয়ার পরও মাতার জন্য দুধ পান করাতে অস্বীকার করা উচিত হবে না। এমনিভাবে সন্তানের পিতার জন্যও উচিত নয় সে সন্তানের কারণে তার মাতাকে কষ্ট দেওয়া অর্থাৎ কষ্টে ফেলার উদ্দেশ্যে শিশুর মাকে দুধ পান করাতে না দিয়ে অন্য মহিলাকে দুধ পান করাতে দেওয়া। হাঁ, মাতাপিতা খুশী হয়ে যদি কাউকে ধাত্রী নিযুক্ত করে, তবে তাতে কোন দোষ নেই। তেমনি যদি তারা উভয়ে দুধ ছাড়াতে চায়, তবে তাতেও তাদের কোন দোষ নেই, যদি তা পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।
فصاله দুধ ছাড়ানো

٢٠٩٦. بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

২০৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী ও সন্তানের খরচ

٤٩٦٨ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ هِنْدُ بِنْتِ عُتْبَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِيْ لَهُ عِيَالُنَا، قَالَ لاَ إِلاَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

৪৯৬৮ ইব্‌ন মুকাতিল (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিন্‌দা বিন্‌ত 'উত্‌বা এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ সুফিয়ান কঠিন লোক। আমি যদি তার মাল থেকে পরিবারের কাউকে কিছু দেই তাহলে আমার গুনাহ হবে কি? তিনি বললেন, না; তবে সঙ্গতভাবে ব্যয় করবে।

٤٩٦٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ -

৪৯৬৯ ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন মহিলা স্বামীর উপার্জন থেকে বিনা হুকুমে দান করে, তবে সে তার অর্ধেক সাওয়াব পাবে।

٢٠٩٧. بَابُ عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا

২০৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ স্বামীর গৃহে স্ত্রীর কাজ কর্ম করা

٤٩٧٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُوْ إِلَيْهِ مَا تَلْقى فِيْ يَدِهَا مِنَ الرَّحٰى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيْقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ وَفَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ قَالَ فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُوْمُ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا، فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِيْ فَقَالَ أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ -

৪৯৭০ মুসাদ্দাদ (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা ফাতিমা (রা) যাঁতা ব্যবহারে তাঁর হাতে যে কষ্ট পেতেন তার অভিযোগ নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে আসলেন। তাঁর কাছে নবী ﷺ -এর নিকট দাস আসার খবর পৌঁছেছিল। কিন্তু তিনি হুযূর ﷺ কে পেলেন না। তখন তিনি তাঁর অভিযোগ 'আয়েশার কাছে বললেন। হুযূর ﷺ ঘরে আস্‌লে 'আয়েশা (রা) তাঁকে জানালেন। 'আলী (রা) বলেন ঃ রাতে আমরা যখন শুয়ে পড়েছিলাম, তখন তিনি আমাদের কাছে আসলেন।

আমরা উঠতে চাইলাম, কিন্তু তিনি বললেন ঃ তোমরা উভয়ে নিজ স্থানে থাক। তিনি এসে আমার ও ফাতিমার মাঝখানে বসলেন। এমনকি আমি আমার পেটে তাঁর পায়ের শীতলতা অনুভব করেছিলাম। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমরা যা চেয়েছ তার চেয়ে কল্যাণকর বিষয় সম্বন্ধে তোমাদের অবহিত করব না? তোমরা যখন তোমাদের শয্যাস্থানে যাবে, অথবা বললেন ঃ তোমরা যখন তোমাদের বিছানায় যাবে, তখন তেত্রিশবার 'সুব্হানাল্লাহ্', তেত্রিশবার 'আল্ হাম্দুলিল্লাহ্' এবং চৌত্রিশবার 'আল্লাহ্ আকবার' পাঠ করবে। খাদেম অপেক্ষা ইহা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর।

٢٠٩٨ . بَابُ خَادِمِ الْمَرْأَةِ

২০৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর জন্য খাদিম

٤٩٧١ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ أَبِيْ يَزِيْدَ سَمِعَ مُجَاهِدًا سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ أَلاَ أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ، تُسَبِّحِيْنَ اللهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَتَحْمَدِيْنَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَتُكَبِّرِيْنَ اللهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ، ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلاَثُوْنَ فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدَ قِيْلَ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّيْنَ قَالَ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّيْنَ -

৪৯৭১ হুমায়দী (র)...... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রা) একটি খাদেম চাইতে নবী ﷺ -এর কাছে আস্লেন। তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এর চাইতে অধিক কল্যাণকর বিষয়ে খবর দিব না? তুমি শয়নকালে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশবার আলহাম্দুল্লিাহ্ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। পরে সুফিয়ান বলেন ঃ এর মধ্যে যে কোন একটি চৌত্রিশবার। 'আলী (রা) বলেন ঃ এরপর থেকে কখনোও আমি এগুলো ছাড়িনি। জিজ্ঞাসা করা হলো সিফ্ফীনের রাতেও না? তিনি বললেন ঃ সিফ্ফীনের রাতেও না।

٢٠٩٩. بَابُ خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِيْ أَهْلِهِ

২০৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ নিজ পরিবারে গৃহকর্তার কাজকর্ম

٤٩٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ قَالَتْ كَانَ فِيْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ خَرَجَ -

৪৯৭২ মুহাম্মদ ইব্ন 'আর'আরা (র)...... আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'আয়েশা (রা)কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ গৃহে কি কাজ করতেন? তিনি বললেনঃ তিনি ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন, আর যখন আযান শুনতেন, তখন বেরিয়ে যেতেন।

٢١٠٠ . بَابُ إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ، فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَ وَلَدَهَا بِالْمَعْرُوْفِ

২১০০. পরিচ্ছেদ ঃ স্বামী যদি (ঠিকভাবে) খরচ না করে, তাহলে তার অজান্তে স্ত্রী তার ও সন্তানের প্রয়োজনানুপাতে যথাবিহিত খরচ করতে পারে

٤٩٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَ وَلَدِيْ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَ وَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ -

৪৯৭৩ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হিন্দা বিন্ত 'উত্‌বা বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমাকে এ পরিমাণ খরচ দেননা, যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট; তবে তার অজান্তে যা আমি (চাই) নিতে পারি। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য নিয়মানুসারে যা যথেষ্ট হয় তা তুমি নিতে পার।

٢١٠١ . بَابُ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِيْ ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ

২১০১. পরিচ্ছেদ ঃ স্বামীর সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও তার জন্য খরচ করা

٤٩٧٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ، وَقَالَ الْآخَرُ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ،أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِيْ صِغَرِهِ،وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِيْ ذَاتِ يَدِهِ ، وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৪৯৭৪ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উষ্ট্রারোহীণী নারীদের মধ্যে কুরায়শ গোত্রের নারীরা সর্বশ্রেষ্ঠা। অপরজন বলেন ঃ কুরায়শ গোত্রের সৎ নারীগণ, তারা সন্তানের প্রতি শৈশবে খুব স্নেহশীলা এবং স্বামীর প্রতি বড়ই দরদী তার সম্পদের ক্ষেত্রে। মু'আবিয়া ও ইব্ন 'আব্বাসের সূত্রেও উক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٢١٠٢ . بَابُ كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوْفِ

২১০২. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের যথাযোগ্য পরিচ্ছদ দান

٤٩٧٥ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهَبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا،

فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ -

৪৯৭৫ হাজ্জাজ ইব্ন মিহাল (র)...... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর কাছে রেশ্মী পোশাক আসল। আমি তা পরিধান করলে তাঁর চেহারা মোবারকে অসন্তুষ্টির চিহ্ন লক্ষ্য করলাম। তাই আমি এটাকে খন্ড খন্ড করে আপন মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করে দিলাম।

٢١٠٣. بَابُ عَوْنِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِيْ وَلَدِهِ

২১০৩. পরিচ্ছেদ ঃ সন্তান লালন-পালনে স্বামীকে সাহায্য করা

٤٩٧٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ هَلَكَ أَبِيْ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ، فَقَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهُ وَتُلاَعِبُهَا،وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ،وَتَرَكَ بَنَاتٍ،وَإِنِّيْ كَرِهْتُ أَنْ أَجِيْئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ، فَقَالَ بَارَكَ اللهُ أَوْ خَيْرًا -

৪৯৭৬ মুসাদ্দাদ (র)...... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাতটি বা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) নয়টি মেয়ে রেখে আমার পিতা ইন্তিকাল করেন। তারপর আমি এক বিধবা মহিলাকে বিয়ে করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ জাবির ! তুমি বিয়ে করেছ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি তারপর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কুমারী বিয়ে করেছ না বিধবা? আমি বললাম ঃ বিধবা! তিনি বললেন ঃ কুমারী করলে না কেন? তুমি তার সাথে প্রমোদ করতে, সেও তোমার সাথে প্রমোদ করতো। তুমিও তাকে হাসাতে, সেও তোমাকে হাসাতো। জাবির (রা) বলেন ঃ আমি তাঁকে বললাম ঃ অনেকগুলো কন্যা সন্তান রেখে আবদুল্লাহ্ (তাঁর পিতা) মারা গেছেন তাই আমি ওদের-ই মত কুমারী মেয়ে বিয়ে করা পছন্দ করিনি। আমি এমন মেয়েকে বিয়ে করলাম, যে তাদের দেখাশোনা করতে পারে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দিন অথবা বললেন ঃ কল্যাণ দান করুন।

٢١٠٤ . بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ

২১০৪. পরিচ্ছেদ ঃ নিজ পরিবারের জন্য অসচ্ছল ব্যক্তির খরচ

٤٩٧٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا بْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكْتُ، قَالَ وَلِمَ؟ قَالَ

وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِيْ فِيْ رَمَضَانَ، قَالَ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ لَيْسَ عِنْدِي، قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ لاَ أَسْتَطِيْعُ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا، قَالَ لاَ أَجِدُ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ، فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ هَا أَنَا ذَا ، قَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا، قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَوَ الَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ فَأَنْتُمْ إِذًا -

৪৯৭৭ আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এলো এবং বললো আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন ঃ কেন? সে বললো ঃ রামাযান মাসে আমি (দিবসে) স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ একটি দাস মুক্ত করে দাও। সে বললো ঃ আমার কাছে কিছুই নেই। তিনি বললেন ঃ তাহলে একাধারে দু'মাস রোযা রাখ। সে বলল ঃ সে ক্ষমতাও আমার নেই। তিনি বলেন ঃ তবে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। সে বললো ঃ সে সামর্থ্যও আমার নেই। এ সময় নবী ﷺ -এর কাছে এক বস্তা খেজুর এল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি বললো ঃ আমি এখানে। তিনি বললেন ঃ এগুলি দিয়ে সাদকা কর। সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের চেয়ে অভাবগ্রস্তকে দিব? সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, মদীনার প্রস্তরময় দু'পার্শ্বের মধ্যে আমাদের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কোন পরিবার নেই। তখন নবী ﷺ হাসলেন এমন কি তাঁর চোয়ালের দাঁত মোবারক পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল এবং বললেন ঃ তবে তোমাদেরই অনুমতি দেওয়া হল।

٢١٠٥ . بَابُ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ، وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، اِلَى قَوْلِهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

২১০৫. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়ারিসের উপরেও অনুরূপ দায়িত্ব আছে। মহিলার উপরেও কি এমন কোন দায়িত্ব আছে? আর আল্লাহ্ তা'আলা এমন দু'ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যাদের একজন বোবা, কিছুই করতে সমর্থ নয়। সে তার অভিভাবকের ওপর বোঝা স্বরূপ

٤٩٧٨ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ لِيَ مِنْ أَجْرٍ فِيْ بَنِيْ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، قَالَ نَعَمْ لَكِ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ -

৪৯৭৮ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ সালামার সন্তানদের জন্য ব্যয় করলে তাতে আমার কোন

সাওয়াব হবে কি? আমি তাদের এ (অভাবী) অবস্থায় ত্যাগ করতে পারি না। তারা তো আমারই সন্তান। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তাদের জন্য খরচ করলে তুমি সাওয়াব পাবে।

٤٩٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذُ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيْنِي وَبَنِيَّ قَالَ خُذِيْ بِالْمَعْرُوْفِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ -

৪৯৭৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিন্‌দা এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌। আবূ সুফিয়ান কৃপণ লোক। আমার ও সন্তানের প্রয়োজন মতো আমি যদি তার মাল থেকে কিছু গ্রহণ করি, তবে কি আমার গুনাহ্ হবে? তিনি বললেন ঃ ন্যায়সঙ্গতভাবে নিতে পার। নবী ﷺ -এর উক্তি ঃ যে ব্যক্তি (ঋণ ইত্যাদির) কোন বোঝা অথবা সন্তান সন্ততি রেখে মারা যাবে, তার দায়দায়িত্ব আমার উপর।

٤٩٨٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً، فَإِنْ حُدِثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ، قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ -

৪৯৮০ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ঋণগ্রস্ত কোন মৃত ব্যক্তিকে (জানাযার জন্য) আনা হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করতেন ঃ সে কি ঋণ পরিশোধ করার মত অতিরিক্ত কিছু রেখে গেছে? যদি বলা হত যে, সে ঋণ পরিশোধ করার মত সম্পদ রেখে গেছে, তাহলে তিনি তার জানাযা পড়তেন। অন্যথায় তিনি মুসলমানদের বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়। তারপর আল্লাহ্‌ যখন তার জন্য অসংখ্য বিজয়ের দ্বার খুলে দিলেন, তখন তিনি বললেন ঃ আমি মু'মিনদের নিজেদের চেয়েও বেশী ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং মু'মিনদের মধ্যে যে কেউ ঋণ রেখে মারা যাবে, তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার-ই। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে।

٢١٠٦. بَابُ الْمَرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ

২১০৬. পরিচ্ছেদ ঃ দাসী ও অন্যান্য মহিলা কর্তৃক দুধ পান করানো

٤٩٨١ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ أَنَّ

زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِيْ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْكِحْ أُخْتِيْ ابْنَةَ أَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ وَتُحِبِّيْنَ ذٰلِكَ قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِيْ فِي الْخَيْرِ أُخْتِيْ فَقَالَ إِنَّ ذٰلِكَ لاَيَحِلُّ لِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَوَاللهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيْدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ ابْنَةَ أَبِيْ سَلَمَةَ، فَقَالَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِىْ فِيْ حَجْرِيْ مَا حَلَّتْ لِيَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِىْ وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ، وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ ثُوَيْبَةُ أَعْتَقَهَا أَبُوْ لَهَبٍ -

৪৯৮১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)...... নবী ﷺ -এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার বোন আবূ সুফিয়ানের মেয়েকে আপনি বিবাহ করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি কি তা পছন্দ কর? আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি তো আর আপনার সংসারে একা নই। যারা আমার সঙ্গে এই সৌভাগ্যের অংশীদার, আমার বোনও তাদের অন্তর্ভুক্ত হোক তাই আমি বেশী পছন্দ করি। তিনি বললেন ঃ কিন্তু সে যে আমার জন্য হালাল হবে না? আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম! আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে, আপনি নাকি উম্মে সালামার মেয়ে দুর্‌রাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেছেন? তিনি বললেন ঃ উম্মে সালামার মেয়েকে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! সে যদি আমার কোলে পালিত, পূর্ব স্বামীর ঔরসে উম্মে সালামার গর্ভজাত সন্তান নাও-হতো, তবু সে আমার জন্য হালাল ছিল না। সে তো আমার দুধ-ভাইয়ের কন্যা। সুওয়ায়বা আমাকে ও আবূ সালামাকে দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং তোমাদের কন্যা ও বোনদের আমার সামনে পেশ করো না। শুয়াইব যুহরি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উরওয়া বলেছেন ঃ সুওয়ায়বাকে আবূ লাহাব মুক্ত করে দিয়েছিল।

كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

আহার সংক্রান্ত অধ্যায়

كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

আহার সংক্রান্ত অধ্যায়

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ، وَقَوْلِهُ كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ، وَقَوْلِهُ : كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আমি যে রিযিক তোমাদের দিয়েছি তা থেকে পবিত্রগুলো আহার কর। তিনি আরও বলেন ঃ তোমাদের উপার্জিত পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর। তিনি আরও বলেন ঃ পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর এবং সৎ কর্মশীল হও। তোমরা যা করছ আমি তা জানি।

٤٩٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَطْعِمُوْا الْجَائِعَ ، وَعُوْدُوْا الْمَرِيْضَ ، وَفُكُّوْا الْعَانِيَ قَالَ سُفْيَانُ وَالْعَانِيْ الأَسِيْرُ -

৪৯৮২ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র)......আবূ মূসা আশ্‌'আরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ক্ষুধার্থকে আহার করাও, রোগীর পরিচর্যা করো এবং বন্দীকে মুক্ত করো। সুফিয়ান বলেছেন, 'العاني' অর্থ বন্দী।

٤٩٨٣ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ وَعَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَصَابَنِيْ جَهْدٌ شَدِيْدٌ، فَلَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِيْ مِنَ الْجُوْعِ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِيْ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَأَقَامَنِيْ وَعَرَفَ الَّذِيْ بِيْ فَانْطَلَقَ بِيْ إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَرَ لِيْ بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ عُدْ يَا أَبَا هِرٍّ

فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ عُدْ فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ ، حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِيْ فَصَارَ كَالْقِدْحِ قَالَ فَلَقِيْتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِيْ وَقُلْتُ لَهُ تَوَلَّى اللهُ ذٰلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ وَاللهِ لَقَدْ اسْتَقْرَأْتُكَ الآيَةَ وَلأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ قَالَ عُمَرُ وَاللهِ لأَنْ أَكُوْنَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لِيْ مِثْلُ حُمْرِ النَّعَمِ -

৪৯৮৩ ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার তাঁর ইন্তিকাল অবধি একাধারে তিন দিন আহার করে পরিতৃপ্ত হন নি। আরেকটি বর্ণনায় আবূ হাযিম আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা আমি প্রচন্ড ক্ষুধার যন্ত্রণায় আক্রান্ত হই। তখন উমর ইব্ন খাত্তাবের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং মহান আল্লাহ্‌র (কুরআনের) একটি আয়াতের পাঠ তার থেকে শুনতে চাইলাম। তিনি আয়াতটি পাঠ করে নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। এদিকে আমি কিছু দূর চলার পর ক্ষুধার যন্ত্রণায় উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। একটু পরে দেখি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার মাথার কাছে দাঁড়ানো। তিনি বললেন ঃ হে আবূ হুরায়রা। আমি লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া সা'দায়কা' (আমি হাযীর, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার সমীপে) বলে সাড়া দিলাম। তিনি আমার হাত ধরে তুললেন এবং আমার অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি আমাকে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে এক পেয়ালা দুধ দেওয়ার জন্য আদেশ করলেন। আমি কিছু পান করলাম। তিনি বললেন ঃ আবূ হুরায়রা! আরো পান কর। আবার পান করলাম। তিনি পুনরায় বললেন ঃ আরো। আমি পুনর্বার পান করলাম। এমনি কি আমার পেট তীরের মত সমান হয়ে গেল। এরপর আমি উমরের সাথে সাক্ষাৎ করে আমার অবস্থার কথা তাঁকে জানালাম এবং বললাম ঃ হে উমর! আল্লাহ্ তা'আলা এমন একজন লোকের মাধ্যমে এর বন্দোবস্ত করেছেন যিনি এ ব্যাপারে তোমার চেয়ে বেশী উপযুক্ত। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার কাছে আয়াতটির পাঠ শুনতে চেয়েছি অথচ আমি তোমার চেয়ে তা ভাল পাঠ করতে পারি। উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তোমাকে আপ্যায়ন করা আমার নিকট লাল বর্ণের উটের চেয়েও অধিক প্রিয়।

٢١٠٧ . بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِيْنِ

২১০৭. পরিচ্ছেদ ঃ আহারের পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্ বলা এবং ডান হাত দিয়ে আহার করা

٤٩٨٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِيْ سَلَمَةَ يَقُوْلُ كُنْتُ غُلاَمًا فِيْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِيْ الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طُعْمَتِيْ بَعْدُ - اَلأَكْلُ مِمَّا يَلِيْهِ، وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيْهِ -

৪৯৮৪ 'আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)...... 'উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি ছোট ছেলে হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবার বাসনে আমার হাত ছুটাছুটি করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ হে বৎস! বিস্‌মিল্লাহ্ বলে ডান হাতে আহার কর এবং তোমার কাছের থেকে খাও। এরপর থেকে আমি সব সময় এ পদ্ধতিতেই আহার করতাম।

যার যার কাছ থেকে আহার করা। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা বিসমিল্লাহ্ বলবে এবং প্রত্যেকে তার কাছ থেকে আহার করবে।

٤٩٨٥ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيْلِيْ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِيْ نُعَيْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَعَامًا فَجَعَلْتُ أَكُلُ مِنْ نَوَاحِيْ الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ -

৪৯৮৫ 'আবদুল আযীয ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ 'উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী -এর সহধর্মিণী উম্মে সালামার পুত্র ছিলেন। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে আহার্য খেলাম। আমি পাত্রের সব দিক থেকে খেতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ নিজের কাছ থেকে খাও।

٤٩٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِيْ نُعَيْمٍ قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيْبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ فَقَالَ سَمِّ اللهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ -

৪৯৮৬ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আবূ নু'আয়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একদা কিছু খাবার আনা হলো, তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর পোষ্য 'উমর ইব্‌ন আবূ সালামা। তিনি বললেন ঃ বিস্‌মিল্লাহ্ বল এবং নিজের কাছ থেকে খাও।

٢١٠٨ . بَابُ مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالِي الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً

২১০৮. পরিচ্ছেদ ঃ সাথীর কাছ থেকে কোন অসন্তুষ্টির আলামত না দেখলে সঙ্গের পাত্রের সবদিক থেকে খুঁজে খুঁজে খাওয়া

٤٩٨٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالِي الْقَصْعَةِ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ -

৪৯৮৭ কুতায়বা (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার এক দর্জি কিছু খানা পাকিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দাওআত করলো। আনাস (রা) বলেন ঃ আমিও

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে গেলাম। আহারে বসে দেখলাম, তিনি পাত্রের সবদিক থেকে কদূর টুকরা খুঁজে খুঁজে বের করে নিচ্ছেন, সেদিন থেকে আমি কদূ পছন্দ করতে থাকি।

٢١٠٩. بَابُ التَّيَمُّنِ فِيْ الأَكْلِ وَغَيْرِه

২১০৯. পরিচ্ছেদ ঃ আহার ও অন্যান্য কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা

٤٩٨٨ **حَدَّثَنَا** عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ، وَكَانَ قَالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هٰذَا فِيْ شَانِهِ كُلِّهِ -

৪৯৮৮ আবদান (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ পবিত্রতা অর্জনে, জুতা পরিধানে এবং চুল আঁচড়ানে যথাসাধ্য ডান দিক থেকে শুরু করতেন।

٢١١٠. بَابُ مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ

২১১০. পরিচ্ছেদ ঃ পরিতৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত আহার করা

٤٩٨٩ **حَدَّثَنَا** إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ضَعِيْفًا أَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِيْ وَرَدَّتْنِيْ بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرْسَلَكَ أَبُوْ طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ، قَالَ بِطَعَامٍ ؟ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُوْمُوْا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ، فَقَالَتْ اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُوْ طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ أَبُوْ طَلْحَةَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلُمِّيْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ ، فَأَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُوْلَ، ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا، ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ

فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ أَذِنَ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا ، وَالْقَوْمُ ثَمَانُوْنَ رَجُلاً -

৪৯৮৯ ইস্‌মাঈল (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আবূ তালহা (রা) উম্মে সুলায়মকে বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলাম তিনি ক্ষুধার্ত। তোমার নিকট (খাবার) কিছু আছে কি? তখন উম্মে সুলায়ম কয়েকটি যবের রুটি বের করলেন। তারপর তাঁর ওড়না বের করে এর একাংশ দ্বারা রুটিগুলো পেঁচিয়ে আমার কাপড়ের মধ্যে গুঁজে দিলেন এবং অন্য অংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পাঠালেন। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি এগুলো নিয়ে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মসজিদে পেলাম। তাঁর সঙ্গে অনেক লোক। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আবূ তালহা তোমাকে পাঠিয়েছে? আমি বললাম ঃ হাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ খাবার জন্য? আমি বললাম হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সঙ্গীদের বললেন ঃ ওঠ। তারপর তিনি চললেন। আমিও তাদের আগে আগে চলতে লাগলাম। অবশেষে আবূ তালহার কাছে এসে পৌছলাম। আবূ তালহা বললেন ঃ হে উম্মে সুলায়ম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো অনেক লোক নিয়ে এসেছেন। অথচ আমাদের কাছে এ পরিমাণ খাবার নাই যা তাদের খাওয়াব। উম্মে সুলায়ম বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল–ই ভাল জানেন। আনাস (রা) বলেন ঃ তারপর আবূ তালহা গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর আবূ তালহা ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে সুলায়মাকে ডেকে বললেনঃ তোমার কাছে যা আছে তা নিয়ে আস। উম্মে সুলায়ম ঐ রুটি নিয়ে আসলেন। তিনি নির্দেশ দিলে তা টুক্‌রা টুক্‌রা করা হলো। উম্মে সুলায়ম (ঘি বা মধুর) পাত্র নিংড়িয়ে তাকেই ব্যঞ্জন বানালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাশাআল্লাহ্, এতে যা পড়ার পড়লেন। এরপর বললেন ঃ দশজনকে আস্‌তে অনুমতি দাও। তাদের আস্‌তে বলা হলে তারা পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করল এবং তারা বেরিয়ে গেল। আবার বললেন ঃ দশজনকে অনুমতি দাও। তাদের অনুমতি দেওয়া হলো। তারা আহার করে পরিতৃপ্ত হলো এবং চলে গেল। আবার বললেন ঃ দশজনকে অনুমতি দাও। তাদের অনুমতি দেওয়া হলো। তারা আহার করে পরিতৃপ্ত হলো এবং চলে গেল। এরপর আরো দশজনকে অনুমতি দেওয়া হলো। এভাবে সকলেই আহার করল এবং পরিতৃপ্ত হল। তারা মোট আশি জন লোক ছিল।

٤٩٩٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ وَحَدَّثَ أَبُوْ عُثْمَانَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاَثِيْنَ وَمِائَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِّنْكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوِهِ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ أَوْ قَالَ هِبَةٌ ؟ قَالَ لاَ، بَلْ بَيْعٌ، قَالَ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ فَأَمَرَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ يُشْوٰى وَأَيْمُ اللّٰهِ مَا مِنَ الثَّلاَثِيْنَ وَمِائَةٍ إِلاَّ قَدْ

حَزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَاهَا لَهُ، ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ، فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ -

৪৯৯০ মূসা (র)...... 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমরা একশ' তিরিশ জন লোক নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। নবী ﷺ বললেন : তোমাদের কারো কাছে কিছু খাবার আছে কি? দেখা গেল, এক ব্যক্তির কাছে প্রায় এক সা' পরিমাণ খাবার আছে। এগুলো গুলিয়ে খামীর করা হলো। তারপর দীর্ঘ দেহী, দীর্ঘ কেশী এক মুশরিক ব্যক্তি একটি বক্‌রী হাঁকিয়ে নিয়ে আসলো। নবী ﷺ বললেন : এটা কি বিক্রির জন্য, না উপঢৌকন, অথবা তিনি বললেন: দানের জন্য? লোকটি বললো : না, আমি বরং বিক্রি করবো। তিনি তার কাছ থেকে সেটি কিনে নিলেন। পরে সেটি যবেহ্ করে বানান হলো। নবী ﷺ -এর কলিজা ইত্যাদি ভুনা করতে নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! (আহারের সময়) তিনি একশ' ত্রিশজনের প্রত্যেককেই এক টুক্‌রা করে কলিজা ইত্যাদি দিলেন। যারা উপস্থিত ছিল তাদের তো দিলেনই। আর যারা অনুপস্থিত ছিল তাদের জন্যও তিনি টুকরাগুলো তুলে রাখলেন। তারপর খাবারগুলো দু'টি পাত্রে রাখলেন। আমরা সকলে তৃপ্তিসহ আহার করলাম। এরপরও উভয় পাত্রে খাবার অবশিষ্ট থাকল। আমি তা উটের পিঠে তুললাম। কিংবা রাবী যা বলেছেন।

٤٩٩١ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُوُفِّيَ حِيْنَ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ -

৪৯৯১ মুসলিম (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ -এর ইন্তিকাল হল। সে সময় আমরা পরিতৃপ্ত হয়ে খেজুর ও পানি খেলাম।

٢١١١ . بَابُ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

২১১১. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহ্‌র বাণী : অন্ধের জন্য দোষ নেই, খোঁড়ার জন্য দোষ নেই...... যাতে তোমরা বুঝতে পার

٤٩٩٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ قَالَ يَحْيَ وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِطَعَامٍ فَمَا أُتِيَ إِلاَّ بِسَوِيْقٍ فَلُكْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، فَصَلَّي بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْدًا وَبَدْأً -

৪৯৯২ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা)...... সুওয়ায়দ ইব্‌ন নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে খায়বারের দিকে বের হলাম। আমরা সাহ্‌বা (খায়বারের এক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত) নামক স্থানে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাবার আনতে বললেন। কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছুই আনা হলো না। আমরা তা-ই মুখে দিয়ে জিহ্বায় গুলে গিলে ফেললাম। তারপর তিনি পানি আন্‌তে বললেন, তখন (পানি আনা হলে) তিনি কুলি করলেন, আমরাও কুলি করলাম। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন; আর তিনি অযূ করলেন না। সুফিয়ান বলেন ঃ আমি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদের কাছে হাদীসটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনেছি।

٢١١٢. بَابُ الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ وَالأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

২১১২. পরিচ্ছেদ ঃ নরম রুটি আহার করা এবং টেবিল ও (চামড়ার) দস্তরখানে আহার করা

٤٩٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ، فَقَالَ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ خُبْزًا مُرَقَّقًا، وَلاَ شَاةً مَسْمُوطَةً حَتَّى لَقِيَ اللهَ -

৪৯৯৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র)...... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আনাস (রা)-এর কাছে ছিলাম। তাঁর সঙ্গে তাঁর বাবুর্চিও ছিল। তিনি বললেন ঃ নবী ﷺ ইন্‌তিকালের পূর্ব পর্যন্ত পাতলা নরম রুটি এবং ভুনা বক্‌রীর গোশ্‌ত খান নি, এমনকি তিনি এ অবস্থায়ই আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হন।

٤٩٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ عَلِيٌّ هُوَ الأَسْكَافُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عَلَى سُكُرُّجَةٍ قَطُّ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ وَلاَ أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ، قِيْلَ لِقَتَادَةَ فَعَلَى مَا كَانُوْا يَأْكُلُوْنَ؟ قَالَ عَلَى السُّفَرِ -

৪৯৯৪ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কখনও 'সুকুর্‌জা' অর্থাৎ ছোট ছোট পাত্রে আহার করেছেন, তার জন্য কোন সময় নরম রুটি তৈরি করা হয়েছে কিংবা তিনি কখনো টেবিলের উপর খাবার খেয়েছেন বলে আমি জানি না। কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তাহলে তাঁরা কিসের উপর আহার করতেন। তিনি বললেন ঃ দস্তরখানের উপর।

٤٩٩٥ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِيْ حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْنِيْ بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى وَلِيْمَتِهِ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالأَقِطُ وَالسَّمْنُ وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ أَنَسٍ بَنَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِيْ نِطْعٍ -

৪৯৯৫ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ সাফিয়্যার সাথে বাসর করার উদ্দেশ্যে অবস্থান করলেন। আমি তাঁর ওলীমার জন্য মুসলমানদের দাওয়াত করলাম। তাঁর আদেশে দস্তরখান বিছানো হলো। তারপর তার উপর খেজুর, পনির ও ঘি ঢালা হলো। আমর আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁর সাথে বাসর করলেন এবং চামড়ার দস্তরখানে 'হায়স' (ঘি, খেজুর ইত্যাদি সমন্বয়ে তৈরী খাবার) প্রস্তুত করলেন।

٤٩٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُوْنَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُوْلُوْنَ يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ يَا بُنَيَّ إِنَّهُمْ يُعَيِّرُوْنَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ، هَلْ تَدْرِيْ مَا كَانَ النِّطَاقَانِ إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِيْ شَقَقْتُهُ نِصْفَيْنِ، فَأَوْكَيْتُ قِرْبَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِأَحَدِهِمَا وَجَعَلْتُ فِيْ سُفْرَتِ آخَرَ، قَالَ فَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ إِذَا عَيَّرُوْهُ بِالنِّطَاقَيْنِ، يَقُوْلُ ايْهًا وَالإِلَهُ تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا -

৪৯৯৬ মুহাম্মদ (র)...... ওহাব ইব্‌ন কায়সান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়াবাসীরা ইব্‌ন যুবায়রকে 'ইব্‌ন যাতান নিতাকায়ন' বলে লজ্জা দিত। আসমা (রা) তাকে বললেন ঃ বৎস! তারা তোমাকে 'নিতাকায়ন' দ্বারা লজ্জিত করছে? তুমি কি 'নিতাকায়' (দু'কোমরবন্দ) সম্বন্ধে কিছু জান? আসলে তা ছিল আমারই কোমরবন্দ যা দু'ভাগ করে আমি একভাগ দিয়ে (হিজরতের সময়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খাবারের থলি মুখ বেঁধে দিয়েছিলাম। আর অপর ভাগকে দস্তরখান বানিয়ে দিয়েছিলাম। এরপর থেকে সিরিয়া বাসীরা (অর্থাৎ হাজ্জাজের সৈন্যরা) যখনই তাঁকে 'নিতাকায়ান' বলে লজ্জা দিতে চাইত, তিনি বলতেন ঃ তোমরা সত্যই বলছো। আল্লাহ্‌র শপথ! এটি এমন এক অভিযোগ যা তোমা থেকে লজ্জা আরো দূরিভূত করে।

٤٩٩٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَهْدَتْ إِلَي النَّبِيِّ ﷺ سَمْنًا وَ أَقِطًا وَأَضُبًّا، فَدَعَا بِهِنَّ فَأُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَالْمُسْتَقْذِرِ لَهُنَّ وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ -

৪৯৯৭ আবূ নু'মান (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর খালা উম্মে হাফীদ বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন হায্‌ন (রা) নবী ﷺ কে ঘি, পনির এবং গুঁইসাপ হাদিয়া দিলেন। তিনি এগুলো তাঁর কাছে আন্‌তে বললেন। তারপর এগুলো তার দস্তরখানে খাওয়া হলো। তিনি অপছন্দনীয় মনে করে গুঁইসাপগুলো খেলেন না। যদি এগুলো হারাম হতো তাহলে নবী ﷺ -এর দস্তরখানে তা খাওয়া হতো না। আর তিনি এগুলো খাওয়ার অনুমতিও দিতেন না।

٢١١٣ . بَابُ السَّوِيْقِ

২১১৩. পরিচ্ছেদ ঃ ছাতু

٤٩٩٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيٰ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ إِلاَّ سَوِيْقًا فَلاَكَ مِنْهُ، فَلَكْنَا مَعَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلّٰى وَصَلَّيْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

৪৯৯৮ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)...... সুওয়ায়দ ইব্ন নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা একবার নবী ﷺ -এর সঙ্গে 'সাহ্বা' নামক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। সাহ্বা ছিল খায়বার থেকে এক মন্‌যিলের দূরত্বে। সালাতের সময় উপস্থিত হলে তিনি খাবার আনতে বললেন। কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। তিনি তাই মুখে দিয়ে নাড়াচাড়া করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এরূপ করলাম। তারপর তিনি পানি আনালেন এবং কুলি করে সালাত আদায় করলেন। আমরাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম। আর তিনি অযু করলেন না।

١٢١٤ . بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَأْكُلُ حَتّٰى يُسَمّٰى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ

২১১৪. পরিচ্ছেদ ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন খাবারের নাম বলা না হতো এবং সে খাদ্য কি তা জান্‌তে না পারতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত নবী ﷺ আহার করতেন না

٤٩٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُوْ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ الَّذِيْ يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى مَيْمُوْنَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوْذًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتّٰى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمّٰى لَهُ، فَأَهْوٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ إِلَي الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُوْرِ أَخْبِرْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ لاَ، وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِيْ، فَأَجِدُنِيْ أَعَافُهُ، قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيَّ -

৪৯৯৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) যাঁকে 'সায়ফুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র তরবারী) বলা হতো তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন, যে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে মায়মূনা (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করলেন। মায়মূনা (রা) তাঁর ও ইব্‌ন আব্বাসের খালা ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে একটি ভুনা গুঁইসাপ দেখতে পেলেন, যা নজ্‌দ থেকে তাঁর (মায়মূনার) বোন হুফায়দা বিন্‌ত হারিস নিয়ে এসে ছিলেন। মায়মূনা (রা) গুঁইটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সামনে উপস্থিত করলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, কোন খাদ্যের নাম ও তার বিবরণ বলে না দেয়া পর্যন্ত তিনি খুব কমই তার প্রতি হাত বাড়াতেন। তিনি গুঁই এর দিকে হাত বাড়ালে উপস্থিত মহিলাদের মধ্য থেকে একজন বললো ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে যা পেশ করছো সে সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করো। তারপর সে মহিলাই বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওটা গুঁই। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত তুলে ফেললেন। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গুঁই খাওয়া কি হারাম? তিনি বললেন ঃ না। কিন্তু যেহেতু এটি আমাদের এলাকায় নেই। তাই এটি খাওয়া আমি পছন্দ করি না। খালিদ (রা) বলেন ঃ আমি সেটি টেনে নিয়ে খেতে থাকলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

٢١١٥ . بَابُ طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ

২১১৫. পরিচ্ছেদ ঃ একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট

٥٠٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ أَبِيْ الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ -

৫০০০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দু'জনের খাবার তিন জনের জন্য যথেষ্ট এবং তিন জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।

٢١١٦ . بَابُ الْمُؤْمِنِ يَأْكُلُ فِيْ مِعًي وَاحِدٍ

২১১৬. পরিচ্ছেদ ঃ মু'মিন ব্যক্তি এক পেটে খায়

٥٠٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِيْنٍ يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَدْخَلْتُ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيْرًا فَقَالَ يَا نَافِعُ لاَ تُدْخِلْ هٰذَا عَلَيَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ فِيْ مِعًي وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ -

৫০০১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন 'উমর (রা) ততক্ষণ পর্যন্ত আহার করতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সাথে খাওয়ার জন্য একজন মিসকীনকে ডেকে না আনা হতো। একদা আমি তাঁর সঙ্গে বসে আহার করার জন্য জনৈক ব্যক্তিকে নিয়ে আস্লাম। লোকটি খুব বেশী আহার করলো। তিনি বললেনঃ নাফি'! এ ধরনের লোককে আমার কাছে নিয়ে আসবে না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বল্তে শুনেছি, মু'মিন ব্যক্তি এক পেটে খায়। আর কাফির ব্যক্তি সাত পেটে খায়।

٥٠٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِيْ مِعًي وَاحِدٍ وَأَنَّ الْكَافِرَ أَوِ الْمُنَافِقَ فَلاَ أَدْرِيْ أَيُّهُمَا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৫০০২ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র)...... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন এক পেটে খায় আর কাফির অথবা বলেছেন, মুনাফিক; রাবী বলেন, এ দু'টি শব্দের মধ্যে আমার সন্দেহ আছে যে, বর্ণনাকারী কোনটি বলেছেন। ওবায়দুল্লাহ্ বলেনঃ সাত পেটে খায়। ইব্ন বুকায়র বলেন, মালিক (র) নাফি' (র)-এর সূত্রে ইব্ন 'উমর (রা) থেকে এবং তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٠٠٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ كَانَ أَبُوْ نَهِيْكٍ رَجُلاً أَكُوْلاً فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، فَقَالَ فَأَنَا أُوْمِنُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ -

৫০০৩ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্......'আম্র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ নাহীক অত্যধিক আহারকারী ব্যক্তি ছিলেন। ইব্ন 'উমর (রা) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কাফির ব্যক্তি সাত পেটে খায়। আবূ নাহীক বললেন ঃ আমি তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখি।

٥٠٠٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِيْ مِعًي وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةٍ -

৫০০৪ ইস্মাঈল (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি এক পেটে আহার করে আর কাফির সাত পেটে আহার করে।

٥٠٠٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيْرًا فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً قَلِيْلاً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِيْ مِعًي وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ -

৫০০৫ সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে আহার করতো। লোকটি মুসলমান হলে স্বল্পাহার করতে লাগলো। ব্যাপারটি নবী ﷺ - এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন ঃ মু'মিন এক পেটে আহার করে, আর কাফির আহার করে সাত পেটে।

٢١١٧ . بَابُ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

২১১৭. পরিচ্ছেদ ঃ হেলান দিয়ে আহার করা

٥٠٠٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا -

৫০০৬ আবূ নু'আয়ম (র)...... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ আমি হেলান দিয়ে আহার করি না।

٥٠٠٧ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ لاَ آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ -

৫০০৭ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর কাছে ছিলাম। তিনি তাঁর কাছে উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ হেলাল দেওয়া অবস্থায় আমি আহার করি না।

٢١١٨ . بَابُ الشِّوَاءِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : فَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ أَيْ مَشْوِيٍّ

২১১৮. পরিচ্ছেদ ঃ ভুনা গোশ্‌ত সম্বন্ধে। আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদঃ সে এক কাবাব করা গো-বৎস নিয়ে আসলো

٥٠٠٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُ ضَبٌّ فَأَمْسَكَ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدٌ أَ حَرَامٌ هُوَ ؟ قَالَ لاَ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَكُوْنُ بِأَرْضِ قَوْمِيْ ، فَأَجِدُنِيْ أَعَافُهُ، فَأَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ، قَالَ مَالِكٌ عَنِ بْنِ شِهَابٍ بِضَبٍّ مَحْنُوْذٍ -

৫০০৮ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর নিকট ভুনা গুঁইসাপ আনা হলে তিনি তা খাওয়ার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালেন। তখন তাঁকে বলা হলো : এটাতো গুঁই এতে তিনি হাত গুটিয়ে নিলেন। খালিদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন : এটা কি হারাম? তিনি বললেন : না। যেহেতু এটা আমাদের এলাকায় নেই তাই আমি এটা খাওয়া পছন্দ করি না। তারপর খালিদ (রা) তা খেতে থাকেন, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেখছিলেন। মালিক, ইব্‌ন শিহাব সূত্রে 'ضب مشوى' -এর স্থলে 'ضب محنوذ' বলেছেন।

٢١١٩ . بَابُ الْخَزِيْرَةِ، قَالَ النَّضْرُ : اَلْخَزِيْرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ، وَالْحَرِيْرَةُ مِنَ اللَّبَنِ

২১১৯. পরিচ্ছেদ : খাযীরা সম্পর্কে। নযর বলেছেন : খাযীরা ময়দা দিয়ে এবং হারীরা দুধ দিয়ে তৈরি করা হয়

٥٠٠٩ حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَنْكَرْتُ بَصَرِيْ وَأَنَا أُصَلِّيْ لِقَوْمِيْ فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيْ لَهُمْ فَوَدِدْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِيْ فَتُصَلِّيْ فِيْ بَيْتِيْ فَأَتَّخِذُهُ مُصَلًّي فَقَالَ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ لِيْ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ فَأَشَرْتُ إِلَي نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ النَّبِيُّ فَكَبَّرَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَ حَبَسْنَاهُ عَلَي خَزِيْرٍ صَنَعْنَاهُ فَثَابَ فِيْ الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُوْ عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوْا ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَقُلْ ، أَلاَ تَرَاهُ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، يُرِيْدَ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ، قَالَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ قُلْنَا فَإِنَّا نَرَي وَجْهَهُ وَنَصِيْحَتَهُ إِلَي الْمُنَافِقِيْنَ، فَقَالَ فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَحَدُ بَنِيْ سَالِمٍ وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيْثِ مَحْمُوْدٍ فَصَدَّقَهُ -

৫০০৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) 'ইতবান ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী আনসার সাহাবীদের একজন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি আমার গোত্রের লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করি। কিন্তু বৃষ্টি হলে আমার ও তাদের মধ্যকার উপত্যকায় পানি প্রবাহিত হয়। তখন আমি তাদের মসজিদে আসতে পারি না যে, তাদের নিয়ে সালাত আদায় করব। তাই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার আকাঙ্ক্ষা, আপনি এসে যদি আমার ঘরে সালাত আদায় করতেন, তাহলে আমি সে স্থান সালাতের জন্য নির্ধারণ করে নিতাম। তিনি বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ্ আমি অচিরেই তা করবো। 'ইতবান (রা) বলেন ঃ পূরোভাবে সূর্য কিছু উপরে উঠলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা) আসলেন। নবী ﷺ অনুমতি চাইলেন। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। তিনি না বসেই তৎক্ষণাৎ ঘরে প্রবেশ করে আমাকে বললেন ঃ তোমার ঘরের কোন্ স্থানে আমার সালাত আদায় করা তোমার পছন্দ? আমি ঘরের এক দিকে ইঙ্গিত করলাম। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন। আমরা কাতার বাঁধলাম। তিনি দু' রাক'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। আমরা যে হাযীরা তৈরী করেছিলাম তা খাওয়ার জন্য তাঁকে বসালাম। তাঁর মহল্লার বহু সংখ্যক লোক ঘরে প্রবেশ করতে লাগ্ল। তারপর তারা সমবেত হলে তাদের একজন বললো, মালিক ইব্‌ন দুখশান কোথায়? অন্য একজন বললো ঃ সে মুনাফিক? অন্য একজন বললো ঃ সে মুনাফিক, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -কে ভালবাসে না। নবী ﷺ বললেন ঃ এমন কথা বলোনা। তুমি কি জান না, সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে? লোকটি বললো ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল-ই ভাল জানেন। সে পুনরায় বললো ঃ কিন্তু আমরা যে মুনাফিকদের সাথে তার সম্পর্ক ও তাদের প্রতি শুভ কামনা দেখতে পাই? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তো জাহান্নামকে ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম করে দিয়েছেন যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করবে। ইব্‌ন শিহাব বলেনঃ এরপর আমি হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ আনসারী, যিনি ছিলেন বানূ সালিমের একজন নেতৃস্থানীয় লোক, তাকে মাহমূদের এ হাদীসের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি এর সত্যতা স্বীকার করলেন।

٢١٢٠ . بَابُ الأَقِطِ، وَقَالَ حُمَيْدٌ سَمِعْتُ أَنَسًا بَنَى النَّبِيُّ ﷺ بِصَفِيَّةَ، فَأَلْقَى التَّمْـــرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِيْ عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْسًا

২১২০. পরিচ্ছেদ ঃ পনির প্রসঙ্গে। হুমায়দ (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ সাফিয়্যার সাথে বাসর যাপন করলেন। তারপর তিনি (দস্তরখানে) খেজুর, পনির এবং ঘি রাখলেন। 'আমর ইব্‌ন আবূ 'আমর আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ নবী ﷺ (উক্ত তিন বস্তুর সংযোগে) 'হায়স' তৈরী করেন

٥٠١٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَتْ خَالَتِيْ إِلَي النَّبِيِّ ﷺ ضِبَابًا وَاَقِطًا وَلَبَنًا فَوُضِعَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَتِــه فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوْضَعْ، وَشَرِبَ اللَّبَنَ ، وَأَكَلَ الاَقِطَ -

৫০১০ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার খালা কয়েকটি গুই, কিছু পনির এবং দুধ নবী ﷺ -কে হাদিয়া দিলেন এবং দস্তরখানে গুইসাপ রাখা হয়। যদি তা হারাম হতো তাঁর দস্তরখানে রাখা হতো না। তিনি (শুধু) দুধ পান করলেন এবং পনির খেলেন।

٢١٢١ . بَابُ السِّلْقِ وَالشَّعِيْرِ

২১২১. পরিচ্ছেদ ঃ সিল্ক ও যব প্রসঙ্গে

٥٠١١ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْــنِ سَعْدٍ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا عَجُوْزٌ تَأْخُذُ أُصُوْلَ السِّلْقِ ، فَتَجْعَلُهُ فِيْ قِدْرٍ لَهَا فَتَجْعَلُ فِيْهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ إِذَا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِـــنْ أَجْلِ ذٰلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى ، وَلَا نَقِيْلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، وَاللهِ مَا فِيْهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ -

৫০১১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)...... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর দিন আসলে আমরা অত্যধিক খুশী হতাম। এক বৃদ্ধা আমাদের জন্য সিলক্ (মূলা জাতীয় এক প্রকার সুস্বাদু সব্জী)-এর মূল তুলে তা তাঁর ডেগে চড়িয়ে দিতেন। তারপর এতে সামান্য কিছু যব ছেড়ে দিতেন। সালাতের পর আমরা তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি এ খাবার আমাদের পরিবেশন করতেন। এ কারণেই জুমু'আর দিন আসলে আমরা খুব খুশী হতাম। আমরা সকালের আহার এবং বিশ্রাম গ্রহণ করতাম না জুমু'আর পর ছাড়া। আল্লাহ্র কসম! সে খাদ্যে কোন চর্বি বা চিকনাই থাকতো না।

٢١٢٢ . بَابُ النَّهْسِ وَانْتِشَالِ اللَّحْمِ

২১২২. পরিচ্ছেদ ঃ গোশ্ত দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে এবং তুলে নিয়ে খাওয়া

٥٠١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَــنِ ابْــنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَعَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَتِفًا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَعَنْ أَيُّوْبَ وَعَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْتَشَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِرْقًا مِنْ قِدْرٍ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

৫০১২ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল ওহ্হাব (র)...... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি স্কন্ধের গোশ্ত দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খেলেন। তারপর তিনি উঠে গিয়ে

(নতুনভাবে) অযূ না করেই সালাত আদায় করলেন। অন্য সনদে আইয়্যুব ও আসিম (র) ইকরামার সূত্রে ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ নবী ﷺ ডেগ থেকে একটি গোশ্ত যুক্ত হাড় বের করে তা খেলেন। তারপর (নতুন) অযূ না করেই সালাত আদায় করলেন।

٢١٢٣. بَابُ تَعَرُّقِ الْعَضُدِ

২১২৩. পরিচ্ছেদ ঃ বাহুর গোশ্ত খাওয়া

৫০১৩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ مَكَّةَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَازِلٌ أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي لَهُ وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ فَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقَالُوا لاَ وَاللهِ لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّقَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ -

৫০১৩ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলাম। অন্য সনদে 'আবদুল 'আযীয ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি মক্কার পথে কোন এক মনযিলে নবী ﷺ -এর কিছু সংখ্যক সাহাবীর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সামনেই অবস্থান করছিলেন। আমি ছাড়া দলের সকলেই ছিলেন ইহ্রাম অবস্থায়। আমি আমার জুতা সেলাই এ ব্যস্ত ছিলাম। এমতাবস্থায় তারা একটি বন্য গাধা দেখতে পেল। কিন্তু আমাকে জানালো না। তবে তারা আশা করছিল, যদি আমি ওটা দেখতাম! তারপর আমি চোখ ফেরাতেই ওটা দেখে ফেললাম। এরপর আমি ঘোড়ার কাছে গিয়ে তার পিঠে জিন লাগিয়ে তার উপর আরোহণ করলাম। কিন্তু চাবুক ও বর্শার কথা ভুলে গেলাম। কাজেই আমি তাদের বললাম, চাবুক ও বর্শাটি আমাকে

তুলে দাও! তারা বললোঃ না, আল্লাহ্‌র কসম! এ ব্যাপারে তোমাকে আমরা কিছুই সাহায্য করবো না। এতে আমি ক্রুদ্ধ হলাম এবং নীচে নেমে ওদু'টি নিয়ে পুনরায় সাওয়ার হলাম। তারপর আমি গাধাটির পেছনে দ্রুত ধাওয়া করে তাকে ঘায়েল করে ফেললাম। তখন সেটি মরে গেল এবং আমি তা নিয়ে এলাম। (পাকানোর পর) তারা সকলে এটা খাওয়া শুরু করলো। তারপর ইহ্‌রাম অবস্থায় এটা খাওয়া নিয়ে তারা সন্দেহে পড়লো। আমি সন্ধ্যার দিকে রওনা দিলাম এবং এর একটি বাহু লুকিয়ে রাখলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমাদের কাছে এর কিছু আছে? একথা শুনে আমি বাহুটি তাঁর সামনে পেশ করলাম। তিনি মুহ্‌রিম অবস্থায় তা খেলেন, এমন কি এর হাড়ের সাথে জড়িত গোশ্‌তোও দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলেন। ইব্‌ন জা'ফর বলেছেন ঃ যায়দ ইব্‌ন আস্‌লাম (র) আতা ইব্‌ন ইয়াসার-এর সূত্রে আবূ কাতাদা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢١٢٤ . بَابُ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّيْنِ

২১২৪. পরিচ্ছেদ ঃ চাকু দিয়ে গোশ্‌ত কাটা

٥٠١٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَوَ بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَي النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِيْ يَدِهِ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّيْنَ الَّتِيْ يَحْتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَالَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

৫০১৪ আবুল ইয়ামান (র)...... 'আম্‌র ইব্‌ন উমাইয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে (পাকানো) বকরীর কাঁধের গোশ্‌ত নিজ হাতে খেতে দেখেছেন। সালাতের জন্য তাঁকে আহবান করা হ'লে তিনি তা এবং যে চাকু দিয়ে কাটছিলেন সেটিও রেখে দেন। এর পর উঠে গিয়ে সালাত আদায় করেন। অথচ তিনি (নতুন করে) অযূ করেন নি।

٢١٢٥ . بَابُ مَاعَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا

২১২৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কখনো কোন খাবারের দোষ-ত্রুটি ধরতেন না

٥٠١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ -

৫০১৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কখনো কোন খাবারের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করেন নি। ভাল লাগলে তিনি তা খেয়েছেন এবং খারাপ লাগলে তা রেখে দিয়েছেন।

٢١٢٦ . بَابُ النَّفْخِ فِيْ الشَّعِيْرِ

২১২৬. পরিচ্ছেদ ঃ যবের আটায় ফুঁক দেওয়া

٥٠١٦ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَهْلاً هَلْ رَأَيْتُمْ فِيْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ النَّقِيَّ ؟ قَالَ لاَ ، فَقُلْتُ كُنْتُمْ تَنْخِلُوْنَ الشَّعِيْرَ ؟ قَالَ لاَ وَ لٰكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ -

৫০১৬ সা'ঈদ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম (র)...... আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সাহ্‌ল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনারা কি নবী ﷺ -এর যুগে ময়দা দেখেছেন? তিনি বললেন : না। আমি বললাম : আপনারা কি যবের আটা চালুনিতে চালতেন? তিনি বললেন : না। বরং আমরা তাতে ফুঁক দিতাম।

٢١٢٧. بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُوْنَ

২১২৭. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যা খেতেন

٥٠١٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا فَأَعْطَي كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَانِيْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيْهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْهَا شَدَّتْ فِيْ مَضَاغِيْ -

৫০১৭ আবূ নু'মান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ একদিন তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কিছু খেজুর ভাগ করে দিলেন। তিনি প্রত্যেককে সাতটি করে খেজুর দিলেন। আমাকেও সাতটি খেজুর দিলেন। তার মধ্যে একটি খেজুর ছিল খারাপ। তবে সাতটি খেজুরের মধ্যে এটিই আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিল। কারণ, এটি চিবুতে আমার কাছে খুব শক্ত ঠেকছিল। (তাই এটি দীর্ঘ সময় আমার মুখে ছিল।)

٥٠١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُنِيْ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَالَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ أَوِ الْحَبَلَةِ حَتَّى يَضَعَ أَحَدُنَا مَا تَضَعُ الشَّاةُ ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُوْ أَسَدٍ تُعَزِّرُنِيْ عَلَى الْإِسْلَامِ خَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْيِ -

৫০১৮ 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ছিলাম নবী ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে (যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল) সপ্তম। হুবলা (কাঁটা যুক্ত গাছ) বা হাবলা (এক জাতীয় গাছ) ছাড়া আমাদের খাওয়ার আর কিছুই ছিল না। এমনকি আমাদের কেউ কেউ বকরীর ন্যায় মলত্যাগ করতো। এরপরও বনূ আসাদ আমাকে ইসলামের ব্যাপারে তিরস্কার করছে? তাহলে তো আমি একদম ক্ষতিগ্রস্থ এবং আমার সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা।

٥٠١٩ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سهل بن سعد بن سعد فقلت هل أكل رسول الله ﷺ النقي فقال سهل ما رأى رسول الله ﷺ النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله ﷺ مناخل ؟ قال ما رأى رسول الله ﷺ منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول ؟ قال كنا نطحنه وننفخه ، فيطير ما طار وما بقي ثريناه فأكلناه -

৫০১৯ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)...... আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহ্‌ল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি ময়দা খেয়েছেন? সাহল (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পাঠিয়েছেন তখন থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত তিনি ময়দা দেখেন নি। আমি পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে কি আপনাদের চালুনি ছিল? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পাঠানোর পর থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত তিনি চালুনিও দেখেন নি। আবূ হাযিম বলেন, আমি বললাম ঃ তাহলে আপনারা চালা ব্যতীত যবের আটা কিভাবে খেতেন? তিনি বললেন ঃ আমরা যব পিশে তাতে ফুঁক দিতাম, এতে যা উড়ে যাওয়ার তা উড়ে যেত, আর যা অবশিষ্ট থাকতো তা মথে নিতাম, এরপর তা খেতাম।

٥٠٢٠ حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل قال خرج رسول الله ﷺ من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير -

৫০২০ ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক দল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের সামনে ছিল একটি ভুনা বক্‌রী। তারা তাঁকে (খেতে) ডাকল। তিনি খেতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন অথচ তিনি কোন দিন যবের রুটিও পেট পুরে খান নি।

٥٠٢١ حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا معاذ حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل النبي ﷺ على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق ، قلت لقتادة على ما يأكلون ؟ قال على السفر -

৫০২১ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো 'খিওয়ান' (টেবিল জাতীয় উঁচু স্থানে)-এর উপর খাবার রেখে আহার করেন নি এবং ছোট ছোট বাটীতেও তিনি আহার করেন নি। আর তাঁর জন্য কখনো পাতলা

রুটি তৈরি করা হয়নি। ইউনুস বলেন, আমি কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তা হলে তাঁরা কিসের উপর আহার করতেন? তিনি বললেন ঃ দস্তরখানের উপর।

٥٠٢٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ -

৫০২২ কুতায়বা (র) 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মদীনায় আসার পর থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকেরা একাধারে তিন রাত গমের রুটি পেটভরে খাননি।

٢١٢٨ . بَابُ التَّلْبِيْنَةِ

২১২৮. পরিচ্ছেদ ঃ 'তালবীনা' প্রসঙ্গে

٥٠٢٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذٰلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِيْنَةٍ فَطُبِخَتْ ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيْدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِيْنَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ التَّلْبِيْنَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ -

৫০২৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)...... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পরিবারের কোন ব্যক্তি মারা গেলে মহিলারা এসে সমবেত হলো। তারপর তাঁর আত্মীয়রা ও বিশেষ ঘনিষ্ঠ মহিলারা ছাড়া বাকী সবাই চলে গেলে, তিনি ডেগে 'তালবীনা' (আটা, মধু ইত্যাদি সংযোগে তৈরি খাবার) পাকাতে নির্দেশ দিলেন। তা পাকানো হলো। এরপর 'সারীদ' (গোশতের মধ্যে রুটি টুকরো করে দিয়ে তৈরী খাবার) প্রস্তুত করা হলো এবং তাতে তালবীনা ঢালা হলো। তিনি বললেন ঃ তোমরা এ থেকে খাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বল্তে শুনেছি যে, 'তালবীনা' রুগ্ন ব্যক্তির চিত্তে প্রশান্তি এনে দেয় এবং শোক দুঃখ কিছুটা লাঘব করে।

٢١٢٩ . بَابُ الثَّرِيْدِ

২১২৯. পরিচ্ছেদ ঃ 'সারীদ' প্রসঙ্গে

٥٠٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ كَثِيْرٍ ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ -

৫০২৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ মূসা আশ্‌'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছে। কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে ইমরান তনয়া মারইয়াম এবং ফিরাউন পত্নী আসিয়া ব্যতীত অন্য কেউ কামালিয়াত অর্জন করতে পারেনি। স্ত্রী লোকদের মধ্যে 'আয়িশার মর্যাদাও তেমন, খাদ্যের মধ্যে সারীদের মর্যাদা যেমন।

٥٠٢٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ طُوَالَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ -

৫০২৫ 'আম্‌র ইব্‌ন আওন (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সমস্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে 'আয়েশার মর্যাদা তেমন, খাদ্যের মধ্যে সারীদের মর্যাদা যেমন।

٥٠٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ أَبَا حَاتِمٍ الأَشْهَلِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى غُلَامٍ لَهُ خَيَّاطٌ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَصْعَةً فِيْهَا ثَرِيْدٌ ، قَالَ وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ ، قَالَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ -

৫০২৬ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুনীর (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে তাঁর এক দর্জি গোলামের বাড়ীতে গেলাম। সে তাঁর সামনে সারীদের পেয়ালা উপস্থিত করলো এবং নিজের কাজে লিপ্ত হলো। আনাস (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ কদূ বেছে নিতে শুরু করলে আমি কদূর টুকরাগুলো বেছে বেছে তাঁর সামনে দিতে লাগলাম এবং এরপর থেকে আমি কদূ পছন্দ করতে শুরু করি।

٢١٣٠ . بَابُ شَاةٍ مَسْمُوْطَةٍ وَالْكَتِفِ وَالْجَنْبِ

২১৩০. পরিচ্ছেদ ঃ ভুনা বকরী এবং স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশ

٥٠٢٧ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا نَأْتِيْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ ، قَالَ كُلُوْا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَغِيْفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيْطَةً بِعَيْنِهِ قَطُّ -

৫০২৭ হুদ্‌বা ইব্‌ন খালিদ (র)...... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্‌ন মালিকের কাছে গেলাম। তাঁর বাবুর্চি সেখানে দাঁড়ানো ছিল। তিনি বললেন ঃ আহার কর! নবী ﷺ আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাত্‌লা রুটি দেখেছেন বলে আমি জানি না এবং তিনি পশম দূরীকৃত ভুনা বকরী কখনও চোখে দেখেন নি।

٥٠٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّيْنَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

৫০২৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র)...... 'আম্র ইব্ন উমাইয়্যা যাম্রী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বকরীর স্কন্ধ থেকে গোশ্ত কাটতে দেখেছি। তিনি তা থেকে আহার করলেন। তারপর যখন সালাতের দিকে আহবান করা হলো, তখন তিনি উঠলেন এবং চাকুটি রেখে দিয়ে সালাত আদায় করলেন। অথচ তিনি (নতুন করে) অযূ করেন নি।)

٢١٣١. بَابُ مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ سُفْرَةً

২১৩১. পরিচ্ছেদ ঃ পূর্ববর্তী মনীষীগণ তাঁদের বাড়ীতে ও সফরে গোশ্ত এবং অন্যান্য যেসব খাদ্য সঞ্চিত রাখতেন। আবূ বক্র তনয়া 'আয়েশা ও আস্মা (রা) বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ ও আবূ বক্রের জন্য (মদীনায় হিজরতের সময়) পথের খাবার প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম

٥٠٢٩ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُؤْكَلَ لُحُوْمُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ، قَالَتْ مَا فَعَلَهُ إِلاَّ فِيْ عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيْرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ، قِيْلَ مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ فَضَحِكَتْ، قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُوْمٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ، وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَابِسٍ بِهٰذَا -

৫০২৯ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... 'আবিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ নবী ﷺ কি কুরবানীর গোশ্ত তিন দিনের বেশী সময় খেতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন ঃ সেই বছরেই কেবল নিষেধ করেছিলেন, যেই বছর মানুষ অনাহারে আক্রান্ত হয়েছিল। তখন তিনি চেয়েছিলেন যেন ধনীরা গরীবদের খাওয়ায়। আমরা তো বক্রীর পায়াগুলো তুলে রাখতাম এবং পনের দিন পর তা খেতাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ কি সে আপনাদের এগুলো খেতে বাধ্য করত? তিনি হেসে বললেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পরিবার পরিজন একাধারে তিন দিন তরকারীসহ গমের রুটি পেট ভরে খান নি। অন্য সনদে ইব্ন কাসীর বলেছেন, সুফিয়ান (র) 'আবদুল রহমান ইব্ন 'আবিস সূত্রে উক্ত হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

٥٠٣٠ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُوْمَ الْهَدْىِ عَلَى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، أَ قَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِيْنَةَ ؟ قَالَ لاَ -

৫০৩০ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর যুগে আমরা কুরবানীর গোশ্ত মদীনা পর্যন্ত সফরের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতাম। মুহাম্মদ (র) ইব্ন 'উয়ায়না থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জুরায়য বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, জাবির (রা) কি এ কথা বলেছেন যে, 'এমন কি আমরা মদীনা পর্যন্ত এলাম।' তিনি বললেন ঃ না।

٢١٣٢ . بَابُ الْحَيْسِ

২১৩২. পরিচ্ছেদ ঃ হায়স প্রসঙ্গে

٥٠٣١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو مَوْلَي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لأَبِيْ طَلْحَةَ الْتَمِسْ غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِيْ ، فَخَرَجَ بِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ ، يُرْدِفُنِيْ وَرَاءَهُ ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ، فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْ حَازَهَا ، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّيْ وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِيْ نِطْعٍ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ فَدَعَوْتُ رِجَالاً فَأَكَلُوْا ، وَكَانَ ذٰلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَالَهُ أُحُدٌ ، قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ -

৫০৩১ কুতায়বা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ তাল্হাকে বললেন ঃ তোমাদের ছেলেদের মধ্য থেকে একটি ছেলে খুঁজে আন, যে আমার খিদমত করবে। আবূ তাল্হা আমাকেই তাঁর সাওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিয়ে আসলেন। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমত করতে থাকলাম। যখনই তিনি কোন মনযিলে অবতরণ করতেন, আমি তাকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, আয় আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে, অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের ভার এবং মানুষের আধিপত্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আমি সর্বদা তাঁর খিদমতে

নিয়োজিত ছিলাম। এমতাবস্থায় আমরা খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম। তিনি (রাসূল) ﷺ গনীমত হিসাবে প্রাপ্ত সফিয়্যা বিনত হুয়ায়কে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি তাঁর সাওয়ারীর পেছনের দিকে তাঁর আবা বা চাদর দিয়ে ঘিরে সেখানে তাঁর পিছনে তাঁকে সাওয়ার করলেন। এভাবে যখন আমরা সাহ্‌বা নামক স্থানে উপস্থিত হই, তখন তিনি চামড়ার দস্তরখানে হায়স তৈরী করলেন। তারপর তিনি আমাকে পাঠালেন। আমি লোকজনকে দাওয়াত করলাম। (তারা এসে) আহার করলো। এই ছিল তাঁর সঙ্গে তাঁর বাসর যাপন। তারপর তিনি এগিয়ে চললেন। ওহোদ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বললেন ঃ এ পাহাড়টি আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। তারপর যখন মদীনা তাঁর দৃষ্টিগোচর হল, তখন তিনি বললেন ঃ আয় আল্লাহ্! আমি এর দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকাকে হরম (সম্মানিত) বলে ঘোষণা করছি, যেভাবে ইব্‌রাহীম (আ) মক্কাকে হরম (সম্মানিত) বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। ইয়া আল্লাহ্! এর অধিবাসীদের মুদ্ ও সা' (দু'টি মাপ যন্ত্র) এর মধ্যে তুমি বরকত দাও।

٢١٣٣ . بَابُ الْأَكْلِ فِيْ إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ

২১৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ রৌপ্য খচিত পাত্রে আহার করা

٥٠٣٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوْا عِنْدَ حُذَيْفَةَ ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوْسِيٌّ ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقِدْحَ فِيْ يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ لَوْلاَ أَنِّيْ نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ ، كَأَنَّهُ يَقُوْلُ لَمْ أَفْعَلْ هٰذَا ، وَلٰكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ وَلاَ الدِّيْبَاجَ وَلاَ تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَلَنَا فِيْ الْآخِرَةِ -

৫০৩২ আবূ নু'আয়ম (র)...... 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তাঁরা হুযায়ফা (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পানি পান করতে চাইলে এক অগ্নি-উপাসক তাঁকে পানি এনে দিল। সে যখনই পাত্রটি তাঁর হাতে রাখলো, তিনি সেটা ছুঁড়ে মারলেন, এবং বললেন, আমি যদি একবার বা দু'বারের অধিক তাকে নিষেধ না করতাম, তাহলেও হতো। অর্থাৎ তিনি যেন বলতে চান, তা হলেও আমি এরূপ করতাম না। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা রেশম বা রেশম জাত কাপড় পরিধান করো না এবং সোনা ও রূপার পাত্রে পান করো না এবং এগুলোর বাসনে আহার করো না। কেননা পৃথিবীতে এগুলো কাফিরদের জন্য আর পরকালে তোমাদের জন্য।

٢١٣٤ . بَابُ ذِكْرِ الطَّعَامِ

২১৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ খাদ্যদ্রব্যের আলোচনা

٥٠٣٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ ، لَا رِيْحَ لَهَا ، وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ ، لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ -

৫০৩৩ কুতায়বা (র)...... আবূ মূসা আশ্'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কুরআন পাঠকারী মু'মিনের দৃষ্টান্ত নারাঙ্গির ন্যায়, যার ঘ্রাণও উত্তম স্বাদও উত্তম। যে মু'মিন কুরআন পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের ন্যায়, যার কোন সুঘ্রাণ নেই তবে এর স্বাদ মিষ্টি। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে তার দৃষ্টান্ত রায়হানার ন্যায়, যার সুঘ্রাণ আছে তবে স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে না তার দৃষ্টান্ত হন্‌যালা ফলের ন্যায়, যার সুঘ্রাণও নাই, স্বাদও তিক্ত।

٥٠٣٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ -

৫০৩৪ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সমস্ত খাদ্যের মধ্যে 'সারীদের' যেমন মর্যাদ রয়েছে, তেমনি নারীদের মধ্যে 'আয়েশার (রা) মর্যাদা রয়েছে।

٥٠٣٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَ طَعَامَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ -

৫০৩৫ আবূ নু'আয়ম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন ঃ সফর হলো আযাবের একটা টুকরা, যা তোমাদের সফরকারীকে নিদ্রা ও আহার থেকে বিরত রাখে। তাই তোমাদের কেউ যখন তার প্রয়োজন পূরণ করে তখন সে যেন অবিলম্বে তার পরিবারের কাছে ফিরে যায়।

٢١٣٥ . بَابُ الْأُدْمِ

২১৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ সালন প্রসঙ্গে

٥٠٣٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ كَانَ فِيْ بَرِيْرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ ، أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتُعْتِقَهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا

وَلَنَا الْوَلاَءُ ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَوْ شِئْتِ شَرَطْتِيْهِ لَهُمْ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ وَاُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِيْ أَنْ تَقِرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةَ وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُوْرُ فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدُمٍ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرَلَحْمًا قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَلٰكِنَّهُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا فَقَالَ هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا وَهَدِيَّةٌ لَنَا -

৫০৩৬ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)...... কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার ঘটনায় শরীয়তের তিনটি বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। (১) 'আয়েশা (রা) তাকে ক্রয় করে মুক্ত করতে চাইলে তার মালিকেরা বলল, (বিক্রয় এ শর্তে করবো যে,) 'ওলা' (উত্তরাধিকার) আমাদের থাকবে। 'আয়েশা (রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সমীপে উল্লেখ করলে তিনি বললেন ঃ তুমি চাইলে তাদের জন্য ওলীর শর্ত মেনে নাও। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ওলীর অধিকার লাভ করবে মুক্তিদাতা। তাকে আযাদ করে এখ্‌তিয়ার দেওয়া হলো, চাইলে পূর্ব স্বামীর সংসারে থাকতে কিংবা চাইলে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন 'আয়েশার গৃহে প্রবেশ করলেন। সে সময় চুলার উপর (গোশ্‌তের) ডেগচি বলকাচ্ছিল। তিনি সকালের খাবার আনতে বললে তাঁর কাছে রুটি ও ঘরের কিছু তরকারী পেশ করা হলো। তিনি বললেন, আমি কি গোশ্‌ত দেখছি না? তাঁরা বললেন ঃ হাঁ, (গোশ্‌ত রয়েছে) ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিন্তু তা ঐ গোশ্‌ত যা বারীরাকে সাদকা করা হয়েছিল। এরপর সে তা আমাদের হাদিয়া দিয়েছে। তিনি বললেন ঃ এটা তার জন্য সাদকা, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া।

٢١٣٦ . بَابُ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

২১৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ হালুয়া ও মধু

٥٠٣٧ حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ أَبِيْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ -

৫০৩৭ ইস্‌হাক ইবন্ ইব্‌রাহীম (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হালুয়া ও মধু পছন্দ করতেন।

٥٠٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ أَبِيْ الْفُدَيْكِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَلْزَمُ النَّبِيَّ ﷺ لِشِبَعِ بَطْنِيْ حِيْنَ لاَ آكُلُ الْخَمِيْرَ وَلاَ أَلْبَسُ الْحَرِيْرَ ، وَلاَ يَخْدُمُنِيْ فُلاَنٌ وَلاَ فُلاَنَةُ ، وَأُلْصِقُ بَطْنِيْ بِالْحَصْبَاءِ ، وَأَسْتَقْرِيُّ الرَّجُلَ الْآيَةَ

وَهِيَ مَعِي كَي يَنْقَلِبَ بِيْ فَيُطْعِمُنِيْ ، وَخَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِيْنِ جَعْفَرُ ابْنُ أَبِيْ طَالِبٍ ، يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِيْ بَيْتِهِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ لَيْسَ فِيْهَا شَيْ فَنَشْتَقُّهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيْهَا -

৫০৩৮ 'আবদুর রহমান ইব্ন শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উদর পূর্তির জন্যই যা পেতাম তাতে সন্তুষ্ট হয়ে নবী ﷺ -এর সঙ্গে সর্বদা লেগে থাকতাম। সে সময় রুটি খেতে পেতাম না, রেশমী কাপড় পরিধান করতাম না, কোন চাকর-চাকরাণীও আমার খিদমতে নিয়োজিত ছিল না। আমি পাথরের সাথে পেট লাগিয়ে রাখতাম। আয়াত জানা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিকে তা পাঠ করার জন্য বলতাম, যাতে সে আমাকে ঘরে নিয়ে যায় এবং আহার করায়। মিস্কীনদের প্রতি অত্যন্ত দরদী ব্যক্তি ছিলেন জাফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)। তিনি আমাদের নিয়ে যেতেন এবং ঘরে যা থাকতো তাই আমাদের খাওয়াতেন। এমনকি তিনি আমাদের কাছে ঘি'র পাত্রটিও বের করে আন্তেন, যাতে ঘি থাকতো না। আমরা সেটাই ফেড়ে ফেলতাম এবং এর গায়ে যা লেগে থাকতো তাই চেটে খেতাম।

٢١٣٧ . بَابُ الدُّبَّاءِ

২১৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ কদূ প্রসঙ্গে

٥٠٣٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَتَى مَوْلًى لَهُ خَيَّاطًا فَأُتِيَ بِدُبَّاءٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُهُ -

৫০৩৯ 'আম্র ইব্ন আলী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর এক দর্জি গোলামের বাড়ীতে আসলেন। (আহার কালে) তাঁর সামনে কদূ উপস্থিত করা হলে তিনি (বেছে বেছে) কদূ খেতে লাগলেন। সে দিন থেকে আমিও কদূ খেতে ভালবাসি, যেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কদূ খেতে দেখলাম।

٢١٣٨ .بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ

২১৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ ভাইদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করা

٥٠٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ شُعَيْبٍ ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَقَالَ اصْنَعْ لِيْ طَعَامًا أَدْعُوْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَدَعَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَتَبِعَهُمْ

رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ ، قَالَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ -

৫০৪০ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)...... আবূ মাস'উদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ শু'আয়ব নামক আনসার গোত্রের এক ব্যক্তির এক কসাই গোলাম ছিল। সে তাকে বললো, আমার জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত কর, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাওয়াত করতে চাই। পাঁচজনের মধ্যে তিনি হবেন একজন। তারপর সে নবী ﷺ -কে দাওয়াত করল। তিনি ছিলেন পাঁচ জনের অন্যতম। তখন এক ব্যক্তি তাদের পিছে পিছে আসতে লাগল। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তো আমাকে আমাদের পাঁচ জনের পঞ্চম ব্যক্তি হিসাবে দাওয়াত দিয়েছ। এ লোকটা আমাদের পিছে পিছে এসেছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে অনুমতি দিতে পার, আর ইচ্ছা করলে বাদও দিতে পার। সে বললো, আমি বরং তাকে অনুমতি দিচ্ছি।

٢١٣٩ . بَابُ مَنْ أَضَافَ رَجُلاً إِلَى طَعَامٍ وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ

২১৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে নিজে অন্য কাজে ব্যস্ত হওয়া

٥٠٤١ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ النَّضْرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى غُلاَمٍ لَهُ خَيَّاطٍ ، فَأَتَاهُ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ وَعَلَيْهِ دُبَّاءٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَجْمَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ فَأَقْبَلَ الْغُلاَمُ عَلَى عَمَلِهِ ، قَالَ أَنَسٌ لاَ أَزَالُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ مَا صَنَعَ -

৫০৪১ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনীর (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (তখন) ছোট ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে চলাফেরা করতাম। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর এক গোলামের কাছে গেলেন, সে ছিল দর্জি। সে তাঁর সামনে একটি পাত্র হাযির করল, যাতে খাবার ছিল। আর তাতে কদূও ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেছে বেছে কদূ খেতে লাগলেন। এ দেখে আমি কদূর টুকরাগুলো তাঁর সামনে জমা করতে লাগলাম। তিনি বললেনঃ গোলাম তার কাজে ব্যস্ত হলো। আনাস (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যেদিন এরূপ করতে দেখলাম তারপর থেকে আমিও কদূ খাওয়া পছন্দ করতে লাগলাম।

٢١٤٠ . بَابُ الْمَرَقِ

২১৪০. পরিচ্ছেদ ঃ শুরুয়া প্রসঙ্গে

٥٠٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ

سَمِعَ أَنَسَ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ ، فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَـرَّبَ خُبْزَ شَعِيْرٍ ، وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ ، فَلَـمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ -

৫০৪২ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক দর্জি কিছু খাবার প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাওয়াত করলো। আমিও নবী ﷺ -এর সংগে গেলাম। সে যবের রুটি আর কিছু শুরুয়া, যাতে কদূ ও শুকনা গোশ্ত ছিল, পরিবেশন করল। আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেয়ালার চারদিক থেকে কদূ বেছে বেছে খাচ্ছেন। সে দিনের পর থেকে আমিও কদূ পছন্দ করতে লাগলাম।

٢١٤١ . بَابُ الْقَدِيْدِ

২১৪১. পরিচ্ছেদ ঃ শুক্না গোশ্ত প্রসঙ্গে

٥٠٤٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِـيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِمَرَقَةٍ فِيْهَا دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ يَأْكُلُهَا -

৫০৪৩ আবূ নু'আয়ম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কিছু শুরুয়া উপস্থিত করা হলো, যাতে কদূ ও শুক্না গোশ্ত ছিল। আমি তাঁকে কদূ বেছে বেছে খেতে দেখলাম।

٥٠٤٤ **حَدَّثَنَا** قَبِيْصَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِـيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا فَعَلَهُ إِلاَّ فِيْ عَامٍ جَاعَ النَّاسُ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيْرَ ، وَإِنْ كُنَّا لَـنَرْفَعُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشَرَةَ ، وَمَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَادُوْمٍ ثَلاَثًا -

৫০৪৪ কাবীসা (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর (তিন দিনের বেশী কুরবানীর গোশ্ত রাখার) নিষেধাজ্ঞা কেবল সে বছরেরই জন্যই ছিল, যে বছর লোক দুর্ভিক্ষে পড়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন ধনীরা যেন গরীবদের খাওয়ায়। নইলে আমরা তো পরবর্তী সময় পায়াগুলো পনের দিন রেখে দিতাম। মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার উপর্যুপরি তিন দিন পর্যন্ত সালন-সহ যবের রুটি পেট ভরে খাননি।

٢١٤٢ . بَابُ مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَي صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُبَـارَكِ لاَ بَاسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلاَ يُنَاوِلُ مِنْ هٰذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرٰى

২১৪২. পরিচ্ছেদ ঃ একই দস্তরখানে সাথীকে কিছু এগিয়ে দেওয়া বা তার কাছ থেকে কিছু নেওয়া। ইব্ন মুবারক বলেন ঃ একজন অপরজনকে কিছু দেওয়ায় কোন দোষ নেই। তবে এক দস্তরখান থেকে অন্য দস্তরখানে দিবে না

٥٠٤٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسُ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ ، قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خُبْزًا مِنْ شَعِيْرٍ وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ ، قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ * وَقَالَ ثُمَامَةُ عَنْ أَنَسٍ فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ الدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ -

৫০৪৫ ইসমা'ঈল (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একজন দর্জি কিছু খাবার প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাওয়াত করল। আনাস (রা) বলেন, আমি সে দাওয়াতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে গেলাম। লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে যবের রুটি এবং কিছু শুরুয়া, যাতে কদূ ও শুক্না গোশ্ত ছিল, পেশ করল। আনাস (রা) বলেন, আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেয়ালার চারপাশ থেকে কদূ খুঁজে খাচ্ছেন। সেদিন থেকে আমি কদূ ভালবাসতে লাগলাম। সুমামা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমি কদূর টুকরাগুলো তাঁর সামনে একত্রিত করে দিতে লাগলাম।

٢١٤٣ . بَابُ الرُّطَبِ بِالْقِثَّاءِ

২১৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ তাজা খেজুর ও কাঁকুড় প্রসঙ্গে

٥٠٤٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ -

৫০৪৬ 'আবদুল আযীয ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে তাজা খেজুর কাঁকুড়ের সাথে মিশিয়ে খেতে দেখেছি।

٢١٤٤ . بَابُ حَشَفَةٌ

২১৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ রদ্দি খেজুর প্রসঙ্গে

٥٠٤٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسٍ الْجَرِيْرِيِّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا ، فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُوْنَ اللَّيْلَ أَثْلاَثًا، يُصَلِّى هٰذَا، ثُمَّ يُوْقِظُ هٰذَا، وَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَصَابَنِيْ سَبْعُ تَمَرَاتٍ أَحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ -

৫০৪৭ মুসাদ্দাদ (র)...... আবূ 'উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি সাত দিন পর্যন্ত আবূ হুরায়রার মেহ্মান ছিলাম। (আমি লক্ষ্য করলাম) তিনি, তাঁর স্ত্রী ও খাদেম পালাক্রমে

রাতকে তিনভাগে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন সালাত আদায় করে আরেক জনকে জাগিয়ে দিলেন। আর আমি তাঁকে এ কথাও বলতে শুনেছি যে নবী ﷺ তাঁর সঙ্গীদের মাঝে কিছু খেজুর বন্টন করলেন। আমি ভাগে সাতটি পেলাম, তার মধ্যে একটি ছিল রদ্দি।

٥٠٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَنَا تَمْرًا ، فَأَصَابَنِي مِنْهُ خَمْسٌ أَرْبَعُ تَمَرَاتٍ وَحَشَفَةٌ ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْحَشَفَةَ هِيَ أَشَدُّهُنَّ لِضِرْسِي -

৫০৪৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আমাদের মাঝে কিছু খেজুর বন্টন করলেন। আমি ভাগে পেলাম পাঁচটি। চারটি খেজুর (উৎকৃষ্ট) আর একটি রদ্দি। এই রদ্দি খেজুরটিই আমার দাঁতে খুব শক্তবোধ হলো।

٢١٤٥.بَابُ الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى : وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا * وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ صَفِيَّةَ حَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ-

২১৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ তাজা ও শুক্‌না খেজুর প্রসঙ্গে। আর মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তুমি তোমার দিকে খেজুর বৃক্ষের কান্ডে নাড়া দাও, তা তোমার জন্য সুপক্ক তাজা খেজুর ঝরাবে। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্‌তিকাল করেন, তখন আমরা দুই কালো বস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত হতাম – খেজুর এবং পানি দ্বারা।

٥٠٤٩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ أَبِي رَبِيْعَةَ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ يَهُوْدِيٌّ وَكَانَ يُسْلِفُنِيْ فِيْ تَمْرِي إِلَى الْجِدَادِ ، وَكَانَتْ لِجَابِرٍ الْأَرْضُ الَّتِيْ بِطَرِيْقِ رُوْمَةَ ، فَجَلَسَتْ فَخَلاَ عَامًا فَجَاءَ نِي الْيَهُوْدِيُّ عِنْدَ الْجِدَادِ وَلَمْ أَجِدُ مِنْهَا شَيْئًا فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قَابِلٍ فَيَأْبَى فَأُخْبِرَ بِذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ امْشُوْا نَسْتَنْظِرُ لِجَابِرٍ مِنَ الْيَهُوْدِيِّ فَجَاؤُنِيْ فِيْ نَخْلِي فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَلِّمُ الْيَهُوْدِيَّ ، فَيَقُوْلُ أَبَا الْقَاسِمِ لاَ أُنْظِرُهُ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ قَامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ ، ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ فَأَبَى فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيْلِ رُطَبٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ عَرِيْشُكَ يَا جَابِرُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ افْرُشْ

لِيْ فِيْهِ ، فَفَرَشْتُهُ فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ جِئْتُهُ بِقَبْضَةٍ أُخْرَى فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ فَكَلَّمَ الْيَهُوْدِيَّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَامَ فِيْ الرِّطَابِ فِيْ النَّخْلِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ يَا جَابِرُ جُدَّ وَاقْضِ فَوَقَفَ فِيْ الْجِدَادِ فَجَدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ مِنْهُ ، فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَشَّرْتُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ -

৫০৪৯ সা'ঈদ ইব্ন আবূ মারইয়াম (র)...... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় এক ইয়াহূদী ছিল। সে আমাকে কর্জ দিত, আমার খেজুর পাড়ার মিয়াদ পর্যন্ত। রুমা নামক স্থানের পথের ধারে জাবির (রা)-এর এক খন্ড জমি ছিল। আমি কর্জ পরিশোধে একবছর বিলম্ব করলাম। এরপর খেজুর পাড়ার মৌসুমে ইয়াহূদী আমার কাছে আসলো, আমি তখনো খেজুর পাড়তে পারিনি। আমি তার কাছে আগামী বছর পর্যন্ত অবকাশ চাইলাম। সে অস্বীকার করলো। এ খবর নবী ﷺ -কে জানান হলো। তিনি সাহাবীদের বললেন ঃ চলো জাবিরের জন্য ইয়াহূদী থেকে অবকাশ নেই। তারপর তাঁরা আমার বাগানে আসলেন। নবী ﷺ ইয়াহূদীর সাথে এ নিয়ে কথাবার্তা বললেন। সে বললো ঃ হে আবুল কাসিম। আমি তাকে আর অবকাশ দেব না। নবী ﷺ তার এ কথা শুনে উঠলেন এবং বাগানটি প্রদক্ষিণ করে তার কাছে এসে আবার আলাপ করলেন। সে এবারও অস্বীকার করল। এরপর আমি উঠে গিয়ে সামান্য কিছু তাজা খেজুর নিয়ে নবী ﷺ -এর সামনে রাখলাম। তিনি কিছু খেলেন। তারপর বললেন ঃ হে জাবির! তোমার ছাপড়াটা কোথায়? আমি তাঁকে জানিয়ে দিলাম। তিনি বললেন ঃ সেখানে আমার জন্য বিছানা দাও। আমি বিছানা বিছিয়ে দিলে তিনি এতে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হলে আমি তাঁর কাছে আরেক মুষ্টি খেজুর নিয়ে আসলাম। তিনি তা থেকে খেলেন। তারপর উঠে আবার ইয়াহূদীর সাথে কথা বললেন। সে অস্বীকার করলো। তখন তিনি দ্বিতীয়বার খেজুর বাগানে গেলেন এবং বললেন ঃ হে জাবির তুমি খেজুর কাটতে থাক এবং কর্জ পরিশোধ কর। এই বলে, তিনি খেজুর পাড়ার স্থানে বসলেন। আমি খেজুর পেড়ে ইয়াহূদীর পাওনা শোধ করলাম। এরপর আরও সে পরিমাণ খেজুর উদ্বৃত্ত রইল। আমি বেরিয়ে এসে নবী ﷺ -কে এ সুসংবাদ দিলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি সাক্ষ্য থাক যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল।

٢١٤٦. بَابُ أَكْلِ الْجُمَّارِ

২১৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ খেজুর গাছের মাথী খাওয়া প্রসঙ্গে

٥٠٥٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جُلُوْسٌ إِذَا أُتِيَ بِجُمَّارِ نَخْلَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِيْ النَّخْلَةَ ،

فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُوْلَ هِيَ النَّخْلَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ثُمَّ التَفَتُّ فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ -

৫০৫০ 'উমর ইব্ন হাফস্ ইব্ন গিয়াস (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ -এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে কিছু খেজুর বৃক্ষের মাথী আনা হলো। নবী ﷺ বললেন ঃ এমন একটি বৃক্ষ আছে যার বরকত মুসলমানের বরকতের ন্যায়। আমি ভাবলাম, তিনি খেজুর বৃক্ষ উদ্দেশ্য করেছেন। আমি বলতে চাইলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেটি কি খেজুর বৃক্ষ? কিন্তু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, আমি উপস্থিত দশ জনের দশম ব্যক্তি এবং সকলের ছোট, তাই আমি চুপ রইলাম। পরে নবী ﷺ বললেন ঃ সেটা খেজুর বৃক্ষ।

٢١٤٧. بَابُ الْعَجْوَةِ

২১৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ আজওয়া খেজুর প্রসঙ্গে

٥٠٥١ حَدَّثَنَا جُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ -

৫০৫১ জুম'আ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... সা'দ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে সাতটি আজওয়া (উৎকৃষ্ট) খেজুর খাবে, সেদিন তাকে কোন বিষ ও যাদু ক্ষতি করবে না।

٢١٤٨ . بَابُ الْقِرَانِ فِيْ التَّمْرِ

২১৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ একসঙ্গে মিলিয়ে একাধিক খেজুর খাওয়া

٥٠٥٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ أَصَابَنَا عَامَ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ رُزِقْنَا تَمْرًا ، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ ، وَيَقُوْلُ لاَ تُقَارِنُوْا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْقِرَانِ ، ثُمَّ يَقُوْلُ إِلاَّ أَنْ يَّسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ *قَالَ شُعْبَةُ الْإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ -

৫০৫২ আদাম (র)...... জাবাল ইব্ন সুহায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন যুবায়র-এর আমলে আমাদের উপর দুর্ভিক্ষ পতিত হল। তখন তিনি খাদ্য হিসাবে আমাদের কিছু খেজুর দিলেন। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় আমরা খাচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ একত্রে একাধিক খেজুর খেয়ো না। কেননা, নবী ﷺ একত্রে একাধিক খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, তবে কেউ যদি তার ভাইকে অনুমতি দেয়, তাহলে এতে কোন দোষ নেই। শু'বা বলেন, অনুমতির বিষয়টি ইব্নে উমরের নিজের কথা।

٢١٤٩ . بَابُ الْقِثَّاءِ

২১৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ কাঁকুড় প্রসঙ্গে

٥٠٥٣ حَدَّثَنِيْ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ -

৫০৫৩ ইস্‌মা'ঈল ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে কাঁকুড় (ক্ষীরা বা শসা জাতীয় ফল)-এর সাথে খেজুর খেতে দেখেছি।

٢١٥٠ بَابُ بَرَكَةِ النَّخْلِ

২১৫০. পরিচ্ছেদ ঃ খেজুর বৃক্ষের বরকত

٥٠٥٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ تَكُوْنُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ وَهِيَ النَّخْلَةُ -

৫০৫৪ আবূ নু'আয়ম (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ আছে, যা (বরকত ও উপকারিতায়) মুসলমানের সদৃশ, আর তা হলো– খেজুর গাছ।

٢١٥١ . بَابُ جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ أَوِ الطَّعَامَيْنِ بِمَرَّةٍ

২১৫১. পরিচ্ছেদ ঃ একই সঙ্গে দু'রকম খাদ্য বা সু'স্বাদের খাদ্য খাওয়া

٥٠٥٥ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ -

৫০৫৫ ইব্‌ন মুকাতিল (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কাঁকুড়ের সাথে খেজুর খেতে দেখেছি।

٢١٥٢ . بَابُ مَنْ أَدْخَلَ الضَّيْفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً ، وَالْجُلُوْسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً

২১৫২. পরিচ্ছেদঃ দশজন দশজন করে মেহমান ভিতরে ডাকা এবং দশজন দশজন করে আহারে বসা

٥٠٥٦ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ سِنَانٍ أَبِيْ رَبِيْعَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّهُ عَمَدَتْ إِلَى مُدٍّ مِنْ شَعِيْرٍ جَشَّتْهُ وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيْفَةً وَعَصَرَتْ عُكَّةً عِنْدَهَا ثُمَّ بَعَثَتْنِيْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِيْ أَصْحَابِهِ فَدَعَوْتُهُ ، قَالَ وَمَنْ مَعِيْ فَجِئْتُ فَقُلْتُ إِنَّهُ يَقُوْلُ وَمَنْ مَعِيْ فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُوْ

طَلْحَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعَتْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَدَخَلَ فَجِيْءَ بِهِ وَقَالَ أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً فَدَخَلُوْا فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ قَالَ أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً فَدَخَلُوْا فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ، ثُمَّ قَالَ أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً حَتَّى عَدَّ أَرْبَعِيْنَ ، ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَامَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ ، هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ -

৫০৫৬ সাল্ত ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর মা উম্মে সুলায়ম (রা) এক মুদ যব নিয়ে তা পিষলেন এবং এ দিয়ে 'খতীফা' (দুধ ও আটা মিশ্রিত) তৈরী করলেন এবং ঘি-এর পাত্র নিংড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি আমাকে নবী ﷺ -এর কাছে পাঠালেন। তিনি সাহাবাদের মাঝে ছিলেন, এ সময় আমি তাঁর কাছে এসে তাঁকে দাওয়াত করলাম। তিনি বললেন ঃ আমার সঙ্গে যারা আছে? আমি বাড়ীতে এসে বললাম। তিনি যে জিজ্ঞেস করছেন, আমার সঙ্গে যারা আছে? তারপর আবূ তাল্হা (রা) তাঁর কাছে গিয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এতো অতি সামান্য খাবার যা উম্মে সুলায়ম তৈরী করেছে। এরপর তিনি আসলেন। তাঁর কাছে সেগুলো আনা হলে তিনি বললেন ঃ দশজনকে আমার কাছে প্রবেশ করতে দাও। তাঁরা এসে তৃপ্তি সহকারে খেলেন। তিনি পুনরায় বললেন ঃ আরো দশজনকে আমার কাছে প্রবেশ করতে দাও। তাঁরা এসে পরিতৃপ্ত হয়ে খেলেন। তিনি আবার বলেন ঃ আরো দশজনকে আমার কাছে আসতে দাও। এভাবে তিনি চল্লিশ সংখ্যা পর্যন্ত উল্লেখ করলেন। তারপর নবী ﷺ খেলেন এবং চলে গেলেন। আমি দেখতে লাগলাম, তা থেকে কিছু কমেছে কিনা? অর্থাৎ কিছুমাত্র কমেনি।

٢١٥٣. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الثُّوْمِ وَالْبُقُوْلِ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২১৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ রসুন ও (দুর্গন্ধ যুক্ত) তরকারী মাকরূহ হওয়া প্রসঙ্গে। এ ব্যাপারে ইব্ন উমার (রা) থেকে নবী ﷺ -এর হাদীস বর্ণিত হয়েছে

٥٠٥٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ قِيْلَ لِأَنَسٍ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ الثُّوْمِ ، فَقَالَ مَنْ أَكَلَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا -

৫০৫৭ মুসাদ্দাদ (র)...... 'আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনি রসূনের ব্যাপারে নবী ﷺ -এর কাছ থেকে কী শুনেছেন? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি তা খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে (এ উক্তি)।

٥٠٥٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَفْوَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا زَعَمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا -

৫০৫৮ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... 'আতা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) মনে করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রসূন বা পেঁয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে। অথবা তিনি বলেছেন, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে।

٢١٥٤ . بَابُ الْكَبَاثِ وَهُوَ ثَمَرُ الْأَرَاكِ

২১৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ কাবাছ-পিলু গাছের পাতা প্রসঙ্গে

٥٠٥٩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ فَقَالَ أَ كُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ رَعَاهَا -

৫০৫৯ সা'ঈদ ইব্ন 'উফায়র (র)...... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাররুয যাহ্রান নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম এবং পিলু ফল পাড়ছিলাম। তিনি বললেনঃ কালোটা নিও। কেননা, সেটা সুস্বাদু। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ আপনি কি বক্রী চরিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। এমন নবী নেই যিনি বকরী চরান নি।

٢١٥٥ . بَابُ الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ

২১৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ আহারের পর কুলি করা

٥٠٦٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا أُتِيَ إِلاَّ بِسَوِيْقٍ فَأَكَلْنَا فَقَامَ إِلَى صَلاَةٍ فَتَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا * قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ بُشَيْرًا يَقُوْلُ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ قَالَ يَحْيَى وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا أُتِيَ إِلاَّ بِسَوِيْقٍ فَلُكْنَاهُ فَأَكَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ * وَقَالَ سُفْيَانُ كَأَنَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَحْيَى-

৫০৬০ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... সুওয়ায়দ ইব্ন নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে খায়বার অভিযানে রওয়ানা হলাম। সাহ্বা নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি খাবার আনতে বললেন। কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছুই আনা হল না। আমরা তা-ই খেলাম। তারপর সালাতের জন্য উঠে তিনি কুলি করলেন, আমরাও কুলি করলাম। ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমি বুশায়রকে সুওয়ায়েদ সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে খায়বরের

দিকে রওয়ানা হলাম। আমরা যখন সাহ্বা নামক স্থানে পৌঁছলাম, ইয়াহ্ইয়া বলেন, এ স্থানটি খায়বর থেকে এক মনযিলের পথে, তিনি খাবার নিয়ে আসতে বললেন। কিন্তু ছাতু ছাড়া অন্য কিছু আনা হলো না। আমরা তাই মুখে দিয়ে নাড়াচাড়া করে খেয়ে ফেললাম। তিনি পানি আনতে বললেন এবং কুলি করলেন, আমরাও কুলি করলাম। এরপর তিনি আমাদের নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। কিন্তু অযূ করলেন না।

٢١٥٦. بَابُ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ

২১৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ রুমাল দিয়ে মুছে ফেলার আগে আঙ্গুল চেটে ও চুষে খাওয়া

٥٠٦١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا -

৫০৬১ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন আহার করে সে যেন তার হাত না মোছে, যতক্ষণ না সে তা নিজে চেটে খায় কিংবা অন্যকে দিয়ে চাটিয়ে নেয়।

٢١٥٧. بَابُ الْمِنْدِيلِ

২১৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ রুমাল প্রসঙ্গে

٥٠٦٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، فَقَالَ لاَ قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَجِدُ مِثْلَ ذٰلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلاَّ قَلِيْلاً فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيْلُ إِلاَّ أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَمَنَا ، ثُمَّ نُصَلِّيْ وَلاَ نَتَوَضَّأُ -

৫০৬২ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র)...... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। আগুনে স্পর্শ বস্তু খাওয়ার পর অযূ করা সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ না, অযূ করতে হবে না। নবী ﷺ -এর যুগে তো আমরা এরূপ খাদ্য কমই পেতাম। যখন আমরা তা পেতাম, তখন আমাদের তো হাতের তালু, হাত ও পা ছাড়া কোন রুমাল ছিল না (আমরা এগুলোতে মুছে ফেলতাম)। তারপর (নতুন) অযূ না করেই আমরা সালাত আদায় করতাম।

٢١٥٨. بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

২১৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ আহারের পর কি পড়বে?

٥٠٦٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ

ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا -

৫০৬৩ আবূ নু'আয়ম (র)...... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর দস্তর খান তুলে নেয়া হলে তিনি বলতেন ঃ পবিত্র বরকতময় অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আয় আমাদের রব, এ থেকে কখনো বিমুখ হতে পারবো না, বিদায় নিতে পারবো না এবং এ থেকে অমুখাপেক্ষী হতেও পারবো না।

٥٠٦٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرِبْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مَكْفُوْرٍ، وَقَالَ مَرَّةً : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبَّنَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى رَبَّنَا-

৫০৬৪ আবূ 'আসিম (র)...... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আহার শেষ করতেন, রাবী আরো বলেন, নবী ﷺ -এর দস্তরখান যখন তুলে নেয়া হতো তখন তিনি বলতেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি যথেষ্ট খাইয়েছেন এবং পরিতৃপ্ত করেছেন। তা থেকে বিমুখ হওয়া যায় না এবং তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় না। রাবী কখনো বলেন ঃ হে আমাদের রব, তোমার জন্যই সকল প্রশংসা, এর থেকে বিমুখ হওয়া যাবে না, একে পরিত্যাগ করাও যাবে না এবং এর থেকে অমুখাপেক্ষীও হওয়া যাবে না; হে, আমাদের রব!

٢١٥٩ . بَابُ الْأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ

২১৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ খাদেমের সাথে আহার করা

٥٠٦٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَي أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ -

৫০৬৫ হাফ্স ইব্ন 'উমর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো খাদেম যখন তার খাবার নিয়ে আসে, তখন তাকে সাথে বসিয়ে না খাওয়ালেও সে যেন তাকে এক লুক্মা বা দু' লুক্মা খাবার দেয়, কেননা সে তার গরম ও ক্লেশ সহ্য করেছেন।

٢١٦٠ . بَابُ الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ فِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২১৬০. পরিচ্ছেদ ঃ কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল সিয়াম পালনকারীর মতো। এ ব্যাপারে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে নবী ﷺ -এর একটি হাদীস বর্ণিত আছে

٢١٦١ . بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُوْلُ هٰذَا مَعِي وَقَالَ أَنَسٌ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لاَ يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ

২১৬১. পরিচ্ছেদ ঃ কাউকে আহারের দাওয়াত দিলে একথা বলা যে, এ ব্যক্তি আমার সঙ্গের। আনাস (রা) বলেন, তুমি কোন মুসলমানের কাছে গেলে তার আহার থেকে খাও এবং তার পানীয় থেকে পান কর

٥٠٦٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا شَقِيْقٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِيْ أَصْحَابِهِ فَعَرَفَ الْجُوْعَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ إِلَى غُلاَمِهِ اللَّحَّامِ فَقَالَ اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِيْ خَمْسَةً لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَصَنَعَ لَهُ طُعَيِّمًا ثُمَّ أَتَاهُ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا شُعَيْبٍ إِنَّ رَجُلاً تَبِعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ ، قَالَ لاَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ -

৫০৬৬ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল আস্ওয়াদ (র)...... আবূ মাস'উদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার গোত্রের এক ব্যক্তি যার কুনিয়াত (ডাক নাম) ছিল আবূ শু'আয়ব তার একটি কসাই গোলাম ছিল। সে নবী ﷺ -এর নিকট আসলো, তখন তিনি সাহাবীদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। তখন সে নবী ﷺ -এর চেহারায় ক্ষুধার লক্ষণ অনুভব করলো, লোকটি তার কসাই গোলামের কাছে গিয়ে বলল ঃ আমার জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত কর; যা পাঁচজনের জন্য যথেষ্ট হয়। আমি হয়তো পাঁচ জনকে দাওয়াত করব, যার পঞ্চম ব্যক্তি হবেন নবী ﷺ। গোলামটি তার জন্য স্বল্প কিছু খাবার প্রস্তুত করলো। লোকটি তাঁর কাছে এসে তাঁকে দাওয়াত করলো। এক ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে গেল। নবী ﷺ বললেন ঃ হে আবূ শু'আয়ব! এক ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে এসেছে। তুমি চাইলে তাকে অনুমতি দিতে পার, আর চাইলে তুমি তাকে বিদায়ও করতে পার। সে বললো ঃ না। আমি বরং তাকে অনুমতি দিলাম।

٢١٦٢ . بَابُ إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ فَلاَ يَعْجَلْ عَنْ عِشَائِهِ

২১৬২. পরিচ্ছেদ ঃ রাতের খাবার পরিবেশন করা হলে তা রেখে অন্য কাজে ত্বরা করবে না

٥٠٦٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ

ﷺ يَحتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِيَ إِلَي الصَّلاَةِ ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّيْنَ الَّتِي كَانَ يَحتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

৫০৬৭ আবুল ইয়ামান ও লায়েস (র)...... 'আমর ইব্‌ন উমাইয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে নিজ হাতে বকরীর স্কন্ধ থেকে কেটে খেতে দেখেছেন। তারপর সালাতের প্রতি আহ্‌বান করা হলে তিনি তা রেখে দিলেন এবং সে ছুরিটিও যা দিয়ে কেটে খাচ্ছিলেন। তারপর উঠে গিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি (নতুন) অযূ করলেন না।

٥٠٦٨ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعِشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ ، فَابْدَوُا بِالْعِشَاءِ * وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ * وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةً ، وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ -

৫০৬৮ মু'আল্লা ইব্‌ন আসাদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি রাতের খাবার পরিবেশিত হয় এবং সালাতের আযান দেয়া হয়, তাহলে তোমরা আগে আহার করে নিবে। অন্য সনদে আইয়্যূব, নাফি (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আইয়্যূব্‌ 'নাফি (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে আরো বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একবার রাতের খাবার খাচ্ছিলেন, এ অবস্থায় ইমামের কিরা'আতও শুনছিলেন।

٥٠٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَحَضَرَ الْعِشَاءُ ، فَابْدَوُا بِالْعِشَاءِ ، قَالَ وَهَيْبُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ إِذَا وُضِعَ الْعِشَاءُ -

৫০৬৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন সালাতের ইকামাত দেয়া হয় এবং রাতের খাবারও উপস্থিত হয়ে যায়, তাহলে তোমরা আগে আহার করে নেবে।

٢١٦٣ . بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا

২১৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ খাওয়া শেষ হলে তোমরা চলে যাবে

٥٠٧٠ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَنَسًا قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَرُوْسًا بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِيْنَةِ ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ

ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ، فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتّٰى قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَمَشٰى وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوْا فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ جُلُوْسٌ مَكَانَهُمْ ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوْا ، فَضَرَبَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ سِتْرًا وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ -

৫০৭০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পর্দা (আয়াত নাযিল হওয়া) সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত। এ ব্যাপারে উবাই ইব্ন কা'ব (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। যায়নাব বিন্ত জাহ্শের সঙ্গে নববিবাহিত হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ভোর হল। তিনি মদীনায় তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। বেলা ওঠার পর তিনি লোকজনকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসাছিলেন। (আহারের পর) অনেক লোক চলে যাওয়ার পরও কিছু লোক তাঁর সাথে বসে থাকলো। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে গেলেন আমিও তার সাথে সাথে গেলাম। তিনি 'আয়েশা (রা)-এর হুজরার দরজায় পৌছলেন। তারপর ভাবলেন, লোকেরা হয়তো চলে গেছে। আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসলাম। (এসে দেখলাম) তাঁরা স্বস্থানে বসেই রয়েছে। তিনি পুনরায় ফিরে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার ফিরে গেলাম। এমন কি তিনি 'আয়েশা (রা)-এর গৃহের দরজা পর্যন্ত পৌছে আবার ফিরে আসলেন। আমিও তার সঙ্গে ফিরে আসলাম। এবার (দেখলাম) তাঁরা উঠে গেছে। তারপর তিনি আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হলো।

كِتَابُ الْعَقِيْقَةِ

'আকীকা অধ্যায়

كِتَابُ الْعَقِيْقَةِ

'আকীকা অধ্যায়

٢١٦٤ . بَابُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُوْدِ غَدَاةَ يُوْلَدُ ، لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ وَتَحْنِيْكِهِ

২১৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ যে সন্তানের 'আকীকা দেওয়া হবে না, জন্মগ্রহণের দিনেই তার নাম রাখা ও তাহ্নীক করা (কিছু চিবিয়ে তার মুখে দেয়া)

٥٠٧١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِيْ غُلَامٌ ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيْمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِيْ مُوْسٰى -

৫০৭১ ইসহাক ইব্ন নাস্র (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইব্রাহীম। তারপর খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন এবং তার জন্য বরকতের দু'আ করে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। সে ছিল আবূ মূসার বড় সন্তান।

٥٠٧٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَبِيٍّ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ -

৫০৭২ মুসাদ্দাদ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে তাহনীক করার জন্য এক শিশুকে আনা হলো, শিশুটি তার কোলে পেশাব করে দিল, তিনি এতে পানি ঢেলে দিলেন।

٥٠٧٣ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ

فَأَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِيْ حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِيْ فِيْهِ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ ، رِيْقُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَفَرِحُوْا بِهِ فَرَحًا شَدِيْدًا لِأَنَّهُمْ قِيْلَ لَهُمْ إِنَّ الْيَهُوْدَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُوْلَدُ لَكُمْ -

৫০৭৩ ইসহাক ইব্ন নাস্‌র (র)...... 'আসমা বিন্ত আবূ বক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রকে মক্কায় গর্ভে ধারণ করেন। তিনি বলেন, গর্ভকাল পূর্ণ হওয়া অবস্থায় আমি বেরিয়ে মদীনায় আসলাম এবং কুবায় অবতরণ করলাম। কুবাতেই আমি তাকে প্রসব করি। তারপর তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে তাকে তাঁর কোলে রাখলাম। তিনি একটি খেজুর আন্‌তে বললেন। তা চিবিয়ে তিনি তার মুখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই লালাই সর্বপ্রথম তার পেটে প্রবেশ করেছিল। তারপর তিনি খেজুর চিবিয়ে তাহনীক করলেন এবং তার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। (হিজরতের পরে) ইসলামে সেই ছিল প্রথম জন্মগ্রহণকারী। তাই তার জন্যে মুসলিমরা অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। কারণ, তাদের বলা হতো ইয়াহূদীরা তোমাদের যাদু করেছে, তাই তোমাদের সন্তান হয় না।

٥٠٧٤ حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ ابْنٌ لِأَبِيْ طَلْحَةَ يَشْتَكِيْ فَخَرَجَ أَبُوْ طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِيُّ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِيْ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارِ الصَّبِيَّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَعَرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَالَ لِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَمَعَهُ شَيْءٌ ؟ قَالُوْا نَعَمْ تَمَرَاتٌ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيْهِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِي الصَّبِيِّ وَحَنَّكَهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ -

৫০৭৪ মাতার ইব্ন ফায্‌ল (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহার এক ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়লো। আবূ তালহা (রা) বাইরে গেলেন, তখন ছেলেটি মারা গেল। আবূ তালহা (রা) ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ছেলেটি কি করছে? উম্মে সুলায়ম বললেন ঃ সে আগের চাইতে শান্ত। তারপর তাঁকে রাতের খাবার দিলেন। তিনি আহার করলেন। তারপর উম্মে সুলায়মের সাথে সহবাস করলেন। সহবাস ক্রিয়া শেষে উম্মে সুলায়ম বললেন ঃ ছেলেটিকে দাফন

করে আস। সকাল হলে আবূ তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁকে এ ঘটনা বললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ গত রাতে তুমি কি স্ত্রীর সঙ্গে রয়েছ? তিনি বললেন ঃ হাঁ! নবী ﷺ বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! তাদের জন্য তুমি বরকত দান কর। কিছুদিন পর উম্মে সুলায়ম একটি সন্তান প্রসব করলো (রাবী বলেন ঃ) আবূ তালহা (রা) আমাকে বললেন, তাকে তুমি দেখা শোনা কর যতক্ষণ না আমি তাকে নবী ﷺ -এর কাছে নিয়ে যাই। তারপর তিনি তাকে নবী ﷺ -এর কাছে নিয়ে গেলেন। উম্মে সুলায়ম সাথে কিছু খেজুর দিয়ে দিলেন। নবী ﷺ তাকে (কোলে) নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তার সাথে কিছু আছে? তাঁরা বললেন ঃ হাঁ- আছে। তিনি তা নিয়ে চর্বণ করলেন তারপর মুখ থেকে বের করে বাচ্চাটির মুখে দিলেন। তিনি এর দ্বারাই তার তাহনীক করলেন এবং তার নাম রাখলেন 'আবদুল্লাহ্।

٥٠٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ -

৫০৭৫ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উক্ত হাদীসটিই বর্ণনা করেন।

٢١٦٥ . بَابُ إِمَاطَةِ الْأَذٰى عَنِ الصَّبِيِّ فِي الْعَقِيْقَةِ

২১৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ 'আকীকার মাধ্যমে শিশুর অশুচি দূর করা

٥٠٧٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنَ عَامِرٍ، قَالَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ * وَقَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَيُّوْبَ وَقَتَادَةَ وَهِشَامٌ وَحَبِيْبٌ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ وَهِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ * وَقَالَ أَصْبَغُ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الْأَذٰى -

৫০৭৬ আবূ নু'মান (র)...... সালমান ইব্ন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সন্তানের সাথে 'আকীকা সম্পর্কিত। সালমান ইব্ন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বল্তে শুনেছি যে, সন্তানের সাথে 'আকীকা সম্পর্কিত। তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত (অর্থাৎ 'আকীকার জন্তু যবাহ) কর এবং তার অশুচি (চুল, নখ ইত্যাদি) দূর করে দাও।

٥٠٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ قَالَ أَمَرَنِي ابْنُ سِيْرِيْنَ أَنْ أَسْأَلَ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيْثَ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -

৫০৭৭ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র)...... হাবীব ইব্ন শহীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন সিরীন আমাকে আদেশ দিলেন, আমি যেন হাসানকে জিজ্ঞাসা করি তিনি 'আকীকার হাদীসটি কার থেকে শুনেছেন? আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) থেকে।

٢١٦٦ . بَابُ الْفَرْعِ

২১৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ ফারা' প্রসঙ্গে

٥٠٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ * وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانُوْا يَذْبَحُوْنَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ، وَالْعَتِيْرَةُ فِيْ رَجَبَ -

৫০৭৮ 'আবদান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, (ইসলামে) ফারা বা আতীরা নেই। ফারা হলো উটের সে প্রথম বাচ্চা, যা তারা তাদের দেব-দেবীর নামে যবাহ করত। আর 'আতীরা হলো রজবে যে জন্তু যবাহ দিত।

٢١٦٧. بَابُ الْعَتِيْرَةِ

২১৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ 'আতীরা

٥٠٧٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ * قَالَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ كَانُوْا يَذْبَحُوْنَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ، وَالْعَتِيْرَةُ فِيْ رَجَبَ -

৫০৭৯ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ (ইসলামে) ফারা ও 'আতীরা নেই। ফারা হলো উটের প্রথম বাচ্চা যা তারা তাদের দেব-দেবীর নামে যবাহ দিত। আর আতীরা যা রজবে যবাহ করতো।

كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ وَالتَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

যবাহ্ করা, শিকার করা ও শিকারের সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলা অধ্যায়

كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ وَالتَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

যবাহ করা, শিকার করা ও শিকারের সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলা অধ্যায়

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ إِلَى قَوْلِهِ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَقَوْلِهِ تَعَالَي : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْئٍ مِنَ الصَّيْدِ إِلَي قَوْلِهِ عَذَابٌ أَلِيْمٌ - وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَلْعُقُوْدُ الْعُهُوْدُ، مَا أُحِلَّ وَ حُرِّمَ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ الْخِنْزِيْرَ ، يَجْرِمَنَّكُمْ يَحْمِلَنَّكُمْ ، شَنَانُ عَدَاوَةُ الْمُنْخَنِقَةِ تُخْنَقُ فَتَمُوْتُ ، الْمَوْقُوْذَةُ تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ يُوْقِذُهَا فَتَمُوْتُ ، وَالْمُتَرَدِّيَةُ تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ ، وَالنَّطِيْحَةِ تُنْطَحُ الشَّاةُ فَمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنْبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ -

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত...... সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না; বরং শুধু আমাকেই ভয় করো (মায়িদাহ ঃ ৩) পর্যন্ত এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "হে ঈমানদারগণ। আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন কিছু শিকার সম্বন্ধে...... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (মায়িদাহ ঃ ৯৪) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, الْعُقُوْدُ অঙ্গীকারসমূহ যা কিছু হালাল করা হয় বা হারাম করা হয়। إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ শূকর। يَجْرِمَنَّكُمْ তোমাদেরকে যেন প্ররোচিত

করে। شَنَآنُ শত্রুতা। الْمُنْخَنِقَةُ যে প্রাণীটি শ্বাসরুদ্ধ করার কারণে মারা গিয়েছে। الْمَوْقُوذَةُ যে প্রাণীকে লাঠির দ্বারা আঘাত করার দরুন তার দেহ থেতলিয়ে গিয়ে মারা যায়। الْمُتَرَدِّيَةُ যে প্রাণী পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে মারা গিয়েছে। النَّطِيحَةُ যে বকরী শিং এর গুতায় মারা গিয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এর মধ্যে যে জন্তুটির তুমি লেজ বা চোখ নড়াচড়া করা অবস্থায় পাবে। সেটাকে যবাহ করবে এবং আহার করবে।

٥٠٨٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ ، فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيْذٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ فَإِنْ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلاَبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ ، فَخَشِيْتَ أَنْ يَكُوْنَ أَخَذَهُ مَعَهُ ، وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَي غَيْرِهِ -

৫০৮০ আবূ নু'আইম (র)...... 'আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে তীরের ফলকের আঘাত দ্বারা লব্ধ শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে নবী ﷺ বললেন ঃ তীরের ধারাল অংশের দ্বারা যেটি নিহত হয়েছে সেটি খাও। আর ফলকের বাঁটের আঘাতে যেটি নিহত হয়েছে সেটি 'অকীয' (অর্থাৎ থেতলিয়ে যাওয়া মৃতের অন্তর্ভুক্ত)। আমি তাঁকে কুকুরের দ্বারা লব্ধ শিকার সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন ঃ যে শিকারকে কুকুর তোমার জন্য ধরে রাখে সেটি খাও। কেননা, কুকুরের ঘায়েল করা যবাহর হুকুম রাখে। তবে তুমি যদি তোমার কুকুর বা কুকুরগুলোর সঙ্গে অন্য কুকুর পাও এবং তুমি আশংকা কর যে, অন্য কুকুরটিও তোমার কুকুরের শিকার পাকড়াও করেছে এবং হত্যা করেছে, তা হলে তা খেও না। কেননা, তুমি তো কেবল নিজের কুকুর ছাড়াকালে বিস্মিল্লাহ্ বলেছ। অন্যের কুকুরের ক্ষেত্রে তা বলনি।

٢١٦٨ . بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِيْ الْمَقْتُوْلَةِ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمَوْقُوْذَةُ وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيْمُ وَعَطَاءُ وَالْحَسَنُ ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ رَمْيَ الْبَنْدُقَةِ فِيْ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا فِيْمَا سِوَاهُ

২১৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ তীর লব্ধ শিকার। বন্দুকের গুলিতে শিকার সম্বন্ধে ইব্ন 'উমর (রা) বলেছেন ঃ এটি মাওকুযাহ বা থেতলিয়ে যাওয়া শিকারের অন্তর্ভুক্ত। সালিম, কাসিম, মুজাহিদ, ইব্রাহীম, 'আতা ও হাসান বসীর (র) একে মাকরূহ মনে করেন। হাসানের মতে গ্রাম এলাকা ও শহর এলাকায় বন্দুক দিয়ে শিকার করা মাকরূহ। তবে অন্যত্র শিকার করতে কোন দোষ নেই

٥٠٨١ **حَدَّثَنَا** سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ ، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيْذٌ فَلاَ تَأْكُلْ فَقُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ قُلْتُ فَإِنْ أَكَلَ قَالَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا أٰخَرَ قَالَ لاَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى أٰخَرَ -

৫০৮১ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)...... 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তীরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি তীরের ধারাল অংশ দ্বারা আঘাত করে থাক তাহলে খাও, আর যদি ফলকের আঘাত লেগে থাকে এবং শিকারটি মারা যায়, তা'হলে খেওনা। কেননা, সেটি ওয়াকীয বা থেতলিয়ে মরার অন্তর্ভুক্ত। আমি বললাম ঃ আমি তো শিকারের জন্য কুকুর ছেড়ে দেই। তিনি উত্তর দিলেন ঃ যদি তোমার কুকুরকে তুমি বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়ে ছেড়ে থাক, তা হলে খাও। আমি আবার বললাম ঃ যদি কুকুর কিছুটা খেয়ে ফেলে? তিনি বললেন ঃ তা হলে খেও না কেননা, সে তা তোমার জন্য ধরে রাখেনি বরং সে ধরেছে নিজের জন্যই। আমি বললাম ঃ আমি আমার কুকুরকে পাঠাবার পর যদি তার সঙ্গে অন্য কুকুরকেও দেখতে পাই, তখন? তিনি বললেন ঃ তাহলে খেওনা। কেননা, তুমি তো কেবল তোমার কুকুর ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ্ বলেছ, অন্য কুকুরের ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ্‌ বলনি।

٢١٦٩. بَابُ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضِ بِعَرْضِهِ

২১৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ তীরের ফলকে আঘাত প্রাপ্ত শিকার

٥٠٨٢ **حَدَّثَنَا** قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ قَالَ كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَانْ قَتَلْنَ قُلْتُ وَإِنَّا نَرْمِيْ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ كُلْ مَا خَزَقَ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ -

৫০৮২ কাবীসা (র)...... 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে শিকারে পাঠিয়ে থাকি। তিনি বললেন ঃ কুকুরগুলো তোমার জন্য যেটি ধরে রাখে সেটি খাও। আমি বললামঃ যদি ওরা হত্যা করে ফেলে? তিনি বললেন ঃ যদি ওরা হত্যাও করে ফেলে। আমি বললাম ঃ আমরা

তো ফলকের সাহায্যেও শিকার করে থাকি। তিনি বললেন ঃ সেটি খাও, যেটি তীরে যখম করেছে; আর যেটি তীরের পার্শ্বের আঘাতে মারা গেছে সেটি খেওনা।

٢١٧٠ . بَابُ صَيْدِ الْقَوْسِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ لاَ تَأْكُلُ الَّذِيْ بَانَ وَتَأْكُلُ سَائِرَهُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ وَ قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ أُسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ حِمَارٌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوْهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ دَعُوْا مَا سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوْهُ

২১৭০. পরিচ্ছেদ ঃ ধনুকের সাহায্যে শিকার করা। হাসান ও ইব্‌রাহীম (র) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি শিকারকে আঘাত করে, ফলে তার হাত কিম্বা পা পৃথক হয়ে যায়, তাহলে পৃথক অংশটি খাওয়া যাবে না, অবশিষ্ট অংশটি খাওয়া যাবে। ইব্‌রাহীম (র) বলেছেন ঃ তুমি যদি শিকারের ঘাড়ে কিম্বা মধ্যভাগে আঘাত কর, তা হলে তা খাও। যায়েদের সূত্রে আ'মাশ (র) বলেছেন যে, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদের গোত্রে একটি গাধা নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। তখন তিনি আদেশ দিয়েছিলেন ঃ তার দেহের যে অংশই সম্ভব হয় সেখানেই আঘাত কর। তারপর যে অংশটি ছিঁড়ে যাবে তা ফেলে দাও, আর অবশিষ্ট অংশ খাও

٥٠٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفَنَأْكُلُ فِيْ آنِيَتِهِمْ ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيْدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ ، وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ ، فَمَا يَصْلُحُ لِي ، قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوْا فِيْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ -

৫০৮৩ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র)...... আবূ সা'লাবা আল খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বসবাস করি। আমরা কি তাদের থালায় খেতে পারি? তাছাড়া আমরা শিকারের অঞ্চলে থাকি। তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করি এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি। এমতাবস্থায় আমার জন্য কোনটা দুরস্ত হবে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ তুমি যে সকল আহলে কিতাবের কথা উল্লেখ করলে তাতে বিধান হল ঃ যদি ভিন্ন পাত্র পাও তাহলে তাদের পাত্রে খাবে না। আর যদি না পাও, তাহলে তাদের পাত্রগুলো ধৌত করে নাও। তারপর তাতে আহার কর। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করেছ এবং বিস্‌মিল্লাহ্ পড়েছ সেটি খাও। আর

যে প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সাহায্যে শিকার করেছ এবং বিস্‌মিল্লাহ্ পড়েছ, সেটি খাও। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দ্বারা শিকার করেছ, সেটি যদি যবাহ্ করার সুযোগ পাও, তা হলে খেতে পার।

٢١٧١ . بَابُ الْخَذْفِ وَالْبَنْدُقَةِ

২১৭১. পরিচ্ছেদ ঃ ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করা ও বন্দুক মারা

٥٠٨٤ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَاللَّفْظُ لِيَزِيْدَ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لاَ تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَذَفِ أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلاَ يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ وَلٰكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ ، ثُمَّ رَاٰهُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهٰى عَنِ الْخَذَفِ أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ لاَ أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا -

৫০৮৪ ইউসুফ ইব্‌ন রাশেদ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করছে। তখন তিনি তাকে বললেন ঃ পাথর নিক্ষেপ করোনা। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাথর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন অথবা রাবী বলেছেন ঃ পাথর ছোঁড়াকে তিনি অপছন্দ করতেন এবং নবী ﷺ বলেছেন ঃ এর দ্বারা কোন প্রাণী শিকার করা হয় না এবং কোন শত্রুকেও ঘায়েল করা হয় না। তবে এটি কারো দাঁত ভেংগে ফেলতে পারে এবং চোখ ফুঁড়ে দিতে পারে। তারপর তিনি আবার তাকে পাথর ছুঁড়তে দেখলেন। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীস বর্ণনা করেছিলাম যে, তিনি পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন অথবা তিনি তা অপছন্দ করেছেন। অথচ তুমি পাথর নিক্ষেপ করছ? আমি তোমার সঙ্গে কথাই বলব না– এতকাল এতকাল পর্যন্ত।

٢١٧٢. بَابُ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

২১৭২. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি শিকার বা পশু-রক্ষার কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে

٥٠٨٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطَانِ -

৫০৮৫ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমন কুকুর লালন পালন করে যেটি পশুরক্ষার জন্যও নয় কিংবা শিকারের জন্যও নয়; তার আমল থেকে প্রত্যহ দুই কীরাত পরিমাণ হ্রাস পাবে।

٥٠٨٦ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اقْتَنَىٰ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبٌ ضَارٍ لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، فَإِنَّهُ يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ -

৫০৮৬ মাক্‌কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (রা)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন' উমর (রা) নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর কিংবা পশু রক্ষাকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কোন কুকুর পোষে, সেই ব্যক্তির আমলের সাওয়াব থেকে প্রত্যহ দুই কীরাত পরিমাণ কমে যায়।

٥٠٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنِ اقْتَنَىٰ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ -

৫০৮৭ 'আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পশু রক্ষাকারী কিংবা শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালন করে, তার আমল থেকে প্রতিদিন দুই কীরাত পরিমাণ সওয়াব কমে যায়।

٢١٧٣ . بَابُ إِذَا أَكَلَ الْكَلْبَ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ الصَّوَائِدَ وَالْكَوَاسِبُ ، اجْتَرَحُوْا اكْتَسَبُوْا ، تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوْا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ، إِلَى قَوْلِهِ سَرِيْعُ الْحِسَابِ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَاللهُ يَقُوْلُ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَتُضْرَبُ وَتُعَلَّمُ حَتَّى يَتْرُكَ وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَرِبَ الدَّمَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ

২১৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ শিকারী কুকুর যদি শিকারের কিছুটা খেয়ে ফেলে এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে থাকে যে, তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে?...... নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর – পর্যন্ত। (মায়িদাহ ঃ ৫ঃ ৪) اجْتَرَحُوْا তারা যা উপার্জন করেছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ যদি কুকুর শিকারের কিছুটা খেয়ে ফেলে, তবে সে শিকার নষ্ট করে ফেলল। কেননা, সে তো তখন নিজের জন্য ধরেছে বলে গণ্য হবে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ "যেগুলোকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ যে ভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে শিক্ষা দান করেছেন। কাজেই কুকুরকে প্রহার করতে হবে এবং শিক্ষা দিতে হবে, যাতে সে শিকার খাওয়া

বর্জন করে।" ইব্‌ন উমর (রা) এটিকে মাকরূহ বলতেন। আতা (রা) বলেছেন কুকুর যদি রক্ত পান করে আর গোশ্ত না খায় তাহলে (সেই শিকার) খেতে পারে

٥٠٨٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ -

৫০৮৮ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)...... 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমরা এমন সম্প্রদায়, যারা এ সকল কুকুরের দ্বারা শিকার করে থাকি। তিনি বললেন ঃ তুমি যদি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে পাঠিয়ে থাক তাহলে ওরা যেগুলো তোমাদের জন্য ধরে রাখে, তা খাও; যদিও শিকারকে কুকুর হত্যা করে ফেলে। তবে যদি কুকুর শিকারের কিছুটা খেয়ে ফেলে (তাহলে খাবে না)। কেননা, তখন আমার আশংকা হয় যে, সে শিকার নিজেরই উদ্দেশ্যে ধরেছে। আর যদি তার সঙ্গে অন্য কুকুর মিলে যায়, তাহলে খাবে না।

٢١٧٤ . بَابُ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً

২১৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ শিকার যদি দুই বা তিনদিন শিকারী থেকে অদৃশ্য থাকে

٥٠٨٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِذَا خَالَطَ كِلاَبًا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ * وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِرُ أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ -

৫০৮৯ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)...... 'আদী ইব্‌ন হাতিম (র)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তুমি যদি তোমার কুকুরকে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে পাঠাও, এরপর কুকুর শিকার পাকড়াও করে এবং মেরে ফেলে, তবে তুমি তা খেতে পার। আর যদি কুকুর কিছুটা খেয়ে ফেলে, তাহলে খাবে না। কেননা, সে তো নিজের জন্যই ধরেছে। আর যদি এমন কুকুরদের সঙ্গে মিশে যায়, যাদের উপর বিস্‌মিল্লাহ পড়া হয়নি এবং সেগুলো শিকার ধরে মেরে ফেলে, তা হলে তা খাবে না। কেননা, তুমি তো জান না যে, কোন কুকুরটি হত্যা করেছে? আর যদি তুমি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে

থাক; এরপর তা একদিন বা দুইদিন পর এমতাবস্থায় হাতে পাও যে, তার গায়ে তোমার তীরের আঘাত ছাড়া অন্য কিছু নেই, তাহলে খাও। আর যদি তা পানির মধ্যে পড়ে থাকে, তা হলে তা খাবে না। 'আবদুল আলা দাউদ সূত্রে আদী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে এবং দুই তিন দিন পর্যন্ত সেই শিকারের অনুসন্ধানের পর মৃত অবস্থায় পায় এবং দেখে যে, তার গায়ে তার তীর লেগে রয়েছে (তখন সে কি করবে)? নবী ﷺ বললেন ঃ ইচ্ছা করলে সে তা খেতে পারে।

٢١٧٥. بَابُ إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ

২১৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ শিকারের সাথে যদি অন্য কুকুর পাওয়া যায়

٥٠٩٠ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِيْ وَأُسَمِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ ، فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، قُلْتُ إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ لاَ أَدْرِيْ أَيُّهُمَا أَخَذَهُ فَقَالَ لاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيْذٌ فَلاَ تَأْكُلْ -

৫০৯০ আদাম (র)...... 'আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে আমার কুকুরকে পাঠিয়ে থাকি। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি যদি বিসমিল্লাহ্ পড়ে তোমার কুকুরটিকে পাঠিয়ে থাক, এরপর সে শিকার ধরে মেরে ফেলে এবং কিছুটা খেয়ে নেয়, তা হলে তুমি খেয়ো না। কেননা, সে তো নিজের জন্যই তা ধরেছে। আমি বললাম ঃ আমি আমার কুকুরটিকে পাঠালাম পরে তার সঙ্গে অন্য কুকুরও দেখতে পেলাম। আমি ঠিক জানি না উভয়ের কে শিকার ধরেছে। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তা খেয়ো না। কেননা, তুমি তো তোমার কুকুরের উপরই বিস্‌মিল্লাহ পড়েছ, অন্যটির উপর পড়নি। আমি তাঁকে তীরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি তীরের ধার দিয়ে আঘাত করে থাক, তাহলে খাও। আর যদি পার্শ্বের দ্বারা আঘাত কর আর তাতে তা মারা যায়, তাহলে সেটি ওয়াকীয-থেতলিয়ে মারার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা খেয়ো না।

٢١٧٦ . بَابُ مَا جَاءَ فِيْ التَّصَيُّدِ

২১৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ শিকারে অভ্যস্ত হওয়া সম্পর্কে

٥٠٩١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ أَخْبَرَنِي ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهٰذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ

وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ -

৫০৯১ মুহাম্মদ (র)...... 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করে বললাম ঃ আমরা এমন সম্প্রদায়, যারা এ সকল কুকুরের দ্বারা শিকার করতে অভ্যস্ত। তিনি বললেন ঃ তুমি যদি আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে (বিস্‌মিল্লাহ্ বলে) তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে পাঠাও, তাহলে কুকুরগুলো তোমার জন্য যা ধরে রাখবে, তুমি তা খেতে পার। তবে কুকুর যদি কিছুটা খেয়ে ফেলে, তাহলে তুমি খেয়ো না। কেননা, আমার আশংকা হয় যে, সে তখন নিজের জন্যই ধরেছে। আর যদি তার সঙ্গে অন্যান্য কুকুর শামিল হয়, তাহলেও খেয়ো না।

٥٠٩٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ إِدْرِيْسَ عَائِذُ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِيْ آنِيَتِهِمْ ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيْدُ بِقَوْسِي ، وَأَصِيْدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ ، وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا ، فَأَخْبِرْنِي مَا لَّذِيْ يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِيْ آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلاَ تَأْكُلُوْا فِيْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرُ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرُ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ -

৫০৯২ আবূ 'আসিম ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ রাজা (র)...... আবূ সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আহ্‌লে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বসবাস করি, তাদের পাত্রে আহার করি। আর আমরা শিকারের অঞ্চলে থাকি, শিকার করি তীর ধনুক দিয়ে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন কুকুর দিয়েও। অতএব আমাকে বলে দিন, এর মধ্যে আমাদের জন্য কোন্‌টি হালাল? তিনি বললেনঃ তুমি যা উল্লেখ করেছ, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বসবাস কর, তাদের পাত্রে খানা খাও। তবে যদি তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও, তাহলে তাদের পাত্রে আহার করো না। আর যদি না পাও, তাহলে ঐ গুলো ধৌত করে তারপর তাতে আহার করবে। আর তুমি উল্লেখ করেছ যে তুমি শিকারের অঞ্চলে থাক। তুমি যা তীর ধনুক দ্বারা শিকার কর, তাতে তুমি বিস্‌মিল্লাহ্ পড়বে এবং তা

খাবে। তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে যা শিকার কর, তাতে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়বে এবং তা খাবে। আর তুমি যা শিকার কর তোমার এমন কুকুরের দ্বারা যেটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়, সেখানে যদি যবাহ্ করার সুযোগ পাও, তাহলে খেতে পার।

٥٠٩٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتَّى لَغِبُوْا فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ -

৫০৯৩ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাররুয যাহরান নামক স্থানে একটি খরগোশ ধাওয়া করলাম। লোকজন তার পেছনে ছুটতে থাকে এবং তারা ব্যর্থ হয়। এরপর আমি তার পেছনে ছুটলাম। অবশেষে সেটি ধরে ফেললাম। তারপর আমি এটিকে আবূ তালহার নিকট নিয়ে এলাম। তিনি এটির উভয় রান ও নিতম্ব নবী ﷺ -এর নিকট পাঠান। নবী ﷺ সেটি গ্রহণ করেন।

٥٠٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطًا فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا ، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ ، فَلَمَّا أَدْرَكُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَأَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوْهَا اللهُ -

৫০৯৪ ইসমাঈল (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন। অবশেষে তিনি মক্কার কোন এক রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ পেছনে পড়ে গেলেন। তাঁরা ছিলেন ইহরাম বাঁধা অবস্থায়। আর তিনি ছিলেন ইহ্‌রাম ছাড়া অবস্থায়। তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে তার ঘোড়ার উপর আরোহণ করলেন। তারপর সাথীদের তাঁর হাতে তাঁর চাবুক তুলে দিতে অনুরোধ করলেন। তাঁরা অস্বীকার করলেন। অবশেষে তিনি নিজেই সেটি তুলে নিলেন এবং গাধাটির পিছনে দ্রুতবেগে ছুটলেন এবং সেটিকে হত্যা করলেন। নবী ﷺ -এর সাহাবীদের কেউ কেউ তা খেলেন, আবার কেউ কেউ তা খেতে অস্বীকার করলেন। পরিশেষে তাঁরা যখন নবী ﷺ -এর কাছে পৌঁছলেন তখন তাঁরা বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন ঃ এটি তো এমন খাদ্য যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের খাওয়ার জন্য দিয়েছেন।

٥٠٩٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ -

৫০৯৫ ইসমা'ঈল (র)...... আবূ কাতাদা (রা)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে রয়েছে যে, তিনি বললেন ঃ তোমাদের সাথে কি তার কিছু গোশ্‌ত আছে?

٢١٧٧ . بَابُ التَّصَيُّدِ عَلَى الْجِبَالِ

২১৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ পাহাড়ে শিকার করা

٥٠٩٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنِ وَهَبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِيْ قَتَادَةَ وَأَبِيْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ ، وَأَنَا رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ ، وَكُنْتُ رَقَّاءً عَلَى الْجِبَالِ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذُلِكَ إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِيْنَ لِشَيْءٍ ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ ، فَإِذَا هُوَ حِمَارُ وَحْشٍ فَقُلْتُ لَهُمْ مَا هٰذَا قَالُوْا لاَ نَدْرِيْ قُلْتُ هُوَ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ فَقَالُوْا هُوَ مَا رَأَيْتَ وَكُنْتُ نَسِيْتُ سَوْطِي فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُوْنِيْ سَوْطِي فَقَالُوْا لاَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ ضَرَبْتُ فِيْ أَثَرِهِ فَلَمْ يَكُنْ إِلاَّ ذُلِكَ حَتَّى عَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ قُوْمُوْا فَاحْتَمِلُوْا قَالُوْا لاَ نَمَسُّهُ فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِئْتُهُمْ بِهِ ، فَأَبَى بَعْضُهُمْ ، وَأَكَلَ بَعْضُهُمْ ، فَقُلْتُ أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَدْرَكْتُهُ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيْثَ فَقَالَ لِي أَبَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْهُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ، فَقَالَ كُلُوْا فَهُوَ طُعْمٌ أَطْعَمَكُمُوْهَا اللّٰهُ -

৫০৯৬ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী সফরে নবী ﷺ -এর সংগে ছিলাম। অন্যরা ছিলেন ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায়। আর আমি ছিলাম ইহ্‌রাম বিহীন এবং ঘোড়ার উপর সাওয়ার। পর্বত আরোহণে আমি ছিলাম দক্ষ। এমন সময়ে আমি লোকজনকে দেখলাম যে, তারা আগ্রহ সহকারে কি যেন দেখছে। কাজেই আমিও দেখতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি একটি বন্য গাধা। আমি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এটি কি? তারা উত্তর দিল ঃ আমরা জানি না। আমি বললাম ঃ এটি বন্য গাধা? তারা বলল ঃ এটি তাই তুমি যা দেখছ। আমি আমার চাবুকের কথা ভুলে গিয়েছিলাম, তাই তাদের বললাম ঃ আমাকে আমার চাবুকটি তুলে দাও। তারা বলল ঃ আমরা তোমাকে এ কাজে সাহায্য করব না। অগত্যা আমি নেমে চাবুকটি তুলে নিলাম। তারপর সেটির পেছনে

ছুটলাম। অবশেষে আমি সেটিকে ঘায়েল করলাম এবং তাদের কাছে এসে বললাম ঃ যাও, এটাকে তুলে নিয়ে আসো। তারা বলল ঃ আমরা ওটিকে স্পর্শ করবো না। তখন আমি নিজেই সেটিকে তুলে তাদের কাছে নিয়ে এলাম। তাদের মধ্যে কয়েকজন তা খেতে অসম্মতি প্রকাশ করল। আর কয়েকজন তা খেল। আমি বললাম ঃ আমি নবী ﷺ -এর নিকট থেকে তোমাদের জন্য বিষয়টি জেনে নেব। এরপর আমি তাঁকে পেলাম এবং এ ঘটনা শুনালাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তোমাদের সংগে সেটির অবশিষ্ট কিছু আছে কি? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ খাও। কেননা, এটি তো এমন খাবারের জিনিস যা আল্লাহ্ তোমাদের খাওয়ার জন্য দিয়েছে।

٢١٧٨. بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ - وَ قَالَ عُمَرُ صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ وَطَعَامُهُ مَا رَمَى بِهِ، وَقَالَ أَبُوبَكْرٍ الطَّافِيْ حَلَالٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَعَمُهُ مَيْتَتُهُ ، إِلاَّ مَا قَذِرْتَ مِنْهَا، وَالْجِرِيُّ لاَ تَأْكُلُهُ الْيَهُوْدُ وَنَحْنُ نَأكُلُهُ، وَقَالَ شَرِيْحٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّ شَيْءٍ فِيْ الْبَحْرِ مَذْبُوْحٌ ، وَقَالَ عَطَاءٌ أَمَّا الطَّيْرُ فَأَرَى أَنْ يَذْبَحَهُ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ صَيْدُ الْأَنْهَارِ وَقِلَاتِ السَّيْلِ أَصَيْدُ بَحْرٍ هُوَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، ثُمَّ تَلاَ : هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُوْنَ لَحْماً طَرِيًّا، وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُوْدِ كِلَابِ الْمَاءِ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوْا الضَّفَادِعَ لأَطْعَمْتُهُمْ ، وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بِالسُّلَحْفَاةِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ وَإِنْ صَادَهُ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُوْدِيٌّ أَوْ مَجُوْسِيٌّ ، وَقَالَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ فِيْ الْمُرِي ذَبَحَ الْخَمْرَ النِّيْنَانُ وَالشَّمْسُ

২১৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র ইরশাদ ঃ তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে,...... (৫ ঃ ৯৬)। 'উমর (রা) বলেছেন 'صيده' যা শিকার করা হয়, আর 'طعامه' সমুদ্র যাকে নিক্ষেপ করে। আবূ বক্র (রা) বলেছেন ঃ মরে যা ভেসে উঠে তা হালাল। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ 'طعامه' সমুদ্রে প্রাপ্ত মৃত জানোয়ার খাদ্য, তবে তন্মধ্যে যেটি ঘৃণিত সেটি ছাড়া। বাইন জাতীয় মাছ ইয়াহূদীরা খায় না, আমরা খাই। নবী ﷺ -এর সাহাবী আবূ শুরায়হ (রা) বলেছেন ঃ সমুদ্রের সব জিনিসই যবাহকৃত বলে গণ্য। আতা (র) বলেছেন ঃ (সমুদ্রের) পাখি সম্পর্কে আমার মত সেটিকে যবাহ্ করতে হবে। ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, আমি আতা (র)-কে খাল, বিল, নদী-নালা ও জলাশয়ের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এ গুলো কি সমুদ্রের শিকারের অন্তর্ভুক্ত? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হাঁ। তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ 'هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَمِلْحٌ أُجَاجٌ' এর পানি সুস্বাদু ও তৃপ্তিদায়ক (যা

পান করার উপযোগী) আর অপরটির পানি লোনা ও বিস্বাদ। আর এর প্রত্যেকটি থেকেই তোমরা খাও তাজা গোশ্‌ত।' হাসান সমুদ্রের কুকুরের চামড়ায় নির্মিত ঘোড়ার গদির উপর আরোহণ করেছেন। শা'বী (র) বলেছেন ঃ আমার পরিবারের লোকেরা যদি ব্যঙ খেত, তা হলে আমি তাদের তা খাওয়াতাম। হাসান (র) কচ্ছপ খাওয়াকে দোষের মনে করতেন না। 'ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ সমুদ্রের সব ধরনের শিকার খেতে পার, যদিও তা কোন ইয়াহূদী কিংবা খৃস্টান কিংবা অগ্নিপূজক শিকার করে থাকে। আবুদ্ দারদা (রা) বলেন ঃ মাছ ও সূর্যের তাপ শরাবকে পাক করে

٥٠٩٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَي عَنِ ابْنِ جَرِيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطَ ، وَأُمِّرَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوْعًا شَدِيْدًا فَأَلْقَي الْبَحْرُ حُوْتًا مَيِّتًا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرَ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفُ شَهْرٍ فَأَخَذَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ -

৫০৯৭ মুসাদ্দাদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'জায়শুল খাবত' অভিযানে ছিলাম। আমাদের সেনাপতি নিয়োগ করা হয়েছিল আবূ উবায়দা (রা)-কে। এক সময় আমরা ভীষণভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লে, সমুদ্র এমন একটি মৃত মাছ তীরে নিক্ষেপ করল যে, এত বড় মাছ কখনো দেখা যায়নি। এটিকে 'আম্বর' বলা হয়। আমরা অর্ধমাস যাবত এটি খেলাম। আবূ উবায়দা (রা) এর একটি হাড় তুলে ধরলেন এবং এর নীচে দিয়ে একজন অশ্বারোহী অনায়াসে বেরিয়ে গেল।

٥٠٩٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَ مِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيْرُنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ نَرْصُدُ عِيْرًا لِقُرَيْشٍ فَأَصَابَنَا جُوْعٌ شَدِيْدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ وَأَلْقَي الْبَحْرُ حُوْتًا يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا قَالَ فَأَخَذَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِه فَنَصَبَهُ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ ، وَكَانَ فِيْهَا رَجُلٌ فَلَمَّا اشْتَدَّ الْجُوْعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَهَاهُ أَبُوْ عُبَيْدٍ -

৫০৯৮ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ আমাদের তিনশ' সাওয়ার পাঠালেন – আমাদের সেনাপতি ছিলেন আবূ উবায়দা (রা)। উদ্দেশ্য ছিল আমরা যেন কুরাইশদের একটি কাফেলার অপেক্ষা করি। তখন আমাদের ভীষণ ক্ষিধে পেল। এমন কি আমরা 'خبط' (গাছের পাতা) খেতে আরম্ভ করলাম। ফলে এ বাহিনীর নামকরণ করা হয় "জায়শুল খাবত"। তখন সমুদ্র আম্বর নামক একটি মাছ পাড়ে তুলে দেয়। আমরা এটি থেকে

অর্ধমাস যাবত আহার করলাম। আমরা এর চর্বি তেল রূপে গায়ে মাখতাম। ফলে আমাদের শরীর সতেজ হয়ে উঠে। আবূ 'উবায়দা (রা) মাছটির পাজরের কাঁটাগুলোর একটি খাড়া করে ধরলেন, তখন একজন অশ্বারোহী তার নীচ দিয়ে অতিক্রম করে গেল। আমাদের মধ্যে (কোয়স ইবন না'দ) এক ব্যক্তি ছিলেন, খাদ্যাভাব তখন ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। তখন তিনি তিনটি উট যবাহ্ করেন। তারপর আরো তিনটি যবাহ্ করেন। এরপর আবূ উবায়দা (রা) তাঁকে বারণ করলেন।

٢١٧٩ . بَابُ أَكْلِ الْجَرَادِ

২১৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ ফড়িং খাওয়া

٥٠٩٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ يَعْفُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا كُنَّا نَاكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ قَالَ سُفْيَانُ وَأَبُوْ عَوَانَةَ وَإِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ يَعْفُوْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ أَوْفَى سَبْعَ غَزَوَاتٍ -

৫০৯৯ আবুল ওয়ালীদ (র)...... ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ -এর সংগে সাতটি কিংবা ছয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমরা তাঁর সংগে ফড়িং ও খাই। সুফিয়ান, আবূ আওয়ানা ও ইসরাইল এরা আবূ ইয়াফূর ইব্ন আওফার সূত্রে বর্ণনা করেছেন সাতটি যুদ্ধে।

٢١٨٠ . بَابُ آنِيَةِ الْمَجُوْسِ وَالْمَيْتَةِ

২১৮০. পরিচ্ছেদ ঃ অগ্নিপূজকদের বাসনপত্র ও মৃত জানোয়ার

٥١٠٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ ابْنِ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَنَاكُلُ فِيْ آنِيَتِهِمْ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيْدُ بِقَوْسِيْ وَأَصِيْدُ بِكَلْبِيَ الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ فَلَا تَأْكُلُوْا فِيْ آنِيَتِهِمْ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوْا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا بُدًّا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيْدٍ ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ -

৫১০০ আবূ 'আসিম (র)...... আবূ সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আহলে কিতাবের এলাকায় বাস করি, তাদের পাত্রে খাই এবং আমরা শিকারের এলাকায় বাস করি, তীর-ধনুকের সাহায্যে শিকার করি

এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ও প্রশিক্ষণবিহীন কুকুরের সাহায্যে শিকার করি। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি যে বললে তোমরা আহলে কিতাবের ভূখণ্ডে থাক, অপারগ না হলে তাদের বাসন পত্রে খেও না, যদি কোন উপায় না পাও তাহলে সেগুলো ধুয়ে তাতে খেয়ো। আর তুমি যে বললে, তোমরা শিকারের অঞ্চলে বাস কর, যদি তুমি তোমার তীরের দ্বারা যা শিকার করতে চাও, সেখানে আল্লাহ্‌র নাম নেও এবং খাও। আর তুমি যা তোমার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরের সাহায্যে শিকার কর, সেখানে আল্লাহ্‌র নাম নেও এবং খাও। আর তুমি যা শিকার কর তোমার প্রশিক্ষণবিহীন কুকুরের সাহায্যে এবং তা যবাহ্ করার সুযোগ (অর্থাৎ জীবিত) পাও, তবে তা (যবাহ্ করে) খাও।

٥١٠١ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ ابْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا اَمْسُوْا يَوْمَ فَتَحُوْا خَيْبَرَ أَوْقَدُوْا النِّيْرَانَ قَالَ النَّبِي ﷺ عَلَى مَا اَوْقَدْتُمْ هٰذِهِ النِّيْرَانَ، لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ قَالَ أَهْرِيْقُوْا مَا فِيْهَا ، وَاكْسِرُوْا قُدُوْرَهَا ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ نُهَرِيْقُ مَا فِيْهَا وَنَغْسِلُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْذَاكَ -

৫১০১ মাক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের দিন সন্ধ্যায় মুসলমানগণ আগুন জ্বালালেন। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি জন্য এ সব আগুন জ্বালিয়েছ? তারা বলল ঃ গৃহ পালিত গাধার গোশ্‌ত। তিনি বললেন ঃ পাতিলের সব কিছু ফেলে দাও এবং পাতিলগুলো ভেঙ্গে ফেল। দলের একজন দাঁড়িয়ে বলল ঃ পাতিলের সব কিছু ফেলে দেই এবং পাতিলগুলো ধুয়ে নেই? নবী ﷺ বললেন ঃ তাও করতে পার।

٢١٨١ . بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيْحَةِ وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسِيَ فَلاَ بَأسَ - وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : وَلاَ تَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ، وَالنَّاسِي لاَ يُسَمَّى فَاسِقًا، وَقَوْلِهِ : وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَإِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ

২১৮১. পরিচ্ছেদ ঃ যবাহের বস্তুর উপর বিস্‌মিল্লাহ্ বলা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যে বিস্‌মিল্লাহ্ তরক করে। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ কেউ বিসমিল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলে তাতে কোন দোষ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ "যে সব প্রাণীর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয় নি, তা থেকে আহার করো না। তা অবশ্যই গুনাহের কাজ।" আর যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ্ বলতে ভুলে যায়, তাকে গুনাহ্‌গার বলা যায় না। আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন ঃ "শয়তানরা তাদের বন্ধুদের প্ররোচনা দেয়......(শেষ পর্যন্ত)

٥١٠٢ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ

فَأَصَابَ النَّاسَ جُوْعٌ فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَمًا ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجِلُوْا فَنَصَبُوْا الْقُدُوْرَ فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النَّبِي ﷺ فَأَمَرَ بِالْقُدُوْرِ فَأُكْفِئَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ ، وَكَانَ فِيْ الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ فَطَلَبُوْهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا ، قَالَ وَقَالَ جَدِّي إِنَّا لَنَرْجُوْ أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ ، فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ ، أَمَّا السِّنُّ عَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ -

৫১০২ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র)...... রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ -এর সংগে 'যুল হুলায়ফা' নামক স্থানে ছিলাম। লোকজন ক্ষধার্ত হয়ে পড়ে। তখন আমরা কিছু সংখ্যাক উট ও বকরী (গনীমত স্বরূপ) লাভ করি। নবী ﷺ ছিলেন সকলের পেছনে। সবাই তাড়াতাড়ি করল এবং পাতিল চড়িয়ে দিল। নবী ﷺ তাদের কাছে এসে পৌছলেন। তখন তিনি পাতিলগুলো ঢেলে দিতে নির্দেশ দিলেন। পাতিলগুলো ঢেলে দেওয়া হল। তারপর তিনি (প্রাপ্ত গনীমত) বন্টন করলেন। দশটি বক্‌রী একটি উটের সমান গণ্য করলেন। এ সময়ে একটি উট পালিয়ে গেল। দলে অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল খুব কম। তারা উটটির পেছনে ছুটল কিন্তু তারা সেটি কাবু করতে ব্যর্থ হল। অবশেষে একজন উটটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে আল্লাহ্ উটটিকে থামিয়ে দিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ এ সকল চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে বন্য জানোয়ারের ন্যায় পালিয়ে যাওয়ার স্বভাব আছে। কাজেই যখন কোন প্রাণী তোমাদের থেকে পালিয়ে যায়, তখন তার সাথে তোমরা অনুরূপ ব্যবহার করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার দাদা বলেছেন, আমরা আশা করছিলাম, কিংবা তিনি বলেছেন, আমরা আশংকা করছিলাম যে, আগামীকাল আমরা শত্রুদের সম্মুখীন হতে পারি। অথচ আমাদের নিকট কোন ছুরি নেই। তাহলে আমরা কি বাঁশের (বাখারী) দিয়ে যবাহ্ করবো? নবী ﷺ বললেন ঃ যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে দেয় এবং তাতে বিসমিল্লাহ্ বলা হয় তা খাও। তবে দাঁত ও নখ দিয়ে নয়। এ সম্পর্কে আমি তোমাদের অবহিত করছি যে, দাঁত হল হাড় বিশেষ, আর নখ হল হাবশী সম্প্রদায়ের ছুরি।

٢١٨٢ . بَابُ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالْأَصْنَامِ

২১৮২. পরিচ্ছেদ ঃ যে জন্তুকে দেব-দেবী ও মূর্তির নামে যবাহ্ করা হয়

٥١٠٣ حَدَّثَنَا مُعَلَّي بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ أَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَالِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ

نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ وَذَاكَ قَبْلُ أَنْ يُنْزَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سُفْرَةً فِيْهَا لَحْمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ إِنِّيْ لاَ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُوْنَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلاَ آكُلُ إِلاَّ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ -

৫১০৩ মু'আল্লা ইব্‌ন আসাদ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'বালদাহ' নামক স্থানে নিম্ন অঞ্চলে যায়েদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন নুফায়লের সংগে সাক্ষাত করেন। ঘটনাটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর অহী নাযিল হওয়ার আগের। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে দস্তরখান বিছানো হল। তাতে ছিল গোশ্‌ত। তখন যায়েদ ইব্‌ন 'আমর তা থেকে খেতে অস্বীকার করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের দেব-দেবীর নামে যা যবাহ্ কর, তা থেকে আমি খাই না। আমি কেবল তাই খাই যা আল্লাহ্‌র নামে যবাহ্ করা হয়েছে।

٢١٨٣ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ

২১৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর ইরশাদ ঃ আল্লাহ্‌র নামে যবাহ্ করবে

٥١٠٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أُضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوْا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوْا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ -

৫১০৪ কুতায়বা (র)...... জুনদুব ইব্‌ন সুফিয়ান বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে কুরবানী উদ্‌যাপন করলাম। তখন কতক লোক সালাতের আগেই তাদের কুরবানীর পশুগুলো যবাহ্ করে নিয়েছিল। নবী ﷺ সালাত থেকে ফিরে যখন দেখলেন, তারা সালাতের আগেই যবাহ্ করে ফেলেছে, তখন তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতের আগে যবাহ্ করেছে, সে যেন তার বদলে আরেকটি যবাহ্ করে নেয়। আর যে ব্যক্তি আমাদের সালাত আদায় করা পর্যন্ত যবাহ্ করেনি, সে যেন এখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবাহ্ করে।

٢١٨٤ . بَابُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيْدِ

২১৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে অর্থাৎ বাঁশ, পাথর ও লোহা

٥١٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ

مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا ، فَقَالَ لأَهْلِهِ لاَ تَأْكُلُوْا حَتَّى أَتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَوْبَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا -

৫১০৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (র)...... ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে জানিয়েছেন যে, তাঁর পিতা (কা'ব) তাকে বলেছেন ঃ তাদের একটি দাসী 'সালা' নামক স্থানে বক্‌রী চরাত। এক সময় সে দেখতে পেল, পালের একটি বক্‌রী মারা যাচ্ছে। সে একটি পাথর ভেঙ্গে তা দিয়ে সেটি যবাহ্ করল। তখন তিনি (কা'ব) পরিবারের লোকজনকে বললেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসার আগে তোমরা তা খেয়ো না। অথবা তিনি বলেছেনঃ আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করার এমন কাউকে পাঠিয়ে জেনে নেওয়ার আগে তোমরা তা খেয়ো না। এরপর তিনি নবী ﷺ -এর কাছে এলেন অথবা তিনি কাউকে তাঁর নিকট পাঠালেন তখন নবী ﷺ সেটি খেতে আদেশ দিলেন।

٥١٠٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوْقِ وَهُوَ بِسَلْعٍ ، فَأُصِيْبَتْ شَاةٌ فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا فَذَكَرُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا -

৫১০৬ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)...... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, কা'ব ইব্‌ন মালিকের একটি দাসী বাজারের কাছে অবস্থিত 'সালা' নামক ছোট পাহাড়ের উপর তার বক্‌রী চরাতো। তন্মধ্যে একটি বক্‌রী মরণাপন্ন হয়ে পড়ে। সে এটিকে ধরল এবং পাথর ভেংগে তা দিয়ে সেটিকে যবাহ্ করে। তখন লোকজন নবী ﷺ -এর নিকট ঘটনাটি উল্লেখ করলে তিনি তাদের তা খাওয়ার অনুমতি দেন।

٥١٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَيْسَ لَنَا مُدًى ، فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ ، لَيْسَ الظُّفْرَ وَالسِّنَّ ، أَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَنَدَّ بَعِيْرٌ فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ إِنَّ لِهٰذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا هٰكَذَا -

৫১০৭ আবদান (র)...... রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কাছে কোন ছুরি নেই। নবী ﷺ উত্তর দিলেন ঃ যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে এবং যার উপর আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়, তা খাও। তবে দাঁত ও নখ দিয়ে নয়। নখ হল হাবশীদের ছুরি, আর দাঁত হল হাড়। তখন একটি উট পালিয়ে গেল। তীর নিক্ষেপ করে সেটিকে আটকানো হল। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ এ সকল উটের মধ্যে বন্য জন্তুর মত পালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস আছে। কাজেই তন্মধ্যে কোনটি যদি তোমাদের আয়ত্বের বাইরে চলে যায়, তাহলে তার সাথে এরূপ ব্যবহার কর।

٢١٨٥ . بَابُ ذَبِيْحَةِ الْمَرْأَةِ وَالأَمَةِ

২১৮৫. পরিচ্ছেদ : দাসী ও মহিলার যবাহকৃত জন্তু

٥١٠٨ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا * وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبٍ بِهٰذَا -

৫১০৮ সাদকা (র)...... কাব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক মহিলা পাথরের সাহায্যে একটি বক্‌রী যবাহ্ করেছিল। এ ব্যাপারে নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সেটি খাওয়ার নির্দেশ দেন। লায়স (র) নাফি' (র) সূত্রে বলেন : তিনি জনৈক আনসারকে নবী ﷺ থেকে 'আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যে, কা'ব (রা)-এর একটি দাসী......। পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٥١٠٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأُصِيْبَتْ شَاةٌ مِنْهَا ، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ كُلُوْهَا -

৫১০৯ ইসমা'ঈল (র)...... জনৈক আনসারী থেকে তিনি মু'আয ইব্‌ন সা'দ কিংবা সা'দা ইব্‌ন মু'আয (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর একটি দাসী 'সালা' পাহাড়ে বক্‌রী চরাতো। বক্‌রীগুলোর মধ্যে একটিকে মরোণ্মুখ দেখে সে একটি পাথর দিয়ে সেটিকে যবাহ্ করল। এই ব্যাপারে নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল তিনি বললেন : সেটি খাও।

٢١٨٦ . بَابُ لاَ يُذَكِّي بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ

২১৮৬. পরিচ্ছেদ : দাঁত, হাড় ও নখের সাহায্যে যবাহ্ করা যাবে না

٥١١٠ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ ابْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلْ يَعْنِيْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلاَّ السِّنُّ وَالظُّفُرَ -

৫১১০ কাবীসা (র)...... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : খাও অর্থাৎ যা রক্ত প্রবাহিত করে তবে দাঁত ও নখের দ্বারা নয়।

٢١٨٧ . بَابُ ذَبِيْحَةِ الأَعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ

২১৮৭. পরিচ্ছেদ : বেদুঈন ও তাদের মত লোকের যবাহকৃত জন্তু

٥١١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِيْ أَذُكِرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ، فَقَالَ سَمُّوْا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوْهُ ، قَالَتْ وَكَانُوْا حَدِيْثِيْ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ، تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، وَتَابَعَهُ أَبُوْ خَالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ -

৫১১১ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ্ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল লোক নবী ﷺ কে বলল ঃ কিছু সংখ্যক মানুষ আমাদের নিকট গোশ্‌ত নিয়ে আসে। আমরা জানি না যে, পশুটির যবাহের সময় বিসমিল্লাহ্ বলা হয়েছিল কিনা। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরাই এতে বিসমিল্লাহ্ পড় এবং তা খাও। 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ প্রশ্নকারী দলটি ছিল কুফর থেকে নতুন ইসলাম গ্রহণকারী। ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ দারাওয়ারদী (র) 'আলী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ খালিদ ও তুফাবী (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٨٨ . بَابُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُوْمِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى :

اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ، وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ بَأْسَ بِذَبِيْحَةِ نَصَارِيِّ الْعَرَبِ ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللهِ فَلاَ تَأْكُلْ ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ لاَ بَأْسَ بِذَبِيْحَةِ الْأَقْلَفِ

২১৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ আহলে কিতাবের যবাহকৃত জন্তু ও এর চর্বি। তারা দারুল হারবের হোক কিংবা না হোক। মহান আল্লাহ্‌র ইরশাদ ঃ আজ তোমাদের জন্য পবিত্র জিনিসসমূহ হালাল করে দেওয়া হল। আহলে কিতাবের খাবার তোমাদের জন্য হালাল, তোমাদের খাবারও তাদের জন্য হালাল। (মায়িদাহ ঃ ৫) যুহরী (র) বলেছেন ঃ আরব এলাকার খৃস্টানদের যবাহকৃত পশুতে কোন দোষ নেই। তবে তুমি যদি তাকে গায়রুল্লাহ্‌র নাম পড়তে শোন, তাহলে খেয়ো না। আর যদি না শুনে থাক, তাহলে মনে রেখ যে, আল্লাহ্ তাদের কুফরীকে জেনে নেওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হাসান ও ইব্‌রাহীম বলেছেন ঃ খাত্‌না বিহীন লোকের যবাহকৃত পশুতে কোন দোষ নেই

٥١١٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِيْنَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيْهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ -

৫১১২ আবুল ওয়ালীদ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বরের একটি কিল্লা অবরোধ করে রেখেছিলাম। এমন সময়ে এক ব্যক্তি চর্বি ভর্তি একটি থলে ছুঁড়ে মারল। আমি সেটি তুলে নেয়ার জন্য ছুটে গেলাম। ফিরে তাকিয়ে দেখি নবী ﷺ। তাঁকে দেখে আমি লজ্জিত হয়ে গেলাম। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, 'তাদের খাবার' দ্বারা তাদের যবাহ্‌কৃত জন্তু বুঝান হয়েছে।

٢١٨٩. بَابُ مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ ، وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِيْ يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ وَفِيْ بَعِيْرٍ تَرَدَّى فِيْ بِئْرٍ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكِّهُ، وَرَأَي ذٰلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةَ

২১৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে জন্তু পালিয়ে যায় তার হুকুম বন্য জন্তুর মত। ইব্‌ন মাস'উদ (রা) ও এ ফতোয়া দিয়েছেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ তোমার অধীনস্থ যে জন্তু তোমাকে অক্ষম করে দেয়, সে শিকারের ন্যায়। যে উট কুয়ায় পড়ে যায়। তার যে স্থানে তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, আঘাত (যবাহ্) কর। 'আলী, ইব্‌ন 'উমর এবং 'আয়েশা (র)ও এইমত পোষণ করেন

٥١١٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا لاَقُوْ الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ اعْجَلْ أَوْ أَرِنْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِهٰذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوْا بِهِ هٰكَذَا -

৫১১৩ 'আমর ইব্‌ন 'আলী (র) রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আগামী দিন শত্রুর সম্মুখীন হব, অথচ আমাদের কাছে কোন ছুরি নেই। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি ত্বরান্বিত করবে কিংবা তিনি বলেছেন ঃ তাড়াতাড়ি (যবাহ্) করবে। যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং এতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়, তা খাও। তবে দাঁত ও নখ দ্বারা নয়। তোমাকে বলছি ঃ দাঁত হল হাড় আর নখ হল হাবশীদের ছুরি। আমরা কিছু উট ও বক্‌রী গনীমত হিসাবে পেলাম। সে গুলো থেকে একটি উট পালিয়ে যায়। একজন সেটির উপর তীর নিক্ষেপ করলে আল্লাহ্ উটটি আটকিয়ে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ সকল গৃহপালিত উটের মধ্যে বন্যপশুর স্বভাব রয়েছে। কাজেই তন্মধ্যে কোনটি যদি তোমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা হলে তার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করবে।-

٢١٩٠ . بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ لاَ ذَبْحَ وَلاَ مَنْحَرَ إِلاَّ فِي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ ، قُلْتُ أَيَجْزِىْ مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، ذَكَرُ اللهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ ، قُلْتُ فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ، حَتىَّ يَقْطَعَ النِّخَاعَ قَالَ لاَ إِخَالُ وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهٰى عَنِ النَّخْعِ يَقُوْلُ يُقْطَعُ مَا دُوْنَ الْعَظْمِ ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوْتَ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ، وَقَالَ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ، وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الذَّكَاةُ فِيْ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلاَ بَأْسَ

২১৯০. পরিচ্ছেদ ঃ নহর ও যবাহ্ করা। আতা (র) এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইব্ন জুরায়জ বলেছেন, গলা বা সিনা ব্যতীত যবাহ্ কিংবা নহর করা যায় না। (আতা (র) বলেন) আমি বললাম ঃ যে জন্তুকে যবাহ্ করা হয় সেটিকে আমি যদি নহর করি, তাহলে যথেষ্ট হবে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা গরুকে যবাহ্ করার কথা উল্লেখ করেছেন। কাজেই যে জন্তুকে নহর করা হয়, তা যদি তুমি যবাহ্ কর, তবে তা জায়িয। অবশ্য আমার নিকট নহর করাই অধিক পছন্দনীয়। যবাহ্ অর্থ হচ্ছে রগগুলোকে কেটে দেওয়া। আমি বললাম ঃ তাহলে কিছু রগকে অবশিষ্ট রাখতে হবে যেন হাড়ের ভিতরের সাদা রগ কাটা না যায়। তিনি বললেন ঃ আমি তা মনে করি না। তিনি বললেন ঃ নাফি' (র.) আমাকে অবহিত করেছেন যে, ইব্ন 'উমর (রা) 'নাখ' থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ 'নাখ' হল হাড়ের ভিতরের সাদা রগ কেটে দেওয়া এবং তারপর ছেড়ে দেওয়া, যাতে জন্তুটি মারা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ "স্মরণ কর, মূসা যখন তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ আল্লাহ্ তোমাদের গরু যবাহ্ করতে আদেশ দিচ্ছেন...... যদিও তারা যবাহ্ করতে উদ্যত ছিল না তবুও তারা সেটিকে যবাহ্ করল"। (বাকারা ঃ ৬৭-৭১) পর্যন্ত। সাঈদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ গলা ও সিনার মধ্যে জবাহ্ করাকে জবাহ্ বলে। ইব্ন উমর, ইব্ন 'আব্বাস ও আনাস (রা) বলেন ঃ যদি মাথা কেটে ফেলে তাতে দোষ নেই

৫১১৪ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِيْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَتِيْ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ ـ

৫১১৪ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)...... আসমা বিন্‌ত আবূ বক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে আমরা একটি ঘোড়া নহর করে তা খেয়েছি।

٥١١٥ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعَ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَأَكَلْنَاهُ -

৫১১৫ ইসহাক (র)...... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আমলে আমরা একটি ঘোড়া যবাহ্ করেছি। তখন আমরা মদীনায় থাকতাম। পরে আমরা সেটি খেয়েছি।

٥١١٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ * تَابَعَهُ وَكِيْعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ فِي النَّحْرِ -

৫১১৬ কুতায়বা (র)......আসমা বিন্‌ত আবূ বক্‌র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আমলে আমরা একটি ঘোড়া নহর করেছি। এরপর তা খেয়েছি। 'নহর' কথাটির বর্ণনা এ সঙ্গে হিশামের সূত্র দিয়ে ওয়াকী ও ইব্‌ন উয়ায়না অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٩١ . بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُوْرَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

২১৯১. পরিচ্ছেদ ঃ পশুর অংগহানি করা, বেঁধে তীর দ্বারা হত্যা করা ও চাঁদমারী করা মাকরূহ

٥١١٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوْبَ فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوْا دَجَاجَةً يَرْمُوْنَهَا ، فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ -

৫১১৭ আবুল ওয়ালীদ (র)...... হিশাম ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আনাস (রা)-এর সংগে হাকাম ইব্‌ন আইয়্যূবের কাছে গেলাম। তখন আনাস (রা) দেখলেন, কয়েকটি বালক, কিংবা বর্ণনাকারী বলেছেন, কয়েকজন তরুণ একটি মুরগী বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছে। আনাস (রা) বললেন ঃ নবী ﷺ জীবজন্তুকে বেঁধে এভাবে তীর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন।

٥١١٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِيْ يَحْيَ

رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيْهَا فَمَشٰى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتّٰى حَلَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ فَقَالَ ازْجُرُوْا غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يُصْبَرَ هٰذَا الطَّيْرُ لِلْقَتْلِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيْمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ -

৫১১৮ আহ্‌মাদ ‘ইব্‌ন ‘ইয়াকুব (রা)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদের কাছে গিয়েছিলেন। এ সময় ইয়াহ্‌ইয়া পরিবারের একটি বালক একটি মুরগীকে বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছিল। ইব্‌ন ‘উমর (রা) মুরগীটির দিকে এগিয়ে গিয়ে সেটি মুক্ত করে দিলেন। তারপর মুরগী ও বালকটিকে সংগে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বললেন, তোমরা তোমাদের বালকদের হত্যার উদ্দেশ্যে এভাবে বেঁধে পাখি মারতে বাঁধা দিও। কেননা, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি ঃ তিনি হত্যার উদ্দেশ্যে জন্তু জানোয়ার বেঁধে তীর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন।

٥١١٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَمَرُّوْا بِفِتْيَةٍ أَوْ بِنَفَرٍ نَصَبُوْا دَجَاجَةً يَرْمُوْنَهَا فَلَمَّا رَاَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوْا عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا * تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ - حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيْوَانِ ، وَقَالَ عَدِيٌّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫১১৯ আবূ নু'মান (র)...... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন ঃ আমি ইব্‌ন উমর (রা) এর কাছে ছিলাম। এরপর আমরা একদল তরুণ, কিংবা তিনি বলেছেন, একদল মানুষের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, তারা একটি মুরগী বেঁধে তার প্রতি তীর ছুঁড়ছে। তারা যখন ইব্‌ন উমর (রা)-কে দেখতে পেল, তখন তারা তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন ঃ এ কাজ কে করেছে? এ কাজ যে করে নবী ﷺ তাঁর উপর অভিশাপ দিয়েছেন। শু'বা (র) থেকে সুলায়মান অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মিনহাল ইব্‌ন ‘উমার (রা) এর সূত্রে বলেন, যে ব্যক্তি পশুর অঙ্গহানি ঘটায় তাকে নবী ﷺ অভিসম্পাত করেছেন।

٥١٢٠ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهٰى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ -

৫১২০ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি লুটতরাজ ও অঙ্গহানি ঘটাতে নিষেধ করেছেন।

٢١٩٢ . بَابُ الدُّجَاجِ

২১৯২. পরিচ্ছেদ ঃ মুরগীর গোশ্‌ত

٥١٢١ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى يَعْنِي الأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ دَجَاجًا - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ أَحْمَرُ فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ ادْنُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ ، قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ أَكَلَ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ ، فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ آكُلَهُ، فَقَالَ ادْنُ أُخْبِرْكَ أَوْ أُحَدِّثْكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ، قَالَ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَهْبٍ مِنْ إِبِلٍ ، فَقَالَ أَيْنَ الأَشْعَرِيُّونَ أَيْنَ الأَشْعَرِيُّونَ قَالَ فَأَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى ، فَلَبِثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ ، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي نَسِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمِينَهُ ، فَوَاللهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمِينَهُ لاَ نُفْلِحُ أَبَدًا ، فَرَجَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا اسْتَحْمَلْنَاكَ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلَنَا فَظَنَنَّا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ ، فَقَالَ إِنَّ اللهَ هُوَ حَمَلَكُمْ ، إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا -

৫১২১ ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে, বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে মুরগীর গোশ্‌ত খেতে দেখেছি। আবূ মা'মার (র)...... যাহদাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ মূসা আশ'আরী (রা) এর কাছে ছিলাম। জারমের এ গোত্র ও আমাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ছিল। আমাদের কাছে খাবার আনা হল। তাতে ছিল মোরগের গোশ্‌ত। দলের মধ্যে লালচে রংয়ের এক ব্যক্তি বসা ছিল। সে খাবারের দিকে অগ্রসর হল না। আবূ মূসা আশ'আরী (রা) তখন বললেন ঃ এগিয়ে এসো, আমি নবী ﷺ কে মোরগের গোশ্‌ত খেতে দেখেছি। সে বলল ঃ আমি এটিকে এমন কিছু খেতে দেখেছি, যে কারণে তা খেতে আমি অপছন্দ করি। তখন আমি কসম করেছি যে, আমি তা খাব না। তিনি বললেন ঃ এগিয়ে এসো,

আমি তোমাকে জানাবো, কিংবা তিনি বলেছেন, আমি তোমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করবো। আমি আশ'আরীদের একদলসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এলাম। এরপর আমি তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হই যখন তিনি ছিলেন রাগান্বিত। তখন তিনি বন্টন করছিলেন সাদাকার কিছু জানোয়ার। আমরা তাঁর কাছে সাওয়ারী চাইলাম। তখন তিনি কসম করে বললেন ঃ আমাদের কোন সাওয়ারী দেবেন না এবং বললেন ঃ তোমাদের সাওয়ারীর জন্য দিতে পারি এমন কোন পশু আমার কাছে নেই। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গনীমতের কিছু উট আনা হল। তিনি বললেন ঃ আশ'আরীগণ কোথায়? আশ'আরীগণ কোথায়? আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেনঃ এরপর তিনি আমাদের সাদাচুট বিশিষ্ট বলিষ্ঠ পাঁচটি উট দিলেন। আমরা কিছু দূরে গিয়ে অবস্থান করলাম। তখন আমি আমার সাথীদের বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কসমের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্র কসম যদি আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তাঁর কসমের ব্যাপারে গাফিল রাখি, তাহলে আমরা কোন দিন সফলকাম হবো না। কাজেই আমরা নবী ﷺ -এর নিকট ফিরে গিয়ে তাঁকে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমরা আপনার নিকট সাওয়ারী চেয়েছিলাম, তখন আপনি আমাদের সাওয়ারী দেবেন না বলে কসম করেছিলেন। আমাদের মনে হয়, আপনি আপনার কসমের কথা ভুলে গিয়েছেন। নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ নিজেই তো আমাদের সাওয়ারীর জানোয়ার দিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম, আমি যখন কোন ব্যাপারে কসম করি, এরপর কসমের বিপরীত কাজ তার চাইতে মঙ্গলজনক মনে করি, তখন আমি মঙ্গলজনক কাজটিই করি এবং কাফ্ফারা দিয়ে হালাল হয়ে যাই।

٢١٩٣ . بَابُ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

২১৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার গোশ্ত

٥١٢٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ -

৫১২২ হুমায়দী (র)...... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে আমরা একটি ঘোড়া নহর করলাম এবং সেটি খেলাম।

٥١٢٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ ، وَرَخَّصَ فِيْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ -

৫১২৩ মুসাদ্দাদ (র)...... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খায়বারের দিনে নবী ﷺ গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। আর ঘোড়ার গোশ্তের ব্যাপারে তিনি অনুমতি দিয়েছেন।

٢١٩٤ . بَابُ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ، فِيْهِ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২১৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত। এ ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীস আছে

٥١٢٤ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ -

৫১২৪ সাদাকা (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, খায়বরের দিন নবী ﷺ গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।

٥١٢٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ * تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ * وَقَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ -

৫১২৫ মুসাদ্দাদ (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন। ইবন্ মুবারক, উবায়দুল্লাহ (র) সূত্রে নাফি' থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উবায়দুল্লাহ্ সালিম সূত্রে আবূ উসামা (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥١٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِمَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَلُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ -

৫১২৬ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের বছর নবী ﷺ মুত্'আ (স্বল্পকালের জন্য বিয়ে করা) থেকে এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।

٥١٢٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِيْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ -

৫১২৭ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (রা)...... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খায়বারের দিন নবী ﷺ গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন। তবে ঘোড়ার গোশ্‌ত খেতে অনুমতি দিয়েছেন।

٥١٢٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَدِيٌّ عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنُ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالاَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ -

৫১২৮ মুসাদ্দাদ ((র)...... বারা'আ ও ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ নবী ﷺ গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন।

٥١٢٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ * تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنِ بْنِ شِهَابٍ * وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُوْنُ وَيُوْنُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ -

৫১২৯ ইসহাক (র)...... আবূ সা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খাওয়া হারাম করেছেন। ইব্ন শিহাব (র) থেকে যুবায়দী ও উকায়ল অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যুহরী (র)-এর বরাত দিয়ে মালিক, মা'মার, মাজিশুন, ইউনুস ও ইব্ন ইসহাক বলেছেন যে, নবী ﷺ দাঁত বিশিষ্ট সকল হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।

٥١٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُمُرُ ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُمُرُ ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُوْرُ وَإِنَّهَا لَتَفُوْرُ بِاللَّحْمِ -

৫১৩০ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে জনৈক আগন্তুক এসে বলল ঃ গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে। তারপর আরেকজন আগন্তুক এসে বলল ঃ গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে। তারপর আরেকজন আগন্তুক এসে বলল ঃ গাধাগুলোকে নিঃশেষ করে দেওয়া হচ্ছে। তখন নবী ﷺ ঘোষণাকারীকে ঘোষণার আদেশ দিলেন। সে লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিল ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তোমাদের গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা, এগুলো ঘৃণ্য। তখন ডেকচিগুলোকে উলটিয়ে দেয়া হল, অথচ তাতে গোশ্ত টগবগ করছিল।

٥١٣١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُوْلُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ ، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ : قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا -

৫১৩১ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... আম্‌র (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি জাবির ইব্‌ন যায়দকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ লোকজন মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন ঃ হাকাম ইব্‌ন আম্‌র গিফারীও বসরায় আমাদের কাছে এ কথা বলতেন। কিন্তু বিজ্ঞ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) তা অস্বীকার করেছেন। তারপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেনঃ "বলুন আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে, লোকজন যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না,...... শেষ পর্যন্ত। (সূরা আন'আম ঃ ১৪৫)

٢١٩٥. بَابُ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

২১৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ মাংসভোজী সর্বপ্রকার হিংস্র জন্তু খাওয়া

٥١٣٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ * تَابَعَه يُوْنُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجِشُوْنَ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

৫১৩২ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আবূ সা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁত বিশিষ্ট সর্বপ্রকার হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। যুহরী (র) থেকে ইউনুস, মা'মার ইব্‌ন উয়ায়না ও মাজিশূন অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٩٦. بَابُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ

২১৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত জন্তুর চামড়া

٥١٣٣ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوْا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا -

৫১৩৩ যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)......'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি মৃত বক্‌রীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা এটির চামড়াটি কেন কাজে লাগালে না? লোকজন উত্তর করল ঃ এটি মৃত জানোয়ার। তিনি বললেন ঃ শুধু তার খাওয়া হারাম করা হয়েছে।

٥١٣٤ حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ عَنْ ثَابِتِ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِعَنْزٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوْا بِإِهَابِهَا -

৫১৩৪ খাত্তাব ইব্‌ন 'উসমান (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ একটি মৃত বকরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ এটির মালিকদের কি হলো, যদি এটির চামড়া থেকে তারা উপকার গ্রহণ করত!

٢١٩٧ .بَابُ الْمِسْكِ

২১৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ কস্তুরী

٥١٣٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ مَا مِنْ مَكْلُوْمٍ يُكْلَمُ فِيْ اللهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ الرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ -

৫১৩৫ মুসাদ্দাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন আঘাত প্রাপ্ত লোক যে আল্লাহর পথে আঘাত পায়, সে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় আসবে যে, তার ক্ষত স্থান থেকে টকটকে লাল রক্ত ঝরছে এবং তার সুগন্ধি হবে কস্তুরীর সুগন্ধির ন্যায়।

٥١٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ جَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ ، إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً ، وَنَافِخُ الْكِيْرِ، إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً -

৫১৩৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র)..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উপমা হল, কস্তুরী বহনকারী ও কামারের হাঁপরের ন্যায়। মৃগ-কস্তুরী বহনকারী হয়ত তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তার কাছ থেকে তুমি লাভ করবে সুবাস। আর কামারের হাঁপর হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তুমি তার কাছ থেকে পাবে দুর্গন্ধ।

٢١٩٨ . بَابُ الأَرْنَبِ

২১৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ খরগোশ

٥١٣٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانَ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوْا فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِيْ طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهَا -

৫১৩৭ আবুল ওয়ালীদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা 'মাররুয্ যাহরান' নামক স্থানে একটি খরগোশ ধাওয়া করলাম। তখন লোকজনও এর পেছনে ছুটল এবং তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এরপর আমি সেটিকে ধরতে সক্ষম হলাম এবং আবূ তালহার নিকট নিয়ে এলাম। তিনি এটিকে যবাহ্ করলেন এবং তার পিছনের অংশ কিংবা তিনি বলেছেন ঃ দুই রান নবী ﷺ-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন।

২১৯৯. بَابُ الضَّبِّ

২১৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ গুঁই সাপ

٥١٣٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ -

৫১৩৮ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ গুঁই সাপ আমি খাই না, আর হারামও বলিনা।

٥١٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُوْنَةَ فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوْذٍ فَأَهْوٰى إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ أَخْبِرُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِمَا يُرِيْدُ أَنْ يَأْكُلَ فَقَالُوْا هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ لاَ وَلٰكِنَّ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِيْ ، فَأَجِدُنِيْ أَعَافُهُ ، قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ-

৫১৩৯ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)...... খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে মায়মূনা (রা)-এর গৃহে গেলেন। সেখানে ভুনা করা গুঁই পেশ করা হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে দিকে হাত বাড়ালেন। এ সময় জনৈকা মহিলা বলল ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জানিয়ে দাও, তিনি কি জিনিস খেতে যাচ্ছেন। তখন তাঁরা বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি গুঁই সাপ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুনে হাত সরিয়ে নিলেন। খালিদ (রা) বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি কি হারাম? তিনি বললেন ঃ না, হারাম নয়। তবে আমাদের অঞ্চলে এটি নেই। তাই আমি একে ঘৃণা করি। খালিদ (রা) বলেন ঃ এরপর আমি তা আমার দিকে এনে খেতে লাগলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকিয়ে দেখছিলেন।

২২০০ . بَابُ إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِيْ السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ

২২০০. পরিচ্ছেদ ঃ যদি জমাট কিংবা তরল ঘিয়ের মধ্যে ইঁদুর পড়ে

٥١٤٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِيْ سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ ، قِيْلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ إِلاَّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا -

৫১৪০ হুমায়দী (র)...... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। একটি ইঁদুর ঘিয়ের মধ্যে পড়ে মরে গিয়েছিল। তখন নবী ﷺ -এর কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : ইঁদুরটি এবং তার আশ-পাশের অংশ ফেলে দাও। এরপর তা খাও। সুফিয়ান (র)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মা'মার এ হাদীসটি যুহরী, সা'ঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব, আবূ হুরায়রা (রা)-এর সনদে বর্ণনা করেন। তিনি বললেন : আমি যুহরী (র)কে বলতে শুনেছি যে, তিনি 'উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আব্বাস, মায়মূনা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করছেন। তিনি আরো বলেন যে, আমি যুহরী থেকে উক্ত সনদে এ হাদীসটি একাধিকবার শুনেছি।

٥١٤١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوْتُ فِيْ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ اَلْفَارَةُ أَوْ غَيْرُهَا ، قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِفَارَةٍ مَاتَتْ فِيْ سَمْنٍ فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ثُمَّ أُكِلَ عَنْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -

৫১৪১ 'আবদান (র)...... যুহরী (র.)কে জিজ্ঞাসা করা হয় জমাট কিংবা তরল তৈল বা ঘিয়ের মধ্যে ইঁদুর ইত্যাদি জানোয়ার পড়ে মারা গেলে তার কি হুকুম? তিনি বললেন : আমাদের কাছে 'উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ সূত্রে হাদীস পৌঁছেছে যে, ঘিয়ের মধ্যে পড়ে একটি ইঁদুর মারা গিয়েছিল, সেটির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ আদেশ দিয়েছিলেন, ইঁদুর ও এর সংলগ্ন অংশ ফেলে দিতে, এরপর তা ফেলে দেওয়া হয় এবং খাওয়া হয়।

٥١٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِيْ سَمْنٍ فَقَالَ أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ -

৫১৪২ 'আবদুল আযীয ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌ (র)...... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এমন একটি ইঁদুর সম্পর্কে যা ঘিয়ের মধ্যে পড়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন : ইঁদুরটি এবং তার আশ পাশের অংশ ফেলে দাও এবং অবশিষ্ট অংশ খাও।

٢٢٠١ . بَابُ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِيْ الصُّوْرَةِ

২২০১. পরিচ্ছেদ ঃ পশুর মুখে চিহ্ন লাগানো ও দাগানো

٥١٤٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّوْرَةَ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهٰي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُضْرَبَ * تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْعَنْقَزِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ وَقَالَ تُضْرَبُ الصُّوْرَةُ -

৫১৪৩ 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি জানোয়ারের মুখে চিহ্ন লাগানোকে মাকরূহ মনে করতেন। ইব্‌ন উমর (রা) আরো বলেছেন ঃ নবী ﷺ জানোয়ারের মুখে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন। আনকাযী (র) হানযালা সূত্রে কুতায়বা (র) অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ 'تضرب الصورة' অর্থাৎ মুখে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٤٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَخٍ لِيْ يُحَنِّكُهُ وَهُوَ فِيْ مِرْبَدٍ لَهُ فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً حَسِبْتُهُ قَالَ فِيْ أٰذَانِهَا -

৫১৪৪ আবুল ওয়ালীদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার এক ভাইকে নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে গেলাম, যেন তিনি তাকে তাহ্‌নীক করেন অর্থাৎ খেজুর বা অন্য কিছু একবার চিবিয়ে তার মুখে দিয়ে দেন। এ সময়ে তিনি তাঁর উট বাঁধার স্থানে ছিলেন। তখন অমি তাঁকে দেখলাম তিনি একটি বক্‌রীর গায়ে চিহ্ন লাগাচ্ছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি (হিশাম) বলেছেন ঃ 'বক্‌রীর কানে চিহ্ন লাগাচ্ছেন।'

٢٢٠٢ . بَابُ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيْمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ اَلْحَدِيْثُ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِيْ ذَبِيْحَةِ السَّارِقِ اطْرَحُوْهُ

২২০২. পরিচ্ছেদ ঃ কোন দল মালে গনীমত লাভ করার পর যদি তাদের কেউ সাথীদের অনুমতি ছাড়া কোন বক্‌রী কিংবা উট যবাহ্ করে ফেলে, তাহলে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত রাফি' (রা)-এর হাদীস অনুসারে সেই গোশ্‌ত খাওয়া যাবে না। চোরের যবাহকৃত পশুর ব্যাপারে তাউস ও ইকরিমা (র) বলেছেন, তা ফেলে দাও

٥١٤٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى .

فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلُوْا مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلاَ ظُفُرٌ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَيُ الْحَبَشَةِ وَتَقَدَّمَ سَرْعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوْا مِنَ الْغَنَائِمِ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِيْ أُخْرِ النَّاسِ فَنَصَبُوْا قُدُوْرًا فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيْرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ ، ثُمَّ نَدَّ بَعِيْرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ فَقَالَ إِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هٰذَا فَافْعَلُوْا مِثْلَ هٰذَا -

৫১৪৫ মুসাদ্দাদ (র)...... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বললাম। আগামী দিন আমরা শত্রুর মুকাবিলা করবো; অথচ আমাদের সঙ্গে কোন ছুরি নেই। তিনি বললেন ঃ সতর্ক দৃষ্টি রাখো কিংবা তিনি বলেছেন, জলদি করো। যে জিনিস রক্ত বহায় এবং যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়, সেটি খাও। যতক্ষণ না সেটি দাঁত কিংবা নখ হয়। এ ব্যাপারে তোমাদের জানাচ্ছি, দাঁত হলো হাঁড়, আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি। দলের দ্রুতগামী লোকেরা আগে বেড়ে গেল এবং গনীমতের মালামাল লাভ করল। নবী ﷺ ছিলেন লোকজনের পেছনে। তারা ডেকচি চড়িয়ে দিল। নবী ﷺ এসে তা উল্টিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, তারপর সেগুলো উল্টিয়ে দেয়া হল। এরপর তিনি তাদের মধ্যে মালে গনীমত বন্টন করলেন এবং দশটি বক্‌রীকে একটি উটের সমান গণ্য করলেন। দলে অগ্রবর্তীদের কাছ থেকে একটি উট ছুটে গিয়েছিল। অথচ তাদের সংগে কোন অশ্বারোহী ছিল না। এ অবস্থায় এক ব্যক্তি উটটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে আল্লাহ্‌ উটটিকে থামিয়ে দিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ এ সকল চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বন্য পশুর স্বভাব রয়েছে। কাজেই, তন্মধ্যে কোনটি যদি এরূপ করে, তাহলে তার সংগে অনুরূপ ব্যবহার করবে।

٢٢٠٣. بَابُ إِذَا نَدَّ بَعِيْرٌ لِقَوْمٍ ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَأَرَادَ إِصْلاَحَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ لِخَبَرِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

২২০৩. পরিচ্ছেদ ঃ কোন দলের উট ছুটে গেলে তাদের কেউ যদি সেটিকে তাদের উপকারের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করে এবং হত্যা করে, তাহলে রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ -এর হাদীস অনুযায়ী তা জায়েয

٥١٤٦ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، قَالَ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَكُوْنُ فِيْ الْمَغَازِيْ وَالأَسْفَارِ فَنُرِيْدُ

أَنْ نَذْبَحَ فَلاَ تَكُوْنُ مُدًى ، قَالَ أَرِنْ مَا نَهَرَ أَوْ أَنْهَرَ الدَّمُ وَذُكِرَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشَةِ -

৫১৪৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালাম (র)...... রাফী' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা নবী ﷺ -এর সংগে ছিলাম। তখন উটগুলোর মধ্য থেকে একটি উট পালিয়ে যায়। তিনি বলেন, তখন এক ব্যক্তি সেটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে আল্লাহ্ সেটিকে থামিয়ে দেন। তিনি বলেন, এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ এ সকল জন্তুর মধ্যে বন্য পশুর চাঞ্চল্য আছে। সুতরাং তারমধ্যে কোনটি তোমাদের উপর প্রবল হয়ে উঠলে সেটির সংগে অনুরূপ ব্যবহার করো। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা অনেক সময় যুদ্ধ অভিযানে বা সফরে থাকি, যবাহ্ করতে ইচ্ছা করি কিন্তু ছুরি থাকে না। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আঘাত করো এমন জিনিস দ্বারা যা রক্ত প্রবাহিত করে অথবা তিনি বলেছেন ঃ এমন জিনিস দ্বারা যা রক্ত ঝরায় এবং যার উপরে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়েছে সেটি খাও, তবে দাঁত ও নখ ব্যতীত। কেননা দাঁত হল হাড়, আর নখ হল হাবশীদের ছুরি।

٢٢٠٤. بَابُ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا للهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَعَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ، وَقَوْلِهِ : فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِيْنَ وَمَا لَكُمْ أَنْ لاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ، قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ، وَقَالَ : فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَ لاً طَيِّبًا وَاشْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ . إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

২২০৪. পরিচ্ছেদ ঃ অনন্যোপায় ব্যক্তির খাওয়া। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "হে মু'মিনগণ, তোমাদের আমি সেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে তোমরা আহার কর, এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর -মাংস এবং যার উপর আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে, তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না (২ ঃ ১৭২-১৭৩)। আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে ...... (৫ ঃ ৩)। আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাসী হলে, যে জন্তুর উপর তাঁর নাম নেওয়া হয়েছে, তা আহার কর। তোমাদের কী হয়েছে যে, যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, তোমরা তা আহার করবে না? যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তা তিনি বিশেষভাবে-ই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন তবে তোমরা নিরুপায় হলে তা আলাদা। অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপদগামী করে; আপনার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত (৬ ঃ ১১৮-১১৯)।

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ "বলুন, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না, মরা, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত – কেননা, এটা অবশ্যই অপবিত্র"– অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে;" তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে নিরুপায় হলে, আপনার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬ ঃ ১৪৫)

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের যা দিয়েছেন তার মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র তা তোমরা আহার কর এবং তোমরা যদি কেবল আল্লাহরই ইবাদত কর, তবে তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আল্লাহ্ তো কেবল মরা, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যা যবাহকালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম নেওয়া হয়েছে, তা-ই তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু কেউ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে, আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (১৬ ঃ ১১৪-১১৫)।

كِتَابُ الْأَضَاحِيْ

কুরবানী অধ্যায়

كِتَابُ الأَضَاحِيْ

কুরবানী অধ্যায়

٢٢٠٥. بَابُ سُنَّةِ الْأُضْحِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوْفٌ

২২০৫. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর বিধান। ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন ঃ কুরবানী সুন্নাত এবং স্বীকৃত প্রথা

٥١٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الإِيَامِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِيْ يَوْمِنَا هذَا نُصَلِّيْ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ ، فَقَامَ أَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِيْ جَذَعَةً فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ * قَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ -

৫১৪৭ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমাদের এ দিনে আমরা সর্বপ্রথম যে কাজটি করবো তা হল সালাত আদায় করবো। এরপর ফিরে এসে আমরা কুরবানী করবো। যে ব্যক্তি এভাবে তা আদায় করল সে আমাদের নীতি অনুসরণ করল। আর যে ব্যক্তি আগেই যবাহ্ করল, তা এমন গোশ্‌তরূপে গণ্য যা সে তার পরিবার পরিজনের জন্য আগাম ব্যবস্থা করল। এটা কিছুতেই কুরবানী বলে গণ্য নয়। তখন আবূ বুরদা ইব্‌ন নিয়ার (রা) দাঁড়ালেন, আর তিনি (সালাতের) আগেই যবাহ্ করেছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমার নিকট একটি বক্‌রীর বাচ্চা আছে। নবী ﷺ বললেন ঃ তাই যবাহ্ কর। তবে তোমার পরে আর কারোর পক্ষে তা যথেষ্ট হবে না। মুতাররাফ বারা' (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতের পর যবাহ্ করল তার কুরবানী পূর্ণ হলো এবং সে মুসলমানদের নীতি পালন করলো।

٥١٤٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ -

৫১৪৮ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের আগে যবাহ্ করল সে নিজের জন্যই যবাহ্ করল। আর যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পর যবাহ্ করল, তার কুরবানী পূর্ণ হলো এবং সে মুসলমানদের নীতি অনুসরণ করল।

٢٢٠٦. بَابُ قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْأَضَاحِيْ بَيْنَ النَّاسِ

২২০৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক জনগণের মধ্যে কুরবানীর পশু বন্টন

٥١٤٩ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰ عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَارَتْ جَذَعَةٌ قَالَ ضَحِّ بِهَا -

৫১৪৯ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র)...... 'উকবা ইব্ন 'আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কতগুলো কুরবানীর পশু বন্টন করলেন। তখন 'উক্বা (রা)-এর ভাগে পড়ল একটি বকরীর বাচ্চা। উকবা (রা) বলেন, তখন আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ভাগে এসেছে একটি বকরীর বাচ্চা। তিনি বললেন ঃ সেটাই কুরবানী করে নাও।

٢٢٠٧ . بَابُ الْأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ

২২০৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুসাফির ও মহিলাদের কুরবানী করা

٥١٥٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِيْ فَقَالَ مَا لَكِ أَنُفِسْتِ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، قَالَ إِنَّ هٰذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِيْ مَا يَقْضِي الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ ، فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى ، أُتِيْتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ مَا هٰذَا ؟ قَالُوْا ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ -

৫১৫০ মুসাদ্দাদ (র)...... 'আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন। অথচ মক্কা প্রবেশ করার পূর্বেই 'সারিফ' নামক স্থানে তার মাসিক শুরু হয়েছিল। তখন তিনি কাঁদতে

লাগলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে? মাসিক শুরু হয়েছে না কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। নবী ﷺ বললেন ঃ এটা তো এমন এক বিষয় যা আল্লাহ্ আদম (আ)-এর কন্যা সন্তানের উপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি আদায় করে যাও, হাজীগণ যা করে থাকে, তুমিও অনুরূপ করে যাও, তবে তুমি বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করবে না। এরপর আমরা যখন মিনায় ছিলাম, তখন আমার কাছে গরুর গোশ্‌ত নিয়ে আসা হলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এটা কি? লোকজন উত্তর করলো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেছেন।

٢٢٠٨ . بَابُ مَا يَشْتَهِيْ مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

২২০৮. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন গোশ্‌ত খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা

٥١٥١ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيْهِ اللَّحْمُ ، وَذَكَرَ جِيْرَانَهُ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ.فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ فَلاَ أَدْرِيْ بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مِنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ ثُمَّ انْكَفَا النَّبِيُّ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوْهَا أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوْهَا -

৫১৫১ সাদাকা (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পূর্বে যবাহ্ করেছে,সে যেন পুনরায় যবাহ্ করে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটাতো এমন দিন যাতে গোশ্‌ত খাওয়ার প্রতি আকাঙ্ক্ষা হয়। তখন সে তার প্রতিবেশীদের কথাও উল্লেখ করল এবং বলল ঃ আমার কাছে এমন একটি বক্‌রীর বাচ্চা আছে যেটি গোশ্‌তের দিক থেকে দু'টি বক্‌রী অপেক্ষাও উত্তম। নবী ﷺ তাকে সেটিই কুরবানী করতে অনুমতি দিলেন। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি জানি না, এ অনুমতি এই ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের বেলায় প্রযোজ্য কিনা? এরপর নবী ﷺ দু'টি ভেড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সে দু'টিকে যবাহ্ করলেন। লোকজন ক্ষুদ্র একটি বক্‌রীর পালের দিকে উঠে গেল। এরপর ঐ গুলোকে বন্টন করলো কিংবা তিনি বলেছেন ঃ সেগুলোকে তারা যবাহ্ করে টুকরা টুকরা করে কাটলো।

٢٢٠٩ . بَابُ مَنْ قَالَ الْأَضْحٰى يَوْمَ النَّحْرِ

২২০৯. পরিচ্ছেদ ঃ যারা বলে যে, ইয়াওমুননাহারই কুরবানীর দিন

٥١٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ

السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَـــلاَثٌ مُتَوَالِيَــاتٌ ، ذُوْ الْقَعْدَةِ، وَذُوْ الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمِ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ ؟ قُلْنَا بَلٰى ، قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَــمِّيْهِ بِغَـيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلٰى ، قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، فَسَــكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَإِنَّ دِمَــاءَ كُــمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰــذَا فِــيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ ، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْــدِيْ ضَلاَلاً ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبْلُغُــهُ أَنْ يَكُوْنَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ صَدَقَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ -

৫১৫২ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র)...... আবূ বাকরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কাল আবর্তিত হয়েছে তার সেই অবস্থানের উপর, যেভাবে আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। বছর বার মাসের। তন্মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। তিনটি পরপর ঃ যুল কা'দা, যুল-হাজ্জাহ্ ও মুহাররম। আরেকটি মুদার গোত্রের রজব মাস, সেটি জুমাদা ও শা'বানের মাঝখানে। (এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ) এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তখন তিনি নীরব রইলেন। এমন কি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এটিকে অন্য নামে আখ্যায়িত করবেন। তিনি বললেন ঃ এটি কি যুল-হাজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম ঃ হাঁ। তিনি আবার বললেন ঃ এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি নীরব রইলেন এমন কি আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়ত তিনি এটির জন্য কোন নাম রাখবেন। তিনি বললেন ঃ এটি কি মক্কা নগর নয়? আমরা বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ এটি কোন দিন? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি নীরব রইলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, হয়ত তিনি এর নামের পরিবর্তে অন্য নাম রাখবেন। তিনি বললেন ঃ এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা উত্তর করলাম ঃ হাঁ। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বলেন, সম্ভবতঃ আবূ বাকরা (রা) বলেছেন, "এবং তোমাদের ইয্‌যত তোমাদের পরস্পরের উপর এমন সম্মানিত, যেমন সম্মানিত তোমাদের এই দিন, তোমাদের এই শহর, তোমাদের এই মাস। অচিরেই তোমরা তোমাদের রবের সাক্ষাত লাভ করবে। তখন তিনি তোমাদের সম্পর্কে তোমাদের

জিজ্ঞাসা করবেন। সাবধান! আমার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে ফিরে যেয়ো না। তোমাদের কেউ যেন কাউকে হত্যা না করে। মনে রেখ, উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে। (আমার বাণী) পৌঁছে দেয়। হয়ত যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের কেউ কেউ বর্তমানে যারা শুনেছে তাদের কারো চাইতে অধিক সংরক্ষণকারী হবে। রাবী মুহাম্মদ যখন এ হাদীস উল্লেখ করতেন, তখন বলতেন : নবী ﷺ সত্যই বলেছেন। এরপর নবী ﷺ বললেন : সাবধান, আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? সাবধান, আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?

٢٢١٠. بَابُ الْأَضْحٰى وَالْمَنْحَرِ بِالْمُصَلّٰى

২২১০. পরিচ্ছেদ : ঈদগাহে নহর ও কুরবানী করা

٥١٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ قَالَ عُبَيْدِ اللهِ يَعْنِيْ مَنْحَرَ النَّبِيِّ ﷺ

৫১৫৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বক্‌র মুকাদ্দামী (র)...... নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ্ (র) কুরবানী করার স্থানে কুরবানী করতেন। 'উবায়দুল্লাহ্ বলেন : অর্থাৎ নবী ﷺ -এর কুরবানী করার স্থানে (কুরবানী করতেন)

٥١٥٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ كَثِيْرِ ابْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلّٰى -

৫১৫৪ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)...... ইব্‌ন 'উমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে যবাহ্ করতেন এবং নহর করতেন।

٢٢١١ . بَابُ فِيْ أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِيْنَيْنِ ، وَقَالَ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نُسَمِّنُ الْأَضْحِيَّةَ بِالْمَدِيْنَةِ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يُسَمِّنُوْنَ

২২১১. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর দু'টি শিংবিশিষ্ট মেষ কুরবানী করা। সে দু'টি মোটাতাজা ছিল বলেও উল্লেখিত হয়েছে। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) বলেছেন : আমি আবূ উমামা ইব্‌ন সাহল থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মদীনায় আমরা কুরবানীর পশুগুলোকে মোটাতাজা করতাম এবং অন্য মুসলমানরাও (তাদের কুরবানীর পশু) মোটাতাজা করতেন

٥١٥٥ حَدَّثَنَا أٰدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ -

৫১৫৫ আদাম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ দু'টি মেষ দ্বারা কুরবানী আদায় করতেন। আমিও কুরবানী আদায় করতাম দু'টি মেষ দিয়ে।

٥١٥٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ * تَابَعَهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوْبَ وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ وَحَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنَسٍ -

৫১৫৬ কুতায়বা (রা)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টি সাদা কলো রংবিশিষ্ট শিংওয়ালা ভেড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং নিজ হাতে সে দু'টিকে যবাহ্ করলেন। ইসমাঈল ও হাতিম ইব্‌ন ওয়ারদান এ হাদীসটি আইউব, ইব্‌ন সীরীন, আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আইউব থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥١٥٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا ، فَبَقِيَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ أَنْتَ بِهِ -

৫১৫৭ আম্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) 'উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কুরবানীর পশু হিসাবে সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার জন্য তাকে এক পাল বকরী দান করেন। সেখান থেকে একটি বক্‌রীর বাচ্চা অবশিষ্ট রয়ে গেলে তিনি নবী ﷺ -এর কাছে তা উল্লেখ করেন। নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি নিজে তা কুরবানী করে নাও।

٢٢١٢ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِيْ بُرْدَةَ ضَحِّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

২২১২. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ বুরদাহ্‌কে সম্বোধন করে নবী ﷺ -এর উক্তি ঃ তুমি বক্‌রীর বাচ্চাটি কুরবানী করে নাও। তোমার পরে অন্য কারোর জন্য এ অনুমতি থাকবে না

٥١٥٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِيْ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ عِنْدِيْ دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ * تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ عَنِ الشَّعْبِيْ وَإِبْرَاهِيْمَ وَتَابَعَهُ وَكِيْعٌ عَنْ

حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَقَالَ عَاصِمٌ وَدَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدِيْ عَنَاقُ لَبَنٍ ، وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدِيْ جَذَعَةٌ وَقَالَ أَبُوْ الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنَاقٌ جَذَعَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنَاقٌ جَذَعٌ عَنَاقُ لَبَنٍ -

৫১৫৮ মুসাদ্দাদ (র)...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বুরদাহ (রা) নামক আমার এক মামা সালাত আদায়ের পূর্বেই কুরবানী করেছিলেন। তখন রাসূলাল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তোমার বকরী কেবল গোশ্তের বকরী হল। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার নিকট একটি ঘরে পোষা বক্রীর বাচ্চা রয়েছে। নবী ﷺ বললেন ঃ সেটাকে কুরবানী করে নাও। তবে তা তুমি ব্যতীত অন্য কারোর জন্য ঠিক হবে না। এরপর তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পূর্বে যবাহ্ করেছে,সে নিজের জন্যই যবাহ্ করেছে (কুরবানীর জন্য নয়) আর যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পর যবাহ্ করেছে, তার কুরবানী পূর্ণ হয়েছে। আর সে মুসলমানদের নীতি-পদ্ধতি অনুসারেই করেছে। শা'বী ও ইব্রাহীম থেকে 'উবায়দা (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হুরায়স সূত্রে শা'বী থেকে ওয়াকী অনুরূপ বর্ণনা করেন শা'বী থেকে আসিম ও দাউদ আমার নিকট পাঁচ মাসের দুধের বকরীর বাচ্চা আছে বলে বর্ণনা করেছেন আবুল আহওয়াস বলেন ঃ মানসূর আমাদের কাছে দুই মাসের দুধের বাচ্চা আছে বলে বর্ণনা করেছেন ইব্ন 'আউন বলেছেন ঃ দুধের বাচ্চা।

٥١٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ذَبَحَ أَبُوْ بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَبْدِلْهَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِيْ إِلاَّ جَذَعَةٌ ، قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ، قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِى عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ، وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عَنَاقٌ جَذَعَةٌ -

৫১৫৯ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ বুরদা (রা) সালাত আদায়ের পূর্বে যবাহ্ করেছিলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ এটার বদলে আরেকটি যবাহ্ কর। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে একটি ছয়-সাত মাসের বকরীর বাচ্চা ব্যতীত কিছুই নেই। শু'বা বলেন, আমার ধারণা তিনি আরো বলেছেন যে, বকরীর বাচ্চাটি পূর্ণ এক বছরের বক্রীর চাইতে উত্তম। নবী ﷺ বললেন ঃ তার স্থলে এটিকেই যবাহ্ কর। কিন্তু তোমার পরে অন্য কারোর জন্য কখনো এই অনুমতি থাকবে না। হাতিম ইব্ন ওয়ারদান এ হাদীসটি আইউব, মুহাম্মদ, আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে (দুধের বাচ্চা) শব্দে বর্ণনা করেছেন।

٢٢١٣. بَابُ مَنْ ذَبَحَ الْأَضَاحِيَ بِيَدِهِ

২২১৩. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবাহ্ করা

৫১৬০ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّي النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ -

৫১৬০ আদাম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দু'টি সাদা-কালো বর্ণের ভেড়া দ্বারা কুরবানী করেছেন। তখন আমি তাঁকে দেখতে পাই তিনি ভেড়া দু'টোর পার্শ্বদেশে পা রেখে "বিস্‌মিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার" পড়ে নিজের হাতে সে দু'টোকে যবাহ্ করেন।

٢٢١٤ . بَابُ مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ ، وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِيْ بَدَنَتِهِ ، وَأَمَرَ أَبُوْ مُوْسٰى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّيْنَ بِأَيْدِيْهِنَّ

২২১৪. পরিচ্ছেদ ঃ অন্যের কুরবানীর পশু যবাহ্ করা। জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন 'উমর (রা)কে কুরবানীর পশুর (উটের) ব্যাপারে সহযোগিতা করেছিল। আবূ মূসা (র) তার কন্যাদের আদেশ করেছিলেন, তারা যেন নিজেদের হাতে কুরবানী করে

৫১৬১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَرِفَ وَأَنَا أَبْكِيْ ، فَقَالَ مَا لَكِ أَ نَفِسْتِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ اقْضِيْ مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ وَضَحَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ -

৫১৬১ কুতায়বা (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সারিফ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এলেন। সে সময় আমি কাঁদছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার কি হলো? তুমি কি ঋতুমতী হয়ে পড়েছ? আমি বললামঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ এটাতো এমন এক বিষয় যা আল্লাহ্ আদম-কন্যাদের উপর নির্ধারণ করে রেখেছেন। কাজেই হাজীগণ যে সকল কাজ আদায় করে তুমিও তা আদায় কর। তবে তুমি বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করবে না। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেন।

٢٢١٥. بَابُ الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

২২১৫. পরিচ্ছেদ ঃ সালাত (ঈদের) আদায়ের পরে যবাহ্ করা

৫১৬২ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هٰذَا أَنْ

نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ هٰذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ ، فَقَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ، فَقَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا ، وَلَنْ تَجْزِيَ أَوْ تُوْفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ -

৫১৬২ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র)...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে খুত্‌বা দেওয়ার সময় বলতে শুনেছি ঃ আমাদের আজকের এই দিনে সর্ব প্রথম আমরা যে কাজটি করবো তা হল সালাত আদায়। এরপর আমরা ফিরে গিয়ে কুরবানী করবো। যে ব্যক্তি এ ভাবে করবে সে আমাদের সুন্নাতকে অনুসরণ করবে। আর যে ব্যক্তি পূর্বেই যবাহ্ করল, তা তার পরিবার পরিজনের জন্য অগ্রিম গোশ্‌ত (হিসেবে গণ্য), তা কিছুতেই কুরবানী বলে গণ্য নয়। তখন আবূ বুরদা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সালাত আদায়ের পূর্বেই যবাহ্ করে ফেলেছি এবং আমার কাছে একটি বকরীর বাচ্চা আছে, যেটি পূর্ণ এক বছরের বক্‌রীর চাইতে উত্তম। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি সেটির স্থলে এটিকে কুরবানী কর। তোমার পরে এ নিয়ম আর কারো জন্য প্রযোজ্য হবে না কিংবা তিনি বলেছেন ঃ আদায় যোগ্য হবে না।

٢٢١٦ . بَابُ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَعَادَ

২২১৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পূর্বে যবাহ্ করে সে যেন পুনরায় যবাহ্ করে

٥١٦٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ ، فَقَالَ رَجُلٌ هٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهٰى فِيْهِ اللَّحْمُ ، وَذَكَرَ مِنْ جِيْرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَذَرَهُ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلاَ أَدْرِيْ بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ أَمْ لاَ ، ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ ، يَعْنِى فَذَبَحَهُمَا ، ثُمَّ انْكَفَأَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوْهَا -

৫১৬৩ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... আনাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পূর্বে যবাহ্ করেছে সে যেন পুনরায় যবাহ্ করে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ এটাতো এমন দিন যে দিন গোশ্‌ত খাওয়ার আগ্রহ হয়। সে তার প্রতিবেশীদের অভাবের কথাও উল্লেখ করল। নবী ﷺ যেন তার ওজর অনুধাবন করলেন। লোকটি বলল ঃ আমার কাছে এমন একটি বক্‌রীর বাচ্চা রয়েছে যেটি দু'টি মাংসল বক্‌রী অপেক্ষা উত্তম। নবী ﷺ তখন তাকে সেটি কুরবানী করার অনুমতি দিলেন। (বর্ণনাকারী বলেন ঃ) আমি জানি না, এ অনুমতি অন্যদের পর্যন্ত পৌছেছে কি না। তারপর নবী ﷺ ভেড়া দু'টির দিকে ঝুঁকলেন অর্থাৎ তিনি সে দু'টিকে যবাহ্ করলেন। এরপর লোকজন বক্‌রীর একটি ক্ষুদ্র পালের দিকে গেল এবং সেগুলোকে যবাহ্ করল।

٥١٦٤ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ -

৫১৬৪ আদাম (র)...... জুনদুব ইব্‌ন সুফিয়ান বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি কুরবানীর দিন নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পূর্বে যবাহ্ করেছে, সে যেন এর স্থলে আবার যবাহ্ করে। আর যে যবাহ্ করেনি, সে যেন যবাহ্ করে নেয়।

٥١٦٥ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَقَامَ أَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَعَلْتُ ، فَقَالَ هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ ، قَالَ فَإِنَّ عِنْدِيْ جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ أَذْبَحُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، ثُمَّ لاَ تَجْزِيْ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ، قَالَ عَامِرٌ هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتِهِ -

৫১৬৫ মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করে বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আমাদের কিব্‌লাকে কিব্‌লা বলে গ্রহণ করে সে যেন (ঈদের সালাত) শেষ না করা পর্যন্ত যবাহ্ না করে। তখন আবূ বুরদা ইব্‌ন নিয়ার (রা) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিতো যবাহ্ করে ফেলেছি। তিনি উত্তর দিলেন ঃ এটি এমন জিনিস হল যা তুমি জলদী করে ফেলেছ। আবূ বুরদা (রা) বললেন ঃ আমার কাছে একটি কম বয়সী বক্‌রী আছে। সেটি পূর্ণ বয়স্ক দু'টি বক্‌রীর চাইতে উত্তম। আমি কি সেটি যবাহ্ করতে পারি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হাঁ। তবে তোমার পরে অন্য কারো পক্ষে তা যবাহ্ করা যথেষ্ট হবে না। 'আমের (র) বলেন ঃ এটি হল তাঁর উত্তম কুরবানী।

٢٢١٧ . بَابُ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيْحَةِ

২২১৭. পরিচ্ছেদ ঃ যবাহের পশুর পার্শ্বদেশ পা দিয়ে চেপে ধরা

٥١٦٦ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ،وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ -

৫১৬৬ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দু'টি শিং বিশিষ্ট

সাদা-কালো রঙের ভেড়া কুরবানী করতেন। তিনি পশুগুলোর পার্শ্বদেশ তাঁর পা দিয়ে চেপে ধরে সেগুলোকে নিজ হাতে যবাহ্ করতেন।

٢٢١٨. بَابُ التَّكْبِيْرِ عِنْدَ الذَّبْحِ

২২১৮. পরিচ্ছেদ ঃ যবাহ্ করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা

٥١٦٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا -

৫১৬৭ কুতায়বা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দু'টি সাদা-কালো বর্ণের শিংবিশিষ্ট ভেড়া কুরবানী করেন। তিনি ভেড়া দু'টির পার্শ্বদেশে তাঁর কদম মুবারক স্থাপন করে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে নিজ হাতেই সেই দু'টিকে যবাহ্ করেন।

٢٢١٩ . بَابُ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ

২২১৯. পরিচ্ছেদ ঃ যবাহ্ করার জন্য কেউ যদি হারামে কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দেয়, তাহলে তার উপর ইহরামের বিধান থাকে না

٥١٦٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ رَجُلاً يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُوْصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ ، فَلاَ يَزَالُ مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ ، قَالَ فَسَمِعْتُ تَصْفِيْقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ، فَقَالَتْ لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ -

৫১৬৮ আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 'আয়েশা (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে উম্মুল মু'মিনীন! কোন ব্যক্তি যদি কা'বার উদ্দেশ্যে হাদী (কুরবানীর পশু) পাঠিয়ে দেয় এবং নিজে আপন শহরে অবস্থান করে নির্দেশ দেয় যে, তার হাদীকে যেন মালা পরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে সে দিন থেকে লোকদের হালাল হওয়া পর্যন্ত কি সেই ব্যক্তির ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে? মাসরূক বলেন ঃ তখন আমি পর্দার আড়াল থেকে তাঁর (আয়েশা (রা)) হাতের উপর হাত মারার আওয়াজ শুনলাম। তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীর (কুরববানীর পশু) গলায় রশি পাকিয়ে পরিয়ে দিতাম। এরপর তিনি হাদীকে কা'বার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিতেন। তখন স্বামী-স্ত্রীর বৈধ কাজ,লোকেরা ফিরে আসা পর্যন্ত নবী ﷺ -এর উপর ইহা হারাম হতো না।

٢٢٢٠ . بَابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ وَمَا يَتَزَوَّدُ مِنْهَا

২২২০. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর গোশ্‌ত থেকে কতটুকু পরিমাণ আহার করা যাবে, আর কতটুকু পরিমাণ সঞ্চিত রাখা যাবে

٥١٦٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُوْمَ الْأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ لُحُوْمَ الْهَدْيِ -

৫১৬৯ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর আমলে আমরা মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত কুরবানীর গোশ্‌ত জমা করে রাখতাম। রাবী সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না একাধিকবার। 'لُحُوْمَ الْأَضَاحِيِّ' এর স্থলে 'لُحُوْمَ الْهَدْيِ' বলেছেন।

٥١٧٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ابْنَ خَبَّابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا فَقَدِمَ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ ، قَالَ وَهٰذَا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا ، فَقَالَ أَخِّرُوْهُ لَا أَذُوْقُهُ قَالَ ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ أَخِي أَبَا قَتَادَةَ وَكَانَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ -

৫১৭০ ইসমা'ঈল (র)...... আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি (দীর্ঘ দিন) বাইরে ছিলেন, পরে ফিরে আসলে তাঁর সামনে গোশ্‌ত পরিবেশন করা হল। তিনি বললেন : এটি কি আমাদের কুরবানীর গোশ্‌ত? এরপর তিনি বললেন : এটি সরিয়ে নাও, আমি তা খাব না। তিনি বলেন, এরপর আমি উঠে গেলাম এবং ঘর থেকে বেরিয়ে আমার ভাই আবূ কাতাদা ইব্‌ন নু'মান-এর নিকট এলাম। আবূ কাতাদা (রা) ছিলেন তার বৈপিত্রেয় ভাই এবং তিনি ছিলেন বদরী সাহাবী। তিনি বলেন, এরপর আমি তার কাছে ব্যাপারটি উল্লেখ করলে তিনি বললেন : তোমার অনুপস্থিতিতে এরূপ বিধান জারী হয়েছে।

٥١٧١ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِيْ بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِيْ قَالَ كُلُوْا وَأَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا فَإِنَّ ذٰلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِيْنُوْا فِيْهَا -

৫১৭১ আবূ 'আসিম (র)...... সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী করেছে, সে যেন তৃতীয় দিবসে

এমতাবস্থায় সকাল অতিবাহিত না করে যে, তার ঘরে কুরবানীর গোশ্‌ত কিছু পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে। এরপর যখন পরবর্তী বছর আসল, তখন সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি সে রূপ করবো, যে রূপ গত বছর করেছিলাম? তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা নিজেরা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং সঞ্চয় করে রাখ কেননা, গত বছর তো মানুষের মধ্যে ছিল অভাব অনটন। তাই আমি চেয়েছিলাম যে, তোমরা তাতে সাহায্য কর।

٥١٧٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اَلضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقْدُمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لاَ تَأْكُلُوْا إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَيْسَتْ بِعَزِيْمَةٍ ، وَلٰكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ -

৫১৭২ ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় অবস্থানের সময় আমরা কুরবানীর গোশ্‌তের মধ্যে লবণ মিশ্রিত করে রেখে দিতাম। এরপর তা নবী ﷺ -এর সামনে পেশ করতাম। তিনি বলতেন ঃ তোমরা তিন দিনের পর খাবে না। তবে এটি জরুরী নয়। বরং তিনি চেয়েছেন যে, তা থেকে যেন অন্যদের খাওয়ান হয়। আল্লাহ্ অধিক অবগত।

٥١٧٣ حَدَّثَنَا حِبَّانُ ابْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيْدَ يَوْمَ الأَضْحٰى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هٰذَيْنِ الْعِيْدَيْنِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَأَمَّا الأٰخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُوْنَ نُسُكَكُمْ قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَكَانَ ذٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيْهِ عِيْدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِيْ فَلْيَنْتَظِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ ، قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ فَصَلَّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوْا لُحُوْمَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَثٍ * وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدٍ نَحْوَهُ -

৫১৭৩ হিব্বান ইব্‌ন মূসা (রা)...... ইব্‌ন আযহারের আযাদকৃত দাস আবূ 'উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'উমর ইবন্ খাত্তাব (রা)-এর সংগে কুরবানীর ঈদের দিন ঈদগাহে হাযির

ছিলেন। 'উমর (রা) খুত্‌বার পূর্বে সালাত আদায় করেন। এরপর সমবেত জনতার সামনে খুত্‌বা দেন। তখন তিনি বলেন ঃ হে লোক সকল! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই দুই ঈদের দিনে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। তন্মধ্যে একটি তো হল, তোমাদের জন্য তোমাদের সিয়াম ভংগ করার দিন (অর্থাৎ ঈদুল ফিত্‌র)। আর অপরটি হল, এমন দিন যে দিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশ্‌ত আহার করবে। আবূ 'উবায়দ বলেন ঃ এরপর আমি 'উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) সময়ও হাযির হয়েছি। সেদিন ছিল জুমু'আর দিন। তিনি খুত্‌বা দানের আগে সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি খুত্‌বা দিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে লোক সকল! এটি এমন দিন, যে দিন তোমাদের জন্য দু'টি ঈদ একত্রিত হয়ে গেছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে আওয়ালী (মদীনার চার মাইল পূর্বে অবস্থিত একটি স্থানের নাম) এলাকার যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতের অপেক্ষা করতে ইচ্ছা করে, সে যেন অপেক্ষা করে। আর যে ফিরে যেতে চায়, তার জন্য আমি অনুমতি দিলাম। আবু উবায়দ বলেন ঃ এরপর আমি ঈদগাহে হাযির হয়েছি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) এর সময়ে। তিনি খুত্‌বার পূর্বে সালাত আদায় করেন। এরপর লোকজনের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা দেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশ্‌ত তিন দিনের অধিক কাল খেতে নিষেধ করেছেন। মা'মার, যুহরী, আবূ উবায়দ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥١٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِيْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُوْا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلاَثًا وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِيْنَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُوْمِ الْهَدْيِ -

৫১৭৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহীম (রা)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কুরবানীর গোশ্‌ত থেকে তোমরা তিন দিন পর্যন্ত আহার কর। 'আবদুল্লাহ্ (রা) মিনা থেকে ফিরার পথে কুরবানীর গোশ্‌ত খাওয়া থেকে বিরত থাকার কারণে যায়তুন দিয়ে আহার করতেন।

كِتَابُ الْاَشْرِبَةِ

পানীয় দ্রব্যসমূহ অধ্যায়

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

পানীয় দ্রব্যসমূহ অধ্যায়

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক তীর ঘৃণিত জিনিস, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যেন তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা মায়িদা ঃ ৯০)

٥١٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ -

৫১৭৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করেছে এরপর সে তা থেকে তওবা করেনি, সে ব্যক্তি আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

٥١٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهِ بِإِيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ ، فَقَالَ جِبْرِيْلُ الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ * تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَابْنُ الْهَادِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَالزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

৫১৭৬ আবুল ইয়ামান (র)...... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইস্‌রা-মিরাজের রাতে ঈলিয়া নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে শরাব ও দুধের দু'টি পেয়ালা পেশ করা হয়েছিল। তিনি উভয়টির দিকে নযর করলেন। এরপর দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করেন। তখন জিব্‌রাঈল (আ) বললেন ঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আপনাকে স্বভাবজাত জিনিসের দিকে পথ দেখিয়েছেন। অথচ যদি আপনি শরাব গ্রহণ করতেন তাহলে আপনার উম্মত

গুমরাহ হয়ে যেত। যুহরী (র) থেকে মা'মার, ইব্‌ন হাদী, 'উসমান, ইব্‌ন উমর ও যুবায়দী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥١٧٧ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي ، قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيَقِلَّ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا ، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ ، حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ -

৫১৭৭ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ থেকে এমন একটি হাদীস শুনেছি, যা আমি ব্যতীত অন্য কেউ তোমাদের বর্ণনা করবেন না। তিনি বলেন, কিয়ামতের লক্ষণসমূহের কতক হল ঃ অজ্ঞতা প্রকাশ পাবে, ইল্‌ম (দীনী) কমে যাবে, ব্যভিচার প্রকাশ্য হতে থাকবে, মদ্যপানের ছড়াছড়ি চলবে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে আর নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাবে, শেষ অবধি অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে, পঞ্চাশ জন নারীর জন্য তাদের পরিচালক হবে একজন পুরুষ।

٥١٧٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلاَنِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَزْنِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ * قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُوْلُ كَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يَلْحَقُ مَعَهُنَّ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيْهَا حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ -

৫১৭৮ আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময়ে মুমিন থাকে না, মদ পানকারী মদ পান করার সময়ে মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময়ে মু'মিন থাকে না। ইব্‌ন শিহাব বলেন ঃ আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিশাম আমাকে জানিয়েছে যে, আবূ বক্‌র (রা) এ হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি বলেন, আবূ বক্‌র উপরোক্ত হাদীসের সংগে এটিও সংযুক্ত করতেন যে, ছিনতাইকারী এমন মূল্যবান জিনিস, যার দিকে লোকজন চোখ উঁচিয়ে তাকিয়ে থাকে, তা ছিনতাই করার সময়ে মু'মিন থাকে না।

٢٢٢١. بَابُ الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ

২২২১. পরিচ্ছেদঃ আঙ্গুর থেকে তৈরি মদ

٥١٧٩ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ -

৫১৭৯ হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ্ (রা) ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ হারাম ঘোষিত হয়েছে এমতাবস্থায় যে, মদীনায় আঙ্গুরের মদের তেমন কিছু অবশিষ্ট ছিল না।

٥١٨٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ ، وَمَا نَجِدُ يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلاَّ قَلِيلاً ، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ -

৫১৮০ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (রা)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমাদের উপর মদ হারাম ঘোষিত হল, তখন আমরা মদীনায় আঙ্গুর থেকে প্রস্তুতকৃত মদ অনেক কম পেতাম। সাধারণতঃ আমাদের মদ ছিল কাঁচা ও পাকা খেজুর থেকে তৈরী।

٥١٨١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ . الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ -

৫১৮১ মুসাদ্দাদ (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেন ঃ (হামদ ও সালাতের পর জেনে রাখ) মদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয়েছে। আর তা তৈরী হয় পাঁচ প্রকারের জিনিস থেকে ঃ আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম, ও যব। আর মদ হল তাই, যা বিবেক-বুদ্ধিকে বিলোপ করে দেয়।

٢٢٢٢ . بَابُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

২২২২. পরিচ্ছেদ ঃ মদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তা তৈরি হত কাঁচা ও পাকা খেজুর থেকে

٥١٨٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا فَأَهْرَقْتُهَا -

৫১৮২ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ উবায়দা, আবূ তালহা ও উবাই ইব্ন কাব (রা) কে কাঁচা ও পাকা খেজুর থেকে তৈরী মদ পান করতে দিয়েছিলাম। এমন সময়ে তাদের নিকট জনৈক আগন্তুক এসে বলল, মদ হারাম ঘোষিত হয়ে গেছে। তখন আবূ তালহা (রা) বললেন হে আনাস দাঁড়াও এবং এগুলো ঢেলে দাও। আমি সেগুলো তখন ঢেলে দিলাম।

٥١٨٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيْهِمْ عُمُوْمَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ الْفَضِيْخَ ، فَقِيْلَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، فَقَالُوْا أَكْفِئْهَا فَكَفَأْنَا ، قُلْتُ لأَنَسٍ مَا شَرَابُهُمْ؟ قَالَ رُطَبٌ وَبُسْرٌ ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ ، وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ * وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُوْلُ كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ -

৫১৮৩ মুসাদ্দাদ (র)...... মু'তামির তার পিতার সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছেন ঃ একটি আসরে দাঁড়িয়ে আমি তাদের অর্থাৎ চাচাদের 'ফাযীখ' অর্থাৎ কাচা ও পাকা খেজুর থেকে তৈরী মদ পান করাচ্ছিলাম। তখন আমি ছিলাম সকলের ছোট। এমন সময় বলা হলঃ মদ হারাম হয়ে গেছে। তখন তাঁরা বললেন ঃ তা ঢেলে দাও। সুতরাং আমি তা ঢেলে দিলাম। রাবী বলেন, আমি আনাস (রা) কে বললাম ঃ তাঁদের শরাব কি ধরনের ছিল? তিনি উত্তর দিলেন ঃ কাঁচা ও পাকা খেজুর থেকে তৈরী। তখন আনাস (রা)-এর পুত্র আবূ বক্‌র (যিনি তখন উপস্থিত ছিলেন) বললেন ঃ সেটিই কি ছিল তাদের মদ? জবাবে আনাস (রা) কোন অসম্মতি প্রকাশ করলেন না। রাবী সুলায়মান আরো বলেন, আমার কতিপয় সংগী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা আনাস (রা) থেকে শুনেছেন তিনি বলেছেন, সেকালে এটিই ছিল তাদের মদ।

٥١٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ أَبُوْ مَعْشَرٍ الْبَرَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ -

৫১৮৪ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বক্‌র মুকাদ্দমী (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর সেকালে মদ তৈরী হত কাঁচা ও পাকা খেজুর থেকে।

٢٢٢٣ . بَابُ الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبِتْعُ ، وَقَالَ مَعْنٌ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلاَ بَأْسَ ، وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوْا لاَ يُسْكِرُ لاَ بَأْسَ بِهِ

২২২৩. পরিচ্ছেদ ঃ মধু তৈরী মদ। এটিকে পরিভাষায় 'বিতা' বলে। মা'ন (র) বলেন, আমি মালিক ইব্ন আনাসকে 'ফুক্কা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন ঃ যদি তা নেশাগ্রস্ত না করে তাহলে কোন ক্ষতি নেই। ইব্ন দারাওয়ারদী বলেন, আমরা এ ব্যাপারে অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি, তখন তারা বলেছেন, নেশাগ্রস্ত না করলে তাতে আপত্তি নেই

٥١٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ ، فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ -

৫১৮৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে 'বিতা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন ঃ সব নিশা জাতীয় পানীয় হারাম।

٥١٨٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيْذُ الْعَسَلِ ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُوْنَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ ﷺ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ * وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَال حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ تَنْتَبِذُوْا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ وَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيْرَ -

৫১৮৬ আবুল ইয়ামান (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে 'বিতা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। 'বিতা' হল মধু থেকে তৈরী নাবীয। ইয়ামানের অধিবাসীরা তা পান করত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে সব পানীয় দ্রব্য নেশার সৃষ্টি করে তা-ই হারাম। যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা দুব্বা (কদূর খোল) এর মধ্যে নাবীয তৈরী করবে না, মুযাফ্ফাতের (আলকাতরা যুক্ত পাত্র) মধ্যেও নয়। যুহরী বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) এগুলোর সংগে হান্তাম (মাটির সবুজ পাত্র) ও নাকীরের (খেজুর বৃক্ষের মূলের খোল) কথাও সংযুক্ত করতেন।

٢٢٢٤ . بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

২২২৪. পরিচ্ছেদ ঃ মদ এমন পানীয় দ্রব্য যা বিবেক বিলোপ করে দেয়

٥١٨٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِيْ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلاَثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتّٰى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا اَلْجَدُّ وَالْكَلاَلَةُ

وَأَبْوَابُ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا ، قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الرُّزِّ، قَالَ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَالَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ * وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ الْعِنَبِ الزَّبِيْبَ -

৫১৮৭ আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ রাজা (রা) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমর (রা) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিতে গিয়ে বললেন, নিশ্চয় মদ হারাম সম্পর্কীয় আয়াত নাযিল হয়েছে। আর তা তৈরি হয় পাঁচটি বস্তু থেকে ঃ আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব ও মধু। আর খামর (মদ) হল তা, যা বিবেক বিলোপ করে দেয়। আর তিনটি এমন বিষয় আছে যে, আমি চাইছিলাম যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে সেগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা পর্যন্ত তিনি যেন আমাদের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যান। বিষয়গুলো হল, দাদা এর মীরাস, কালালা-এর ব্যাখ্যা এবং সুদের প্রকার সমূহ। রাবী আবূ হাইয়্যান বলেন, আমি বললামঃ হে আবূ আমর! এক প্রকারের পানীয় জিনিস যা সিন্ধু অঞ্চলে চাউল দিয়ে তৈরি করা হয়, তার হুকুম কি? তিনি বললেন ঃ সেটি নবী ﷺ -এর আমলে ছিল না। কিংবা তিনি বলেছেন ঃ সেটি উমর (রা)-এর আমলে ছিল না। হাম্মাদ সূত্রে আবূ হাইয়্যান থেকে হাজ্জাজ الْعِنَبُ এর স্থলে الزَّبِيْبُ কিসমিস বলেছেন।

٥١٨٨ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ الْخَمْرُ يُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ -

৫১৮৮ হাফস ইব্‌ন উমর (র)...... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মদ তৈরী করা হয় পাঁচটি জিনিস থেকে। সে গুলো হল ঃ কিস্‌মিস, খেজুর, গম, যব ও মধু।

٢٢٢٥ . بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

২২২৫. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মদকে ভিন্ন নামে নামকরণ করে হালাল মনে করে

٥١٨٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلاَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عَامِرٍ أَوْ أَبُوْ مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ وَاللهِ مَا كَذَبَنِيْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَي جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوْحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيْهِمْ يَعْنِي الْفَقِيْرِ لِحَاجَةٍ فَيَقُوْلُوْا ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৫১৮৯ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (রা) ...... আবদুর রহমান ইব্‌ন গানাম আশ'আরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আবূ আমের কিংবা আবূ মালেক আশ'আরী বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেন নি। তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মতের মাঝে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে। অনুরূপভাবে এমন অনেক দল হবে, যারা পর্বতের কিনারায় বসবাস করবে, বিকাল বেলায় যখন তারা পশুপাল নিয়ে ফিরবে তখন তাদের কাছ কোন অভাব নিয়ে ফকীর আসলে তারা উত্তর দেবে, আগামী দিন সকালে তুমি আমাদের নিকট এসো। এদিকে রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করে দেবেন। পর্বতটি ধসিয়ে দেবেন, আর অবশিষ্ট লোকদের তিনি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বানর ও শূকর বানিয়ে রাখবেন।

٢٢٢٦ . بَابُ الْإِنْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ

২২২৬. পরিচ্ছেদ ঃ বড় ও ছোট পাত্রে 'নাবীয' তৈরি করা

٥١٩٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُوْلُ أَتَى أَبُوْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوْسُ قَالَ أَ تَدْرُوْنَ مَا سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِيْ تَوْرٍ -

৫১৯০ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... সাহল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ উসায়দ সাঈদী (রা) এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিলেন। তখন তাঁর স্ত্রী নববধু ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পরিবেশনকারিণী সে নববধু বলেন, তোমরা কি জান আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কি জিনিস পান করতে দিয়েছিলাম? (তিনি বলেন) আমি রাতেই কয়েকটি খেজুর একটি পাত্রের মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছিলাম।

٢٢٢٧ . بَابُ تَرْخِيْصِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوْفِ بَعْدَ النَّهْيِ

২২২৭. পরিচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন ধরনের বরতন ও পাত্র ব্যবহার নিষেধ করার পর নবী ﷺ -এর পক্ষ থেকে পুনঃ অনুমতি প্রদান

٥١٩١ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوْفِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّهُ لَابُدَّ لَنَا مِنْهَا قَالَ فَلَا إِذًا * وَقَالَ الْخَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ بِهٰذَا -

৫১৯১ ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কতগুলো পাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। তখন আনসারগণ বললেন ঃ সেগুলো ব্যতীত আমাদের

কোন উপায় নেই। তিনি বললেন ঃ তাহলে ব্যবহার করতে পার। খলীফা (রা) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আমাদের কাছে সুফিয়ান, মানসূর, সালিম ইব্ন আবুল জাদ-জাবির (র) থেকে এরূপ বর্ণনা করেন।

٥١٩٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الأَسْقِيَةِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ -

৫১৯২ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ এক ধরনের পাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করলেন, তখন নবী ﷺ কে বলা হল, সব মানুষের নিকট তো মশ্‌ক মওজুদ নেই। ফলে নবী ﷺ তাদের কলসীর জন্য অনুমতি দেন, তবে আলকাতরার প্রলেপ দেওয়া পাত্রের জন্য অনুমতি দেননি।

٥١٩٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ هٰذَا -

৫১৯৩ মুসাদ্দাদ (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দুব্বা ও মুযাফ্‌ফাত ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। উসমান (র) বলেন, জারীর (র) আ'মাশ (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥١٩٤ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ لِلأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قَالَتْ نَهَانَا فِي ذٰلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ ، قُلْتُ أَمَا ذَكَرَتِ الْجَرَّ وَالْحَنْتَمَ قَالَ إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ أُحَدِّثُ مَا لَمْ أَسْمَعْ -

৫১৯৪ উসমান (র)...... ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসওয়াদকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি কি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কোন্ কোন্ পাত্রের মধ্যে 'নাবীয' তৈরি করা মাকরূহ। তিনি উত্তর করলেন ঃ হ্যাঁ। আমি বলেছিলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! কোন্ কোন্ পাত্রের মধ্যে নবী ﷺ নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন? তখন তিনি বললেন ঃ নবী ﷺ আমাদের অর্থাৎ আহলে বায়তকে দুব্বা ও মুযাফ্‌ফাত নামক পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। (ইব্রাহীম বলেন) আমি বললাম ঃ আয়েশা (রা) কি জার (মাটির কলসী) হানতাম (মাটির সবুজ পাত্র) নামক পাত্রের কথা উল্লেখ করেন নি? তিনি বললেন ঃ আমি যা শুনেছি কেবল তাই তোমাকে বর্ণনা করেছি। আমি যা শুনি নাই তাও কি আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করবো?

٥١٩٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيْ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ ، قُلْتُ أَنَشْرَبُ فِي الْأَبْيَضِ؟ قَالَ لاَ -

৫১৯৫ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ সবুজ বর্ণের কলসী ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম ঃ তাহলে সাদা বর্ণের পাত্রে (নাবীয) পান করা যাবে কি? তিনি বললেন ঃ না।

٢٢٢٨ . بَابُ نَقِيْعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ

২২২৮. পরিচ্ছেদ ঃ শুকনো খেজুরের রস যতক্ষণ না তা নেশার সৃষ্টি করে

٥١٩٦ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِعُرْسِهِ ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوْسُ فَقَالَتْ مَا تَدْرُوْنَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِيْ تَوْرٍ -

৫১৯৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)...... সাহল ইব্‌ন সাদ (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ উসায়দ সাঈদী (রা) নবী ﷺ কে তাঁর ওলীমা অনুষ্ঠানে দাওয়াত করেছিলেন। সে দিন তার স্ত্রী নববধু অবস্থায় সবার খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বললেন ঃ আপনারা কি জানেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কিসের রস পান করতে দিয়েছিলাম? আমি তাঁর জন্য রাতেই কয়েকটি খেজুর একটি পাত্রে ভিজিয়ে রেখেছিলাম।

٢٢٢٩ . بَابُ الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهٰى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ ، وَرَأَي عُمَرُ وَأَبُوْ عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ شَرْبَ الطِّلاَءِ عَلَى الثُّلُثِ وَ شَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُوْ جُحَيْفَةَ عَلَى النِّصْفِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اشْرَبِ الْعَصِيْرَ مَادَامَ طَرِيًّا وَقَالَ عُمَرُ وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ رِيْحَ شَرَابٍ وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ

২২২৯. পরিচ্ছেদ ঃ 'বাযাক' (অর্থাৎ আঙ্গুরের সামান্য পাকানো রস)-এর বর্ণনা। এবং যারা নেশার উদ্রেককারী যাবতীয় পানীয় নিষিদ্ধ বলেন তার বর্ণনা। উমর, আবূ উবায়দা ও মু'আয (রা) 'তিলা' অর্থাৎ আঙ্গুরের যে রসকে পাকিয়ে এক-তৃতীয়াংশ করা হয়েছে, তা পান করা জায়েয মনে করেন। বার ও আবূ জুহায়ফা (রা) পাকিয়ে অর্ধেক থাকাবস্থায় রস পান করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ আমি তাজা অবস্থায় থাকা পর্যন্ত আঙ্গুরের রস পান করেছি। উমর (রা) বলেছেন ঃ আমি

উবায়দুল্লাহ্র মুখ থেকে শরাবের ঘ্রাণ পেয়েছি এবং তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাও করেছি। যদি তা নেশার সৃষ্টি করত, তাহলে আমি বেত্রাঘাত করতাম

٥١٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَاذَقَ فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ، قَالَ الشَّرَابُ الْحَلاَلُ الطَّيِّبُ ، قَالَ لَيْسَ بَعْدَ الْحَلاَلِ الطَّيِّبِ إِلاَّ الْحَرَامُ الْخَبِيْثُ -

৫১৯৭ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)...... আবুল জুওয়ায়রিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে 'বাযাক' সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি উত্তর দিলেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ 'বাযাক' উৎপাদনের পূর্বে চলে গেছেন। কাজেই যে জিনিস নেশা সৃষ্টি করে থাকে তা-ই হারাম। তিনি বলেন ঃ হালাল পানীয় পবিত্র। তিনি বলেন, হালাল ও পবিত্র পানীয় ব্যতীত অন্যান্য পানীয় ঘৃণ্য হারাম।

٥١٩٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ -

৫১৯৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ শায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ মিষ্টি ও মধু পছন্দ করতেন।

٢٢٣٠ . بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ لاَ يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا، وَأَنْ لاَ يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِيْ إِدَامٍ

২২৩০. পরিচ্ছেদ ঃ যারা মনে করে নেশাদার হওয়ার পর কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে মিলানো উচিৎ নয় এবং উভয়ের রসকে একত্রিত করা উচিত নয়

٥١٩٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي لأَسْقِيْ أَبَا طَلْحَةَ وَ أَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيْطَ بُسْرٍ وَ تَمْرٍ إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَذَفْتُهَا وَ أَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ * وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعَ أَنَسًا -

৫১৯৯ মুসলিম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ তালহা, আবূ দুজানা এবং সুহায়ল ইব্ন বায়দা (রা) কে কাঁচা ও শুকনো খেজুরের মিশ্রিত রস পান করাচ্ছিলাম। এ সময়ে মদ হারাম ঘোষিত হল, তখন আমি তা ফেলে দিলাম। আমি ছিলাম তাঁদের পরিবেশনকারী এবং

তাঁদের সবার ছোট। আর সেকালে আমরা এটিকে মদ বলে গণ্য করতাম। আমর ইবন হারিস বলেনঃ কাতাদা (র) আমাদের নিকট عَنْ أَنَسٍ এর স্থলে سَمِعَ أَنَسًا বর্ণনা করেছেন।

৫২০০ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ -

৫২০০ আবূ আসিম (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কিসমিস, শুকনো খেজুর, কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রণ করতে নিষেধ করেছেন।

৫২০১ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ -

৫২০১ মুসলিম (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ খুরমা ও আধাপাকা খেজুর এবং খুরমা ও কিসমিস একত্রিত করতে নিষেধ করেছেন। আর এগুলো প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে ভিজিয়ে 'নাবীয' তৈরি করা যাবে।

٢٢٣١ . بَابُ شُرْبِ اللَّبَنِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِيْنَ

২২৩১. পরিচ্ছেদ ঃ দুধ পান করা । মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ওদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য অত্যন্ত সুস্বাদু। সূরা নাহল ঃ ৬৬।

৫২০২ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ ، وَقَدَحِ خَمْرٍ -

৫২০২ আবদান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ভ্রমণ করানো হয় (মিরাজের রাতে), সে রাতে তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছিল দুধের একটি পেয়ালা এবং শরাবের একটি পেয়ালা।

৫২০৩ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ شَكَّ النَّاسُ فِيْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِإِنَاءٍ فِيْهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ ، فَكَانَ سُفْيَانُ رُبَمَا قَالَ شَكَّ النَّاسُ فِيْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ فَإِذَا وَقِفَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ -

৫২০৩ হুমায়দী (র)...... উম্মুল ফাযল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সিয়াম আদায় করার ব্যাপারে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করেন। তখন আমি তাঁর নিকট দুধ ভর্তি একটি পেয়ালা পাঠালাম। তিনি তা পান করলেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান অনেক সময় এভাবে বলতেন, আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সিয়াম আদায়ের ব্যাপারে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করছিল। তখন উম্মুল ফায্ল (রা) তাঁর কাছে দুধ পাঠিয়ে দিলেন। হাদীসটি মাউসূল না মুরসাল, এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, এটি উম্মুল ফায্ল (রা) থেকে বর্ণিত।

٥٢٠٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ وَأَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ أَبُوْ حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيْعِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلاَ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عَوْدًا -

৫২০৪ কুতায়বা (রা)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুমায়দ (রা) এক পাত্র দুধ নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ এটিকে ঢেকে রাখলে না কেন? এর উপর একটি কাঠি দিয়ে হলেও ঢেকে রাখা উচিত ছিল।

٥٢٠٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَذْكُرُ أُرَاهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَبُوْحُمَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنَ النَّقِيْعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلاَ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوْدًا * وَحَدَّثَنِيْ أَبُوْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا -

৫২০৫ উমর ইব্ন হাফ্স (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুমায়দ (রা.) নামক এক আনসারী নাকি' নামক স্থান থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট আসলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ এটিকে ঢেকে আননি কেন? এর উপর একটি কাঠি স্থাপন করে হলেও ঢেকে রাখা উচিত ছিল। আবূ সুফিয়ান (র) এ হাদীসটি জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٠٦ حَدَّثَنِيْ مَحْمُوْدٌ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ وَ أَبُوْ بَكْرٍ مَعَهُ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَ قَدْ عَطِشَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَحَلَبْتُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فِيْ قَدَحٍ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ فَدَعَا عَلَيْهِ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لاَ يَدْعُوَ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجِعَ فَفَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ -

৫২০৬ মাহমূদ (র) বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা থেকে রওয়ানা হলেন, তখন তাঁর সংগে ছিলেন আবূ বক্‌র (রা)। আবূ বক্‌র (রা) বলেন ঃ আমরা এক রাখালের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে সময়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন খুব পিপাসার্ত। আবূ বক্‌র (রা) বলেন ঃ আমি তখন একটি পাত্রে ভেড়ার দুধ দোহন করলাম। তিনি তা পান করলেন, আমি খুব আনন্দিত হলাম। এমন সময় সুরাকা ইব্‌ন জু'শুম একটি ঘোড়ার উপর আরোহণ করে আমাদের কাছে আসলো। নবী ﷺ তাকে বদ্ দু'আর মনস্থ করলে সে নবী ﷺ -এর কাছে আবেদন জানাল, যেন তিনি তার প্রতি বদ্ দু'আ না করেন এবং সে যেন নিরাপদে ফিরে যেতে পারে। নবী ﷺ তাই করলেন।

٥٢٠٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، تَغْدُوْ بِإِنَاءٍ، وَتَرُوْحُ بِآخَرَ -

৫২০৭ আবুল ইয়ামান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উত্তম সাদাকা হল উপহার হিসেবে প্রদত্ত দুধেল উট্‌নী কিংবা দুধেল বক্‌রী, যা সকালে একটি পাত্র ভরে দেবে আর বিকালে আরেকটি পাত্র।

٥٢٠٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا * وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُفِعْتُ إِلَى السِّدْرَةِ ، فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ ، نَهَرَانِ بَاطِنَانِ ، فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيْلُ وَالْفُرَاتُ وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ فَأُتِيْتُ بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ قَدَحٌ فِيْهِ لَبَنٌ وَقَدَحٌ فِيْهِ عَسَلٌ وَقَدَحٌ فِيْهِ خَمْرٌ فَأَخَذْتُ الَّذِيْ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ فَقِيْلَ لِيَ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ * قَالَ هِشَامٌ وَسَعِيْدٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْأَنْهَارِ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرُوْا ثَلَاثَةَ أَقْدَاحٍ -

৫২০৮ আবূ আসিম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুধপান করেছেন, এরপর তিনি কুলি করেছেন এবং বলেছেন ঃ এর মধ্যে তৈলাক্ততা আছে। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন তাহমান (র) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার কাছে 'সিদ্‌রাতুল মুনতাহা' তুলে ধরা হল। তখন দেখলাম চারটি নহর। দু'টি নহর হল যাহেরী, আর দুটি নহর হল বাতেনী। যাহেরী দু'টি হল, নীল ও ফোরাত। আর বাতেনী

দু'টি হল, জান্নাতের দু'টি নহর। আমার সামনে তিনটি পেয়ালা পেশ করা হল, একটি পেয়ালার মধ্যে আছে দুধ, একটি পেয়ালার মধ্যে আছে মধু আর একটি পেয়ালার মধ্যে আছে শরাব। আমি দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করলাম এবং পান করলাম। তখন আমাকে বলা হল, আপনি এবং আপনার উম্মত স্বভাবজাত জিনিস লাভ করেছেন। তবে তাঁরা তিনটি পেয়ালার কথা উল্লেখ করেন নি।

٢٢٣٢ بَابُ اسْتِعْذَابِ الْمَاءِ

২২৩২. পরিচ্ছেদ ঃ সুপেয় পানি তালাশ করা

٥٢٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبَّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءِ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٌ قَالَ أَنَسٌ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَامَ أَبُوْ طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَّ اللهَ يَقُوْلُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِيْ إِلَيَّ بَيْرُحَاءِ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ أَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَخْ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ أَوْ رَايِحٌ شَكَّ عَبْدُ اللهِ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِّيْ أَرَي أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِيْنَ ، فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، فَقَسَّمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِيْ بَنِيْ عَمِّهِ * وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ وَيَحْيَ بْنُ يَحْيٰى رَايِحٌ -

৫২০৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহা (রা) ছিলেন মদীনার আনসারীদের মধ্যে সবার চাইতে বেশী খেজুর গাছের মালিক। আর তাঁর নিকট তাঁর প্রিয় সম্পদ ছিল "বায়রুহা নামক বাগানটি। সেটি ছিল মসজিদে নববীর ঠিক সামনে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ বাগানে যেতেন এবং সেখানে অবস্থিত সুপেয় পানি পান করতেন।" আনাস (রা) বলেন, যখন আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ অর্জন করতে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয় জিনিস থেকে ব্যয় করবে"। তখন আবূ তালহা (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ "যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না। আলে ইমরান ঃ ৯২। আর আমার নিকট সবচাইতে প্রিয় সম্পদ হল 'বায়রুহা' নামক বাগান। এটিকে আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সাদকা করে দিলাম এবং আমি আল্লাহ্র কাছে এটির সাওয়াব এবং এটির সঞ্চয় আশা করি। ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি এটিকে গ্রহণ করুন, আল্লাহ্র ইচ্ছায় যেখানে ব্যয় করতে আপনি ভাল মনে করেন, সেখানে ব্যয় করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ খুব ভাল, এটিতো লাভজনক সম্পদ, কিংবা

তিনি বলেছেন, এটিতো মুনাফা দানকারী সম্পদ। কথাটির মধ্যে রাবী আবদুল্লাহ্ দ্বিধা পোষণ করেছেন। নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি যা বলেছ, আমি তা শুনেছি। তবে আমি ভাল মনে করি যে, তুমি এটিকে আপন আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দেবে। আবূ তালহা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি এমনটিই করবো। এরপর আবূ তালহা (রা) বাগানটি তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে এবং তাঁর চাচাত ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। ইসমাঈল ও ইয়াহ্ইয়া رَابِحٌ এর স্থলে رَايِحٌ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٣٣ . بَابُ شُرْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ

২২৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ পানি মিশ্রিত দুধ পান করা

٥٢١٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا وَأَتَى دَارَهُ فَحَلَبْتُ شَاةً فَشُبْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ الْبِئْرِ فَتَنَاوَلَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُوْ بَكْرٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِيٌّ فَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ ثُمَّ قَالَ الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ -

৫২১০ আবদান (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তাঁর বাড়ীতে এসে দুধ পান করতে দেখেন। আনাস (রা) বলেন, আমি একটি বক্রী দোহন করলাম। এবং কূপ থেকে পানি তুলে তা মিশিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পেশ করলাম। তিনি পেয়ালাটি নিয়ে পান করেন। তাঁর বাঁদিকে ছিলেন আবূ বক্র (রা) ও ডান দিকে ছিল জনৈক বেদুঈন। তিনি বেদুঈনকে তাঁর অবশিষ্ট দুধ দিলেন। এরপর বললেন ঃ ডান দিকের রয়েছে অগ্রাধিকার।

٥٢١١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِيْ شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَعْنَا قَالَ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِيْ حَائِطِهِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيْشِ قَالَ فَانْطَلَقَ بِهِمَا فَسَكَبَ فِيْ قَدَحٍ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ قَالَ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِيْ جَاءَ مَعَهُ -

৫২১১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসারদের এক ব্যক্তির নিকট গেলেন। তাঁর সংগে ছিলেন তাঁর এক সাহাবী। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসারীকে বললেন ঃ তোমার নিকট যদি মশকে রক্ষিত গত রাতের পানি থাকে

তাহলে আমাদের পান করাও। আর না থাকলে আমরা সামনে গিয়ে পান করব। রাবী বলেন, লোকটি তখন তার বাগানে পানি দিচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি উত্তর করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমার কাছে গত রাতের পানি আছে। আপনি ঝুপড়ীতে চলুন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি তাঁদের দুজনকে নিয়ে গেল এবং একটি পেয়ালায় পানি নিয়ে তাতে তার একট বক্রীর দুধ দোহন করল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা পান করলেন, তারপর তাঁর সংগে আগন্তুক লোকটিও পান করলেন।

٢٢٣٤. بَابُ شَرَابُ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لأَنَّهُ رِجْسٌ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فِي السَّكَرِ : إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ كُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

২২৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ মিষ্টি দ্রব্য ও মধু পান করা। যুহরী (র) বলেছেন, ভীষণ মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হলেও মানুষের পেশাব পান করা হালাল নয়। কেননা, পেশাব নাপাক। আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ "তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সকল পবিত্র জিনিস।" ইব্ন মাসউদ (রা) নেশাদ্রব্য সম্পর্কে বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের উপর যে সকল জিনিস হারাম করেছেন তাতে তোমাদের জন্য কোন নিরাময় রাখেন নি

٥٢١٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي ﷺ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ -

৫২১২ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় জিনিস ছিল মিষ্টিদ্রব্য ও মধু।

٢٢٣٥ . بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

২২৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা

٥٢١٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ قَالَ أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدَهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ فَعَلْتُ -

৫২১৩ আবূ নু'আয়ম (র)...... নায্যাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কূফা মসজিদের ফটকে আলী (রা.) এর নিকট পানি আনা হলে তিনি দন্ডায়মান অবস্থায় তা পান করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ লোকজনের মধ্যে কেউ কেউ দন্ডায়মান অবস্থায় পান করাকে মাকরূহ মনে করে, অথচ আমি নবী ﷺ কে দেখেছি, তোমরা আমাকে যেরূপভাবে পান করতে দেখলে তিনিও সে রূপ করেছেন।

٥٢١٤ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِيْ حَوَائِجِ النَّاسِ فِيْ رَحَبَةِ الْكُوْفَةِ ، حَتَّى حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُوْنَ الشُّرْبَ قَائِمًا وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ -

৫২১৪ আদাম (র)...... নায্‌যাল ইব্‌ন সাবরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 'আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যোহরের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি মানুষের নানাবিধ প্রয়োজনীয় কাজে কূফা মসজিদের চত্বরে বসে পড়লেন। অবশেষে আসরের সালাত আদায়ের সময় হয়ে গেল। তখন পানি আনা হল। তিনি পানি পান করলেন এবং নিজের মুখমন্ডল ও উভয় হাত ধৌত করলেন। বর্ণনাকারী আদাম এখানে তাঁর মাথার কথাও উল্লেখ করেন এবং ধৌত করার কথাও উল্লেখ করেন। এরপর 'আলী (রা) দাঁড়ালেন এবং তিনি দাঁড়ান অবস্থায় অযূর উদ্বৃত্ত পানি পান করে নিলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ লোকজন দন্ডায়মান অবস্থায় পান করাকে মাকরূহ মনে করে, অথচ আমি যেমন করেছি নবী ﷺ ও তেমন করেছেন।

٥٢١٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ -

৫২১৫ আবূ নু'আয়ম (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দন্ডায়মান অবস্থায় যমযমের পানি পান করেছেন।

٢٢٣٦ . بَابُ مَنْ شَرِبَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرِهِ

২২৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ উটের পিঠে আরোহী অবস্থায় পান করা

٥٢١٦ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِث أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ * زَادَ مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَلَى بَعِيْرِهِ -

৫২১৬ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... উম্মুল ফাযল বিনত হারিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -এর কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠিয়ে ছিলেন। তখন নবী ﷺ আরাফাতে বিকালে অবস্থান করছিলেন। তিনি নিজ হাতে পেয়ালাটি গ্রহণ করেন এবং তা পান করেন। আবুন নায্‌র থেকে মালিক عَلَى بَعِيْرِهِ (তাঁর উটের উপর আরোহী অবস্থায় ছিলেন) কথাটি বর্ণনা করেছেন।

٢٢٣٧ . بَابُ الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ فِي الشُّرْبِ

২২৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ পান করার ক্ষেত্রে প্রথমে ডানের ব্যক্তি, তারপর ক্রমান্বয়ে ডানের ব্যক্তির অগ্রাধিকার

٥٢١٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُوْ بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ الْأَيْمَنَ الْأَيْمَنَ -

৫২১৭ ইসমাঈল (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে পানি মেশানো দুধ পরিবেশন করা হল। তাঁর ডান পার্শ্বে ছিল জনৈক বেদুঈন ও বাম পার্শ্বে ছিলেন আবূ বক্‌র (রা)। নবী ﷺ দুধ পান করলেন। তারপর বেদুঈন লোকটিকে তা দিয়ে বললেন ঃ ডানের লোকের অগ্রাধিকার। এরপর তার ডানের লোকের।

٢٢٣٨ . بَابُ هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِيْنِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الْأَكْبَرَ

২২৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ পান করতে দেওয়ার ক্ষেত্রে বয়স্ক (বয়োজ্যেষ্ঠ) লোককে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য তার ডানে অবস্থিত লোক থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে কি?

٥٢١٨ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ أَبِيْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذَنُ لِيَ أَنْ أُعْطِيَ هٰؤُلَاءِ ، فَقَالَ الْغُلَامُ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَا أُوْثِرُ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ أَحَدًا ، قَالَ فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ يَدِهِ -

৫২১৮ ইসমাঈল (রা) .... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে শরবত পরিবেশন করা হল, তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডানে ছিল একটি বালক, আর বামে ছিলেন কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। তখন নবী ﷺ বালকটিকে বললেন ঃ তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে যে, আমি ঐ বয়স্ক লোকদের আগে পান করতে দেই? বালকটি বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কাছ থেকে আমার ভাগে আসা জিনিসের ক্ষেত্রে আমি কাউকে আমার উপর অগ্রাধিকার দেব না। রাবী বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন পেয়ালাটি তার হাতে তুলে দিলেন।

٢٢٣٩ . بَابُ الْكَرْعِ فِي الْحَوْضِ

২২৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ অঞ্জলী দ্বারা হাউজের পানি পান করা

٥٢١٩ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَسَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَاحِبُهُ ، فَرَدَّ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ وَهِيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ وَهُوَ يَحُوْلُ فِي حَائِطٍ ، يَعْنِيْ الْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِيْ شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَعْنَا وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِيْ حَائِطٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عِنْدِيْ مَاءٌ بَاتَ فِيْ شَنَّةٍ ، فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيْشِ فَسَكَبَ فِيْ قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِيْ جَاءَ مَعَهُ -

৫২১৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালিহ্ (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আনসারদের এক ব্যক্তির কাছে গেলেন। তাঁর সংগে ছিল তাঁর এক সাহাবী। নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবী সালাম দিলে লোকটি সালামের জবাব দিল। এরপর সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার জন্য আমার পিতা ও মাতা কুরবান, এটি ছিল প্রচন্ড গরমের সময়। এ সময় লোকটি তার বাগানে পানি দিতে ছিল। নবী ﷺ বললেন ঃ যদি তোমার কাছে গতরাতে মশ্কে রাখা পানি থাকে তাহলে আমাদের পান করাতে পার। অন্যথায় আমরা আমাদের সম্মুখস্থ পানি থেকে পান করে নেব। তখন লোকটি বাগানে পানি দিতে ছিল। এরপর লোকটি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমার কাছে গতরাতে মশ্কে রাখা পানি আছে। এরপর সে নবী ﷺ কে ঝুপড়ীতে নিয়ে গেল। একটি পাত্রে কিছু পানি ঢেলে তাতে ঘরে পোষা বক্রীর দুধ দোহন করল। নবী ﷺ তা পান করলেন। এরপর সে আবার দোহন করল। তখন তাঁর সংগে যিনি ছিলেন তিনি তা পান করলেন।

٢٢٤٠. بَابُ خِدْمَةِ الصِّغَارِ الْكِبَارِ

২২৪০. পরিচ্ছেদ ঃ ছোটরা বড়দের খেদমত করবে

٥٢٢٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيْهِمْ عُمُوْمَتِيْ وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ الْفَضِيْخَ ، فَقِيْلَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، فَقَالَ أَكْفِئْهَا فَكَفَأْنَا ، قُلْتُ لأَنَسٍ مَا شَرَابُهُمْ ؟ قَالَ رُطَبٌ وَبُسْرٌ ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ ، وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ ، فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ وَحَدَّثَنِيْ بَعْضُ أَصْحَابِيْ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُوْلُ كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ -

৫২২০ মুসাদ্দাদ (রা)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার গোত্রীয় লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদেরকে অর্থাৎ আমার চাচাদেরকে "ফাযীখ" নামক শরাব পান করাতে ছিলাম। আমি ছিলাম তাঁদের মধ্যে সকলের চাইতে ছোট। এমন সময় ঘোষণা করা হল ঃ শরাব

হারাম হয়ে গেছে। তাঁরা বললেন ঃ এ শরাবগুলো ঢেলে দাও। আমি তা ঢেলে দিলাম। বর্ণনাকারী (সুলায়মান তায়মী) বলেন, আমি আনাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তাদের শরাব কিসের তৈরী ছিল? তিনি বললেন ঃ কাঁচা ও পাকা খেজুরের তৈরী। আনাস (রা)-এর পুত্র আবূ বক্‌র বললেন, (সম্ভবত তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন), এটিই ছিল তাঁদের আমলের শরাব। তাতে আনাস (রা) কোন অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন নি। সুলায়মান বলেন, আমার কতিপয় বন্ধু আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আনাস (রা) থেকে শুনেছেন ঃ সেকালে এটিই ছিল তাঁদের শরাব।

٢٢٤١. بَابُ تَغْطِيَةِ الإِنَاءِ

২২৪১. পরিচ্ছেদ ঃ পাত্রসমূহকে ঢেকে রাখা

٥٢٢١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوْهُمْ فَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَ أَوْكُوْا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَخَمِّرُوْا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوْا عَلَيْهَا شَيْئًا ، وَأَطْفِئُوْا مَصَابِيْحَكُمْ -

৫২২১ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন সন্ধ্যা হয়, তখন তোমাদের সন্তানদের ঘরে আটকিয়ে রাখবে। কেননা এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু সময় অতিক্রান্ত হলে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার। আর ঘরের দরজা বন্ধ করবে। কেননা, শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। আর তোমরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে (বিস্‌মিল্লাহ্ বলে) তোমাদের মশকের মুখ বন্ধ করে দেবে এবং আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তোমাদের পাত্রগুলোকে ঢেকে রাখবে কমপক্ষে পাত্রগুলোর উপর কোন জিনিস আড়াআড়িভাবে রেখে হলেও। আর (শয়নকালে) তোমরা তোমাদের চেরাগগুলো নিভিয়ে দেবে।

٥٢٢٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَطْفِئُوْا الْمَصَابِيْحَ إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوْا الأَبْوَابَ وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِعُوْدٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ -

৫২২২ মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যখন ঘুমাবে তখন চেরাগ নিভিয়ে দেবে, দরজা বন্ধ করে ফেলবে, মশ্‌কের মুখ বন্ধ করে দেবে, খাবার ও পানীয় দ্রব্যাদি ঢেকে রাখবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি আরো বলেছেন, অন্তত একটি কাঠ আড়াআড়িভাবে পাত্রের উপর স্থাপন করে হলেও।

٢٢٤٢ . بَابُ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

২২৪২. পরিচ্ছেদ ঃ মশ্‌কের মুখ খুলে তাতে মুখ লাগিয়ে পান করা

٥٢٢٣ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ ، يَعْنِيْ أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبُ مِنْهَا -

৫২২৩ আদাম (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মশ্‌কের মুখ খুলে, তাতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ * قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ مَعْمَرٌ أَوْ غَيْرُهُ هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا -

৫২২৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে 'ইখ্‌তিনাছিল আসকিয়া' থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, মা'মার কিংবা অন্য একজন বলেছেন, 'ইখ্‌তিনাছ' হল মশকের মুখ থেকে পানি পান করা।

٢٢٤٣. بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ

২২৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ মশ্‌কের মুখ থেকে পানি পান করা

٥٢٢٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِيْ دَارِهِ -

৫২২৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)...... আইউব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইক্‌রামা (রা) আমাদের বললেন, আমি তোমাদের সংক্ষিপ্ত এমন কতগুলো কথা জানাবো কি যেগুলো আমাদের কাছে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন? (কথাগুলো হল) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বড় কিংবা ছোট মশ্‌কের মুখে পানি পান করতে এবং প্রতিবেশীকে এর দেয়ালের উপর খুঁটি গাঁড়তে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٢٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ -

৫২২৬ মুসাদ্দাদ (রা)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মশ্‌কের মুখ থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٢٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ -

৫২২৭ মুসাদ্দাদ (রা)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মশ্‌কের মুখ থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

٢٢٤٤ . بَابُ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

২২৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ পান পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা

٥٢٢٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ -

৫২২৮ আবূ নু'আইম (র)...... আবদুল্লাহ্‌র পিতা আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন পানি পান করবে সে যেন তখন পান-পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে। আর তোমাদের কেউ যখন পেশাব করবে, সে যেন ডান হাতে তার লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে এবং তোমাদের কেউ যখন শৌচ কাজ করবে তখন সে যেন ডান হাতে তা না করে।

٢٢٤٥ بَابُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ

২২৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ দুই কিংবা তিন শ্বাসে পানি পান করা

٥٢٢٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ وَأَبُوْ نُعَيْمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ ثُمَامَةُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلاَثًا -

৫২২৯ আবূ 'আসিম ও আবূ নু'আয়ম (র)...... সুমামা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনাস্ (রা)-এর নিয়ম ছিল, তিনি দুই কিংবা তিন নিঃশ্বাসে পাত্রের পানি পান করতেন। তিনি ধারণা করতেন যে, নবী ﷺ তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন।

٢٢٤٦ . بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ

২২৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ সোনার পাত্রে পানি পান করা

٥٢٣٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَاسْتَسْقَى ، فَأَتَاهُ دُهْقَانٌ بِقَدَحٍ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنِّيْ لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنِّيْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ

يَنْتَهِ وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ -

৫২৩০ হাফস ইব্‌ন 'উমর (র)...... ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) মাদায়েন অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন। এ সময় তিনি পানি পান করতে চাইলেন। তখন জনৈক গ্রামবাসী একটি রূপার পেয়ালায় পানি এনে তাঁকে দিল। তিনি পানি সহ পেয়ালাটি ছুঁড়ে মারলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি এটি ছুঁড়ে ফেলতাম না, কিন্তু আমি তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে তা থেকে বিরত হয়নি। অথচ নবী ﷺ আমাদের নিষেধ করেছেন মোটা ও পাতলা রেশমের কাপড় পরিধান করতে, সোনা ও রূপার পান-পাত্র ব্যবহার করতে। তিনি আরো বলেছেন ঃ উল্লেখিত জিনিসগুলো হ'ল দুনিয়াতে কাফির সম্প্রদায়ের জন্য; আর আখিরাতে তোমাদের জন্য।

٢٢٤٧. بَابُ آنِيَةِ الْفِضَّةِ

২২৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ সোনা-রূপার পাত্রে পানি পান করা

٥٢٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَالدِّيْبَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ -

৫২৩১ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (রা)...... ইব্‌ন আবূ লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফা (রা)-এর সংগে বাইরে বের হলাম। এ সময় তিনি নবী ﷺ -এর কথা আলোচনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সোনা ও রূপার পাত্রে পান করবে না। আর মোটা বা পাতলা রেশমের কাপড় পরিধান করবে না। কেননা, এগুলো দুনিয়াতে তাদের (অমুসলিম সম্প্রদায়ের) জন্য ভোগ্যবস্তু। আর তোমাদের (মুসলিম সম্প্রদায়ের) জন্য হল আখিরাতের ভোগ্য সামগ্রী।

٥٢٣٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ -

৫২৩২ ইসমাঈল (র) নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে সে তো তার উদরে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করায়।

٥٢٣٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : أَمَرَنَا

بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِيْ ، وَافْشَاءِ السَّلَامِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ ، وَابْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ ، أَوْ قَالَ آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيِّ ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالإِسْتَبْرَقِ -

৫২৩৩ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সাতটি জিনিসের হুকুম দিয়েছেন এবং সাতটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের হুকুম দিয়েছেন ঃ রোগীর সেবা করতে, জানাযার পেছনে যেতে, হাঁচি দানকারীর জবাব দিতে, দাওয়াতকারীর দাওয়াত গ্রহণ করতে, বেশী বেশী সালাম দিতে, মাযলুমের সাহায্য করতে এবং কসমকারীকে কসম ঠিক রাখার সুযোগ করে দিতে। আর আমাদের তিনি নিষেধ করছেন ঃ স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে, কিংবা তিনি বলেছেন, রূপার পাত্রে পানি পান করতে, মায়াসির অর্থাৎ এক জাতীয় নরম ও মসৃণ রেশমী কাপড় কাসসী অর্থাৎ রেশম মিশ্রিত কাপড় ব্যবহার করতে এবং পাতলা কিংবা মোটা এবং অলংকার খচিত রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে।

٢٢٤٨ . بَابُ الشُّرْبِ فِي الْأَقْدَاحِ

২২৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ পেয়ালায় পান করা

٥٢٣٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِيْ النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَي أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّهُمْ شَكَوْا فِيْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَبُعِثَ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ -

৫২৩৪ আমর ইব্‌ন আব্বাস (র)...... উম্মুল ফাযল্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকজন আরাফার দিনে নবী ﷺ -এর সিয়াম পালনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করলো। তখন আমি তাঁর নিকট একটি পেয়ালায় করে কিছু দুধ পাঠালাম। তিনি তা পান করলেন।

٢٢٤٩ . بَابُ الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ ﷺ وَآنِيَتِهِ ، وَقَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ قَالَ لِيْ عَبْدُ اللهِ ابْنُ سَلَامٍ أَلاَ أَسْقِيْكَ فِيْ قَدَحٍ شَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْهِ -

২২৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর ব্যবহৃত পেয়ালায় পান করা এবং তাঁর পাত্র-সমূহের বর্ণনা। আবূ বুরদাহ (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (র) আমাকে বলেছেন ঃ আমি কি তোমাকে সেই পাত্রে পান করতে দেব না যে পাত্রে নবী ﷺ পান করেছেন?

٥٢٣٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ امْرَاةٌ مِنَ الْعَرَبِ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ

إِلَيْهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ ، فَنَزَلَتْ فِيْ أُجُمِ بَنِيْ سَاعِدَةَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى جَاءَ هَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَاسَهَا ، فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ أَعَذْتُكَ مِنِّيْ ، فَقَالُوْا لَهَا أَتَدْرِيْنَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَتْ لاَ ، قَالُوْا هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذٰلِكَ ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَتّٰى جَلَسَ فِيْ سَقِيْفَةِ بَنِيْ سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ اسْقِنَا يَا سَهْلُ ، فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهٰذَا الْقَدَحِ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيْهِ فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذٰلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا قَالَ ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَعْدَ ذٰلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ -

৫২৩৫ সাঈদ ইব্ন আবূ মারইয়াম (র) ...... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে আরবের জনৈকা মহিলার কথা আলোচনা করা হলে, তিনি আবূ উসায়দ সাঈদী (রা)কে আদেশ দিলেন, সেই মহিলার নিকট কাউকে পাঠাতে। তখন তিনি তার নিকট একজনকে পাঠালে সে আসলো এবং সায়িদা গোত্রের দুর্গে অবতরণ করলো। এরপর নবী ﷺ বেরিয়ে এসে তার কাছে গেলেন। নবী ﷺ দুর্গে তার কাছে প্রবেশ করে দেখলেন, একজন মহিলা মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে। নবী ﷺ যখন তার সংগে কথোপকথন করলেন, তখন সে বলে উঠল, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে পানাহ দিলাম। তখন লোকজন তাকে বলল তুমি কি জান ইনি কে? সে উত্তর করল ঃ না। তারা বলল ঃ ইনি তো আল্লাহ্র রাসূল। তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে এসেছিলেন। সে বলল, এ মর্যাদা থেকে আমি চির বঞ্চিতা! এরপর সেই দিনই নবী ﷺ অগ্রসর হলেন এবং তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ অবশেষে বনী সায়িদার চত্বরে এসে বসে পড়লেন। এরপর বললেন ঃ হে সাহ্ল! আমাদের পানি পান করাও। সাহল (রা) বলেন, তখন অমি তাঁদের জন্য এই পেয়ালাটিই বের করে আনি এবং তা দিয়ে তাঁদের পান করাই। বর্ণনাকারী বলেন, সাহল (রা) তখন আমাদের কাছে সেই পেয়ালা বের করে আনলে আমরা তাতে করে পানি পান করি। তিনি বলেছেন ঃ পরবর্তীকালে উমর ইব্ন আবদুল আযীয (রা) তাঁর কাছ থেকে সেটি দান হিসাবে পেতে চাইলে, তিনি তাঁকে তা হেবা করে দেন।

٥٢٣٦ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ قَالَ رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَ قَدْ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ قَالَ وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيْضٌ مِنْ نُضَارٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ هٰذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا * قَالَ وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ إِنَّهُ كَانَ فِيْهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ طَلْحَةَ لاَ تُغَيِّرَنَّ شَيْأً صَنَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَرَكَهُ -

৫২৩৬ হাসান ইব্‌ন মুদরিক (র)...... 'আসিম আহওয়াল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কাছে নবী ﷺ -এর ব্যবহৃত একটি পেয়ালা দেখেছি। সেটি ফেটে গিয়েছিল। এরপর তিনি তা রূপা মিলিয়ে জোড়া দেন। বর্ণনাকারী 'আসিম বলেন, সেটি ছিল উত্তম, চওড়া ও নুযর কাঠের তৈরী। 'আসিম বলেন, আনাস (রা) বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এ পেয়ালায় বহুবার পানি পান করিয়েছি। 'আসিম বলেন, ইব্‌ন সীরীন (রা) বলেছেন ঃ পেয়ালাটিতে বৃত্তাকারে লোহা লাগানো ছিল। তাই আনাস (রা) ইচ্ছা করে ছিলেন, লোহার বৃত্তের স্থলে সোনা বা রূপা একটি বৃত্ত স্থাপন করতে। তখন আবূ তালহা (রা) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেরূপ তৈরী করেছেন, তাতে কোন পরিবর্তন করো না। ফলে তিনি সে ইচ্ছা ত্যাগ করেন।

٢٢٥٠. بَابُ شُرْبِ الْبَرَكَةِ وَالْمَاءِ الْمُبَارَكِ

২২৫০. পরিচ্ছেদ ঃ বরকত পান করা ও বরকতযুক্ত পানির বর্ণনা

٥٢٣٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا هٰذَا الْحَدِيْثُ قَالَ قَدْ رَأَيْتُنِيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرُ فُضْلَةٍ فَجُعِلَ فِيْ إِنَاءٍ فَأُتِيَ النَّبِيَّ ﷺ بِهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْوُضُوْءِ الْبَرَكَةِ مِنَ اللهِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ وَشَرِبُوْا فَجَعَلْتُ لاَ آلُوْا مَا جَعَلْتُ فِيْ بَطْنِيْ مِنْهُ ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةٌ ، قُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ * تَابَعَهُ عَمْرٌو عَنْ جَابِرٍ ، وَقَالَ حُصَيْنٌ وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً وَتَابَعَهُ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرٍ -

৫২৩৭ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সংগে ছিলাম, এ সময় আসরের সময় হয়ে গেল। অথচ আমাদের সংগে বেঁচে যাওয়া সামান্য পানি ব্যতীত কিছুই ছিল না। তখন সেটুকু একটি পাত্রে রেখে পাত্রটি নবী ﷺ -এর সামনে পেশ করা হল। তিনি পাত্রটির মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে দিলেন। এরপর বললেন ঃ এস, যাদের অযূর প্রয়োজন আছে। বরকত তো আসে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। জাবির (রা) বলেন, তখন আমি দেখলাম, নবী ﷺ -এর আঙ্গুলগুলোর ফাঁক থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। লোকজন অযূ করল এবং পানি পান করল। আমিও আমার উদরে যতটুকু সম্ভব ছিল ততটুকু পান করতে ক্রটি করলাম না। কেননা, আমি জানতাম এটি বরকতের পানি। রাবী বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বললাম ঃ সে দিন আপনারা কত লোক ছিলেন? তিনি বললেন ঃ এক হাজার চারশ' জন। জাবির (রা)-এর সূত্রে 'আম্‌র অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সালিম, জাবির (রা) সূত্রের মাধ্যমে হুসাইন ও 'আমর ইব্‌ন মুররা চৌদ্দশ'র স্থানে পনেরশ'র কথা বলেছেন। সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব জাবির (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

كِتَابُ الْمَرْضَى

রোগীদের বর্ণনা অধ্যায়

كِتَابُ الْمَرْضَى

রোগীদের বর্ণনা অধ্যায়

مَا جَاءَ فِيْ كَفَّارَةِ الْمَرَضِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهِ.

রোগের কাফফারা ও ক্ষতিপূরণ এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে তাকে সেই কাজের প্রতিফল দেওয়া হবে।

٥٢٣٨ **حَدَّثَنَا** أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيْبُ الْمُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا -

৫২৩৮ আবুল ইয়ামান হাকাম ইব্‌ন নাফি (র)...... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমান ব্যক্তির উপর যে সকল বিপদ-আপদ আপতিত হয় এর দ্বারা আল্লাহ্ তার পাপ মোচন করে দেন। এমনকি যে কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ হয় এর দ্বারাও।

٥٢٣٩ **حَدَّثَنِيْ** عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ -

৫২৩৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল যাতনা, রোগ ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমন কি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এ সবের দ্বারা আল্লাহ্ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।

٥٢٤٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِثْلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ ، تُفَيِّئُهَا الرِّيْحُ مَرَّةً ، وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً ، وَمِثْلُ الْمُنَافِقِ كَالأَرْزَةِ لاَ تَزَالُ حَتَّى يَكُوْنَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً * وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ حَدَّثَنِيْ سَعْدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ كَعْبٍ عَنْ أَبِيْهِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫২৪০ মুসাদ্দাদ (র)...... কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তির উদাহরণ হল সে শস্যক্ষেত্রের নরম চারা গাছের ন্যায়, যাকে বাতাস একবার কাত করে ফেলে, আরেক বার সোজা করে দেয়। আর মুনাফিকের উদাহরণ, সে যেন ভূমির উপর কঠিনভাবে স্থাপিত বৃক্ষ, যাকে কোন ক্রমেই নোয়ানো যায় না। অবশেষে এক ঝটকায় মূলসহ তা উৎপাটিত হয়ে যায়। যাকারিয়্যা তাঁর পিতা কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী ﷺ থেকে আমাদের কাছে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٤١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُوَيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيْحُ كَفَأَتْهَا فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلاَءِ ، وَ الْفَاجِرُ كَالأَرْزَةِ صَمَّاءُ مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ -

৫২৪১ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তির উপমা হল, সে যেন শস্যক্ষেত্রের কোমল চারাগাছ। যে কোন দিক থেকেই তার দিকে বাতাস আসলে বাতাস তাকে নুইয়ে দেয়। আবার (যখন বাতাসের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় তখন তা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। (তদ্রূপ অবস্থা হল মু'মিনের) বালা মুসিবত তাকে নোয়াতে থাকে। আর ফাসিক হল শক্ত ভূমির উপর কঠিনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানো বৃক্ষের ন্যায়, যাকে আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন ভেংগে দেন।

٥٢٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ صَعْصَعَةَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ يَسَارٍ أَبَا الْحُبَابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ -

৫২৪২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্ যে ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করেন তাকে তিনি মুসীবতে লিপ্ত করেন।

٢٢٥١ . بَابَ شِدَّةِ الْمَرَضِ

২২৫১. পরিচ্ছেদ ঃ রোগের তীব্রতা

٥٢٤٣ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ * حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدُّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ -

৫২৪৩ কাবীসা (র) ও বিশর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চাইতে অধিক রোগ যাতনা ভোগকারী অন্য কাউকে দেখিনি।

٥٢٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيْ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ وَهُوَ يُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا وَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا ، قُلْتُ إِنَّ ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ ، قَالَ أَجَلْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًي إِلاَّ حَاتَّ اللهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ -

৫২৪৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর পীড়িত অবস্থায় তাঁর কাছে গেলাম। এ সময় তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আমি বললাম ঃ নিশ্চয়ই আপনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত। আমি এও বললাম যে, এটা এ জন্য যে, আপনার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। তিনি বললেন ঃ হাঁ। যে কোন মুসলিম মুসীবতে আক্রান্ত হয়, তার উপর থেকে গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে যায়, যে ভাবে বৃক্ষ থেকে ঝরে যায় তার পাতাগুলো।

٢٢٥٢ . بَابُ أَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءِ الأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ

২২৫২. পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবীগণ। এরপরে ক্রমান্বয়ে প্রথম ব্যক্তি এবং পরবর্তী প্রথম ব্যক্তি

٥٢٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيْ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا قَالَ أَجَلْ إِنِّيْ أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ ، قُلْتُ ذٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ ؟ قَالَ أَجَلْ ذَلِكَ كَذٰلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّأتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا -

৫২৪৫ আবদান (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম। তখন তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো কঠিন জ্বরে আক্রান্ত। তিনি বললেন ঃ হাঁ। তোমাদের দু'ব্যক্তি যতটুকু জ্বরে আক্রান্ত হয়, আমি একাই ততটুকু জ্বরে আক্রান্ত হই। আমি বললাম ঃ এটি এজন্য যে, আপনার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব তিনি বললেন ঃ হাঁ ব্যাপারটি এমনই। কেননা যে কোন মুসলিম মুসীবতে আক্রান্ত হয়, চাই তা একটি কাঁটা কিংবা আরো ক্ষুদ্র কিছু হোক না কেন, এর দ্বারা আল্লাহ্ তার গুনাহগুলোকে মুছে দেন, যে ভাবে গাছ থেকে পাতাগুলো ঝরে যায়।

٢٢٥٣. بَابُ وُجُوْبِ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ

২২৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর সেবা করা ওয়াজিব

٥٢٤٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ -

৫২৪৬ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, রোগীর সেবা কর এবং কয়েদীকে মুক্ত কর।

٥٢٤٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيْثَرَةِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنَائِزَ وَنَعُوْدَ الْمَرِيْضَ وَنُفْشِيَ السَّلَامَ -

৫২৪৭ হাফস ইব্ন উমর (র)...... বারা' ইব্ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সাতটি জিনিসের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন ঃ সোনার আংটি, মোটা ও পাতলা এবং কারুকার্য খচিত রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং কাস্‌সী ও মিয়সারা কাপড় ব্যবহার করতে। আর তিনি আমাদের আদেশ করেছেন ঃ আমরা যেন জানাযার অনুসরণ করি, রোগীর সেবা করি এবং বেশী বেশী করে সালাম করি।

٢٢٥٤. بَابُ عِيَادَةِ الْمُغْمٰى عَلَيْهِ

২২৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির সেবা করা

٥٢٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرِضْتُ مَرَضًا فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ ، فَوَجَدَانِيْ أُغْمِيَ عَلَيَّ ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوْءَهُ عَلَيَّ ، فَأَفَقْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِيْ مَالِ كَيْفَ أَقْضِيْ فِيْ مَالِيْ فَلَمْ يُجِبْنِيْ بِشَيْءٍ ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ -

৫২৪৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (রা)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন নবী ﷺ ও আবূ বক্র (রা) পায়ে হেঁটে আমার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আমার নিকট আসলেন। তাঁরা আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। তখন নবী ﷺ অযূ করলেন। তারপর তিনি তাঁর অবশিষ্ট পানি আমার গায়ের উপর ছিটিয়ে দিলেন। ফলে আমি সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে দেখলাম, নবী ﷺ উপস্থিত। আমি নবী ﷺ কে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সম্পদের ব্যাপারে আমি কি করবো? আমার সম্পদের ব্যাপারে কি পদ্ধতিতে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো? তিনি তখন আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে মীরাসের আয়াত নাযিল হল।

২২৫৫ . بَابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيْحِ

২২৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ মৃগী রোগে আক্রান্ত রোগীর ফযীলত

٥٢٤٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عِمْرَانَ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَلاَ أُرِيْكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّيْ أُصْرَعُ وَإِنِّيْ أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِي قَالَ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ فَقَالَتْ اصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّيْ أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا -

৫২৪৯ মুসাদ্দাদ (র)...... আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাবো না? আমি বললাম ঃ অবশ্যই। তখন তিনি বললেন ঃ এই কৃষ্ণ বর্ণের মহিলাটি, সে নবী ﷺ -এর নিকট এসেছিল। তারপর সে বলল ঃ আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমার ছতর খুলে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি যদি চাও, ধৈর্য ধারণ করতে পার। তোমার জন্য থাকবে জান্নাত। আর তুমি যদি চাও, তাহলে আমি আল্লাহ্র কাছে দু'আ

করি, যেন তোমাকে নিরাময় করেন। মহিলা বলল ঃ আমি ধৈর্য ধারণ করবো। সে বলল ঃ তবে যে সে অবস্থায় ছতর খুলে যায়। কাজেই আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন যেন আমার ছতর খুলে না যায়। নবী ﷺ তাঁর জন্য দু'আ করলেন।

٥٢٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ امْرَأَةً طَوِيْلَةً سَوْدَاءَ عَلَى سِتْرِ الْكَعْبَةِ -

৫২৫০ মুহাম্মদ (রা)...... আতা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সেই উম্মে যুফার (রা) কে দেখেছেন কা'বার গিলাফ ধরা অবস্থায়। সে ছিল দীর্ঘ দেহী কৃষ্ণ বর্ণের এক মহিলা।

٢٢٥٦ . بَابُ فَضْلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ

২২৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি চলে গেছে তার ফযীলত

٥٢٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ * تَابَعَهُ أَشْعَثُ ابْنُ جَابِرٍ وَأَبُوْ ظِلاَلٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫২৫১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ আমি যদি আমার কোন বান্দাকে তার অতি প্রিয় দু'টি জিনিসের ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলি, আর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে আমি তাকে সে দু'টির বিনিময়ে দান করবো জান্নাত। আনাস (রা) বলেন, দু'টি প্রিয় জিনিস বলে তার উদ্দেশ্য হল সে ব্যক্তির চক্ষুদ্বয়। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আশ্'আস ইব্‌ন জাবির ও আবূ যিলাল (র) আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে।

٢٢٥٧ . بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرِّجَالَ ، وَعَادَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْأَنْصَارِ

২২৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের পুরুষ রোগীর সেবা করা। উম্মে দারদা (রা) মসজিদে অবস্থানকারী জনৈক আনসার ব্যক্তির সেবা করেছিলেন

٥٢٥٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ أَبُوْ بَكْرٍ وَبِلاَلٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا قُلْتُ يَاأَبَتِ

كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُوْلُ :

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِهِ + وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَتْ عَنْهُ يَقُوْلُ:

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً + بِوَادٍ وَ حَوْلِيْ إِذْخِرٌ وَ جَلِيْلُ

وَ هَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ + وَ هَلْ تَبْدُوْنَ لِيَ شَامَةٌ وَطَفِيْلُ

قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ اللَّهُمَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ -

৫২৫২ কুতায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আসলেন,তখন আবূ বক্র ও বিলাল (রা) জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন ঃ আমি তাঁদের কাছে গেলাম এবং বললাম ঃ হে আব্বাজান! আপনি কেমন অনুভব করছেন? হে বিলাল, আপনি কেমন অনুভব করছেন? আবূ বক্র (রা)-এর অবস্থা ছিল, তিনি যখন জ্বরে আক্রান্ত হতেন তখন তিনি আবৃত্তি করতেন ঃ "সব মানুষ সুপ্রভাত ভোগ করে আপন পরিবার পরিজনের মধ্যে, আর মৃত্যু অপেক্ষমান থাকে তার জুতার ফিতার চেয়ে সন্নিকটে।" বিলাল (রা)-এর জ্বর যখন থামত তখন তিনি বলতেন ঃ "হায়! আমি যদি লাভ করতাম একটি রাত কাটানোর সুযোগ এমন উপত্যকায় যে আমার পাশে আছে ইয্খির ও জালীল ঘাস। যদি আমার অবতরণ হতো কোন দিন মাজিন্নার কূপের কাছে। হায়! আমি কি কখনো দেখা পাব শামা ও তাফীলের।"[১] আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁকে এদের অবস্থা জানালাম। তখন তিনি দু'আ করে বললেন ঃ হে আল্লাহ্! মদীনাকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দাও, যে রূপে তুমি আমাদের কাছে মক্কা প্রিয় করে দিয়েছিলে কিংবা সে অপেক্ষা আরো অধিক প্রিয় করে দাও। হে আল্লাহ্! আর মদীনাকে উপযোগী করে দাও এবং মদীনার মুদ্দ ও সা' এর ওযনে বরকত দাও। আর এখানকার জ্বরকে স্থানান্তরিত করে জুহ্ফা এলাকায় স্থাপন করে দাও।

٢٢٥٨ . بَابُ عِيَادَةِ الصِّبْيَانِ

২২৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ অসুস্থ শিশুদের সেবা করা

٥٢٥٣ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَاصِمٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ ابْنَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَعْدٌ

১. শামা ও তাফীল মক্কা শরীফের দু'টি পর্বতের নাম। কারো কারো মতে দু'টি কূপের নাম।

وَأُبَيٌّ نَحْسَبُ أَنَّ ابْنَتِي قَدْ حُضِرَتْ فَاشْهَدْنَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السَّلاَمَ ،وَيَقُوْلُ إِنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ ، فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا ، فَرُفِعَ الصَّبِيُّ فِيْ حَجْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ ، فَفَاضَتْ عَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللهُ فِيْ قُلُوْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ، وَ لاَ يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلاَّ الرُّحَمَاءَ -

৫২৫৩ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র)...... উসামা ইব্ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর এক কন্যা (যায়নাব) তাঁর কাছে সংবাদ পাঠিয়েছেন, এ সময় উসামা, সা'দ ও সম্ভবতঃ উবায় (রা) নবী ﷺ -এর সংগে ছিলেন। সংবাদ ছিল এ মর্মে যে, (যায়নাব বলেছেন) আমার এক শিশুকন্যা মৃত্যুশয্যায় শায়িত। কাজেই আপনি আমাদের এখানে আসুন। উত্তরে নবী ﷺ তাঁর কাছে সালাম পাঠিয়ে বলে দিলেন ঃ সব আল্লাহ্র ইখ্তিয়ার। তিনি যা চান নিয়ে নেন, আবার যা চান দিয়ে যান। তাঁর কাছে সব কিছুরই একটা নির্ধারিত সময় আছে। কাজেই তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং উত্তম প্রতিদানের আশায় থাকো। তারপর আবারো তিনি নবী ﷺ -এর কাছে কসম ও তাগিদ দিয়ে সংবাদ পাঠালে নবী ﷺ উঠে দাঁড়ালেন। আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। এরপর শিশুটিকে নবী ﷺ -এর কোলে তুলে দেওয়া হল। এ সময় তার নিঃশ্বাস দ্রুত উঠানামা করছিল। নবী ﷺ -এর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। সা'দ (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা কি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ এটা রহমত। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করেন তার অন্তরে এটিকে স্থাপন করেন। আর আল্লাহ্ তাঁর মেহেরবান বান্দাদের প্রতিই মেহেরবানী করে থাকেন।

٢٢٥٩. بَابُ عِيَادَةِ الْأَعْرَابِ

২২৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ অসুস্থ বেদুঈনদের সেবা করা

٥٢٥٤ حَدَّثَنَا مَعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُخْتَارٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ ، قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ فَقَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ قُلْتُ طَهُوْرٌ كَلاَّ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُوْرُ أَوْ تَثُوْرُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيْرٍ تُزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ إِذًا -

৫২৫৪ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জনৈক বেদুঈনের কাছে গিয়েছিলেন, তার রোগের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, আর নবী ﷺ -এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোন রোগীকে দেখতে যেতেন তখন তাকে বলতেন ঃ কোন ক্ষতি নেই। ইন্শাআল্লাহ্ তুমি তোমার গুনাহসমূহ থেকে পবিত্রতা লাভ করবে। তখন বেদুঈন বললঃ

আপনি কি বলেছেন যে, এটা গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেবে? কখনো নয়, বরং এটা এমন এক জ্বর যা এক অতি বৃদ্ধকে গরম করছে কিংবা সে বলেছে উত্তপ্ত করছে, যা তাকে কবরস্থান দেখিয়ে ছাড়বে। নবী ﷺ বললেন ঃ হাঁ, তবে তেমনই।

٢٢٦٠. بَابُ عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ.

২২৬০. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিক রোগীর দেখাশুনা করা

٥٢٥٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ غُلاَمًا لِيَهُوْدَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَالَ أَسْلِمْ فَأَسْلَمَ * وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْهِ لَمَّا حُضِرَ أَبُوْ طَالِبٍ جَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ -

৫২৫৫ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহূদীর ছেলে নবী ﷺ -এর খেদমত করত। ছেলেটির অসুখ হলে নবী ﷺ তাকে দেখতে এলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। সে ইসলাম গ্রহণ করলো। সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ তালিব মৃত্যুমুখে পতিত হলে নবী ﷺ তার কাছে এসেছিলেন।

٢٢٦١ . بَابُ إِذَا عَادَ مَرِيْضًا فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً

২২৬১. পরিচ্ছেদ ঃ কোন রোগীকে দেখতে গিয়ে সালাতের সময় হলে সেখানেই উপস্থিত লোকদের নিয়ে জামা'আতে সালাত আদায় করা

٥٢٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيٰ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ يَعُوْدُوْنَهُ فِيْ مَرَضِهِ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا فَجَعَلُوْا يُصَلُّوْنَ قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَجْلِسُوْا ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ إِنَّ الْإِمَامَ لَيُؤتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا ، وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا . * قَالَ أَبُوْ عَبْدُ اللهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ هذَا الْحَدِيْثُ مَنْسُوْخٌ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أٰخِرُ مَا صَلَّى صَلَّى قَاعِدًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ -

৫২৫৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর অসুস্থতার সময় লোকজন তাঁকে দেখার জন্য তাঁর কাছে আসলে তিনি তাঁদের নিয়ে বসা অবস্থায় সালাত আদায় করেন। লোকজন তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করেছিল, ফলে তিনি তাদের বসার জন্য ইশারা করেন। এরপর সালাত শেষ করে তিনি বলেন ঃ ইমাম হল এমন ব্যক্তি যাকে অনুসরণ করতে হয়। কাজেই সে যখন রুকূ করবে তখন তোমরাও রুকূ করবে। সে যখন মাথা উঠাবে, তোমরা মাথা উঠাবে। আর সে যখন বসে সালাত আদায় করবে, তখন তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।

আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী (র) বলেন, হুমায়দী (র) বলেছেন ঃ এই হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। কেননা, নবী ﷺ জীবনে শেষ যে সালাত আদায় করেছিলেন তাতে তিনি নিজে বসে আদায় করেন আর লোকজন তাঁর পেছনে ছিল দাঁড়ানো অবস্থায়।

٢٢٦٢ . بَابُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيْضِ

২২৬২. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর দেহে হাত রাখা

٥٢٥٧ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا الْجُعَيْدُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًا شَدِيْدًا ، فَجَاءَ نِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ ، فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّيْ أَتْرُكُ مَالاً وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلاَّ ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَأُوْصِيْ بِثُلُثَيْ مَالِيْ وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ ؟ فَقَالَ لاَ ، قُلْتُ فَأُوْصِيْ بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ ؟ قَالَ لاَ ، قُلْتُ فَأُوْصِيْ بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِيْ وَبَطْنِيْ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ، وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ، فَمَازِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبِدِيْ فِيْمَا يُخَالُ إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ -

৫২৫৭ মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... আয়েশা বিন্ত সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা বলেছেন, আমি যখন মক্কায় কঠিনভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন নবী ﷺ আমাকে দেখার জন্য আসেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র নবী! আমি সম্পদ রেখে যাচ্ছি। আর আমার একটি মাত্র কন্যা ছাড়া আর কেউ নেই। এ অবস্থায় আমি কি আমার দু'তৃতীয়াংশ সম্পদের ব্যাপারে অসীয়ত করে এক-তৃতীয়াংশ রেখে যাব? তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। আমি বললাম ঃ তা হলে অর্ধেক রেখে দিয়ে আর অর্ধেকের ব্যাপারে অসীয়ত করে যেতে পারি। তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ তাহলে দু'তৃতীয়াংশ রেখে দিয়ে এক-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অসীয়ত করে যেতে পারি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ এক-তৃতীয়াংশের পার, তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তারপর তিনি আমার কপালের উপর তাঁর হাত রাখলেন এবং আমার চেহারা ও পেটের উপর হাত বুলিয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহ্, সা'দকে তুমি নিরাময় কর। তাঁর হিজরত পূর্ণ করতে দিন। আমি তাঁর হাতের হিমেল পরশ এখনও পাচ্ছি এবং মনে করি আমি তা কিয়ামত পর্যন্ত পাব।

٥٢٥٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيَدِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَجَلْ إِنِّيْ أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ

رَجُلاَنِ مِنْكُمْ فَقُلْتُ ذٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَجَلْ ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ ، إِلاَّ حَطَّ اللهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا -

৫২৫৮ কুতায়বা (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর গায়ে আমার হাত বুলালাম এবং বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন হাঁ! আমি এমন কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হই, যা তোমাদের দু'জনের হয়ে থাকে। আমি বললাম ঃ এটা এ জন্য যে, আপনার জন্য প্রতিদানও হল দ্বিগুণ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন হাঁ! এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যে কোন মুসলিম ব্যক্তির উপর কোন যন্ত্রণা, রোগ ব্যাধি বা এ ধরনের অন্য কিছু আপতিত হলে তাতে আল্লাহ্ তাঁর গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেন, যে ভাবে গাছ তার পাতাগুলো ঝরিয়ে ফেলে।

٢٢٦٣. بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمَرِيْضِ ، وَمَا يُجِيْبُ

২২৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর সামনে কি বলতে হবে এবং তাকে কি জবাব দিতে হবে

٥٢٥٩ **حَدَّثَنَا** قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي مَرَضِهِ فَمَسَسْتُهُ وَهُوَ يُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا ، وَ ذٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلْ وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى إِلاَّ حَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تُحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ -

৫২৫৯ কাবীসা (রা)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর অসুস্থতার সময় তাঁর কাছে এলাম। এরপর তাঁর শরীরে হাত বুলালাম। এ সময় তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম ঃ আপনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত এবং এটা এ জন্য যে আপনার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব। তিনি বললেন ঃ হাঁ! কোন মুসলিম ব্যক্তির উপর কোন কষ্ট আপতিত হলে তার উপর থেকে গুনাহ্গুলো এভাবে ঝরে যায়, যেভাবে বৃক্ষ থেকে পাতা ঝরে যায়।

٥٢٦٠ **حَدَّثَنَا** إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ يَعُوْدُهُ ، فَقَالَ لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَالَ كَلاَّ بَلْ حُمَّى تَفُوْرُ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيْرٍ ، كَيْمَا تُزِيْرَهُ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ إِذًا -

৫২৬০ ইসহাক (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রোগীকে দেখার জন্য তার কাছে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি বলেনঃ কোন ক্ষতি নেই, ইন্‌শাআল্লাহ্ গুনাহ্ থেকে তোমার পবিত্রতা লাভ হবে। রোগী বলে উঠল ঃ কখনো না বরং এটি এমন জ্বর, যা এক অতি বৃদ্ধের গায়ে টগবগ করছে। আশংকা হয় যেন তাকে কবরে পৌঁছাবে। নবী ﷺ বললেন ঃ হাঁ, হবে তাই।

٢٢٦٤. بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَرِدْفًا عَلَى الْحِمَارِ

২২৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর দেখাশুনা করা, অশ্বারোহী অবস্থায়, পায়ে চলা অবস্থায় এবং গাধার পিঠে সাওয়ারী অবস্থায়

٥٢٦١ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى قَطِيْفَةٍ فَدَكِيَّةٍ ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُوْلَ ، وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ وَفِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسُ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ، قَالَ لاَ تُغَبِّرُوْا عَلَيْنَا ، فَسَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَوَقَفَ وَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُوْلُ إِنْ كَانَ حَقًّا ، فَلاَ تُؤْذِنَا بِهِ فِيْ مَجْلِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَاغْشَنَا بِهِ فِيْ مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْيَهُوْدُ حَتَّى كَادُوْا يَتَثَاوَرُوْنَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى سَكَتُوْا فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُوْ حُبَابٍ يُرِيْدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ ، قَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ ، فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ مَا أَعْطَاكَ ، وَلَقَدْ أَجْتَمِعُ أَهْلَ هٰذِهِ الْبَحْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوْهُ فَيُعَصِّبُوْهُ ، فَلَمَّا رَدَّ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِيْ أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ الَّذِيْ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ -

৫২৬১ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)...... উসামা ইব্‌ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি গাধার পিঠে আরোহণ করলেন। গাধাটির পিঠে ছিল 'ফাদক' এলাকায় তৈরী চাদর

মোড়ানো একটি গদি। তিনি নিজের পেছনে উসামা (রা)-কে বসিয়ে অসুস্থ সাদ ইব্‌ন উবাদা (রা)-কে দেখতে গিয়েছিলেন। এটা বদর যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনা। নবী ﷺ চলতে চলতে এক পর্যায়ে এক মজলিসের পাশ অতিক্রম করতে লাগলেন। সেখানে ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূল। এ ঘটনা ছিল আবদুল্লাহ্‌র ইসলাম গ্রহণের আগের। মজলিসটির মধ্যে মুসলিম, মুশরিক, মূর্তিপূজক ও ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের লোকও ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-ও সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। সাওয়ারী জানোয়ারটির পায়ের ধুলা-বালু যখন মজলিসের লোকদের মাঝে উড়তে লাগল, তখন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় তার চাদর দিয়ে নিজের নাক চেপে ধরল এবং বলল ঃ আমাদের উপর ধুলা-বালু উড়াবেন না। নবী ﷺ সালাম দিলেন এবং নীচে অবতরণ করে তাদের আল্লাহ্‌র প্রতি আহবান জানালেন। এরপর তিনি তাদের সামনে কুরআন পাঠ করলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় তাঁকে বলল ঃ জনাব, আপনি যা বলেছেন আমার কাছে তা পছন্দনীয় নয়। যদি এ সব কথা সত্য হয়, তাহলে আপনি এ মজলিসে আমাদের কষ্ট দিবেন না। বরং আপনি নিজ বাড়ীতে চলে যান এবং সেখানে যে আপনার কাছে যাবে, তার কাছে এসব বৃত্তান্ত প্রকাশ করবেন। ইব্‌ন রাওয়াহা বলে উঠলেন ঃ অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এসব বক্তব্য নিয়ে আমাদের মজলিসে আসবেন। আমরা এগুলো পছন্দ করি। এরপর মুসলিম, মুশরিক, ও ইয়াহূদীদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা আরম্ভ হয়ে গেল, এমন কি তারা পরস্পর মারামারি করতে উদ্যত হলো। নবী ﷺ তাদের শান্ত ও নীরব করতে চেষ্টা করতে থাকেন। অবশেষে সবাই শান্ত হলে নবী ﷺ সাওয়ারীর উপর আরোহণ করেন এবং সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর বাড়ীতে প্রবেশ করেন। এরপর তিনি তাঁকে অর্থাৎ সা'দ (রা)-কে বললেন ঃ তুমি কি শুনতে পাওনি আবূ হুবাব অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় কি উক্তি করেছে? সা'দ (রা) উত্তর দিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাকে ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। আল্লাহ্ আপনাকে যে মর্যাদা দান করার ইচ্ছা করেছেন তা দান করেছেন। আমাদের এ উপ-দ্বীপ এলাকার লোকজন একমত হয়েছিল তাকে রাজমুকুট পরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাকে নেতৃত্ব দান করার জন্য। এরপর যখন আপনাকে আল্লাহ্ যে হক ও সত্য দান করেছেন তখন এর দ্বারা তার ইচ্ছা পন্ড হয়ে গেল। এতে সে গভীর মনোক্ষুণ্ন হল। আর আপনি তার যে আচরণ দেখলেন, তার কারণ এটিই।

٥٢٦٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلَا بِرْذَوْنٍ -

৫২৬২ আমর ইব্‌ন আব্বাস (র)...... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার অসুস্থতা দেখার জন্য আমার কাছে এসেছিলেন। এ সময় তিনি না কোন গাধার পিঠে আরোহী ছিলেন, আর না কোন ঘোড়ার পিঠে ছিলেন।

٢٢٦٥. بَابُ قَوْلِ الْمَرِيْضِ إِنِّيْ وَجِعٌ أَوْ وَارَأْسَاهُ أَوِ اشْتَدَّ بِيَ الْوَجْعُ ، وَقَوْلِ أَيُّوْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

২২৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর উক্তি "আমি যাতনাগ্রস্ত" কিংবা আমার মাথা গেল, কিংবা আমার যন্ত্রণা প্রচন্ড আকার ধারণ করেছে এর বর্ণনা। আর আইয়ূব (আ)-এর উক্তি ঃ হে আমার রব। আমাকে কষ্ট-যাতনা স্পর্শ করেছে অথচ তুমি তো পরম দয়ালু

٥٢٦٣ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ وَأَيُّوْبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أُوْقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ فَقَالَ أَيُؤْذِيْكَ هُوَامُّ رَأْسِكَ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ أَمَرَنِيْ بِالْفِدَاءِ -

৫২৬৩ কাবীসা (র)...... কা'ব ইব্‌ন 'উজরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পথ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, এ সময় আমি পাতিলের নীচে লাকড়ী জ্বালাচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার মাথার উকুন কি তোমাকে খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে। আমি বললাম ঃ জ্বি-হাঁ। তখন তিনি নাপিত ডাকলেন। সে মাথা মুড়িয়ে দিল। তারপর নবী ﷺ আমাকে 'ফিদ্ইয়া' আদায় করে দিতে আদেশ করলেন।

٥٢٦٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰ بْنُ يَحْيٰ أَبُوْ زَكَرِيَّاءَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيٰ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاكِ لَوْ كَانَ وَ أَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُوْ لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَاثُكْلِيَاهُ وَاللهِ إِنِّيْ لَا ظَنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِيْ وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلَلْتُ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ وَابْنِهِ وَاعْهَدَ أَنْ يَقُوْلَ الْقَائِلُوْنَ . أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّوْنَ ، ثُمَّ قُلْتُ يَأْبَى اللهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ ، أَوْ يَدْفَعُ اللهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُوْنَ.

৫২৬৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আবূ যাকারিয়্যা (রা)...... কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছিলেন 'হায় যন্ত্রণায় আমার মাথা গেল।' তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি এমনটি হয় আর আমি জীবিত থাকি তাহলে আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো, তোমার জন্য দু'আ করবো। আয়েশা (রা) বললেন ঃ হায় আফসুস, আল্লাহ্র কসম। আমার মনে হয় আপনি আমার মৃত্যুকে পছন্দ করেন। আর এমনটি হলে আপনি পরের দিনই আপনার অন্যান্য সহধর্মিণীদের সংগে রাত যাপন করতে পারবেন। নবী ﷺ বললেন ঃ বরং আমি আমার মাথা গেল বলার বেশী যোগ্য। আমি তো ইচ্ছা করেছিলাম কিংবা বলেছেন, আমি ঠিক করেছিলাম ঃ আবূ বক্‌র (রা) ও তার ছেলের নিকট সংবাদ পাঠাবো এবং অসীয়ত করে যাবো, যেন

লোকদের কিছু বলার অবকাশ না থাকে কিংবা আকাঙ্ক্ষাকারীদের কোন আকাঙ্ক্ষা করার অবকাশ না থাকে। তারপর ভাবলাম। আল্লাহ্ (আবূ বক্‌র ব্যতীত অন্য কেউ খিলাফতের আকাঙ্ক্ষা করুক) তা অপছন্দ করবেন, মু'মিনগণ তা পরিহার করবেন। কিংবা তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা পরিহার করবেন এবং মু'মিনগণ তা অপছন্দ করবেন।

٥٢٦٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيْ عَنْ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسِسْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا ، قَالَ أَجَلْ ، كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ ، قَالَ لَكَ أَجْرَانِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللّٰهُ سَيِّآتِهِ ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا -

৫২৬৫ মূসা (র)...... ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে গেলাম। তখন তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর গায়ে আমার হাত রাখলাম এবং বললাম ঃ আপনি কঠিন জ্বরে ভুগছেন। তিনি বললেন ঃ হাঁ যেমনটি তোমাদের দু'জনকে ভুগতে হয়। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বললেন ঃ আপনার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব। তিনি বললেন ঃ হাঁ কোন মুসলিম ব্যক্তি, কোন কষ্ট বা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় কিংবা অন্য কোন যন্ত্রণায় নিপতিত হয়, আল্লাহ্ তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন, যেমনভাবে বৃক্ষ তার পাতাসমূহ ঝেড়ে ফেলে।

٥٢٦٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ جَاءَ نَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِيْ زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلَغَ بِيْ مَا تَرَى وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِيْ إِلاَّ ابْنَةٌ لِيْ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ ؟ قَالَ لاَ ، قُلْتُ بِالشَّطْرِ ؟ قَالَ لاَ ، قُلْتُ الثُّلُثُ ؟ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيْرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِيْ فِيْ امْرَأَتِكَ -

৫২৬৬ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... আমির ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমার রোগ কঠিন আকার ধারণ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দেখতে আসলেন। আমি বললাম ঃ (মৃত্যু) আমার সন্নিকটে এসে গেছে যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন অথচ আমি একজন বিত্তবান ব্যক্তি। একটি মাত্র কন্যা ছাড়া আমার কোন ওয়ারিস নেই। এখন আমি আমার সম্পদের দু'তৃতীয়াংশ সাদকা করতে পারি কি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। আমি বললাম ঃ তাহলে অর্ধেক?

তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ এক তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন ঃ এও অনেক বেশী। নিশ্চয়ই তোমার ওয়ারিসদের স্বাবলম্বী রেখে যাওয়াই উত্তম তাদের নিঃস্ব ও মানুষের দ্বারগ্রস্ত বানিয়ে যাওয়ার চাইতে। আর তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে যে ব্যয়ই কর না কেন, তার বিনিময়ে তোমাকে সাওয়াব দেওয়া হবে। এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে আহার তুলে দাও, তাতেও।

٢٢٦٦ . بَابُ قَوْلِ الْمَرِيضِ قُومُوا عَنِّيْ

২২৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ তোমরা উঠে যাও, রোগীর এ কথা বলা

٥٢٦٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلُمَّ اكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنَ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوْا ، مِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ قَرِّبُوْا يَكْتُبُ لَكُمُ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ ، لَمَّا أَكْثَرُوْا اللَّغْوَ وَالاِخْتِلاَفَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُوْمُوْا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذٰلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اخْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهِمْ -

৫২৬৭ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকালের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন ঘরের মধ্যে অনেক মানুষের সমাবেশ ছিল। যাঁদের মধ্যে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-ও ছিলেন। তখন নবী ﷺ (রোগ যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায়) বললেনঃ লও, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেব, যাতে পরবর্তীতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও। তখন উমর (রা) বললেন ঃ নবী ﷺ -এর উপর রোগ যাতনা তীব্রতর হয়ে উঠেছে, আর তোমাদের নিকট কুরআন বিদ্যমান। আর আল্লাহ্র কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ সময়ে আহলে বায়তের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হল। তাঁরা বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হলেন, তন্মধে কেউ কেউ বলতে লাগলেন ঃ নবী ﷺ -এর কাছে কাগজ পৌছিয়ে দাও এবং তিনি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেবেন, যাতে পরবর্তীতে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট না হও। আবার তাদের মধ্যে অন্যরা উমর (রা) যা বললেন, তা বলে যেতে লাগলেন। এভাবে নবী ﷺ -এর কাছে তাঁদের বাকবিতন্ডা ও মতানৈক্য বেড়ে চলল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা উঠে যাও। উবায়দুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন, বড় মুসীবত হল লোকজনের সেই মতানৈক্য ও তর্ক-বিতর্ক, যা নবী ﷺ ও তাঁর সেই লিখে দেওয়ার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল।

٢٢٦٧ . بَابُ مَنْ ذَهَبَ بِالصَّبِيِّ الْمَرِيْضِ لِيُدْعٰى لَهُ

২২৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ দু'আর উদ্দেশ্যে অসুস্থ শিশুকে নিয়ে যাওয়া

٥٢٦٨ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ يَقُوْلُ ذَهَبَتْ بِيَ خَالَتِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِيْ وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِيْ وَدَعَا لِيَ بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ -

৫২৬৮ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হামযা (র)...... সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে গেলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার বোনের ছেলেটি অসুস্থ। তখন নবী ﷺ আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। এরপর তিনি অযূ করলেন। আমি তাঁর অযূর অবশিষ্ট পানি পান করলাম এবং তাঁর পিঠের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন আমি মোহরে নবুওয়াতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেটি তার দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং খাটিয়ার গোল ঘুন্টির মত।

٢٢٦٨. بَابُ تَمَنِّى الْمَرِيْضِ الْمَوْتَ

২২৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর মৃত্যু কামনা করা

٥٢٦٩ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً ، فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ، مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ .

৫২৬৯ আদাম (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ দুঃখ দৈন্যে নিপতিত হওয়ার কারণে যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি এমন একটা কিছু করতেই হয়, তা হলে সে যেন বলে ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে জীবিত রাখ, যতদিন পর্যন্ত আমার জন্য জীবিত থাকা কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দাও, যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর হয়।

٥٢٧٠ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُوْدُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِيْنَ سَلَفُوْا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلاَّ التُّرَابَ وَلَوْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِيْ حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤْجَرُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلاَّ فِيْ شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِيْ هٰذَا التُّرَابِ -

৫২৭০ আদাম (র)...... কায়স ইব্‌ন আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা অসুস্থ খাব্বাব (রা) কে দেখতে গেলাম। এ সময় (তাঁর পেটে চিকিৎসার জন্য) সাতবার দাগ লাগানো হয়েছিল। তখন তিনি বললেন ঃ আমাদের সংগীরা যাঁরা (পূর্বেই) ইন্তিকাল করেছেন তাঁরা এমতাবস্থায় চলে গেছেন যে, দুনিয়া তাঁদের আমলের সাওয়াবে কোন রকম কমতি করতে পারেনি। আর আমরা এমন জিনিস লাভ করেছি, যা মাটি ছাড়া অন্য কোথাও রাখার জায়গা পাচ্ছি না। যদি নবী ﷺ আমাদের মৃত্যুর জন্য দু'আ কামনা করতে নিষেধ না করতেন, তবে আমি মৃত্যুর জন্য দু'আ করতাম। এরপর আমরা অন্য এক সময় তাঁর কাছে এসেছিলাম। তখন তিনি তাঁর বাগানের দেয়াল তৈরী করছিলেন। তিনি বললেন ঃ মুসলমান ব্যক্তিকে তাঁর সকল প্রকার ব্যয়ের উপর সওয়াব দান করা হয়, তবে এ মাটিতে স্থাপিত জিনিসের কথা ভিন্ন।

٥٢٧١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ ، قَالُوْا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ لاَ ، وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيْ اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَلاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا ، وَإِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ -

৫২৭১ আবুল ইয়ামান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কাউকে তার নেক আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে সক্ষম হবে না। লোকজন প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অপনাকেও নয়? তিনি বললেন ঃ আমাকেও নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাকে তাঁর করুণা ও মেহেরবানীর দ্বারা ঢেকে না দেন। কাজেই মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে যাও। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, সে ভাল লোক হলে (বেশী বয়স পাওয়ার দরুন) তার নেক আমল বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ পাবে। পক্ষান্তরে মন্দ লোক হলে সে লজ্জিত হয়ে তওবা করার সুযোগ লাভ করতে পারবে।

٥٢٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ هُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ -

৫২৭২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কে আমার পায়ের উপর হেলান দেওয়া অবস্থায় বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, আর আমাকে মহান বন্ধুর সংগে মিলিয়ে দাও।

٢٢٦٩ . بَابُ دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيْضِ ، وَ قَالَتْ عَائِشَةُ بِنْتِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهَا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ، قَالَهُ النَّبِيُّ ﷺ

২২৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর জন্য পরিচর্যাকারীর দু'আ করা। 'আয়েশা বিন্‌ত সা'দ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ্ সা'দকে নিরাময় কর

٥٢٧٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيْضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ قَالَ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا قَالَ عَمْرُوْ بْنُ أَبِيْ قَيْسٍ وَإِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَأَبِي الضُّحَى إِذَا أُتِيَ بِالْمَرِيْضِ * وَقَالَ جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ الضُّحَى وَحْدَهُ ، وَقَالَ إِذَا أَتَى مَرِيْضًا -

৫২৭৩ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র).....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোন রোগীর কাছে আসতেন কিংবা তাঁর নিকট যখন কোন রোগীকে আনা হত, তখন তিনি বলতেন ঃ কষ্ট দূর করে দাও। হে মানুষের রব, শেফা দান কর, তুমিই একমাত্র শেফাদানকারী। তোমার শেফা ব্যতীত অন্য কোন শেফা নেই। এমন শেফা দান কর যা সামান্য রোগকেও অবশিষ্ট না রাখে। আমর ইব্‌ন আবূ কায়স ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন তুহমান হাদীসটি মানসূর, ইব্‌রাহীম ও আবুয্‌যোহা থেকে إِذَا أُتِيَ بِالْمَرِيْضِ "যখন কোন রোগীকে আনা হতো", এভাবে বর্ণনা করেছেন। জারীর হাদীসটি মানসূর, আবুযযোহা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি "যখন রোগীর কাছে আসতেন" এ শব্দসহ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٧٠ . بَابُ وَضُوْءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيْضِ

২২৭০. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর পরিচর্যাকারীর অযূ করা

٥٢٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا مَرِيْضٌ فَتَوَضَّأَ فَصَبَّ عَلَيَّ أَوْ قَالَ صُبُّوْا عَلَيْهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ لاَ يَرِثُنِيْ إِلاَّ كَلاَلَةٌ ، فَكَيْفَ الْمِيْرَاثُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ -

৫২৭৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার কাছে প্রবেশ করলেন, তখন আমি ছিলাম অসুস্থ। তিনি অযূ করলেন। এরপর আমার শরীরের উপর অযূর পানি ছিটিয়ে দিলেন। কিংবা বর্ণনাকারী বলেছেন ঃ এরপর তিনি

উপস্থিত লোকদের বলেছেন ঃ তার শরীরে পানি ছিটিয়ে দাও। ফলে আমি চেতনা ফিরে পেলাম। আমি বললাম ঃ কালালাহ্ (পিতাও নেই, সন্তানও নেই) ব্যতীত আমার কোন ওয়ারিস নেই। সুতরাং আমার পরিত্যক্ত সম্পদ কিভাবে বন্টন করা হবে? তখন ফারায়েয সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়।

٢٢٧١ . بَابُ مَنْ دَعَا بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْحُمَّى

২২৭১. পরিচ্ছেদ ঃ জ্বর, প্লেগ ও মহামারী দূরীভূত হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তির দু'আ করা

٥٢٧٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا ، فَقُلْتُ يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ :

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ + وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَتْ عَنْهُ يَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً + بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَ جَلِيلُ
وَ هَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ + وَهَلْ تَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ -

৫২৭৫ ইসমা'ঈল (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ (মদীনা) আসলেন, তখন আবূ বক্‌র (রা) ও বিলাল (রা) জ্বরাক্রান্ত হলেন। তিনি বলেন ঃ আমি তাঁদের কাছে গেলাম এবং বললাম ঃ আব্বাজান, আপনার কাছে কেমন লাগছে? হে বিলাল! আপনি কিরূপ অনুভব করছেন? তিনি বললেন ঃ আবূ বক্‌র (রা) যখন জ্বরাক্রান্ত হতেন তখন তিনি আবৃত্তি করতেন, "সব মানুষ সুপ্রভাত ভোগ করে আপন পরিবার পরিজন নিয়ে। আর মৃত্যু অপেক্ষমান থাকে তার জুতার ফিতার চাইতেও সন্নিকটে" আর বিলাল (রা)-এর নিয়ম ছিল যখন তাঁর জ্বর ছেড়ে যেত, তিনি তখন স্বর উচ্চৈস্বরে বলতেন ঃ হায়! আমি যদি লাভ করতাম একটি রাত কাটানোর সুযোগ এমন উপত্যকায় যেখানে আমার পাশে আছে ইযখির ও জালীল ঘাস। যদি আমার অবতরণ হতো কোন দিন মাযিন্না অঞ্চলের কূপের কাছে, যদি আমার চোখে ভেসে আসতো শামা ও তাফীল। 'আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে সংবাদ দিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের কাছে মদীনাকে প্রিয় বানিয়ে দাও, যেভাবে আমাদের কাছে প্রিয় ছিল মক্কা এবং মদীনাকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। আর মদীনার মুদ্দ ও সা'কে বরকতময় করে দাও এবং মদীনার জ্বরকে স্থানান্তরিত করে 'জুহ্‌ফা' অঞ্চলে স্থাপন করে দাও।

كِتَابُ الطِّبِّ

চিকিৎসা অধ্যায়

كِتَابُ الطِّبِّ

চিকিৎসা অধ্যায়

٢٢٧٢. بَابُ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

২২৭২. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ এমন কোন ব্যাধি অবতীর্ণ করেন নি যার নিরাময়ের কোন উপকরণ সৃষ্টি করেন নি

٥٢٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً -

৫২৭৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ এমন কোন রোগ অবতীর্ণ করেন নি যার নিরাময়ের উপকরণ তিনি সৃষ্টি করেন নি।

٢٢٧٣ . بَابُ هَلْ يُدَاوِى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ أَوِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ

২২৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের চিকিৎসা করতে পারে কি?

٥٢٧٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ رُبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَسْقِيْ الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِيْنَةِ -

৫২৭৭ কুতায়বা (র)...... রুবায়্যি বিনত মু'আওয়ায ইব্‌ন 'আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ -এর সংগে যুদ্ধে শরীক হতাম। তখন আমরা লোকজনকে পানি পান করাতাম, তাদের সেবা-যত্ন করতাম এবং নিহত ও আহতদের মদীনায় পৌঁছে দিতাম।

٢٢٧٤ . بَابُ الشِّفَاءِ فِيْ ثَلاَثٍ

২২৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ তিনটি জিনিসের মধ্যে রোগের নিরাময় আছে

٥٢٧٨ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا سَالِمٌ الأَفْطَسُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ : شُرْبَةِ عَسَلٍ ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ * رَفَعَ الْحَدِيْثَ وَرَوَاهُ الْقُمِّيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ -

৫২৭৮ হুসায়ন (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তিনটি জিনিসের মধ্যে রোগমুক্তির ব্যবস্থা নিহিত আছে। মধু পান করা ও ব্যবহার করা, শিংগা লাগান এবং আগুন (তপ্ত লৌহ) দিয়ে দাগ লাগানো। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুন দিয়ে দাগ লাগাতে নিষেধ করছি। হাদীসটি 'মারফূ'। কুম্মী হাদীসটি লায়স, মুজাহিদ, ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ শব্দে বর্ণনা করেছেন।

٥٢٧٩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ : فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ ، وَأَنْهَى أُمَّتِيْ عَنِ الْكَيِّ -

৫২৭৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রাহীম (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রোগমুক্তি তিনটি জিনিসের মধ্যে নিহিত। শিংগা লাগানোতে, মধু পানে এবং আগুন দিয়ে গরম দাগ দেওয়ার মধ্যে। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুন দিয়ে গরম দাগ দিতে নিষেধ করি।

٢٢٧٥. بَابُ الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

২২৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ মধুর সাহায্যে চিকিৎসা করা। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এর মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য নিরাময়

٥٢٨٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ -

৫২৮০ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ মিষ্টি জাত দ্রব্য ও মধু বেশী পছন্দ করতেন।

٥٢٨١ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْغَسِيْلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ ، أَوْ يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ ، فَفِيْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ ، تُوَافِقُ الدَّاءَ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ -

৫২৮১ আবূ নু'আইম (র)...... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের ঔষধসমূহের কোনটির মধ্যে যদি কল্যাণ বিদ্যমান থেকে থাকে তাহলে তা রয়েছে শিংগাদানের মধ্যে কিংবা মধু পানের মধ্যে কিংবা আগুনের দ্বারা ঝলসিয়ে দেয়ার মধ্যে। তবে তা রোগ অনুযায়ী হতে হবে। আর আমি আগুন দ্বারা দাগ দেওয়াকে পছন্দ করি না।

٥٢٨٢ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ ، فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلاً ، ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلاً ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللهُ ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ ، اسْقِهِ عَسَلاً ، فَسَقَاهُ فَبَرَأَ -

৫২৮২ 'আয়্যাশ ইব্ন ওয়ালীদ (র)...... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল ঃ আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ হয়েছে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তাকে মধু পান করাও। এরপর লোকটি দ্বিতীয়বার আসলে তিনি বললেন ঃ তাকে মধু পান করাও। সে তৃতীয়বার আসলে তিনি বললেন ঃ তাকে মধু পান করাও। এরপর লোকটি পুনরায় এসে বলল ঃ আমি অনুরূপই করেছি। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ সত্য বলেছেন, কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট অসত্য বলছে। তাকে মধু পান করাও। সে তাকে মধু পান করাল। এবার সে আরোগ্য লাভ করল।

٢٢٧٦ . بَابُ الدَّوَاءِ بِأَلْبَانِ الْإِبِلِ

২২৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ উটের দুধের সাহায্যে চিকিৎসা

٥٢٨٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِيْنٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ آوِنَا وَأَطْعِمْنَا ، فَلَمَّا صَحُّوْا ، قَالُوْا إِنَّ الْمَدِيْنَةَ وَخِمَةٌ ، فَأَنْزَلَهُمُ الْحَرَّةَ فِيْ ذَوْدٍ لَهُ ، فَقَالَ اشْرَبُوْا أَلْبَانَهَا ، فَلَمَّا صَحُّوْا قَتَلُوْا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوْا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ فِيْ آثَارِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوْتَ * قَالَ سَلَّامٌ فَبَلَغَنِيْ أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لِأَنَسٍ حَدِّثْنِيْ بِأَشَدِّ عُقُوْبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثَهُ بِهٰذَا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ -

৫২৮৩ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। কতিপয় লোক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল, তারা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের আশ্রয়দান করুন এবং আমাদের আহারের ব্যবস্থা করে দিন। এরপর যখন তারা সুস্থ হল, তখন তারা বলল ঃ মদীনার বায়ু ও আবহাওয়া

অনুকূল নয়। তখন তিনি তাদের তাঁর কতগুলো উট নিয়ে 'হাররা' নামক স্থানে থাকতে দিলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমরা এগুলোর দুধ পান কর। যখন তারা আরোগ্য লাভ করল তখন তারা নবী ﷺ -এর রাখালকে হত্যা করে ফেলল এবং তাঁর উটগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। তিনি তাদের পেছনে ধাওয়াকারীদের পাঠালেন। এরপর তিনি তাদের হাত পা কেটে দেন এবং তাদের চক্ষুগুলোকে ফুঁড়ে দেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তিকে দেখেছি। সে নিজের জিহবা দিয়ে মাটি কামড়াতে থাকে এবং অবশেষে মারা যায়। বর্ণনাকারী সাল্লাম বলেন ঃ আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ আনাস (রা)কে বলেছিলেন, আপনি আমাকে কঠোরতম শাস্তি সম্পর্কে বর্ণনা করুন, যেটি নবী ﷺ প্রয়োগ করেছিলেন। তখন তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। এ সংবাদ হাসান বসরীর নিকট পৌছলে তিনি বলেছিলেন ঃ যদি তিনি এ হাদীস বর্ণনা না করতেন তবে সেটাই আমার মতে ভাল ছিল।

٢٢٧٧ . بَابُ الدَّوَاءِ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ

২২৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ উটের প্রস্রাবের সাহায্যে চিকিৎসা

٥٢٨٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِيْنَةِ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَلْحَقُوْا بِرَاعِيْهِ ، يَعْنِيْ الْإِبِلَ ، فَيَشْرَبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَلَحِقُوْا بِرَاعِيْهِ، فَشَرِبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتّٰى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوْا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الْإِبِلَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ فِيْ طَلَبِهِمْ فَجِيْءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ قَالَ قَتَادَةُ فَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُوْدُ -

৫২৮৪ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। কতিপয় ব্যক্তি মদীনায় তাদের প্রতিকূল আবহাওয়া অনুভব করল। তখন নবী ﷺ তাদের হুকুম দিলেন, তারা যেন তাঁর রাখাল অর্থাৎ তাঁর উটগুলোর কাছে গিয়ে থাকে এবং উটের দুধ ও পেশাব পান করে। সুতরাং তারা রাখালের সংগে গিয়ে মিলিত হল এবং উটের দুধ ও পেশাব পান করতে লাগল। অবশেষে তাদের শরীর সুস্থ হলে তারা রাখালটিকে হত্যা করে ফেলে এবং উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। নবী ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি তাদের তালাশে লোক পাঠান। এরপর তাদের ধরে আনা হল। এরপর তিনি তাদের হাত পা কেটে দেন। এবং তাদের চক্ষুগুলো ফুঁড়ে দেন। কাতাদা (র) বলেছেনঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, এটি হুদূদ (শাস্তির আইন) নাযিল হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা।

٢٢٧٨ . بَابُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

২২৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ কালো জিরা

٥٢٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ فَمَرِضَ فِيْ الطَّرِيْقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَ هُوَ مَرِيْضٌ ، فَعَادَهُ ابْنُ أَبِيْ عَتِيْقٍ فَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحَبِيْبَةِ ا لسَّوْدَاءِ فَخُذُوْا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوْهَا ، ثُمَّ اقْطُرُوْهَا فِيْ أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِيْ هَذَا الْجَانِبِ ، وَفِيْ هَذَا الْجَانِبِ ، فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنِيْ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ ، إِلاَّ مِنَ السَّامِ ، قُلْتُ وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ الْمَوْتُ -

৫২৮৫ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... খালিদ ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) বের হলাম। আমাদের সংগে ছিলেন গালিব ইব্ন আবজার। তিনি পথে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এরপর আমরা মদীনায় আসলাম তখনও তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে দেখাশুনা করতে আসেন ইব্ন আবূ 'আতীক। তিনি আমাদের বললেন ঃ তোমরা এই কালো জিরা সংগে রেখো। এ থেকে পাঁচটি কিংবা সাতটি দানা নিয়ে পিষে ফেলবে, তারপর তন্মধ্যে যায়তুনের কয়েক ফোঁটা তৈল ঢেলে দিয়ে তার নাকের এ দিক-ওদিকের ছিদ্র পথে ফোটা ফোটা করে ঢুকিয়ে দেবে। কেননা, 'আয়েশা (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন ঃ এই কালো জিরা 'সাম' ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ। আমি বললাম ঃ 'সাম' কি জিনিস? তিনি বললেন ঃ 'সাম' অর্থ মৃত্যু।

٥٢٨٦ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ ، إِلاَّ السَّامُ * قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَالسَّامُ الْمَوْتُ ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّوْنِيْزُ -

৫২৮৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (রা)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছেন ঃ কালো জিরা 'সাম' ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ। ইব্ন শিহাব বলেছেন ঃ আর 'সাম' অর্থ হল মৃত্যু। আর কালো জিরা 'শূনীয'-কে বলা হয়।

٢٢٧٩ . بَابُ التَّلْبِيْنَةِ لِلْمَرِيْضِ

২২৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর জন্য তালবীনা বা তরল জাতীয় লঘুপাক খাদ্য

٥٢٨٧ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِيْنِ لِلْمَرِيْضِ وَالْمَحْزُوْنِ عَلَى الْهَالِكِ

وَكَانَتْ تَقُوْلُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ التَّلْبِيْنَ تَجُمُّ فُؤَادَ الْمَرِيْضِ وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ -

৫২৮৭ হিব্বান ইব্ন মূসা (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রোগীকে এবং কারো মৃত্যুর কারণে শোকাতুর ব্যক্তিকে তরল জাতীয় খাদ্য গ্রহণের আদেশ দিতেন। তিনি বলতেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, 'তালবীনা' রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কলিজা দৃঢ় করে এবং অনেক দুশ্চিন্তা দূর করে দেয়।

٥٢٨٨ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِيْ الْمَغْرَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِيْنَةِ وَتَقُوْلُ هُوَ الْبَغِيْضُ النَّافِعُ -

৫২৮৮ ফারওয়া ইব্ন আবুল মাগরা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তালবীনা খেতে আদেশ দিতেন এবং বলতেন ঃ এটি হল অপছন্দনীয়, তবে উপকারী।

٢٢٨٠ . بَابُ السَّعُوْطُ

২২৮০. পরিচ্ছেদ ঃ নাসিকায় ঔষধ ব্যবহার

٥٢٨٩ حَدَّثَنَا مُعَلَّى ابْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ -

৫২৮৯ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র)...... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ শিংগা লাগিয়েছেন এবং শিংগা প্রয়োগকারী ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দিয়েছেন আর তিনি (শ্বাস দ্বারা) নাকে ঔষধ টেনে নিয়েছেন।

٢٢٨١. بَابُ السَّعُوْطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ وَ الْبَحْرِيْ وَ هُوَ الْكُسْتُ مِثْلَ الْكَافُوْرِ وَ الْقَافُوْرُ مِثْلَ كُشِطَتْ نُزِعَتْ وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ قُشِطَتْ

২২৮১. পরিচ্ছেদ ঃ ভারতীয় ও সামুদ্রিক এলাকার চন্দন কাঠের (ধোঁয়ার) সাহায্যে নাকে ঔষধ টেনে নেওয়া। 'قُسْطٌ' কে 'كُسْتٌ' ও বলা হয়। যেমন 'كَافُوْر' কে 'قَافُوْر' ও বলা যায়। অনুরূপভাবে 'كُشِطَتْ' কে 'قُشِطَتْ' পড়া যায়। 'كُشِطَتْ' এর অর্থ হল 'نُزِعَتْ' 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) قُشِطَتْ পড়েছেন

٥٢٩٠ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيْ فَإِنَّ فِيْهِ

سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ يُسْتَعِطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ -

৫২৯০ সাদাকা ইব্‌ন ফাযল (রা)...... উম্মে কায়স বিন্‌ত মিহ্‌সান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা ভারতীয় এই চন্দন কাঠ ব্যবহার করবে। কেননা তার মধ্যে সাত ধরনের চিকিৎসা (নিরাময়) রয়েছে। শ্বাসনালীর ব্যথার জন্য এর (ধোঁয়া) নাক দিয়ে টেনে নেয়া যায়, নিউমোনিয়া দূর করার জন্যও তা সেবন করা যায়। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর কাছে আমার এক শিশু পুত্রকে নিয়ে এলাম, সে খাবার খেতে চাইত না। এ সময় সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনার জন্য ডেকে পাঠালেন। এরপর তিনি কাপড়ে পানি ঢেলে দিলেন।

٢٢٨٢ . بَابُ أَيِّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ وَاحْتَجَمَ أَبُوْ مُوْسَى لَيْلاً

২২৮২. পরিচ্ছেদ ঃ কোন্ সময় শিংগা লাগাতে হয়। আবূ মূসা (রা) রাতে শিংগা লাগাতেন

٥٢٩١ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ -

৫২৯১ আবূ মা'মার...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ সাওমরত অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

٢٢٨٣ . بَابُ الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِحْرَامِ قَالَهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২২৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ সফর ও ইহ্‌রাম অবস্থায় শিংগা লাগানো। ইব্‌ন বুজায়না (রা) এ ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

٥٢٩٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ -

৫২৯২ মুসাদ্দাদ (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

٢٢٨٤ . بَابُ الْحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ

২২৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ রোগ নিরাময়ের জন্য শিংগা লাগানো

٥٢٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَجَمَهُ أَبُوْ طَيْبَةَ فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ

مَوَالِيْهِ فَخَفَّفُوْا عَنْهُ وَقَالَ أَنَّ أَمْثَلِ مَا تَدَايْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةَ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَقَالَ لاَ تُعَذِّبُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ -

৫২৯৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে শিংগা প্রয়োগ পারিশ্রমিক দানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিংগা লাগিয়েছেন। আবূ তায়বা তাঁকে শিংগা লাগায়। এরপর তিনি তাকে দুই সা' খাদ্যবস্তু প্রদান করেন। সে তার মালিকদের সংগে এ ব্যাপারে আলোচনা করলে তারা তাঁর থেকে পারিশ্রমিকের পরিমাণ লাঘব করে দেয়। নবী ﷺ আরো বলেন : তোমরা যে সকল জিনিসের দ্বারা চিকিৎসা কর, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হল শিংগা লাগানো এবং সামুদ্রিক চন্দন কাঠ ব্যবহার করা। তিনি আরো বলেছেন : তোমরা তোমাদের শিশুদের জিহবা, তালু টিপে কষ্ট দিও না। বরং তোমরা চন্দন কাঠ (ধোঁয়া) ব্যবহার করাও।

٥٢٩٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو وَغَيْرُهُ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنَ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا دعَا الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ فِيْهِ شِفَاءً -

৫২৯৪ সা'ঈদ ইব্‌ন তালীদ (র)...... 'আসিম ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন কাতাদা থেকে বর্ণিত যে, জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) অসুস্থ মুকান্নাকে দেখতে যান। এরপর তিনি বলেন : আমি সরবো না, যতক্ষণ না তাকে শিংগা লাগানো হয়। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি : নিশ্চয় এর (শিংগার) মধ্যে রয়েছে নিরাময়।

٢٢٨٥. بَابُ الْحِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ

২২৮৫. পরিচ্ছেদ : মাথায় শিংগা লাগানো

٥٢٩٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيْقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِيْ وَسَطِ رَأْسِهِ * وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ فِيْ رَأْسِهِ -

৫২৯৫ ইসমা'ঈল (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুজায়না (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় মক্কার পথে 'লাহয়ি জামাল' নামক স্থানে তাঁর মাথার মধ্যখানে শিংগা লাগান। আনসারী (র) হিশাম ইব্‌ন হাস্‌সান (র) ইকরামার সূত্রে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মাথায় শিংগা লাগান।

٢٢٨٦ . بَابُ الْحَجْمِ مِنَ الشَّقِيْقَةِ وَالصُّدَاعِ

২২৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ অর্ধেক মাথা কিংবা পুরো মাথা ব্যথার কারণে শিংগা লাগানো

৫٢٩٦ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَأْسِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لَحْيُ جَمَلٍ * وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيْقَةٍ كَانَتْ بِهِ -

৫২৯৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, মাথায় বেদনার কারণে নবী ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় 'লাহয়ি জামাল' নামক একটি কূপের নিকটে মাথায় শিংগা লাগান। মুহাম্মদ ইব্‌ন সাওয়া (রা) হিশাম (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় অর্ধ মাথা বেদনার কারণে তাঁর মাথায় শিংগা লাগান।

٥٢٩٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبَانٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيْلِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ ، فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ -

৫২৯৭ ইসমা'ঈল ইব্‌ন আবান (র)...... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ যদি তোমাদের ঔষধসমূহের কোনটির মধ্যে কল্যাণ বিদ্যমান থাকে. তাহলে তা আছে মধুপান করার মধ্যে কিংবা শিংগা লাগানোর মধ্যে কিংবা আগুন দ্বারা দাগ লাগানোর মধ্যে। তবে আমি আগুনের দাগ দেওয়াকে পছন্দ করি না।

٢٢٨٧. بَابُ الْحَلْقِ مِنَ الْأَذَى

২২৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ কষ্টের কারণে মাথা মুড়িয়ে ফেলা

٥٢٩٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ هُوَ ابْنُ عُجْرَةَ قَالَ أَتَى عَلَى النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوْقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ وَالْقَمْلُ ، يَتَنَاثَرُ عَنْ رَأْسِي فَقَالَ أَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً أَوِ انْسُكْ نَسِيْكَةً * قَالَ أَيُّوْبُ لَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ -

৫২৯৮ মুসাদ্দাদ (র)...... কা'ব ইব্‌ন 'উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হুদায়বিয়ার সফরকালে নবী ﷺ আমার কাছে আসলেন। আমি তখন পাতিলের নীচে আগুন দিতেছিলাম, আর

আমার মাথা থেকে তখন উকুন ঝরছিল। তিনি বললেন ঃ তোমার উকুনগুলো তোমাকে কি খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি মাথা মুন্ডন করে নাও এবং তিন দিন সাওম পালন কর অথবা ছয়জন (মিসকীন) কে আহার দাও, কিংবা একটি কুরবানীর পশু যবাহ্ করে নাও। আইউব (র) বলেন ঃ আমি সঠিক বলতে পারি না, এগুলোর মধ্যে প্রথমে তিনি কোন্‌টির কথা বলেছেন।

٢٢٨٨ . بَابُ مَنِ اكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَوِ

২২৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আগুনের দ্বারা দাগ দেয় কিংবা অন্যকে দাগ লাগিয়ে দেয় এবং যে ব্যক্তি এভাবে দাগ দেয়নি তার ফযীলত

٥٢٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ الْغَسِيْلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ ، فَفِيْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ -

৫২৯৯ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্‌ন ‘আবদুল মালিক (র)...... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যদি তোমাদের চিকিৎসাগুলোর কোন্‌টির মধ্যে নিরাময় থাকে, তাহলে তা রয়েছে শিংগা লাগানোর মধ্যে কিংবা আগুনের দ্বারা দাগ লাগানোর মধ্যে, তবে আমি আগুনের দ্বারা দাগ দেয়াকে পছন্দ করি না।

٥٣٠٠ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَّةٍ فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّبِيَّان يَمُرُّوْنَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ، حَتَّى رُفِعَ لِيْ سَوَادٌ عَظِيْمٌ ، قُلْتُ مَا هٰذَا أُمَّتِيْ هٰذِهِ قِيْلَ هٰذَا مُوْسٰى وَقَوْمُهُ ، قِيْلَ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلأُ الْأُفُقَ ثُمَّ قِيْلَ لِيَ انْظُرْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فِيْ آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلأَ الْأُفُقَ قِيْلَ هٰذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هٰؤُلاَءِ سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوْا نَحْنُ الَّذِيْنَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُوْلَهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْلاَدُنَا الَّذِيْنَ وُلِدُوْا فِي الْإِسْلاَمِ ، فَإِنَّا وُلِدْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَرَجَ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَلاَ يَكْتَوُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَالَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا قَالَ سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ -

৫৩০০ 'ইমরান ইব্‌ন মায়সারা (র)...... 'ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বদ-নযর কিংবা বিষাক্ত দংশন ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যাপারে ঝাড়ফুঁক নেই। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর এ হাদীস আমি সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন ঃ আমাদের নিকট ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার সামনে সকল উম্মতকে পেশ করা হয়েছিল। (তখন আমি দেখেছি) দু'একজন নবী পথ অতিক্রম করতে লাগলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁদের সংগে রয়েছে লোকজনের ছোট ছোট দল। কোন কোন নবী এমনও রয়েছেন যাঁর সংগে একজনও নেই। অবশেষে আমার সামনে তুলে ধরা হল বিশাল সমাবেশ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এটা কি? এ কি আমার উম্মত? উত্তর দেয়া হল ঃ না, ইনি মূসা (আ)-এর সংগে তাঁর কাওম। আমাকে বলা হল ঃ আপনি উর্ধ্বাকাশের দিকে তাকান। তখন দেখলাম ঃ বিশাল একটি দল যা দিগন্তকে ঢেকে রখেছে। তারপর আমাকে বলা হল ঃ আকাশের দিগন্তের এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করুন। তখন দেখলাম ঃ বিশাল একটি দল, যা আকাশের দিগন্তসমূহ ঢেকে দিয়েছে। তখন বলা হল ঃ এরা হল আপনার উম্মত। আর তাদের মধ্য থেকে সত্তর হাজার ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর নবী ﷺ ঘরে চলে গেলেন। উপস্থিতদের কাছে কথাটির কোন ব্যাখ্যা প্রদান করলেন না। (যে বিনা হিসাবের লোক কারা হবে?) ফলে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে তর্ক বিতর্ক শুরু হল। তারা বলল ঃ আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর রাসূল ﷺ -এর অনুসরণ করে থাকি। সুতরাং আমরাই তাদের অন্তর্ভুক্ত। কিংবা তারা হল আমাদের সে সকল সন্তান-সন্ততি যারা ইসলামের যুগে জন্মগ্রহণ করেছে। আর আমাদের জন্ম হয়েছে জাহেলী যুগে। নবী ﷺ -এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন ঃ তারা হল সে সব লোক যারা মন্ত্র পাঠ করে না, বদফালী গ্রহণ করে না এবং আগুনের সাহায্যে দাগ লাগায় না। বরং তারা তো তাদের রবের উপরই ভরসা করে থাকে। তখন উক্কাশা ইব্‌ন মিহসান (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাদের মধ্যে কি আমি আছি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তখন আরেকজন দাঁড়িয়ে বলল ঃ তাদের মধ্যে কি আমিও আছি? তিনি বললেন ঃ উক্‌কাশা এ সুযোগ তোমার আগেই নিয়ে গেছে।

٢٢٨٩. بَابُ الْأَثْمِدِ وَالْكُحْلِ مِنَ الرَّمَدِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

২২৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ চোখের রোগের কারণে সুরমা ব্যবহার করা। উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকেও বর্ণনা রয়েছে

٥٣٠١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، فَذَكَرُوْهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرُوْا لَهُ الْكُحْلَ وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى عَيْنِهَا ، فَقَالَ لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِيْ بَيْتِهَا فِيْ شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ فِيْ أَحْلَاسِهَا فِيْ شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً فَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا-

৫৩০১ মুসাদ্দাদ (র)...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈকা মহিলার স্বামী মারা গেলে তার চোখে অসুখ দেখা দেয়। লোকজন নবী ﷺ -এর কাছে মহিলার কথা উল্লেখ করে সুরমা ব্যবহারের কথা আলোচনা করল এবং তার চোখ আশংকাগ্রস্থ বলে জানাল। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের এক একটি মহিলার অবস্থাতো এরূপ ছিল যে, তার ঘরে তার সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাপড়ে আচ্ছাদিত হয়ে থাকত কিংবা তিনি বলেছেন ঃ সে তার কাপড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে তার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘরে (বছরের পর বছর ধরে) অবস্থান করতে থাকতো। এরপর যখন কোন কুকুর হেঁটে যেত, তখন সে কুকুরটির দিকে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে (বেরিয়ে আসার অনুমতি লাভ করতো)। কাজেই, সে চোখে সুরমা লাগাবে না বরং চার মাস দশ দিন পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে।

٢٢٩٠ . بَابُ الْجُذَامِ * وَقَالَ عَفَّانٌ حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ

২২৯০. পরিচ্ছেদ ঃ কুষ্ঠ রোগ। 'আফ্ফান (র) বলেন, সালীম ইব্ন হায়য়ান, আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রোগের কোন সংক্রমণ নেই, কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই, পেঁচা অশুভের প্রতীক নয়, সফর মাসের কোন অশুভ নেই। কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাক, যেভাবে তুমি দূরে থাক বাঘ থেকে

٢٢٩١ . بَابُ الْمَنُّ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

২২৯১. পরিচ্ছেদ ঃ জমাট শিশির চোখের জন্য শেফা

٥٣٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ * قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شُعْبَةُ لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْمَلِكِ -

৫৩০২ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... সা'ঈদ ইব্ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ ছত্রাক এক জাতীয় শিশির থেকে হয়ে থাকে। আর এর রস চোখের জন্য শেফা। শু'বা (র) বলেন ঃ হাকাম ইব্ন উতায়বা (রা) নবী ﷺ থেকে আমার কাছে এরূপ বর্ণনা করেছেন। শু'বা (র) বলেন ঃ হাকাম যখন আমাকে হাদীসটি বর্ণনা করেন তখন আবদুল মালিক বর্ণিত হাদীসকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নি।

٢٢٩٢ . بَابُ اللَّدُوْدِ

২২৯২. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর মুখের ভিতর ঔষধ ঢেলে দেওয়া

٥٣٠٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُوْسٰى بْنُ أَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَاهُ فِيْ مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيْرُ إِلَيْنَا أَنْ لاَ تَلُدُّوْنِيْ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَ لَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّوْنِيْ ، قُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ ، فَقَالَ لاَ يَبْقَى فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَّ لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ -

৫৩০৩ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌ (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) ও 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বক্‌র (রা) নবী ﷺ -এর মৃতদেহ মুবারকে চুমু দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'আয়েশা (রা) আরো বলেন, নবী ﷺ -এর অসুখের সময় আমরা তাঁর মুখে ঔষধ ঢেলে দিলাম। তখন তিনি আমাদের ইশারা দিতে থাকলেন যে, তোমরা আমার মুখে ঔষধ ঢেল না। আমরা মনে করলাম এটা ঔষধের প্রতি একজন রোগীর অরুচি প্রকাশ মাত্র। এরপর তিনি যখন সুস্থবোধ করলেন তখন বললেন ঃ আমি কি তোমাদের আমার মুখে ঔষধ ঢেলে দিতে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম ঃ আমরাতো ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ অনীহা মনে করেছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আমি এখন যাদের এ ঘরে দেখতে পাচ্ছি তাদের সকলের মুখেই ওষুধ ঢালা হবে। 'আব্বাস (রা) ছাড়া কেউ বাদ যাবে না। কেননা, তিনি তোমাদের সংগে উপস্থিত ছিলেন না।

٥٣٠٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنٍ لِيْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْ لاَدَكُنَّ بِهٰذَا الْعِلاَقِ ، عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ ، وَيُلَدُّهُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ بَيَّنَ لَنَا اثْنَيْنِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا خَمْسَةً ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَعْمَرًا يَقُوْلُ : أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ ، قَالَ لَمْ يَحْفَظْ أَعْلَقْتُ عَنْهُ ، حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ ، وَوَصَفَ سُفْيَانُ الْغُلاَمَ يُحَنَّكُ بِالْإِصْبَعِ وَأَدْخَلَ سُفْيَانُ فِيْ حَنَكِهِ ، إِنَّمَا يَعْنِيْ رَفْعَ حَنَكِهِ بِإِصْبَعِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَعْلِقُوْا عَنْهُ شَيْئًا -

৫৩০৪ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌ (র)...... উম্মে কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক পুত্র সন্তানকে নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট গেলাম। ছেলেটির আলাজিহ্বা ফোলার কারণে আমি তা দাবিয়ে দিয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ এ ধরনের রোগ-ব্যাধি দমনে তোমরা

নিজেদের সন্তানদের কেন কষ্ট দিয়ে থাক? তোমরা ভারতীয় চন্দন কাঠ ব্যবহার কর। কেননা, তাতে সাত রকমের নিরাময় বিদ্যমান। তন্মধ্যে আছে পাজরের ব্যথা। আলাজিহ্বা ফোলার কারণে এটির ধোয়া নাক দিয়ে টেনে নেয়া যায়। পাজরের ব্যথার রোগীকে তা সেবন করান যায়।[১] সুফিয়ান বলেন ঃ আমি যুহরীকে বলতে শুনেছি যে, তিনি আমাদের কাছে দু'টির কথা বর্ণনা করেছেন। আর পাঁচটির কথা বর্ণনা করেন নি। বর্ণনাকারী 'আলী বলেন ঃ আমি সুফিয়ানকে বললাম মা'মার স্মরণ রাখতে পারেন নি। তিনি বলেছেন 'علقت عليه' আর যুহরী তো বলেছেন, 'أعلقت عنه' শব্দ দ্বারা। আমি তাঁর মুখ থেকে শুনে মুখস্থ করেছি। আর সুফিয়ানের রেওয়াতে তিনি ছেলেটির অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন যে, আঙ্গুলের সাহায্যে যার তালু দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সময় সুফিয়ান নিজের তালুতে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দেখিয়েছেন অর্থাৎ তিনি তাঁর আঙ্গুলের দ্বারা তালুকে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু 'علقوا عنه شيئا' এভাবে কেউই বর্ণনা করেন নি।

٢٢٩٣ بَابُ

২২৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ

৫৩০৫ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِيْ أَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ فَأَذِنَّ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَآخَرَ ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ، الَّذِيْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ ؟ قُلْتُ لاَ ، قَالَ هُوَ عَلِيٌّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهَا ، وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ ، هَرِيْقُوْا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ ، لَعَلِّيْ أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ ، قَالَتْ فَأَجْلَسْنَاهُ فِيْ مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ ، حَتَّى جَعَلَ يُشِيْرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ، قَالَتْ وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ، فَصَلَّى لَهُ وَخَطَبَهُمْ -

৫৩০৫ বিশ্‌র ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)...... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রোগযন্ত্রণা বেড়ে গেল এবং তীব্র আকার ধারণ করল, তখন তিনি তাঁর সহধর্মিণীগণের কাছে অনুমতি চাইলেন যে, তিনি যেন আমার গৃহে অসুস্থ কালীন সময় অবস্থান করতে পারেন। এরপর তাঁরা অনুমতি দিলে তিনি দু'ব্যক্তি অর্থাৎ 'আব্বাস (রা) ও আরেকজনের সাহায্যে এভাবে বেরিয়ে আসলেন যে, যমীনের উপর তাঁর দু'পা হেঁচড়াতে ছিল। (বর্ণনাকারী

১. ঘষে পানি মিশিয়ে তা সেবন করা যেতে পারে।

বলেন) আমি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-কে হাদীসটি অবহিত করলে তিনি বলেন ঃ আপনি কি জানেন. আরেক ব্যক্তি – যার নাম 'আয়েশা (রা) উল্লেখ করেন নি, তিনি কে ছিলেন? আমি উত্তর দিলামঃ না। তিনি বললেন ঃ তিনি হলেন ঃ আলী (রা)। 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ যখন তাঁর রোগ-যন্ত্রণা আরো তীব্র হল তখন তিনি বললেন, যে সব মশ্‌কের মুখ এখনো খোলা হয়নি এমন সাত মশ্‌ক পানি আমার গায়ের উপর ঢেলে দাও। আমি লোকজনের কাছে কিছু অসীয়ত করে আসার ইচ্ছা পোষণ করছি। তিনি বলেন, তখন আমরা তাঁকে তাঁর সহধর্মিণী হাফ্‌সা (রা)-এর একটি কাপড় কাচার জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসালাম। এরপর তাঁর গায়ের উপর সেই মশ্‌কগুলো থেকে পানি ঢালতে লাগলাম। অবশেষে তিনি আমাদের দিকে ইশারা দিলেন যে, তোমরা কাজ সমাধা করেছ। তিনি বলেন ঃ এরপর তিনি লোকজনের দিকে বেরিয়ে গেলেন। আর তাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং তাদের সামনে খুত্‌বা দিলেন।

٢٢٩٤ . بَابُ الْعُذْرَةِ

২২৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ উযরা-আলাজিহ্বা যন্ত্রণা রোগের বর্ণনা

٥٣٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ أَسَدَ خُزَيْمَةَ ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللاَّتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُوْلَ ﷺ بِابْنٍ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَا تَدْغَوْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهٰذَا الْعِلاَقِ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ * يُرِيْدُ الْكُسْتَ ، وَهُوَ الْعُوْدُ الْهِنْدِيُّ ، وَقَالَ يُوْنُسُ وَاِسْحٰقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَّقَتْ عَلَيْهِ -

৫৩০৬ আবুল ইয়ামান (র)...... 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। আসাদ গোত্রের অর্থাৎ আসাদে খুযায়মা গোত্রের উম্মে কায়স বিনত মিহসান আসাদিয়া (রা) ছিলেন প্রথম যুগের হিজরতকারিণীদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা নবী ﷺ-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। আর তিনি ছিলেন উক্‌কাশা (রা)-এর বোন। তিনি বলেছেন যে, তিনি তাঁর এক ছেলেকে নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট এসে ছিলেন। ছেলেটির আলাজিহ্বা ফোলার কারণে তিনি তা দাবিয়ে দিয়েছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা এ সকল ব্যাধি দমনে তোমাদের সন্তানদের কেন কষ্ট দিয়ে থাক? তোমরা এই ভারতীয় চন্দন কাঠ সংগ্রহ করে রেখে দিও। কেননা এতে সাত রকমের চিকিৎসা আছে। তন্মধ্যে একটি হল পাঁজর ব্যথা। কথাটির দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হল কোস্ত। আর কোস্ত হলো হিন্দী চন্দন কাঠ। ইউনুস ও ইসহাক ইব্‌ন রাশিদ-যুহরী থেকে 'علقت عليه' শব্দে বর্ণনা করেছেন।

٢٢٩٥ . بَابُ دَوَاءِ الْمَبْطُوْنِ

২২৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ পেটের পীড়ার চিকিৎসা

٥٣٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ ، فَقَالَ أَسْقِهِ عَسَلاً ، فَسَقَاهُ فَقَالَ إِنِّيْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا ، فَقَالَ صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيْكَ * تَابَعَهُ النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ -

৫৩০৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল যে, আমার ভাইয়ের পেট খারাপ হয়েছে। নবী ﷺ বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে তাকে মধু সেবন করাল। এরপর বলল, আমি তাকে মধু পান করিয়েছি কিন্তু পীড়া আরো বেড়ে চলছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ সত্য বলেছেন, কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট অসত্য প্রতিপন্ন করেছে। নযর (র) শু'বা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٩٦ . بَابُ صَفَرَ، وَهُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الْبَطْنَ

২২৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ 'সফর'[১] পেটের পীড়া ব্যতীত কিছুই নয়

٥٣٠٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا بَالُ إِبِلِيْ تَكُوْنُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيْرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ أَعْدَي الأَوَّلَ * رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ وَسِنَانِ بْنِ أَبِيْ سِنَانٍ -

৫৩০৮ 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রোগের কোন সংক্রমণ নেই, সফরের কোন কুলক্ষণ নেই, পেঁচার মধ্যেও কোন কুলক্ষণ নেই। তখন জনৈক বেদুঈন বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে আমার উটের এ অবস্থা হয় কেন? সে গুলো যখন চারণ ভূমিতে থাকে তখন সেগুলো যেন মুক্ত হরিণের পাল। এমন অবস্থায়

১. 'সফর' আরবী মাসের নাম। আইয়্যামে জাহিলিয়াতে এই মাসকে অশুভ মাস মনে করা হত। মূলতঃ এ ধারণা অমূলক আর এক অর্থে সফর এক প্রকার রোগ। সেকালে ধারণা করা হতো, এই রোগে পেটে সাপ জন্মে, এর দংশনে রোগীর মৃত্যু হয় এবং এই রোগ ছোঁয়াচে। মূলতঃ এ ধারণা ভিত্তিহীন।

চর্মরোগা উট এসে সেগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং এগুলোকেও চর্ম রোগাক্রান্ত করে ফেলে। নবী ﷺ বললেনঃ তাহলে প্রথমটিকে চর্ম রোগাক্রান্ত কে করেছে? যুহরী হাদীসটি আবূ সালামা ও সিনান ইব্ন আবূ সিনান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٢٩٧ . بَابُ ذَاتِ الْجَنْبِ

২২৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ পাঁজরের ব্যথা

٥٣٠٩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عِتَابُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللاَّتِي بَايَعْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنُ مِحْصَنٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا قَدْ عَلَّقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ ، فَقَالَ اتَّقُوا اللهَ عَلَى مَا تَدْغَرُوْنَ أَوْلاَدَكُمْ بِهٰذِهِ الأَعْلاَقِ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُرِيْدُ الْكُسْتَ يَعْنِي الْقُسْطَ، قَالَ وَهِيَ لُغَةٌ -

৫৩০৯ মুহাম্মদ (র)...... 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মে কায়স বিন্ত মিহসান, তিনি ছিলেন প্রথম কালের হিজরতকারিণী উক্কাশা ইব্ন মিহসান (রা)-এর বোন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বায়'আত গ্রহণকারিণী মহিলা সাহাবী। তিনি বলেছেন ঃ তিনি তাঁর এক ছেলেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসেন। ছেলেটির আলাজিহ্বা ফুলে গিয়েছিল। তিনি তা দাবিয়ে দিয়েছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্কে ভয় কর, কেন তোমরা তোমাদের সন্তানদের তালু দাবিয়ে কষ্ট দাও। তোমরা এই ভারতীয় চন্দন কাঠ ব্যবহার কর। কেন্না, এতে রয়েছে সাত প্রকারের চিকিৎসা। তন্মধ্যে একটি হল পাঁজরের ব্যথা। কাঠ বলে নবী ﷺ -এর উদ্দেশ্য হল কোস্ত। 'قسط' শব্দেও তার আভিধানিক ব্যবহার আছে।

٥٣١٠ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ قُرِيَ عَلَى أَيُّوبَ مِنْ كُتُبِ أَبِي قِلاَبَةَ مِنْهُ مَا حَدَّثَ بِهِ وَمِنْهُ مَا قُرِيَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ هٰذَا فِي الْكِتَابِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَنَسَ بْنَ النَّضْرِ كَوَيَاهُ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِهِ * وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَذِنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوْا مِنَ الْحُمَةِ وَالأُذُنِ * قَالَ أَنَسٌ كُوِيْتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَيٌّ وَشَهِدَنِي أَبُوْ طَلْحَةَ وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُوْ طَلْحَةَ كَوَانِي -

৫৩১০ 'আরিম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ তালহা ও আনাস ইব্‌ন নাযর (রা) তাকে আগুন দিয়ে দাগ দিয়েছেন। আর আবূ তালহা (রা) তাকে নিজ হাতে দাগ দিয়েছেন। 'আব্বাদ ইব্‌ন মানসূর বলেন, আইউব আবূ কিলাবা...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসারদের জনৈক পরিবারের লোকদের বিষাক্ত দংশন ও কান ব্যথা জনিত কারণে ঝাড়ফুঁক গ্রহণ করার জন্য অনুমতি দেন। আনাস (রা) বলেন ঃ আমাকে পাঁজর ব্যথা রোগের কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জীবিত থাকাকালে আগুন দিয়ে দাগ দেয়া হয়েছিল। তখন আমার নিকট উপস্থিত ছিলেন আবূ তাল্‌হা আনাস ইব্‌ন নাযর এবং যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)। আর আবূ তালহা (রা) আমাকে দাগ দিয়েছিলেন।

٢٢٩٨. بَابُ حَرْقِ الْحَصِيْرِ لِيَسُدَّ بِهِ الدَّمُ

২২৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য চাটাই পুড়িয়ে ছাই লাগানো

٥٣١١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ لَمَّا كُسِرَتْ عَلَى رَأْسِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْبَيْضَةُ وَأُدْمِيَ وَجْهُهُ كُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ الدَّمَ يَزِيْدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِيْرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جَرْحِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَقَأَ الدَّمُ -

৫৩১১ সা'ঈদ ইব্‌ন উফায়র (র)...... সাহল ইব্‌ন সা'দ সা'ঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ -এর মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ (হেলমেট) চূর্ণ করে দেয়া হল, আর তাঁর মুখমন্ডল রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল এবং তাঁর রুবাঈ দাঁত ভেংগে গেল, তখন আলী (রা) ঢাল ভর্তি করে পানি দিতে থাকলেন এবং ফাতিমা (রা)-এসে তাঁর চেহারা মুবারক থেকে রক্ত ধুয়ে দিতে লাগলেন। ফাতিমা (রা) যখন দেখলেন যে, পানি ঢালার পরেও অধিক পরিমাণ রক্ত ঝরে চলছে, তখন তিনি একটি চাটাই নিয়ে এসে তা পুড়ালেন এবং নবী ﷺ -এর যখমের উপর ছাই লাগিয়ে দিলেন। ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

٢٢٩٩. بَابُ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

২২৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়

٥٣١٢ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوْهَا بِالْمَاءِ * قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُوْلُ اَكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ -

৫৩১২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)...... ইব্ন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্টি হয়। কাজেই তা পানির সাহায্যে নিভিয়ে দাও। নাফি (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ্ (রা) তখন বলতেন ঃ আমাদের উপর থেকে শাস্তিকে হাল্‌কা কর।

٥٣١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُوْ لَهَا أَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَبْرُدَهَا بِالْمَاءِ -

৫৩১৩ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র)...... ফাতিমা বিনত্ মুনযির (র) থেকে বর্ণিত যে, আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা)-এর নিকট যখন কোন জ্বরাক্রান্ত মহিলাকে দু'আর জন্য আনা হত, তখন তিনি পানি হাতে নিয়ে সেই মহিলার জামার ফাঁক দিয়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিতেন এবং বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের আদেশ দিতেন, আমরা যেন পানি দিয়ে জ্বর ঠান্ডা করে দেই।

٥٣١٤ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ -

৫৩১৪ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... 'আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়। কাজেই তোমরা পানির দ্বারা তা ঠান্ডা করো।

٥٣١٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْرُوْقٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْحُمَّى مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ -

৫৩১৫ মুসাদ্দাদ (র)...... রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্টি হয়। কাজেই তোমরা তা পানির দ্বারা ঠান্ডা করে নিও।

٢٣٠٠. بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضٍ لاَ تُلاَيِمُهُ

২৩০০. পরিচ্ছেদ ঃ অনুকূল নয় এমন এলাকা থেকে বেরিয়ে যাওয়া

٥٣١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَالاً مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَتَكَلَّمُوْا بِالْإِسْلاَمِ وَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيْفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَبِرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوْا فِيْهِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَانْطَلَقُوْا حَتَّى كَانُوْا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ وَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوْا عَلَى حَالِهِمْ -

৫৩১৬ আবদুল আ'লা ইব্‌ন হাম্মাদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উকক্বাল ও উরায়না গোত্রের কতিপয় মানুষ কিংবা তিনি বলেছেন, কতিপয় পুরুষ লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে ইসলাম সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করল। এরপর তারা বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী। আমরা ছিলাম পশু পালন অঞ্চলের অধিবাসী, আমরা কখনো চাষাবাদকারী ছিলাম না। অতএব মদীনায় বসবাস করা তাদের জন্য অনুপযোগী হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের জন্য কিছু উট ও একজন রাখাল দেওয়ার আদেশ দিলেন এবং তাদের হুকুম দিলেন যেন এগুলো নিয়ে যায় এবং এগুলোর দুধ ও পেশাব পান করে। এরপর তারা রওয়ানা হয়ে যখন 'হার্‌রা' এলাকার কাছাকাছি গিয়ে পৌছল, তখন তারা ইসলাম ত্যাগ করে কুফরী অবলম্বন করল এবং তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রাখালটিকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। নবী ﷺ -এর কাছে এ খবর পৌছল। তিনি তাদের পেছনে অনুসন্ধানকারী দল পাঠালেন। (ধরে আনার পর) নবী ﷺ তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত আদেশ দিলেন। সে মতে সাহাবায়ে কেরাম তাদের চক্ষুগুলো ফুঁড়ে দিলেন, তাদের হাতগুলো কেটে দিলেন এবং তাদের হাররা এলাকায় ফেলে রাখা হল। অবশেষে তারা সেই অবস্থায় মারা গেল।

٢٣٠١ .بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُوْنِ

২৩০১. পরিচ্ছেদ ঃ প্লেগ রোগের বর্ণনা

٥٣١٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُوْنِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوْهَا ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا مِنْهَا ، فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلاَ يُنْكِرُهُ -

৫৩১৭ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র)...... উসামা ইব্‌ন যায়েদ (রা) থেকে, তিনি সা'দ (রা)-এর কাছে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমরা কোন্ এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সংবাদ শোন, তখন সেই এলাকায় প্রবেশ করো না। আর তোমরা যেখানে অবস্থান কর, তথায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না। (বর্ণনাকারী হাবীব ইব্‌ন আবূ সাবিত বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি কি উসামা (রা)-কে এ হাদীস সা'দ (রা)-এর কাছে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, তিনি (সা'দ) তাতে কোন অসম্মতি প্রকাশ করেন নি? ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'দ বলেন ঃ হাঁ।

٥٣١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوْهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوْا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ ، فَقَالَ ارْتَفِعُوْا عَنِّيْ ، ثُمَّ قَالَ ادْعُوْا لِيَ الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ ، فَسَلَكُوْا سَبِيْلَ الْمُهَاجِرِيْنَ ، وَاخْتَلَفُوْا كَاخْتِلَافِهِمْ ، فَقَالَ ارْتَفِعُوْا عَنِّيْ ، ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِيَ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ ، فَقَالُوْا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ ، إِنِّيْ مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوْا عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ : أَ فِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ، نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ ، إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ ، وَ الْأُخْرَى جَدْبَةٌ ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ ، قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِيْ بَعْضِ حَاجَتِهِ ، فَقَالَ إِنَّ عِنْدِيْ فِيْ هٰذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ -

৫৩১৮ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেছিলেন। অবশেষে তিনি যখন সারগ এলাকায় গেলেন, তখন তাঁর সংগে সৈন্য বাহিনীর প্রধানগণ তথা – আবূ উবায়দা ইবন্ জাররাহ্ ও তাঁর সংগীগণ সাক্ষাত করেন। তাঁরা তাঁকে অবহিত করেন যে, সিরিয়া এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, তখন উমর (রা) বলেন ঃ আমার নিকট প্রবীণ মুহাজিরদের ডেকে আনো। তখন তিনি তাঁদের ডেকে আনলেন। উমর (রা) তাঁদের সিরিয়ায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটার কথা অবহিত করে তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তখন তাঁদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হল। কেউ

বললেন ঃ আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বের হয়েছেন; কাজেই তা থেকে ফিরে যাওয়াকে আমরা পছন্দ করি না। আবার কেউ কেউ ,বললেন ঃ আপনার সংগে রয়েছেন শেষ অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণ, কাজেই আমাদের কাছে ভাল মনে হয় না যে, আপনি তাদের এই প্লেগের মধ্যে ঠেলে দেবেন। 'উমর (রা) বললেন ঃ তোমরা আমার নিকট থেকে চলে যাও। এরপর তিনি বললেন ঃ আমার নিকট আনসারদের ডেকে আনো। আমি তাদের ডেকে আনলাম। তিনি তাদের কাছে পরামর্শ চাইলে তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অবলম্বন করলেন এবং তাঁদের ন্যায় মতভেদ করলেন। 'উমর (রা) বললেন ঃ তোমরা উঠে যাও। এরপর আমাকে বললেন ঃ এখানে যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ কুরায়শী আছেন, যাঁরা মক্কা বিজয়ের বছর হিজরাত করেছিলেন, তাদের ডেকে আনো। আমি তাদের ডেকে আনলাম, তখন তাঁরা পরস্পরে কোন মতপার্থক্য করেন নি। তাঁরা বললেন ঃ আপনার লোকজনকে নিয়ে ফিরে যাওয়া এবং তাদের প্লেগের কবলে আপনার ঠেলে না দেওয়াই আমাদের কাছে ভাল মনে হয়। তখন উমর (রা) লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, আমি ভোরে সাওয়ারীর পিঠে আরোহণ করবো (ফিরে যাওয়ার জন্য)। এরপর ভোরে সকলে এভাবে প্রস্তুতি নিল। আবূ 'উবায়দা (রা) বললেন ঃ আপনি কি আল্লাহ্র নির্ধারণকৃত তাকদীর থেকে পলায়ন করার জন্য ফিরে যাচ্ছেন? 'উমর (রা) বললেন ঃ হে আবূ উবায়দা! যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ কথাটি বলতো! হাঁ, আমরা আল্লাহ্র, এক তাকদীর থেকে আল্লাহ্র অন্য একটি তাকদীরের দিকে ফিরে যাচ্ছি। তুমি বলত, তোমার কিছু উটকে যদি তুমি এমন কোন উপত্যকায় নিয়ে যাও আর সেখানে আছে, দু'টি মাঠ। তন্মধ্যে একটি হল সবুজ শ্যামল, আর অন্যটি হল শুষ্ক ও ধূসর। এবার বল ব্যাপারটি কি এমন নয় যে, যদি তুমি সবুজ মাঠে চরাও তাহলে তা আল্লাহ্র তাকদীর অনুযায়ীই চরিয়েছ। আর যদি শুষ্ক মাঠে চরাও, তাহলে তাও আল্লাহ্র তাকদীর অনুযায়ীই চরিয়েছ। বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময় 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রা) আসলেন। তিনি এতক্ষণ যাবত তাঁর কোন প্রয়োজনের কারণে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমার নিকট একটি তথ্য আছে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যখন কোন এলাকায় (প্লেগের) প্রাদুর্ভাবের কথা শোন, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি কোন এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব নেমে আসে, আর তোমরা সেখানে থাকো, তাহলে পলায়ন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এরপর 'উমর (রা) আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন, তারপর প্রত্যাবর্তন করলেন।

৫৩১৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغٍ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ -

৫৩১৯ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'উমর (রা) সিরিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হন। এরপর তিনি 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছলে তাঁর কাছে সংবাদ আসলো যে সিরিয়া এলাকায় মহামারী দেখা দিয়েছে। তখন 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রা) তাঁকে অবহিত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা কোন স্থানে এর প্রাদুর্ভাবের কথা শোন, তখন সে এলাকায় প্রবেশ করো না; আর যখন এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, আর তোমরা সেখানে বিদ্যমান থাকো, তাহলে তা থেকে পলায়ন করার উদ্দেশ্যে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না।

٥٣٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ الْمَسِيْحُ وَلاَ الطَّاعُوْنُ -

৫৩২০ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মদীনা নগরীতে প্রবেশ করতে পারবে না মাসীহ দাজ্জাল, আর না মহামারী।

٥٣٢١ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَنِيْ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيْرِيْنَ قَالَتْ قَالَ لِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَحْيٰى بِمَا مَاتَ ، قُلْتُ مِنَ الطَّاعُوْنِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -

৫৩২১ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)...... হাফসা বিন্ত সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আনাস ইব্ন মালিক (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়াহ্ইয়া কি রোগে মারা গেছে? আমি বললাম ঃ প্লেগ রোগে। তিনি বললেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্লেগ রোগের কারণে মৃত্যুবরণ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শাহাদাত হিসাবে গণ্য।

٥٣٢٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ.

৫৩২২ আবূ আসিম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ উদরাময় রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, আর প্লেগ রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ।

٢٣٠٢. بَابُ أَجْرِ الصَّابِرِ فِيْ الطَّاعُوْنِ

২৩০২. পরিচ্ছেদ ঃ প্লেগ রোগে ধৈর্যধারণকারীর সাওয়াব

٥٣٢٣ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِيْ الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَتْنَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً

لِّلْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنَ فَيَمْكُثُ فِيْ بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيْبَهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ الشَّهِيْدِ * تَابَعَهُ النَّضْرُ عَنْ دَاوُدَ -

৫৩২৩ ইসহাক (রা)...... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন আল্লাহ্‌র নবী ﷺ তাঁকে অবহিত করেন যে, এটি হচ্ছে এক প্রকারের আযাব। আল্লাহ্ যার উপর তা পাঠাতে ইচ্ছা করেন, পাঠান। কিন্তু আল্লাহ্ এটিকে মুমিনদের জন্য রহমত স্বরূপ বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব প্লেগ রোগে কোন্ বান্দা যদি ধৈর্য ধারণ করে, এই বিশ্বাস নিয়ে আপন শহরে অবস্থান করতে থাকে যে, আল্লাহ্ তার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা ব্যতীত আর কোন বিপদ তার উপর আসবে না; তাহলে সেই বান্দার জন্য থাকবে শহীদ ব্যক্তির সাওয়াবের সমান সাওয়াব। দাউদ থেকে নাযরও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٠٣. بَابُ الرُّقَى بِالْقُرْآنِ وَالْمُعَوِّذَاتِ

২৩০৩. পরিচ্ছেদ ঃ কুরআন পড়ে এবং কুরআনের সূরা নাস ও ফালাক (মু'আব্বিযাত) পড়ে ফুঁক দেওয়ার বর্ণনা

٥٣٢٤ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِيْ الْمَرَضِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا ، فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ كَيْفَ يَنْفُثُ ؟ قَالَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ -

৫৩২৪ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যে রোগে ওফাত পান সেই রোগের সময়ে তিনি নিজ দেহে 'মু'আব্বিযাত' (সূরা নাস ও ফালাক) পড়ে ফুঁক দিতেন। এরপর যখন রোগ তীব্র হয়ে গেল, তখন আমি সেগুলো পড়ে ফুঁক দিতাম। আর আমি তাঁর নিজের হাত তাঁর দেহের উপর বুলিয়ে দিতাম। কেননা, তাঁর হাতে বরকত ছিল। রাবী বলেন ঃ আমি যুহরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কিভাবে ফুঁক দিতেন? তিনি বললেন ঃ তিনি তাঁর দুই হাতের উপর ফুঁক দিতেন, এরপর সেই হাতদ্বয় দ্বারা আপন মুখমন্ডল বুলিয়ে নিতেন।

٢٣٠٤. بَابُ الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ : وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৩০৪. পরিচ্ছেদ ঃ সূরায়ে ফাতিহার দ্বারা ফুঁক দেওয়া। ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে নবী ﷺ সূত্রে এ ব্যাপারে উল্লেখ আছে

٥٣٢٥ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ. فَلَمْ يَقْرُوْهُمْ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذَا لُدِغَ سَيِّدُ أُولٰئِكَ فَقَالُوْا هَلْ مَعَكُمْ ، مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ ؟ فَقَالُوْا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُوْنَا ، وَلاَ نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلاً فَجَعَلُوْا لَهُمْ قَطِيْعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ ، فَقَالُوْا لاَ نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُوْهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوْهَا وَاضْرِبُوْا لِيْ بِسَهْمٍ -

৫৩২৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... আবূ সা'ঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে কতিপয় সাহাবী আরবের এক গোত্রের নিকট আসলেন। গোত্রের লোকেরা তাদের কোন মেহমানদারী করল না। তাঁরা সেখানে থাকা কালেই হঠাৎ সেই গোত্রের নেতাকে সর্প দংশন করলো। তখন তারা এসে বলল ঃ আপনাদের কাছে কি কোন ঔষধ আছে কিংবা আপনাদের মধ্যে ঝাড়-ফুঁকারী কোন লোক আছেন কি? তাঁরা উত্তর দিলেন ঃ হাঁ। তবে তোমরা আমাদের কোন মেহমানদারী করনি। কাজেই আমাদের জন্য কোন বিনিময় নির্ধারণ না করা পর্যন্ত আমরা তা করবো না। ফলে তারা তাদের জন্য এক পাল বক্রী বিনিময় স্বরূপ দিতে রাযী হল। তখন একজন সাহাবী উম্মুল কুর্আন (সূরা–ফাতিহা) পড়তে লাগলেন এবং মুখে থুথু জমা করে তা সে ব্যক্তির গায়ে ছিঁটিয়ে দিলেন। ফলে সে আরোগ্য লাভ করল। এরপর তাঁরা বক্রীগুলো নিয়ে এসে বললো, আমরা নবী ﷺ কে জিজ্ঞেস করার পূর্বে এটি স্পর্শ করবো না। এরপর তাঁরা এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন নবী ﷺ কে। নবী ﷺ শুনে হেসে দিলেন এবং বললেন ঃ তোমরা কিভাবে জানলে যে, এটি রোগ নিরাময়কারী? ঠিক আছে বক্রীগুলো নিয়ে যাও এবং তাতে আমার জন্যও এক অংশ রেখে দিও।

٢٣٠٥ بَابُ الشَّرْطِ فِي الرُّقْيَةِ بِقَطِيْعٍ مِنَ الْغَنَمِ

২৩০৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঝাড়-ফুঁক দেওয়ার বিনিময়ে একপাল বক্রীর শর্ত

٥٣٢٦ حَدَّثَنِيْ سِيْدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُوْ مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْشَرٍ الْبَصْرِيُّ هُوَ صَدُوْقٌ يُوْسُفُ بْنُ يَزِيْدَ الْبَرَّاءُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الأَخْنَسِ أَبُوْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوْا بِمَاءٍ فِيْهِمْ لَدِيْغٌ أَوْ سَلِيْمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ ، فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلاً لَدِيْغًا أَوْ سَلِيْمًا ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوْا

ذٰلِكَ وَقَالُوْا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ -

৫৩২৬ সীদান ইব্‌ন মুদারিব আবূ মুহাম্মদ বাহিলী (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণের একটি দল একটি কূপের পাশে বসবাসকারীদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। কূপের পাশে অবস্থানকারীদের মধ্যে ছিল সাপে কাটা এক ব্যক্তি কিংবা তিনি বলেছেন, দংশিত এক ব্যক্তি। তখন কূপের কাছে বসবাসকারীদের একজন এসে তাদের বলল ঃ আপনাদের মধ্যে কি কোন ঝাড়-ফুঁককারী আছেন? কূপ এলাকায় একজন সাপ বা বিচ্ছু দংশিত লোক আছে। তখন সাহাবীগণের মধ্যে একজন সেখানে গেলেন। এরপর কিছু বক্‌রী দানের বিনিময়ে তিনি সূরা ফাতিহা পড়লেন (এবং ফুঁক দিলেন)। ফলে লোকটি আরোগ্য লাভ করল। এরপর তিনি বক্‌রীগুলো নিয়ে তাঁর সাথীদের নিকট আসলেন, কিন্তু তাঁরা কাজটি পছন্দ করলেন না। তাঁরা বললেন ঃ আপনি আল্লাহর কিতাবের উপর বিনিময় গ্রহণ করেছেন। অবশেষে তাঁরা মদীনায় পৌঁছে নবী ﷺ -এর দরবারে যেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি আল্লাহ্‌র কিতাবের উপর বিনিময় গ্রহণ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যে সকল জিনিসের উপর তোমরা বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকো, তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহ্‌র কিতাব।

٢٣٠٦ . بَابُ رُقْيَةِ الْعَيْنِ

২৩০৬. পরিচ্ছেদ ঃ বদ নযরের জন্য ঝাড়ফুঁক করা

٥٣٢٧ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ.

৫৩২৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র)...... 'আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে আদেশ করেছেন কিংবা তিনি বলেছেন, নবী ﷺ আদেশ করেছেন, বদ নযরের কারণে ঝাড়ফুঁক গ্রহণের।

٥٣٢٨ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِىُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِيْ بَيْتِهَا جَارِيَةً فِيْ وَجْهِهَا سُفْعَةٌ ، فَقَالَ اسْتَرْقُوْا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةُ * وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ -

৫৩২৮ মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ (র)...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর ঘরে একটি মেয়েকে দেখলেন যে, তার চেহারায় কালিমা রয়েছে। তখন তিনি বললেন ঃ তাকে ঝাড়ফুঁক করাও, কেননা তার উপর (বদ) নযর লেগেছে। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিম (র) এ হাদীস যুবায়দী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উকায়ল (র) বলেছেন, এটি যুহরী (র) উরওয়া (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٣٠٧. بَابُ الْعَيْنِ حَقٌّ

২৩০৭. পরিচ্ছেদ ঃ বদ নযর লাগা সত্য

٥٣٢٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهٰى عَنِ الْوَشْمِ -

৫৩২৯ ইসহাক ইব্ন নাসর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ বদ নযর লাগা সত্য। আর তিনি উল্‌কী আঁকতে (খোদাই করতে) নিষেধ করেছেন।

٢٣٠٨. بَابُ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

২৩০৮. পরিচ্ছেদ ঃ সাপ কিংবা বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুঁক দেয়া

٥٣٣٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ ، فَقَالَتْ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ -

৫৩৩০ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)...... 'আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদের পিতা আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়েশা (রা)-কে বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের কারণে ঝাড়-ফুঁক গ্রহণের ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ সব রকমের বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়-ফুঁক গ্রহণের জন্য অনুমতি দিয়েছেন।

٢٣٠٩. بَابُ رُقْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

২৩০৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর ঝাড়-ফুঁক

٥٣٣١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلٰى أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ ، فَقَالَ أَنَسٌ أَلاَ أَرْقِيْكَ بِرُقْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَلٰى ، قَالَ : اللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، مُذْهِبَ الْبَاسِ ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ ، لاَ شَافِيْ إِلاَّ أَنْتَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا -

৫৩৩১ মুসাদ্দাদ (র)...... 'আবদুল 'আযীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও সাবিত একবার আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট যাই। সাবিত বললেন, হে আবূ হামযা, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তখন আনাস (রা) বললেন ঃ আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করেছিলেন তা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করে দেব? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তখন আনাস (রা) পড়লেন – হে আল্লাহ্! তুমি মানুষের রব, ব্যাধি নিবারণকারী, শিফা দান করো, তুমিই শিফা দানকারী। তুমি ব্যাতীত আর কেউ শিফা দানকারী নেই। এমন শিফা দাও, যা কোন রোগ অবশিষ্ট রাখে না।

٥٣٣٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ : اللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ -

৫৩৩২ 'আমর ইব্ন 'আলী (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে ডান হাত দ্বারা বুলিয়ে দিতেন এবং পড়তেন ঃ হে আল্লাহ্! মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূর করো এবং শিফা দান করো, তুমিই শিফা দানকারী, তোমার শিফা ভিন্ন অন্য কোন শিফা নেই। এমন শিফা দাও, যা কোন রোগ অবশিষ্ট থাকেনা। সুফিয়ান (র) বলেছেন, আমি এ সম্বন্ধে মানসূরকে বলেছি। তারপর ইব্রাহীম সূত্রে মাসরূকের বরাতে 'আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٣٣٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْقِي يَقُولُ : امْسَحِ الْبَأْسَ ، رَبَّ النَّاسِ ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ -

৫৩৩৩ আহ্মাদ ইব্ন আবূ রাজা (রা)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঝাড়ফুঁক করতেন। আর এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ ব্যথা দূর করে দাও, হে মানুষের পালনকর্তা। শিফাদানের ইখ্তিয়ার কেবল তোমারই হাতে। এ ব্যথা তুমি ব্যতীত আর কেউ দূর করতে পারে না।

٥٣٣٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا ، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا ، يُشْفَى سَقِيمُنَا ، بِإِذْنِ رَبِّنَا -

৫৩৩৪ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রোগীর জন্য (মাটিতে) এ দু'আ পড়তেন : আল্লাহ্র নামে আমাদের দেশের মাটি এবং আমাদের কারও থুথু, আমাদের রবের হুকুমে আমাদের রোগীকে আরোগ্য দান করে থাকে।

٥٣٣٥ حَدَّثَنِيْ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فِي الرُّقْيَةِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا ، وَرِيْقَةُ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيْمُنَا ، بِإِذْنِ رَبِّنَا -

৫৩৩৫ সাদাকা ইব্ন ফাযল (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঝাড়ফুঁকে পড়তেন : আমাদের দেশের মাটি এবং আমাদের কারও থুথুতে আমাদের রবের হুকুমে আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে।

٢٣١٠. بَابُ النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ

২৩১০. পরিচ্ছেদ : ঝাড়-ফুঁকে থুথু দেওয়া

٥٣٣٦ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ وَ قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ وَإِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ ، فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَمَا أُبَالِيْهَا -

৫৩৩৬ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, আর মন্দ স্বপ্ন হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি এমন কিছু স্বপ্ন দেখে যা তার কাছে খারাপ মনে হয়, তা হলে সে যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে যেন তিনবার থুথু ফেলে এবং এর অনিষ্ট থেকে পানাহ চায়। কেননা, তা হলে এ তার কোন ক্ষতি করবে না। আবূ সালামা (রা) বলেন : আমি যখন এমন স্বপ্ন দেখি যা আমার কাছে পাহাড়ের চেয়ে ভারি মনে হয়, তখন এ হাদীস শোনার কারণে আমি তার কোন পরোয়াই করি না।

٥٣٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ، نَفَثَ فِيْ كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيْعًا ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ ، وَمَا بَلَغَتْ

يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذٰلِكَ بِهِ ، قَالَ يُوْنُسُ كُنْتُ أَرَى ابْنَ شِهَابٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ إِذَا أَتَى إِلَى فِرَاشِهِ -

৫৩৩৭ 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ উয়ায়সী (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আপন বিছানায় আসতেন, তখন তিনি তাঁর উভয় হাতের তালুতে সূরা ইখ্‌লাস এবং মুআওভিযাতায়ন অর্থাৎ সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। তারপর উভয় তালু দ্বারা আপন চেহারা ও দু'হাত শরীরের যতদূর পৌছায় ততদূর পর্যন্ত মাসাহ্ করতেন। 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন অসুস্থ হন, তখন তিনি আমাকে অনুরূপ করার নির্দেশ দিতেন। ইউনুস (র) বলেন, আমি ইব্‌ন শিহাব (র) কে, যখন তিনি তাঁর বিছানায় শুতে যেতেন, তখন অনুরূপ করতে দেখেছি।

٥٣٣٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ انْطَلَقُوْا فِيْ سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا حَتّٰى نَزَلُوْا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوْهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذٰلِكَ الْحَيِّ ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ قَدْ نَزَلُوْا بِكُمْ ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوْا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ ، وَاللهِ إِنِّيْ لَرَاقٍ ، وَلٰكِنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلاً ، فَصَالَحُوْهُمْ عَلٰى قَطِيْعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، حَتّٰى لَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَانْطَلَقَ يَمْشِيْ مَابِهِ قَلَبَةٌ ، قَالَ فَأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِيْ صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَقْسِمُوْا فَقَالَ الَّذِيْ رَقٰى لاَ تَفْعَلُوْا حَتّٰى نَأْتِيَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَنَذْكُرُ لَهُ الَّذِيْ كَانَ فَنَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَصَبْتُمْ أَقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ -

৫৩৩৮ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)...... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একদল সাহাবী একবার এক সফরে গমন করেন। অবশেষে তাঁরা আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে এক গোত্রের নিকট এসে গোত্রের কাছে মেহমান হতে যান। কিন্তু সে গোত্র তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করে। ঘটনাক্রমে সে গোত্রের সর্দারকে সাপে দংশন করে। তারা তাকে সুস্থ

করার জন্য সবরকম চেষ্টা করে, কিন্তু কোন ফল হয় না। তখন তাদের কেউ বললো ঃ তোমরা যদি ঐ দলের কাছে যেতে যারা তোমাদের মাঝে এসেছিল। হয়তো তাদের কারও কাছে কোন তদবীর থাকতে পারে। তখন তারা সে দলের কাছে এসে বলল ঃ হে দলের লোকেরা! আমাদের সর্দারকে সাপে দংশন করেছে। আমরা তার জন্য সবরকমের চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি। তোমাদের কারও নিকট কি কোন তদবীর আছে? একজন বললেন ঃ হাঁ। আল্লাহ্‌র কসম. আমি ঝাড়ফুঁক জানি। তবে আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তোমাদের নিকট মেহমান হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করনি। তাই আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঝাড়-ফুঁক করবো না, যতক্ষণ না তোমরা আমাদের জন্যে মজুরী নির্ধারণ করবে। তখন তারা তাদের একপাল বক্‌রী দিতে সম্মত হলো। তারপর সে সাহাবী সেখানে গেলেন এবং আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা) পড়ে ফুঁক দিতে থাকলেন। অবশেষে সে ব্যক্তি এমন সুস্থ হল, যেন বন্ধন থেকে মুক্তি পেল। সে চলাফেরা করতে লাগলো, যেন তার কোন রোগই নেই। রাবী বলেনঃ তখন তারা যে মজুরীর চুক্তি করেছিল, তা পরিশোধ করলো। এরপর সাহাবীদের মধ্যে একজন বললেন ঃ এগুলো বন্টন করে দাও। এতে যিনি ঝাড়ফুঁক করেছিলেন তিনি বললেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট যেয়ে যতক্ষণ না এসব ঘটনা ব্যক্ত করবো এবং তিনি আমাদের কি নির্দেশ দেন তা প্রত্যক্ষ করব, ততক্ষণ তোমরা তা বন্টন করো না। তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে ঘটনা ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন ঃ তুমি কি করে জানলে যে, এর দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা যায়? তোমরা সঠিকই করেছ। তোমরা এগুলো বন্টন করে নাও এবং সে সঙ্গে আমার জন্যে এক ভাগ নির্ধারণ কর।

٢٣١١. بَابُ مَسْحِ الرَّاقِيْ الْوَجَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى

২৩১১. পরিচ্ছেদ ঃ ঝাড়-ফুঁককারীর ডান হাত দিয়ে ব্যথার স্থান মাসহ্ করা

٥٣٣٩ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ بَعْضَهُمْ يَمْسَحُهُ بِيَمِيْنِهِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا ، فَذَكَرْتُهُ لِمَنْصُوْرٍ فَحَدَّثَنِيْ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ -

৫৩৩৯ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. নবী ﷺ তাদের কাউকে ঝাড়ার সময় ডান হাত দিয়ে মাসহ্ করতেন (এবং বলতেন) ঃ হে মানুষের রব! তুমি রোগ দূর করে দাও এবং শিফা দান কর। তুমিই তো শিফাদানকারী, তোমার শিফা ভিন্ন আর কোন শিফা নেই, এমন শিফা দাও, যারপর কোন রোগ থাকে না। এ হাদীস আমি মানসূরের কাছে উল্লেখ করায় তিনি ইব্‌রাহীম, মাসরূক, 'আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٣١٢ . بَابُ فِي الْمَرْأَةِ تَرْقِي الرَّجُلَ

২৩১২. পরিচ্ছেদ : মেয়ে লোকের পুরুষকে ঝাড়-ফুঁক করা

٥٣٤٠ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ ، فَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا ، فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ كَيْفَ كَانَ يَنْفُثُ قَالَ يَنْفُثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ -

৫৩৪০ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যে রোগে ইন্তিকাল করেন, সে রোগে তিনি সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে নিজের উপর ফুঁক দিতেন। যখন রোগ বেড়ে যায়, তখন আমি সেগুলো পড়ে ফুঁক দিতাম এবং তাঁর হাত বুলিয়ে দিতাম বরকতের উদ্দেশ্যে। (বর্ণনাকারী মা'মার (র)) বলেন, আমি ইব্‌ন শিহাবকে জিজ্ঞাস করলাম : নবী ﷺ কিভাবে ফুঁক দিতেন? তিনি বললেন : প্রথমে নিজের উভয় হাতে ফুঁক দিতেন, তারপর তা দিয়ে চেহারা মুছে নিতেন।

٢٣١٣ . بَابُ مَنْ لَمْ يَرْقِ

২৩১৩. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ঝাড়-ফুঁক করে না

٥٣٤١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ رَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الأُفُقَ فَرَجَوْتُ أَنْ يَكُوْنَ أُمَّتِي فَقِيْلَ هٰذَا مُوْسٰى وَقَوْمُهُ ثُمَّ قِيْلَ لِيْ أُنْظُرْ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الأُفُقَ فَقِيْلَ لِيْ أُنْظُرْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الأُفُقَ فَقِيْلَ هٰؤُلاَءِ أُمَّتُكَ وَمَعَ هٰؤُلاَءِ سَبْعُوْنَ أَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ ، فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِي الشِّرْكِ ، وَلٰكِنَّا آمَنَّا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَلٰكِنْ هٰؤُلاَءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَلاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَكْتَوُوْنَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ، فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ ، فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا ؟ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ -

৫৩৪১ মুসাদ্দাদ (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন নবী ﷺ আমাদের নিকট আগমন করেন এবং বলেন : আমার সামনে (পূর্ববর্তী নবীগণের) উম্মতদের পেশ করা হলো। (আমি দেখলাম) একজন নবী যাচ্ছেন, তাঁর সাথে রয়েছে মাত্র একজন লোক এবং আর একজন নবী যাঁর সঙ্গে রয়েছে দু'জন লোক। অন্য এক নবীকে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে আছে একটি দল, আর একজন নবী, তাঁর সাথে কেউ নেই। আবার দেখলাম, একটি বিরাট দল যা দিগন্ত জুড়ে আছে। আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, এ বিরাট দলটি যদি আমার উম্মত হতো। বলা হলো : এটা মূসা (আ) ও তাঁর কাওম। এরপর আমাকে বলা হয় : দেখুন। দেখলাম, একটি বিশাল জামা'আত দিগন্ত জুড়ে আছে। আবার বলা হলো : এ দিকে দেখুন। ওদিকে দেখুন। দেখলাম বিরাট বিরাট দল দিগন্ত জুড়ে ছেয়ে আছে। বলা হলো : ঐ সবই আপনার উম্মত এবং ওদের সাথে সত্তর হাজার লোক এমন আছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর লোকজন এদিক ওদিক চলে গেল। নবী ﷺ আর তাদের (সত্তর হাজারের) ব্যাখ্যা করে বলেন নি। নবী ﷺ -এর সাহাবীগণ এ নিয়ে জল্পনাকল্পনা আরম্ভ করে দিলেন। তাঁরা বলাবলি করলেন : আমরা তো শিরকের মধ্যে জন্মলাভ করেছি, পরে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি। বরং এরা আমাদের সন্তানরাই হবে। নবী ﷺ -এর কাছে এ কথা পৌঁছলে তিনি বলেন : তাঁরা (হবে) ঐ সব লোক যাঁরা অবৈধভাবে মঙ্গল অমঙ্গল নির্ণয় করে না, ঝাড়-ফুঁক করে না এবং আগুনে পোড়ানো লোহার দাগ লাগায় না, আর তাঁরা তাঁদের রবের উপর একমাত্র ভরসা রাখে। তখন 'উক্কাশা ইব্‌ন মিহসান (রা) দাঁড়িয়ে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেন : হাঁ। তখন আর একজন দাঁড়িয়ে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেন : এ ব্যাপারে 'উক্‌কাশা তোমাকে অতিক্রম করে গেছে।

٢٣١٤ . بَابُ الطِّيَرَةِ

২৩১৪. পরিচ্ছেদ : পশু পাখি তাড়িয়ে শুভ-অশুভ নির্ণয়

٥٣٤٢ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ ، وَالشُّوْمُ فِيْ ثَلاَثٍ : فِيْ الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ -

৫৩৪২ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ছোঁয়াচে ও শুভ-অশুভ বলতে কিছু নেই। অমংগল তিন বস্তুর মধ্যে – নারী, ঘর ও জানোয়ার।

٥٣٤٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَالُ ، وَمَا الْفَالُ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ -

৫৩৪৩ আবুল ইয়ামান (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, শুভ-অশুভ নির্ণয়ে কোন লাভ নেই, বরং শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা ভাল। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ শুভ লক্ষণ কি? তিনি বললেন ঃ ভাল বাক্য, যা তোমাদের কেউ শুনে থাকে।

٢٣١٥. بَابُ الْفَالِ

২৩১৫. পরিচ্ছেদ ঃ শুভ-অশুভ লক্ষণ

٥٣٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ طِيَرَةَ ، وَخَيْرُهَا الْفَالُ ، قَالَ وَمَا الْفَالُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ -

৫৩৪৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ শুভ-অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই এবং এর কল্যাণই হল শুভ লক্ষণ। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! শুভ লক্ষণ কি? তিনি বললেন ঃ ভাল কথা, যা তোমাদের কেউ (বিপদের সময়) শুনে থাকে।

٥٣٤٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ ، وَيُعْجِبُنِيْ الْفَالُ الصَّالِحُ ، اَلْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ -

৫৩৪৫ মুসলিম ইব্ন ইব্রহীম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ রোগের সংক্রমণ ও শুভ-অশুভ বলতে কিছু নেই। শুভ লক্ষণই আমার নিকট পছন্দনীয়, আর তা হল উত্তম বাক্য।

٢٣١٦. بَابُ لاَهَامَةَ

২৩১৬. পরিচ্ছেদ ঃ পেঁচায় কুলক্ষণ নেই

٥٣٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ أَخْبَرَنَا أَبُوْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ صَفَرَ -

৫৩৪৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাকাম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ রোগের মধ্যে সংক্রমণ নেই; শুভ-অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই। পেঁচায় কুলক্ষণ নেই এবং সফর মাসে অকল্যাণ নেই।

٢٣١٧. بَابُ الْكَهَانَةِ

২৩১৭. পরিচ্ছেদ ঃ গণনা বিদ্যা

٥٣٤٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضٰى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِيْ فِيْ بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوْا إِلَى النَّبِيِّ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِيْ بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِيْ غَرِمَتْ كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ بَطَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا هٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ -

৫৩৪৭ সা'ঈদ ইব্‌ন 'উফায়র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার হুযায়ল গোত্রের দুই মহিলার মধ্যে বিচার করেন। তারা উভয়ে মারামারি করেছিল। তাদের একজন অন্যজনের উপর পাথর নিক্ষেপ করে। পাথর গিয়ে তার পেটে লাগে। সে ছিল গর্ভবতী। ফলে তার পেটের বাচ্চাকে সে হত্যা করে। তারপর তারা নবী ﷺ -এর নিকট অভিযোগ পেশ করে। তিনি বিচার করেন যে, এর পেটের সন্তানের পরিবর্তে একটি পূর্ণদাস অথবা দাসী দিতে হবে। জরিমানা আরোপকৃত মহিলার অভিভাবক বললো ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এমন সন্তানের জন্য আমার উপর জরিমানা কেন আরোপিত হবে, যে পান করেনি, আহার করেনি, কথা বলেনি এবং কান্নাকাটিও করেনি। এ অবস্থায় জরিমানা মওকুফ হওয়ার যোগ্য। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ এ লোকিট তো (দেখা যায়) গণকদের ভাই।

٥٣٤٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضٰى فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ * وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِيْنِ يَقْتُلُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ فَقَالَ الَّذِيْ قُضِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذٰلِكَ بَطَلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا هٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ -

৫৩৪৮ কুতায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। দুইজন মহিলার একজন অন্যজনের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। এতে সে তার গর্ভপাত ঘটায়। নবী ﷺ এ ঘটনার বিচারে গর্ভস্থ শিশুর বিনিময়ে একটি দাস বা দাসী দেওয়ার ফয়সালা দেন। অপর এক সূত্রে...... সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব এর সূত্রে বর্ণিত যে, যে গর্ভস্থ শিশুকে মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় হত্যা করা হয়, তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি দাস বা দাসী প্রদানের ফয়সালা দেন। যার বিরুদ্ধে এ ফয়সালা দেওয়া হয়, সে বলে ঃ আমি কিরূপে এমন শিশুর জরিমানা আদায় করি, যে পানাহার করেনি, কথা বলেনি এবং চীৎকারও দেয়নি। এ জাতীয় হত্যার জরিমানা রহিত হওয়ার যোগ্য। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এ তো গণকদের ভাই।

٥٣٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ -

৫৩৪৯ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... আবূ মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কুকুরের মূল্য, যিনাকারিণীর মজুরী ও গণকের পারিশ্রমিক দিতে নিষেধ করেছেন।

٥٣٥٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَاسًا عَنِ الْكُهَّانِ ، فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَا أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُوْنُ حَقًّا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا مِنَ الْجِنِّيِّ فَيَقُرُّهَا فِيْ أُذُنِ وَلِيِّهِ فَيَخْلِطُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ * قَالَ عَلِيٌّ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مُرْسَلُ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ بَلَغَنِيْ أَنَّهُ أَسْنَدَهُ بَعْدَهُ -

৫৩৫০ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ এ কিছুই নয়। তারা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওরা কখনও কখনও আমাদের এমন কথা শোনায়, যা সত্য হয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ঐ কথা সত্য। জিনেরা তা ছোঁ মেরে নেয়। পরে তাদের বন্ধু (গণক) এর কানে ঢেলে দেয়। তারা এর সাথে শত মিথ্যা মিশ্রিত করে। 'আলী (র) বলেন, আবদুর রায্‌যাক (র) বলেছেন ঃ এ বাণী সত্য মুরসাল। এরপর আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে যে, পরে এটি তিনি মুসনাদ রূপে বর্ণনা করেছেন।

٢٣١٨. بَابُ السَّحْرِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ، وَقَوْلِهِ أَفَتَأْتُوْنَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ، وَقَوْلِهِ : يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعٰى ، وَقَوْلِهِ : وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ، وَالنَّفَّاثَاتُ السَّوَاحِرِ ، تُسْحَرُوْنَ تُعَمُّوْنَ

২৩১৮. পরিচ্ছেদ : যাদু সম্পর্কে। মহান আল্লাহ্র বাণী : কিন্তু শয়তানরা কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল------ পরকালে তার কোন অংশ নেই – পর্যন্ত (২ বাকারা : ১০২) মহান আল্লাহ্র বাণী : যাদুকর যেথায়ই আসুক, সফল হবে না। (তাহা : ৬-৯) মহান আল্লাহ্র বাণী : তবুও কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর কবলে পড়বে? – (আম্বিয়া : ৩) মহান আল্লাহর বাণী : তাদের যাদু প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হলো, ওদের দড়ি ও কাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। (তাহা : ৬৬) মহান আল্লাহ্র বাণী : এবং সে সব নারীর অনিষ্ট থেকে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়। (১১৩ ফালাক : ৪) 'النفثات' অর্থ যাদুকর নারী, যারা যাদু করে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়

٥٣٥١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَحَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ حَتَّى كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِيْ لٰكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا ، ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ ، أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِيْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ ، أَتَانِيْ رَجُلاَنِ ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ، مَا وَجَعُ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ مَطْبُوْبٌ ، قَالَ مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ ، قَالَ فِيْ أَيِّ شَيْءٍ ؟ قَالَ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ ، وَجُفِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكَرٍ ، قَالَ وَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ ، فَأَتَاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ أَوْ كَأَنَّ رُؤُوْسَ نَخْلِهَا رُؤُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ اسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ قَدْ عَافَانِي اللهُ

فَكَرِهْتُ أَنْ أُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ * تَابَعَهُ أَبُوْ أُسَامَةَ وَأَبُوْ ضَمْرَةَ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ * وَقَالَ اللَّيْثُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ * يُقَالُ الْمُشَاطَةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّعَرِ إِذَا مُشِطَ ، وَالْمُشَاقَةُ مِنْ مُشَاقَةِ الْكَتَّانِ -

৫৩৫১ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যুরায়ক গোত্রের লাবীদ ইব্‌ন আ'সাম নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যাদু করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেয়াল হতো যেন তিনি একটি কাজ করছেন, অথচ তা তিনি করেন নি। এক দিন বা এক রাত্রি তিনি আমার কাছে ছিলেন। তিনি বার বার দু'আ করতে থাকেন। তারপর তিনি বলেন ঃ হে 'আয়েশা! তুমি কি উপলব্ধি করতে পেরেছ যে, আমি আল্লাহর কাছে যা জানতে চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। (স্বপ্নে দেখি) আমার নিকট দু'জন লোক আসেন। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন দু'পায়ের কাছে বসেন। একজন তাঁর সঙ্গীকে বলেন ঃ এ লোকটির কি ব্যথা? তিনি বলেন ঃ যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন বলেন ঃ কে যাদু করেছে? দ্বিতীয় জন বলেন লাবীদ ইব্‌ন আ'সাম। প্রথম জন জিজ্ঞাসা করেন ঃ কিসের মধ্যে? দ্বিতীয় জন উত্তর দেন ঃ চিরুনী, মাথা আঁচড়ানোর সময় উঠা চুল এবং এক পুং খেজুর গাছের 'জুব'-এর মধ্যে। প্রথম জন বলেন ঃ তা কোথায়? দ্বিতীয় জন বলেন ঃ 'যারওয়ান' নামক কূপের মধ্যে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েকজন সাহাবী সঙ্গে নিয়ে তথায় যান। পরে ফিরে এসে বলেন ঃ হে 'আয়েশা! সে কূপের পানি মেহদীর পানির মত (লাল) এবং তার পাড়ের খেজুর গাছের মাথাগুলো শয়তানের মাথার মত। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি কি এ কথা প্রকাশ করে দিবেন না? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন, আমি মানুষকে এমন ব্যাপারে প্ররোচিত করতে পছন্দ করি না, যাতে অকল্যাণ রয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নির্দেশ দিলে সেগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। আবূ উসামা আবূ দামরা ও ইব্‌ন আবূ যিনাদ (র) হিশাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। লাইস ও ইব্‌ন উয়ায়না (র) হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন, চিরুণী ও কাতানের টুক্‌রায়। আবূ 'আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, مشاطة হল চিরুণী করার পর যে চুল বের হয়। 'মুশাকা' হল কাত্তান।

٢٣١٩. بَابُ الشِّرْكِ وَالسِّحْرِ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ

২৩১৯. পরিচ্ছেদ ঃ শির্‌ক ও যাদু ধ্বংসাত্মক

٥٣٥٢ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا الْمُوْبِقَاتِ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ-

৫৩৫২ 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাক। আর তা হল আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক স্থির করা ও যাদু করা।

٢٣٢٠. بَابُ هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرَ ، وَقَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ ، قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُرِيْدُوْنَ بِهِ الإِصْلاَحَ ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ

২৩২০. পরিচ্ছেদ ঃ যাদুর চিকিৎসা করা যাবে কি না? কাতাদা (র) বলেন, আমি সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এক ব্যক্তিকে যাদু করা হয়েছে অথবা (যাদু করে) তাকে তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে, এমন ব্যক্তিকে যাদু মুক্ত করা যায় কিনা অথবা তার থেকে যাদুর বন্ধন খুলে দেওয়া বৈধ কি না? সা'ঈদ (রা) বললেন ঃ এতে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, তারা এর দ্বারা তাকে ভাল করতে চাইছে। আর যা কল্যাণকর তা নিষিদ্ধ নয়

٥٣٥٣ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ آلُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ ، فَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْهُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَي أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلاَ يَأْتِيْهِنَّ ، قَالَ سُفْيَانُ وَهٰذَا أَشَدُّ مَا يَكُوْنُ مِنَ السِّحْرِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَا ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَانِيْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ ، أَتَانِيْ رَجُلاَنِ ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِيَّ ، فَقَالَ الَّذِيْ عِنْدَ رَأْسِي لِلآخَرِ ، مَا بَالُ الرَّجُلِ ؟ قَالَ مَطْبُوْبٌ ، قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ زُرَيْقٍ حَلِيْفٌ لِيَهُوْدَ كَانَ مُنَافِقًا ، قَالَ وَفِيْمَ ؟ قَالَ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ، قَالَ وَأَيْنَ ؟ قَالَ فِيْ جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ تَحْتَ رَعُوْفَةٍ فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ، قَالَتْ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْبِئْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ ، فَقَالَ هٰذِهِ الْبِئْرُ الَّتِيْ أُرِيْتُهَا وَكَأَنَّ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ ، وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنَ ، قَالَ فَاسْتُخْرِجَ، قَالَتْ فَقُلْتُ أَفَلاَ أَيْ تَنَشَّرْتَ ، فَقَالَ أَمَّا وَاللهِ فَقَدْ شَفَانِيْ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيْرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرًّا -

৫৩৫৩ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... 'আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর একবার যাদু করা হয়। এমন অবস্থা হয় যে তাঁর মনে হতো তিনি বিবিগণের কাছে এসেছেন, অথচ তিনি আদৌ তাঁদের কাছে আসেন নি। সুফিয়ান বলেন ঃ এ অবস্থা হল যাদুর চরম প্রতিক্রিয়া। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুম থেকে জেগে উঠেন এবং বলেনঃ হে 'আয়েশা! তুমি অবগত হও যে, আমি আল্লাহ্র কাছে যে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে তা বাতলিয়ে দিয়েছেন। (স্বপ্নে দেখি) আমার নিকট দু'জন লোক এলেন। তাদের

একজন আমার মাথার নিকট এবং অন্যজন আমার পায়ের নিকট বসলেন। আমার কাছের লোকটি অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ লোকটির কি অবস্থা? দ্বিতীয় লোকটি বললেন ঃ একে যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন বললেন ঃ কে যাদু করেছে? দ্বিতীয় জন বললেন ঃ লাবীদ ইব্‌ন আ'সাম। এ ইয়াহূদীদের মিত্র যুরায়ক গোত্রের একজন সে ছিল মুনাফিক। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কিসের মধ্যে যাদু করা হয়েছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর দিলেন ঃ চিরুনী ও চিরুণী করার সময় উঠে যাওয়া চুলের মধ্যে। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সেগুলো কোথায়? উত্তরে দ্বিতীয়জন বললেন ঃ পুং খেজুর গাছের জুবের মধ্যে রেখে 'যারওয়ান' নামক কূপের ভিতর পাথরের নীচে রাখা আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত কূপের নিকট এসে সেগুলো বের করেন এবং বলেন ঃ এইটিই সে কূপ, যা আমাকে স্বপ্নে দেখান হয়েছে। এর পানি মেহদী মিশ্রিত পানির তলানীর ন্যায়, আর এ কূপের (পার্শবর্তী) খেজুর গাছের মাথাগুলো (দেখতে) শয়তানের মাথার ন্যায়। বর্ণনাকারী বলেন ঃ সেগুলো তিনি সেখান থেকে বের করেন। 'আয়েশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি কি এ কথা প্রচার করে দিবেন না? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, তিনি আমাকে শিফা দান করেছেন; আর আমি মানুষকে এমন ব্যাপারে প্ররোচিত করতে পছন্দ করি না, যাতে অকল্যাণ রয়েছে।

٢٣٢١. بَابُ السِّحْرِ

২৩২১. পরিচ্ছেদ ঃ যাদু

٥٣٥٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سُحِرَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِيْ دَعَا اللهَ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ أَشَعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَانِيْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ ، قُلْتُ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ جَاءَ نِيْ رَجُلاً فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ ، وَالأَخَرُ عِنْدَ رِجْلِيْ ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ، مَا وَجَعُ الرَّجُلِ ؟ قَالَ مَطْبُوْبٌ ، قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الأَعْصَمِ الْيَهُوْدِيُّ مِنْ بَنِيْ زُرَيْقٍ ، قَالَ فِيْمَاذَا ؟ قَالَ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ ، قَالَ فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ ، قَالَ فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلٌ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنَ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَأَخْرَجْتَهُ ؟ قَالَ لاَ ، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ وَشَفَانِيْ وَخَشِيْتُ أَنْ أُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا ، وَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ -

৫৩৫৪ 'উবায়দ ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর যাদু করা হয়। এমনকি তাঁর মনে হতো তিনি কাজটি করেছেন অথচ তা তিনি করেন নি। অবশেষে এক দিন তিনি যখন আমার কাছে ছিলেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র নিকট বার বার দু'আ করলেন। তারপর ঘুম থেকে জেগে বললেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কি বুঝতে পেরেছ? আমি যে বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চেয়ে ছিলাম, তিনি তা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কী? তিনি বললেন ঃ আমার নিকট দু'জন লোক এলেন। তাঁদের একজন আমার মাথার নিকট এবং আরেকজন আমাব পায়ের নিকট বসলেন। তারপর একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ লোকটির কী ব্যথা? তিনি উত্তর দিলেন ঃ তাঁকে যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন বললেন ঃ কে তাঁকে যাদু করেছে? দ্বিতীয় জন বললেন ঃ যুরায়ক গোত্রের লাবীদ ইব্‌ন আ'সম নামক ইয়াহূদী। প্রথম জন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ যাদু কিসের দ্বারা করা হয়েছে? দ্বিতীয়জন বললেন ঃ চিরুণী, চিরুণী আঁচড়াবার সময়ে উঠে আসা চুল ও নর খেজুর গাছের 'জুব'[1] -এর মধ্যে। প্রথম জন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তা কোথায়? দ্বিতীয় জন বললেন ঃ 'যারওয়ান' নামক কূপে। তখন নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের কয়েকজনকে নিয়ে ঐ কূপের নিকট গেলেন এবং তা ভাল করে দেখলেন। কূপের পাড়ে ছিল খেজুর গাছ। তারপর তিনি 'আয়েশা (রা)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন ঃ । আল্লাহ্‌র কসম। কূপটির পানি (রংগে) মেহ্দী মিশ্রিত পানির তলানীর ন্যায়। আর পার্শ্ববর্তী খেজুর গাছের মাথাগুলো শয়তানের মাথার ন্যায়। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি কি সেগুলো বের করবেন না? তিনি বললেন ঃ না, আল্লাহ্ আমাকে আরোগ্য ও শিফাদান করেছেন, মানুষের উপর এঘটনা থেকে মন্দ ছড়িয়ে দিতে আমি শঙ্কোচবোধ করি। এরপর তিনি যাদুর জিনিসপত্রগুলোর ব্যাপারে নির্দেশ দিলে, সেগুলো মাটিতে পুঁতে রাখা হয়।

٢٣٢٢ بَابٌ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

২৩২২. পরিচ্ছেদ ঃ কোন কোন ভাষণ যাদু

٥٣٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ، أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ -

৫৩৫৫ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার পূর্ব অঞ্চল (নজ্দ এলাকা) থেকে দু'জন লোক এল এবং দু'জনই ভাষণ দিল। লোকজন তাদের ভাষণে তাজ্জব হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কোন কোন ভাষণ অবশ্যই যাদুর ন্যায়।

১. খেজুরের ফুল বের হওয়ার আগে মোচার মত যে খোলসে তা আবৃত থাকে।

٢٣٢٣. بَابُ الدَّوَاءِ بِالْعَجْوَةِ لِلسِّحْرِ

২৩২৩. পরিচ্ছেদ ঃ আজ্ওয়া খেজুর দ্বারা যাদুর চিকিৎসা

٥٣٥٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمٌ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنِ اصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ ذٰلِكَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ * وَقَالَ غَيْرُهُ سَبْعَ تَمَرَاتٍ -

৫৩৫৬ 'আলী (র)...... 'আমির ইব্ন সা'দ তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে কয়েকটি আজ্ওয়া খুরমা খাবে, ঐ দিন রাত পর্যন্ত কোন বিষ ও যাদু তার কোন ক্ষতি করবে না। অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ বলেছেন ঃ সাতটি খুরমা।

٥٣٥٧ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ -

৫৩৫৭ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)...... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ভোর বেলা সাতটি আজ্ওয়া (মদীনায় উৎপন্ন উন্নত মানের খুরমার নাম) খেজুর খাবে, সে দিন কোন বিষ বা যাদু তার কোন ক্ষতি করবে না।

٢٣٢٤. بَابُ لاَ هَامَةَ

২৩২৪. পরিচ্ছেদ ঃ পেঁচার মধ্যে কোন অশুভ লক্ষণ নেই

٥٣٥٨ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا بَالُ الإِبِلِ تَكُوْنُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيْرُ الأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَمَنْ أَعْدَي الأَوَّلَ * وَعَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يُوْرِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ ، وَأَنْكَرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثَ الأَوَّلِ ، قُلْنَا أَلَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ لاَ عَدْوَي ، فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ ، قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيْثًا غَيْرَهُ -

৫৩৫৮ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ রোগের মধ্যে কোন সংক্রামক শক্তি নেই, সফর মাসের মধ্যে অমংগলের কিছু নেই এবং পেঁচায় কোন অশুভ লক্ষণ নেই। তখন এক বেদুঈন বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তা হলে যে উট

পাল মরুভূমিতে থাকে, হরিণের ন্যায় তা সুস্থ ও সবল হয়। এ উট পালের মধ্যে একটি চর্মরোগ বিশিষ্ট উট মিশে মিশে সবগুলোকে চর্মরোগগ্রস্থ করে ফেলে (এরূপ কেন হয়)? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তবে প্রথম উটটির মধ্যে কে এ রোগ সংক্রমণ করেছিল?

আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যেন কখনও রোগাক্রান্ত উট সুস্থ উটের সাথে না রাখে। আর আবূ হুরায়রা (রা) প্রথম হাদীস অস্বীকার করেন। আমরা বললাম ঃ আপনি কি لا عدوى হাদীস বর্ণনা করেন নি? এ সময় তিনি হাব্শী ভাষায় কি যেন বললেন। আবূ সালামা (র) বলেন ঃ আমি আবূ হুরায়রা (রা) কে এ হাদীসটি ভিন্ন অন্য কোন হাদীস ভুলে যেতে দেখিনি।

٢٣٢٥. بَابُ لاَ عَدْوَى

২৩২৫. পরিচ্ছেদ ঃ কোন সংক্রামক নেই

٥٣٥٩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَمْزَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ عَدْوَي وَلاَ طِيَرَةَ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ -

৫৩৫৯ 'সাঈদ ইব্ন 'উফায়র (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রোগে কোন সংক্রমণ নেই, শুভ-অশুভ বলতে কিছু নেই, অশুভ কেবল নারী, ঘোড়া ও ঘর এ তিন জিনিসের মধ্যেই হতে পারে।

٥٣٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَي * قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُوْرِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى * وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سِنَانُ بْنُ أَبِيْ سِنَانٍ الدُّوَلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَي فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ الإِبِلَ تَكُوْنُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَأْتِيْهِ الْبَعِيْرُ الْأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَنْ أَعْدَي الْأَوَّلَ -

৫৩৬০ আবুল ইয়ামান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ (রোগে) কোন সংক্রমণ নেই। আবূ সালামা ইব্ন 'আবদুর রহমান বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন ঃ রোগাক্রান্ত উট সুস্থ উটের মধ্যে মিশাবেনা। যুহ্রী সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (রোগে) সংক্রমণ নেই। তখন এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল ঃ এ ব্যাপারে

অপনার কি মত যে, হরিণের ন্যায় সুস্থ উট প্রান্তরে থাকে। পরে কোন চর্মরোগগ্রস্থ উট এদের সাথে মিশে সবগুলো চর্মরোগে আক্রান্ত করে। তখন নবী ﷺ বললেন : তা যদি হয় তবে প্রথমটিকে কে রোগাক্রান্ত করেছিল?

٥٣٦١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَي وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِيْ الفَالُ ، قَالُوْا وَمَا الْفَالُ ؟ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ -

৫৩৬১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : (রোগের মধ্যে) কোন সংক্রমণ নেই এবং শুভ-অশুভ নেই আর আমার নিকট 'ফাল' পছন্দীয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন : 'ফাল' কী? তিনি বললেন : উত্তম কথা।

٢٣٢٦. بَابُ مَا يُذْكَرُنِي كَفِيْ سَمِّ النَّبِيِّ ﷺ رَوَاهُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৩২৬. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -কে বিষ পান করানো প্রসঙ্গে উর্‌ওয়া (র) বর্ণনা করেছেন 'আয়েশা (রা) থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে

٥٣٦٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَاةٌ فِيْهَا سَمٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَمَعُوْا لِيْ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنَ الْيَهُوْدِ فَجَمَعُوْا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّيْ سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ ؟ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَبُوْكُمْ ؟ قَالُوْا أَبُوْنَا فُلاَنٌ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوْكُمْ فُلاَنٌ ، فَقَالُوْا صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ ، فَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ ؟ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، وَإِنْ كَذِبْنَاكَ عَرَفْتَ كِذْبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِيْ أَبِيْنَا ، قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَهْلُ النَّارِ ؟ فَقَالُوْا نَكُوْنُ فِيْمَا يَسِيْرًا ثُمَّ تَخْلُفُوْنَنَا فِيْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَخْسَؤُا فِيْهَا وَاللهِ لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيْهَا أَبَدًا ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ ؟ قَالُوْا نَعَمْ ، فَقَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِيْ هٰذِهِ الشَّاةِ سُمًّا ؟ فَقَالُوْا نَعَمْ ، فَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذٰلِكَ ؟ فَقَالُوْا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَذَّابًا نَسْتَرِيْحُ مِنْكَ ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ -

৫৩৬২ কুতায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যখন বিজয় হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাদীয়া স্বরূপ একটি (ভুনা) বক্‌রী প্রেরিত হয়। এর মধ্যে ছিল বিষ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এখানে যত ইয়াহূদী আছে আমার কাছে তাদের জমায়েত কর। তাঁর কাছে সবাইকে জমায়েত করা হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের সম্বোধন করে বললেন ঃ আমি তোমাদের নিকট একটি বিষয়ে জানতে চাই, তোমরা কি সে বিষয়ে আমাকে সত্য কথা বলবে? তারা বললো ঃ হাঁ, হে আবুল কাসিম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের পিতা কে? তারা বললো ঃ আমাদের পিতা অমুক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা মিথ্যে বলেছ বরং তোমাদের পিতা অমুক। তারা বললো ঃ আপনি সত্য বলেছেন ও সঠিক বলেছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি যদি তোমাদের নিকট আর একটি প্রশ্ন করি, তা হলে কি তোমরা সে ব্যাপারে আমাকে সত্য কথা বলবে? তারা বললো ঃ হাঁ, হে আবুল কাসিম যদি আমরা মিথ্যে বলি তবে তো আপনি আমাদের মিথ্যা জেনে ফেলবেন, যেমনিভাবে জেনেছেন আমাদের পিতার ব্যাপারে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন ঃ জাহান্নামী কারা? তারা বললো ঃ আমরা সেখানে অল্প দিনের জন্যে থাকবো। তারপর আপনারা আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরাই সেখানে লাঞ্ছিত হয়ে থাকো। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা কখনও সেখানে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবো না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন ঃ আমি যদি তোমাদের কাছে আর একটি বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে কি তোমরা সে ব্যাপারে আমার কাছে সত্য কথা বলবে? তারা বললো ঃ হাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা কি এ বক্‌রীর মধ্যে বিষ মিশ্রিত করেছ। তারা বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ কিসে তোমাদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে? তারা বললো ঃ আমরা চেয়েছি, যদি আপনি (নবুওয়াতের দাবীতে) মিথ্যাবাদী হন, তবে আমরা আপনার থেকে মুক্তি পেয়ে যাব। আর যদি আপনি (সত্য) নবী হন, তবে এ বিষ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٢٣٢٧ . بَابُ شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَبِمَا يُخَافُ مِنْهُ وَالْخَبِيْثُ

২৩২৭. পরিচ্ছেদ ঃ বিষ পান করা, বিষ দ্বারা চিকিৎসা করা, মারাত্মক কিছু দ্বারা চিকিৎসা করা যাতে মারা যাওয়ার আশংকা রয়েছে এবং হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা

٥٣٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَدَّي مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيْهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَحَسَّي سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ فِيْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِيْ يَدِهِ يَجَابِهَا فِيْ بَطْنِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا -

৫৩৬৩ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আবদুল ওহাব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে, চিরদিন সে জাহান্নামের মধ্যে অনুরূপভাবে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে। যে ব্যক্তি লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনের মধ্যে সে লোহা তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে তা দ্বারা নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে।

٥٣٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ أَبُوْ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ -

৫৩৬৪ মুহাম্মদ (র)...... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি সকাল বেলা সাতটি আজ্‌ওয়া খুরমা খেয়ে নিবে, তাকে সে দিন কোন বিষ অথবা যাদু ক্ষতি করতে পারবে না।

٢٣٢٨. بَابُ أَلْبَانِ الأُتُنِ

২৩২৮. পরিচ্ছেদ ঃ গাধীর দুধ

٥٣٦٥ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ * قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّامَ * وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ أَلْبَانَ الأُتُنِ أَوْ مَرَارَةَ السَّبُعِ أَوْ أَبْوَالَ الإِبِلِ ، قَالَ قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلاَ يَرَوْنَ بِذَالِكَ بَأْسًا فَأَمَّا أَلْبَانُ الأُتُنِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُوْمِهَا وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلاَ نَهْيٌ ، وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ -

৫৩৬৫ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বপ্রকার নখরবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। যুহরী (র) বলেন, আমি সিরিয়ায় চলে আসা পর্যন্ত এ হাদীস শুনি নাই। লায়স বাড়িয়ে বলেছেন যে, ইউনুস (র) ইব্ন শিহাব

(র) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, আমি এ হাদীসের বর্ণনাকারী (আবূ ইদ্‌রীস)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, গাধীর দুধ, হিংস্র প্রাণীর পিত্তরস এবং উটের পেশাব পান করা বা তা দিয়ে ওযু করা জায়েয কি না? তিনি বলেছেন ঃ পূর্বেকার মুসলিমগণ উটের পেশাব দ্বারা চিকিৎসার কাজ করতেন এবং একে তারা কোন পাপ মনে করতেন না। আর গাধীর দুধ সম্পর্কে কথা হলো ঃ গাধার গোস্ত খাওয়ার নিষেধ বাণী আমাদের কাছে পৌছেছে, কিন্তু তার দুধ সম্পর্কে আদেশ বা নিষেধ কোনটিই আমাদের কাছে পৌছেনি। আর হিংস্র প্রাণীর পিত্তরস সম্পর্কে ইব্‌ন শিহাব (র) আবূ ইদ্‌রীস খাওলানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বপ্রকার নখর বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী খেতে নিষেধ করেছেন।

٢٣٢٩. بَابُ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ الْإِنَاءِ

২৩২৯. পরিচ্ছেদ ঃ কোন পাত্রে যখন মাছি পড়ে

٥٣٦٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَي بَنِيْ تَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَي بَنِيْ زُرَيْقٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِيْ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَ فِيْ الْآخَرِ دَاءً -

৫৩৬৬ কুতায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যখন তোমাদের কারও কোন খাবার পাত্রে মাছি পড়ে, তখন তাকে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দিবে, তারপরে ফেলে দিবে। কারণ, তার এক ডানায় থাকে শিফা, আর অন্য ডানায় থাকে রোগ জীবানু।

كِتَابُ اللِّبَاسِ

পোশাক-পরিচ্ছদ অধ্যায়

كِتَابُ اللِّبَاسِ

পোশাক-পরিচ্ছদ অধ্যায়

٢٣٣٠ . بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَالْبَسُوْا وَتَصَدَّقُوْا فِيْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيْلَةٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيْلَةٌ

২৩৩০. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ বল, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদিগের জন্য যে সব শোভার বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা নিষেধ করেছে কে? নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা খাও, পান কর, পরিধান কর এবং দান কর, তবে অপচয় ও অহংকার পরিহার করো। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন, যা ইচ্ছা খাও, যা ইচ্ছা পরিধান কর, যতক্ষণ না দু'টো জিনিস তোমাকে বিভ্রান্ত করে – অপব্যয় ও অহংকার

٥٣٦٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يُخْبِرُوْنَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ -

৫৩৬৭ ইসমা'ঈল (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ সে ব্যক্তির দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, যে অহংকারের সাথে তার (পরিধেয়) পোশাক টেনে চলে।

٢٣٣١. بَابُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيَلاَءِ

২৩৩১. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বিনা অহংকারে তার লুঙ্গি ঝুলিয়ে চলে

٥٣٦٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِيْ يَسْتَرْخِيْ إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْــــهُ فَقَـــالَ النَّبِيُّ ﷺ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ -

৫৩৬৮ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র)...... সালিম তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে নিজের পোশাক ঝুলিয়ে চলবে, আল্লাহ্‌ তার প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না কিয়ামতের দিন। তখন আবূ বক্‌র (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমার লুঙ্গির এক পাশ ঝুলে থাকে, যদি আমি তাতে গিরা না দেই। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও, যারা অহংকার করে এরূপ করে।

٥٣٦٩ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِـــيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خُسِفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْـــجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِـــنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوْا وَادْعُوْا اللهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا -

৫৩৬৯ মুহাম্মদ (র)...... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ -এর নিকট ছিলাম, এমন সময় সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয়। তখন তিনি ব্যস্ত হয়ে দাঁড়ালেন এবং কাপড় টেনে টেনে মসজিদে গিয়ে পৌঁছলেন। লোকজন জমায়েত হলো। তিনি দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তখন সূর্য উজ্জ্বল হয়ে গেল। এরপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন, যখন তোমরা এতে কোন কিছু হতে দেখ, তখন সালাত আদায় করবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তা উজ্জ্বল হয়ে যায়।

٢٣٣٢ . بَابُ التَّشْمِيْرِ فِيْ الثِّيَابِ

২৩৩২. পরিচ্ছেদ ঃ কাপড়ের মধ্যে জড়িয়ে থাকা

٥٣٧٠ حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِـــيْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ فَرَأَيْتُ بِلاَلاً جَاءَ بِعَنَزَةٍ فَرَكَزَهَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّـــلاَةَ فَرَأَيْـــتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فِيْ حُلَّةٍ مُشَمِّرًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْعَنَـــزَةِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالـــدَّوَابَّ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَـــزَةِ -

৫৩৭০ ইসহাক (র)...... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিলাল (রা) কে দেখলাম, তিনি একটি বর্শা নিয়ে এসেছেন এবং তা মাটিতে পুঁতে দিলেন। তারপর সালাতের ইকামত দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ কে দেখলাম, একটি 'হুল্লা'র দু'টি চাদরের মধ্যে নিজেকে

জড়িয়ে বের হয়ে আসলেন এবং বর্শার দিকে ফিরে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আর মানুষ ও পশুকে দেখলাম, তারা তাঁর সামনে দিয়ে এবং বর্শার পিছন দিয়ে গমন করছে।

٢٣٣٣ . بَابُ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ

২৩৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ টাখনুর নীচে যা থাকবে তা জাহান্নামে যাবে

٥٣٧١ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ سَعِيْدٍ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ -

৫৩৭১ আদাম (র)...... আবূ হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইযারের যে পরিমাণ টাখ্নুর নীচে যাবে, সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে।

٢٣٣٤ . بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ

২৩৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে কাপড় ঝুলিয়ে পরে

٥٣٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا -

৫৩৭২ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না, যে ব্যক্তি অহংকারবশে ইযার ঝুলিয়ে পরে।

٥٣٧٣ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِيْ حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৫৩৭৩ আদাম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ অথবা আবূল কাসিম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি চিত্তাকর্ষক জোড়া কাপড় পরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পথ চলছিল; হঠাৎ আল্লাহ্ তাকে মাটির নীচে ধ্বসিয়ে দেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে এভাবে ধ্বসে যেতে থাকবে।

٥٣٧٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ * تَابَعَهُ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَرْفَعْهُ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

৫৩৭৪ সা'ঈদ ইব্‌ন 'উফায়র (র).....'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি তার লুঙ্গি পায়ের গোঁড়ালীর নীচে ঝুলিয়ে পথ চলছিল। এমন সময় তাকে মাটির নীচে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়। কিয়ামত পর্যন্ত সে মাটির নীচে ধ্বসে যেতে থাকবে। ইউনুস, যুহরী থেকে এ হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শু'আয়ব একে মারফূ হিসাবে যুহরী থেকে বর্ণনা করেন নি।

٥٣٧٥ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ أَخْبَرَنَا أَبِيْ عَنْ عَمِّهِ جَرِيْرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى بَابِ دَارِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَهُ -

৫৩৭৫ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... জারীর ইব্‌ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালিম ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের সাথে তাঁর ঘরের দরজায় ছিলাম, তখন তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি নবী ﷺ -কে অনুরূপ বলতে শুনেছেন।

٥٣٧٦ حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ لَقِيْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَأْتِيْ مَكَانَ الَّذِيْ يَقْضِيْ فِيْهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِيْ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيْلَةً لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ أَذَكَرَ إِزَارَهُ قَالَ مَا خَصَّ إِزَارًا وَلاَ قَمِيْصًا تَابَعَهُ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَزَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ * وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ * وَتَابَعَهُ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَقُدَامَةُ بْنُ مُوْسَى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ -

৫৩৭৬ মাতার ইব্‌ন ফায্‌ল (র)...... শু'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাহারিব ইব্‌ন দিসারের সাথে অশ্ব পৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি বিচারালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে বললেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা)কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকার বশে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, তার দিকে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিনে তাকাবেন না। আমি বললাম ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) কি ইযারের উল্লেখ করেছেন? তিনি বললেন ঃ তিনি ইযার বা কামিস কোনটিই নির্দিষ্ট করে বলেন নি। জাবালা ইব্‌ন সুহায়ম, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম ও যায়েদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর লায়স, মূসা ইব্‌ন 'উকবা ও 'উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ, নাফি (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং কুদামা ইব্‌ন মূসা সালিম (র) এর সূত্রে ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে এবং তিনি নবী ﷺ থেকে جرثوبه বর্ণনা করেছেন।

٢٣٣٥. بَابُ الْإِزَارِ الْمُهَدَّبِ ، وَيُذْكَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِيْ أَسَيْدٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُمْ لَبِسُوْا ثِيَابًا مُهَدَّبَةً.

২৩৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঝালরযুক্ত ইযার। যুহ্রী, আবূ বক্র ইব্ন মুহাম্মদ, হামযা ইব্ন আবূ উসায়দ ও মু'আবিয়া ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা ঝালরযুক্ত পোশাক পরিধান করেছেন

٥٣٧٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانُ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِيْ فَبَتَّ طَلَاقِيْ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلاَّ مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، قَالَتْ فَقَالَ خَالِدٌ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَنْهٰى هٰذِهِ عَمَّا تَجْهَرُبِهِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلاَ وَاللهِ مَا يَزِيْدُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَعَلَّكَ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَتَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ -

৫৩৭৭ আবুল ইয়ামন (র)...... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রিফা'আ কুরাযির স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসলো। এ সময় আমি উপবিষ্ট ছিলাম এবং আবূ বক্র (রা) তাঁর কাছে ছিলেন। স্ত্রীলোকটি বলল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি রিফা'আর অধীনে (বিবাহ বন্ধনে) ছিলাম। তিনি আমাকে তালাক দেন এবং তালাক চূড়ান্তভাবে (তিন তালাক) দেন এরপর আমি 'আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়েরকে বিবাহ করি। কিন্তু আল্লাহ্র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার সাথে কাপড়ের ঝালরের ন্যায় ছাড়া কিছুই নেই। এ কথা বলার সময় স্ত্রীলোকটি তার চাদরের আঁচল ধরে দেখায়। খালিদ ইব্ন সা'ইদ যাকে (ভিতরে যাওয়ার) অনুমতি দেওয়া হয় নাই, দরজার কাছে থেকে স্ত্রীলোকটির কথা শোনেন। আয়েশা (রা) বলেন, তখন খালিদ বলল ঃ হে আবূ বক্র! এ মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে জোরে জোরে যে কথা বলছে, তা থেকে কেন আপনি তাকে বাঁধা দিচ্ছেন না? আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেবল মু'চকি হাসলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্ত্রীলোকটিকে বললেন ঃ মনে হয় তুমি রিফা'আর কাছে ফিরে যেতে যাও। তা হয় না, সে তোমার মধু আস্বাদন করবে এবং তুমি তার মধু আস্বাদন করবে। পরবর্তী সময় থেকে এটা বিধানে পরিণত হয়ে যায়।

٢٣٣٦. بَابُ الْأَرْدِيَةِ ، وَقَالَ أَنَسٌ جَبَذَ أَعْرَابِيٌّ رِدَاءَ النَّبِيِّ ﷺ

২৩৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ চাদর পরিধান করা। আনাস (রা) বলেন ঃ এক বেদুঈন নবী ﷺ -এর চাদর টেনে ধরেছিল

٥٣٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيْهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوْا لَهُمْ -

৫৩৭৮ 'আবদান (র)...... হুসায়ন ইব্ন 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। 'আলী (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর চাদর আনতে বললেন। তিনি তা পরিধান করেন, এরপর হেঁটে চললেন। আমি ও যায়েদ ইব্ন হারিসা তাঁর পিছনে চললাম। শেষে তিনি একটি ঘরের কাছে আসেন, যে ঘরে হামযা (রা) ছিলেন। তিনি অনুমতি চাইলে তাঁরা তাঁদের অনুমতি দিলেন।

٢٣٣٧ . بَابُ لُبْسِ الْقَمِيْصِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ يُوْسُفَ : إِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَأَلْقُوْهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيْ يَأْتِ بَصِيْرًا

২৩৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ জামা পরিধান করা। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা ঃ "তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর রেখে দিও। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন"

٥٣٧٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيْصُ وَلاَ السَّرَاوِيْلُ وَلاَ الْبُرْنُسُ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ اسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ -

৫৩৭৯ কুতায়বা (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুহ্রিম ব্যক্তি কী কাপড় পরিধান করবে? নবী ﷺ বললেন ঃ মুহ্রিম জামা, পায়জামা, টুপি এবং মোজা পরবে না। তবে যদি সে জুতা সংগ্রহ করতে না পারে, তা হলে টাখ্নুর নীচে পর্যন্ত (মোজা) পরতে পারবে।

٥٣٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرَجَ وَ وَضَعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ -

৫৩৮০ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে কবরে রাখার পর নবী ﷺ সেখানে এলেন। তিনি তার লাশ কবর থেকে উঠাবার নির্দেশ দিলেন। তখন লাশ কবর থেকে উঠান হলো এবং তাঁর দু' হাঁটুর উপর রাখা হলো। তিনি তার উপর থু থু দিলেন এবং তাকে নিজের জামা পরিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

٥٣٨١ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَعْطِنِيْ قَمِيْصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ قَمِيْصَهُ وَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ فَآذِنَّا ، فَلَمَّا فَرَغَ إِذَنَهُ فَجَاءَ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ فَجَذَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ : اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللهُ لَهُمْ فَنَزَلَتْ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا فَتَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ -

৫৩৮১ সাদাকা (র)...... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই মারা যায়, তখন তার ছেলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসে। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার জামাটি আমাকে দিন। আমি এ দিয়ে তাকে কাফন দিব। আর তার জানাযার সালাত আপনি আদায় করবেন এবং তার জন্য ইস্তিগফার করবেন। তিনি নিজের জামাটি তাকে দিয়ে দেন এবং বলেন যে, তুমি (কাফন পরানোর কাজ) সেরে ফেলে আমাকে সংবাদ দিবে। তারপর তিনি (কাফন পরানোর কাজ সেরে তাঁকে সংবাদ দিলেন) নবী ﷺ তার জানাযার সালাত আদায় করতে এলেন। 'উমর (রা) তাঁকে টেনে ধরে বললেন ঃ আল্লাহ্ কি আপনাকে মুনাফিকদের (জানাযার) সালাত আদায় করতে নিষেধ করেন নি? তিনি এ আয়াতটি পড়লেন ঃ "তুমি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর একই কথা। তুমি সত্তরবার ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ ওদের কখনই ক্ষমা করবেন না তখন নাযিল হয় ঃ ওদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে তুমি কখনও ওদের জন্য জানাযার সালাত আদায় করবে না। এরপর থেকে তিনি তাদের জানাযার সালাত আদায় করা বর্জন করেন।"[১]

٢٣٣٨. بَابُ جَيْبِ الْقَمِيْصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ

২৩৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ মাথা বের করার জন্য জামা ও অন্য পোশাকের বুকের অংশ ফাঁক রাখা

---

১. এ আয়াত নাযিল হবার আগ পর্যন্ত মুনাফিকদের জানাযার সালাত আদায় নবী (সা)-এর ইচ্ছাধীন ছিল এবং সে কারণেই তিনি জানাযায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

٥٣٨٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِثْلَ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيْهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا ، فَجَعَلَ الْمُصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَغْشَى أَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَا أَثَرَهُ ، وَجَعَلَ الْبَخِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا ، قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ بِإِصْبَعِهِ هٰكَذَا فِيْ جَيْبِهِ ، فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَوَسَّعُ * تَابَعَهُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ وَأَبُوْ الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ فِيْ الْجُبَّتَيْنِ وَقَالَ حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ طَاوُسًا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ جُبَّتَانِ وَقَالَ جَعْفَرٌ عَنِ الأَعْرَجِ جُبَّتَانِ -

৫৩৮২ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তিকে এমন দু'ব্যক্তির সাথে তুলনা করেন, যাদের পরিধানে লোহার দু'টি বর্ম আছে। তাদের দু'টি হাতই বুক ও ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছে আছে। দানশীল ব্যক্তি যখন দান করে তখন তার বর্মটি এমন ভাবে প্রশস্ত হয় যে, তার পায়ের আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ঢেকে ফেলে এবং (শরীরের চেয়ে লম্বা হওয়ার জন্য চলার সময়) পদ চিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ লোকটি যখন দান করতে ইচ্ছে করে, তখন তার বর্মটি শক্ত হয়ে যায় ও এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলে থাকে এবং প্রতিটি অংশ স্ব স্ব স্থানে থেকে যায়। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর আঙ্গুল এভাবে বুকের দিক দিয়ে খোলা অংশের মধ্যে রেখে বলতে দেখেছি. তুমি যদি তা দেখতে (তাহলে দেখতে) যে, তিনি তা প্রশস্ত করতে চাইলেন কিন্তু তা প্রশস্ত হল না। ইব্ন তাউস তার পিতা থেকে এবং আবূ যিনাদ, আ'রাজ থেকে অনুরূপ ভাবে جُبَّتَيْنِ বর্ণনা করেন। আর জা'ফর আ'রাজ-এর সূত্রে جُبَّتَانِ বর্ণনা করেছেন। হানযালা (র) বলেন ঃ আমি তাউসকে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে جُبَّتَانِ বলতে শুনেছি।

٢٣٣٩. بَابُ مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ فِيْ السَّفَرِ

২৩৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ যিনি সফরে সংকীর্ণ আস্তিন বিশিষ্ট জোব্বা পরিধান করেন

٥٣٨٣ حَدَّثَنَا قَيْسُ ابْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ الضُّحٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ مَسْرُوْقٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ

يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ

৫৩৮৩ কায়স ইব্‌ন হাফ্‌স (র)...... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (তাবূক যুদ্ধের সময়) নবী ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যান এবং তারপর ফিরে আসেন। আমি তাঁর নিকট পানি নিয়ে পৌছি। তিনি অযূ করেন। তখন তাঁর পরিধানে শাম দেশীয় (সিরিয়ার) জোববা ছিল। তিনি কুলী করেন, নাক পরিষ্কার করেন এবং তাঁর মুখমন্ডল ধৌত করেন। এরপর তিনি আস্তিন থেকে দু'হাত বের করতে থাকেন, কিন্তু আস্তিন দু'টি ছিল সংকীর্ণ, তাই তিনি হাত দু'খানি জামার নীচ দিয়ে বের করে উভয় হাত ধৌত করেন। এরপর মাথা মসেহ করেন এবং মোজার উপর মসেহ করেন।

٢٣٤٠. بَابُ جُبَّةِ الصُّوفِ فِي الْغَزْوِ

২৩৪০. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় পশমী জামা পরিধান করা

٥٣٨٤ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيْ سَفَرٍ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشٰى حَتَّى تَوَارٰي عَنِّيْ فِيْ سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الْأَدَاوَةَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوْفٍ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا -

৫৩৮৪ আবূ নু'আইম (রা)...... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (তাবূক) সফরে এক রাত্রে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার সাথে পানি আছে কি? আমি বললাম ঃ হাঁ। তখন তিনি বাহন থেকে নামলেন এবং হেঁটে যেতে লাগলেন। তিনি এতদূর গেলেন যে, রাতের আঁধারে আমার থেকে অদৃশ্য হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি ফিরে এলেন। আমি পাত্র থেকে তাঁর (অযূর) পানি ঢালতে লাগলাম। তিনি মুখমন্ডল ও দু'হাত ধৌত করলেন। তাঁর পরিধানে ছিল পশমের জামা। তিনি তা থেকে হাত বের করতে পারলেন না, তাই জামার নীচ দিয়ে বের করলেন এবং দু'হাত ধৌত করলেন। তারপর মাথা মসেহ করলেন। তারপর আমি তাঁর মোজা দু'টি খুলতে ইচ্ছা করলাম। তিনি বললেন ঃ ছেড়ে দাও। কেননা, আমি পবিত্র অবস্থায় তা পরিধান করেছি। তারপর তিনি মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ করেন।

٢٣٤١. بَابُ الْقَبَاءِ وَفَرُّوْجِ حَرِيْرٍ وَالْقَبَاءِ وَيُقَالُ هُوَ الَّذِيْ لَهُ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ

২৩৪১. পরিচ্ছেদ ঃ কাবা ও রেশমী ফার্‌রূজ, আর তাকেও এক প্রকার কাবাই বলা হয়, যে জামার পিছনের দিকে ফাঁকা থাকে

٥٣٨٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمُسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِيْ قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ -

৫৩৮৫ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)...... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েকটি কাবা বন্টন করেন, কিন্তু মাখরামাকে কিছুই দিলেন না। মাখরামা বললো ঃ হে আমার প্রিয় পুত্র! চল আমার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। তিনি বললেন ঃ ভিতরে যাও এবং আমার জন্যে নবী ﷺ -এর কাছে আবেদন জানাও। মিসওয়ার বলেন ঃ আমি তাঁর (পিতার) জন্য আবেদন করলে তিনি মাখরামার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন। তখন তাঁর পরিধানে রেশমী কাবা ছিল। তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য এটি আমি গোপন করে রেখেছিলাম। মিসওয়ার বলেন ঃ এরপর নবী ﷺ তার দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ মাখরামা এবার রাযী (খুশী) আছে।

٥٣٨٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِيْ الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ يَنْبَغِيْ هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ * تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ اللَّيْثِ وَقَالَ غَيْرُهُ فَرُّوْجُ حَرِيْرٌ -

৫৩৮৬ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)...... 'উক্‌বা ইব্‌ন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কে একটি রেশমী কাবা হাদিয়া দেওয়া হয়। তিনি তা পরিধান করেন এবং তা পরে সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে তিনি তা খুব জোরে টেনে খুলে ফেললেন, যেন এটি তিনি অপছন্দ করছেন। এরপর বললেন ঃ মুত্তাকীদের জন্য এটা শোভনীয় নয়। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ, লায়স থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অন্যেরা বলেছেন ঃ 'ফাররূজ হারীর' হলো 'রেশমী কাপড়'।

٢٣٤٢ . بَابُ الْبَرَانِسِ ، وَقَالَ لِيْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِيْ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى أَنَسٍ بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزٍّ

২৩৪২. পরিচ্ছেদ ঃ টুপি। মুসাদ্দাদ (র) আমাকে বলেছেন যে, মু'তামার বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি আনাস (রা) এর (মাথার) উপর হলুদ রেশমী টুপি দেখেছেন

٥٣٨٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَتَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ -

৫৩৮৭ ইসমাঈল (র)...... 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুহ্‌রিম লোক কি কি পোশাক পরবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা (ইহরাম অবস্থায়) জামা, পাগড়ী, পা-জামা, টুপি ও মোজা পরবে না। তবে যে ব্যক্তির জুতা নেই, সে কেবল মোজা পরতে পারবে, কিন্তু উভয় মোজা টাখনুর নীচ থেকে কেটে ফেলবে। আর যা'ফরান ও ওয়ার্‌স রং যাতে লেগেছে, এমন কাপড় পরবে না।

٢٣٤٣ . بَابُ السَّرَاوِيْلِ

২৩৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ পায়জামা

٥٣٨٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ -

৫৩৮৮ আবূ নু'আয়ম (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে লোকের ইযার (লুঙ্গি) নেই, সে যেন পায়জামা; আর যার জুতা নেই, সে যেন মোজা পরে।

٥٣٨٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لاَ تَلْبَسُوْا الْقَمِيْصَ وَالسَّرَاوِيْلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخِفَافَ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ -

৫৩৮৯ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)...... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা যখন ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকি, তখন কি পোশাক পরার জন্যে আমাদের নির্দেশ দেন? তিনি বললেন ঃ (তখন) তোমরা জামা, পায়জামা, পাগড়ী, টুপি ও মোজা পরবে না। তবে যার জুতা নেই, সে টাখনুর নীচ পর্যন্ত মোজা পরবে। আর তোমরা সে ধরনের কোন কাপড়ই পরবে না, যাতে যা'ফরান বা ওয়ার্‌স রং লাগান হয়েছে।

٢٣٤٤ . بَابُ الْعَمَائِمِ

২৩৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ পাগড়ী

٥٣٩٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعَمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ -

৫৩৯০ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)...... সালিমের পিতা ('আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর) (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, পায়জামা ও টুপি পরতে পারবে না। যা'ফরান ও ওয়ার্‌স দ্বারা রং করা কাপড়ও নয় এবং মোজাও নয়। তবে সে ব্যক্তির জন্যে (এ নিষেধ) নয়, যার জুতা নেই। যদি সে জুতা না পায় তা হলে উভয় মোজার টাখনুর নীচে থেকে কেটে নেবে।

٢٣٤٥ . بَابُ التَّقَنُّعِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ ، وَقَالَ أَنَسٌ عَصَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ .

২৩৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ চাদর বা অন্য কিছু দ্বারা মাথা ও মুখের অধিকাংশ অংগ ঢেকে রাখা। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ একদা বাইরে আসলে, তখন তাঁর (মাথার) উপর কালো রুমাল ছিল। আনাস (রা) বলেছেন ঃ নবী ﷺ স্বীয় মস্তক চাদরের এক পাশ দ্বারা বেঁধে রেখেছিলেন

٥٣٩١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَتَجَهَّزَ أَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ، عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُوْ أَنْ يُؤْذَنَ لِيْ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ أَوَ تَرْجُوْهُ بِأَبِيْ أَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ أَبُوْ بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوْسٌ فِيْ بَيْتِنَا فِيْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ فَقَالَ قَائِلٌ لأَبِيْ بَكْرٍ هٰذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُقْبِلاً مُتَقَنِّعًا فِيْ سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِيْنَا فِيْهَا قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فِدًا لَهُ بِأَبِيْ وَأُمِّيْ وَاللهِ إِنْ جَاءَ بِهِ فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ لأَمْرٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ حِيْنَ دَخَلَ لأَبِيْ بَكْرٍ أَخْرِجْ مِنْ عِنْدَكَ قَالَ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِيْ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ

فَإِنِّيْ قَدْ أُذِنَ لِيْ فِيْ الْخُرُوْجِ قَالَ فَالصُّحْبَةُ بِأَبِيْ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَخُذْ بِأَبِيْ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِحْدَى رَاحِلَتِيْ هَاتَيْنِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِالثَّمَنِ قَالَتْ فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ وَضَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِيْ جِرَابٍ فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِيْ بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا ، فَأَوْكَتْ بِهِ الْجِرَابَ ، وَلِذٰلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى ذَاتَ النِّطَاقِ ثُمَّ لَحِقَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ بِغَارٍ فِيْ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ ، فَمَكَثَ فِيْهِ ثَلاَثَ لَيَالٍ ، يَبِيْتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ ، وَهُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ لَقِنٌ ثَقِفٌ فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَرًا ، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ ، فَلاَ يَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذٰلِكَ حِيْنَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِيْ بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ فَيُرِيْحُهَا عَلَيْهِمَا حِيْنَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَيَبِيْتَانِ فِيْ رِسْلِهَا حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ يَفْعَلُ ذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِيْ الثَّلاَثِ -

৫৩৯১ ইব্‌রাহীম ইবন মূসা (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক মুসলিম হাবশায় হিজ্‌রত করেন। এ সময় আবূ বক্‌র (রা) হিজ্‌রত করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি একটু অপেক্ষা কর; কেননা, মনে হয় আমাকেও (হিজরতের) আদেশ দেওয়া হবে। আবূ বক্‌র (রা) বললেন ঃ আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনিও কি এ আশা পোষণ করেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আবূ বক্‌র (রা) নবী ﷺ-এর সঙ্গ লাভের আশায় নিজেকে সংবরণ করে রাখেন এবং তাঁর মালিকানাধীন দু'টি সাওয়ারীকে চার মাস যাবত সামূর বৃক্ষের পাতা ভক্ষণ করান। উরওয়া (র) বর্ণনা করেন, 'আয়েশা (রা) বলেছেন যে, একদিন ঠিক দুপুরের সময় আমরা আমাদের ঘরে বসে আছি। এ সময় এক ব্যক্তি আবূ বক্‌র (রা)কে বলল, এই যে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখমন্ডল ঢেকে এগিয়ে আসছেন। এমন সময় তিনি এসেছেন, যে সময় তিনি সাধারণতঃ আমাদের কাছে আসেন না। আবূ বক্‌র (রা) বললেনঃ আমার মা-বাপ তাঁর উপর কুরবান হোক, আল্লাহ্‌র কসম! এমন সময় তিনি একটি বড় কাজ নিয়েই এসে থাকবেন। নবী ﷺ এসে পড়লেন। তিনি অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেওয়া হলো। তিনি প্রবেশ করলেন। প্রবেশের সময় আবূ বক্‌র (রা) কে বললেন ঃ তোমার কাছে যারা আছে তাদের সরিয়ে দাও। তিনি বললেন ঃ আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা তো আপনারই পরিবারস্থ লোক। নবী ﷺ বললেন ঃ আমাকে হিজ্‌রতের অনুমিত দেওয়া হয়েছে। আবূ বক্‌র (রা) বললেন ঃ তাহলে আমি কি আপনার সঙ্গী হবো? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক। তিনি বললেন ঃ হাঁ। আবূ বক্‌র (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমার এদু'টি সাওয়ারীর

একটি গ্রহণ করুন। নবী ﷺ বললেন ঃ মূল্যের বিনিময়ে (নিতে রাযী আছি) 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ তাঁদের উভয়ের জন্যে সফরের আসবাবপত্র প্রস্তুত করলাম এবং সফরকালের নাস্তা তৈরী করে একটি চামড়ার থলের মধ্যে রাখলাম। আবূ বক্‌র (রা)-এর কন্যা আসমা তাঁর উড়নার এক অংশ ছিড়ে থলেব মুখ বেঁধে দিল। এ কারণে তাকে যাতুন্ নিতাক (উড়না ওয়ালী) নামে ডাকা হতো। এরপর নবী ﷺ ও আবূ বক্‌র (রা) 'সাওর' নামক পর্বত গুহায় পৌঁছেন। তথায় তিন রাত অতিবাহিত করেন। আবূ বক্‌র (রা)-এর পুত্র 'আবদুল্লাহ্ তাঁদের সঙ্গে রাত্রি-যাপন করতেন। তিনি ছিলেন সুচতুর বুদ্ধিমান যুবক। তিনি তাঁদের কাছ থেকে রাতের শেষ ভাগে চলে আসতেন এবং ভোর বেলা কুরাইশদের সাথে মিশে যেতেন, যেন তাদের মধ্যেই তিনি রাত্রি যাপন করেছেন। তিনি কারও থেকে ষড়যন্ত্রমূলক কোন কিছু শুনলে তা মনে রাখতেন এবং রাতের আঁধার ছড়িয়ে পড়লে দিনের সব খবর নিয়ে তিনি তাঁদের দু'জনের কাছে পৌছে দিতেন। আবূ বক্‌র (রা)-এর দাস 'আমির ইব্‌ন ফুহায়রা তাঁদের আশে পাশে দুধওয়ালা বক্‌রী চরিয়ে বেড়াতেন, রাতের এক ঘন্টা অতিবাহিত হলে সে তাঁদের নিকট ছাগল নিয়ে যেত (দুধ পান করাবার জন্যে)। তাঁরা দু'জনে (আমির ও আবদুল্লাহ্) সে গুহায়ই রাত কাটতেন। ভোরে অন্ধকার থাকতেই 'আমির ইব্‌ন ফুহায়রা ছাগল নিয়ে চলে আসতেন। ঐ তিন রাতের প্রতি রাতেই তিনি এরূপ করতেন।

٢٣٤٦. بَابُ الْمِغْفَرِ

২৩৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ লৌহ শিরস্ত্রাণ

٥٣٩٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْد حَدَّثَنَامَالِكٍ عَنِ لزُّهْرِيِّ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ

৫৩৯২ আবুল ওয়ালীদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথার উপর লৌহ শিরস্ত্রাণ ছিল।

٢٣٤٧. بَابُ الْبُرُوْدِ وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةِ ، وَقَالَ خَبَّابُ شَكَوْنَا إِلَىالنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ

২৩৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ ডোরাদার চাদর, কারুকার্যময় ইয়ামনী চাদর ও চাদরের আঁচলের বিবরণ।

খাব্বাব (রা) বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর নিকট অভিযোগ করছিলাম, তখন তিনি ডোরাদার চাদরে হেলান দিয়ে বসেছিলেন

٥٣٩٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَا لِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ

الْحَاشِيَةِ ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْلِيْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ -

৫৩৯৩ ইসমাঈল ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে চলছিলাম। এ সময় তাঁর পরিধানে চওড়া পাড় বিশিষ্ট একটি নাজরানী ডোরাদার চাদর ছিল। একজন বেদুইন তাঁর কাছে এলো। সে তাঁর চাদর ধরে খুব জোরে টান দিল। এমন কি আমি দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাঁধে চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। তারপর সে বলল ঃ হে মুহাম্মদ ﷺ আপনার নিকট আল্লাহ্‌র যে সম্পদ আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দিতে বলুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিকে ফিরে তাকিয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দান করার নির্দেশ দিলেন।

٥٣٩٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ ، قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرِيْ مَا الْبُرْدَةُ قَالَ نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوْجٌ فِيْ حَاشِيَتِهَا ، قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ نَسَجْتُ هٰذِهِ بِيَدِيْ أَكْسُوْكَهَا ، فَأَخَذَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّمَا لَإِزَارُهُ فَجَسَّهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَكْسُنِيْهَا ، قَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللهُ فِيْ الْمَجْلِسِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً ، فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللهِ مَا سَأَلْتُهَا ، إِلاَّ لِتَكُوْنَ كَفَنِيْ يَوْمَ أَمُوْتُ ، قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ -

৫৩৯৪ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)...... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন স্ত্রী লোক একটি বুরদা নিয়ে এলো। সাহল (রা) বললেন ঃ তোমরা জান বুরদা কী? একজন উত্তর দিল ঃ হাঁ, বুরদা হলো এমন চাদর যার পাড় কারুকার্যময়। স্ত্রী লোকটি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এটি আমার নিজের হাতে বুনেছি আপনাকে পরিধান করাবার জন্যে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর এর প্রয়োজনও ছিল। এরপর তিনি আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলেন ঃ তখন সে চাদরটি ইযার হিসেবে তাঁর পরিধানে ছিল। দলের এক ব্যক্তি হাত দিয়ে চাদরটি স্পর্শ করল এবং বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এটি পরতে দিন। তিনি বললেনঃ হাঁ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মজলিসে বসলেন, যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছে ছিল, তারপরে উঠে গেলেন এবং চাদরটি ভাজ করে এ ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এটি চেয়ে তুমি ভাল করনি। তুমি তো জান যে, কোন প্রার্থীকে তিনি বঞ্চিত করেন না। লোকটি বললোঃ আল্লাহ্‌র

কসম! আমি কেবল এজন্যেই চেয়েছি যে, যেদিন আমার মৃত্যু হবে, সে দিন যেন এ চাদরটি আমার কাফন হয়। সাহ্‌ল (রা) বলেন ঃ এটি তাঁর কাফনই হয়েছিল।

٥٣٩٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانُ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُوْنَ أَلْفًا ، تُضِيْئُ وُجُوْهَهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ ، فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصِنِ الأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ ، قَالَ ادْعُ اللهَ لِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَبَقَكَ عُكَاشَةُ -

৫৩৯৫ আবুল ইয়ামান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাযারের একটি দল (বিনা হিসাবে) জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন তাদের মুখ মন্ডল চাঁদের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল হবে। উক্‌কাশা ইব্‌ন মিহ্‌সান তাঁর পরিহিত রংগীন ডোরাযুক্ত চাদর উপরে তুলে ধরে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্‌র নিকট আমার জন্য দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তারপর আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী ﷺ বললেন ঃ উক্‌কাশা তোমার অগ্রবর্তী হয়েছে।

٥٣٩٦ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَيُّ الثِّيَابُ كَانَ أَحَبُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحِبَرَةُ -

৫৩৯৬ 'আমর ইব্‌ন 'আসিম (র)...... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন্ জাতীয় কাপড় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বেশী প্রিয় ছিল? তিনি বললেন ঃ হিবারা-ইয়ামনী চাদর।

٥٣٩٧ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ -

৫৩৯৭ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'হিবারা'-ইয়ামনী চাদর পরিধান করতে বেশী পছন্দ করতেন।

٥٣٩٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنُ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ -

৫৩৯৮ আবুল ইয়ামান (র)...... নবী-পত্নী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্‌তিকাল করেন, তখন ইয়ামনী চাদর দ্বারা তাঁকে ঢেকে রাখা হয়।

٢٣٤٨. بَابُ الْأَكْسِيَةِ وَالْخَمَائِصِ

২৩৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ কম্বল ও কারুকার্যময় চাদর পরিধান করা

٥٣٩٩ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالاَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ ، لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا -

৫৩৯৯ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)...... 'আয়েশা ও 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখন তিনি তাঁর কারুকার্যময় চাদর দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে রাখেন। যখন তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতো তখন তার মুখ থেকে সরিয়ে নিতেন। এমতাবস্থায় তিনি বলতেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়েছে। তাদের কর্মের কথা উল্লেখ করে তিনি সতর্ক করছিলেন।

٥٤٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةَ كِسَاءً وَ إِزَارًا غَلِيْظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوْحُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ هَذَيْنِ -

৫৪০০ মুসাদ্দাদ (রা)...... আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) একবার একখানি কম্বল ও মোটা ইযার নিয়ে আমাদের কাছে আসেন এবং তিনি বললেন ঃ এ দু'টি পরিহিত অবস্থায় নবী ﷺ -এর রূহ কব্‌য করা হয়।

٥٤٠١ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ خَمِيْصَةٍ لَهُ لَهَا أَعْلاَمٌ ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِيْ هَذِهِ إِلَى أَبِيْ جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِيْ آنِفًا عَنْ صَلاَتِيْ ، وَائْتُوْنِيْ بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِيْ جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ مِنْ بَنِيْ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ.

৫৪০১ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চাদর গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করলেন। চাদরটি ছিল কারুকার্য খচিত। তিনি কারুকার্যের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর সালাম ফিরিয়ে বললেন ঃ এ চাদরটি আবূ জাহমের কাছে নিয়ে যাও। কারণ, এখনই তা আমাকে সালাত থেকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে। আর

আবূ জাহ্‌ম ইব্‌ন হুযায়ফার 'আন্‌বিজানিয়্যা' (কারুকার্যবিহীন চাদর)-টি আমার জন্যে নিয়ে এসো। সে হচ্ছে 'আদী ইব্‌ন কা'ব গোত্রের লোক।

٢٣٤٩. بَابُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

২৩৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ কাপড় মুড়ি দিয়ে বসা

٥٤٠٢ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَعَنْ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ -

৫৪০২ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (রা)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' থেকে নিষেধ করেছেন এবং দু' সময়ে সালাত আদায় করা থেকেও অর্থাৎ ফজরের (সালাতের) পর সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত এবং আসরের (সালাতের) পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আরও নিষেধ করেছেন একটি মাত্র কাপড় এমনভাবে পরতে, যাতে লজ্জাস্থানের উপরে তার ও আকাশের মাঝখানে আর কিছুই থাকে না। আর তিনি কাপড় মুড়ি দিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন।

٥٤٠٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذٰلِكَ ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذٰلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ -

৫৪০৩ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (রা)...... আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু' প্রকার কাপড় পরিধান করতে ও দু প্রকার ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ে তিনি 'মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' থেকে নিষেধ করেছেন। মুলামাসা হলো রাতে বা দিনে একজন অপর জনের কাপড় হাত দিয়ে স্পর্শ করা। এইটুকু ছাড়া তা আর উলট-পালট করে দেখে না। আর মুনাবাযা হলো – এক লোক অন্য লোকের প্রতি তার কাপড় নিক্ষেপ করা। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিও তার কাপড় নিক্ষেপ করা, এবং এর দ্বারাই তাদের ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়া, দেখা ও

পারস্পরিক সম্মতি ব্যতিরেকেই। আর দু'প্রকার পোশাক পরিধানের (এর এক প্রকার) হলো– ইশ্‌তিমালুস-সাম্মা'। সাম্মা হলো এক কাঁধের উপর কাপড় এমনভাবে রাখা যাতে অন্য কাঁধ খালি থাকে, কোন কাপড় থাকে না। পোশাক পরার অন্য প্রকার হচ্ছে – বসা অবস্থায় নিজের কাপড় দ্বারা নিজেকে এমনভাবে ঘিরে রাখা, যাতে লজ্জাস্থানের উপর কাপড়ের কোন অংশ না থাকে।

٢٣٥٠ . بَابُ الْإِحْتِبَاءُ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ

২৩৫০. পরিচ্ছেদ ঃ এক কাপড়ে পেঁচিয়ে বসা

٥٤٠٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ أَبِيْ الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِيْ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ وَعَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ-

৫৪০৪ ইসমা'ঈল (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'ধরনের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। একটি কাপড়ে পুরুষের এমনভাবে পেঁচিয়ে থাকা যে, তার লজ্জাস্থানের উপর সে কাপড়ের কোন অংশই থাকে না। আর একটি কাপড় এমনভাবে পেঁচিয়ে পরা যে, শরীরের এক অংশ খোলা থাকে। আর 'মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' থেকেও (তিনি নিষেধ করেছেন)।

٥٤٠٥ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مُخْلَدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰىعَنِ أَشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيْ الرَّجُلُ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ -

৫৪০৫ মুহাম্মদ (র)...... আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নিষেধ করেছেন শরীরের এক পাশ খোলা রেখে অন্য পাশ ঢেকে পরতে। আর এক কাপড়ে পুরষকে এমনভাবে ঢেকে বসতে, যাতে তার লজ্জাস্থানের উপর ঐ কাপড়ের কোন অংশ না থাকে।

٢٣٥١ . بَابُ الْخَمِيْصَةِ السَّوْدَاءِ

২৩৫১. পরিচ্ছেদ ঃ নকশীদার কালো চাদর

٥٤٠٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْحٰقَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ سَعِيْدِ بْنِ فُلَانٍ هُوَ عَمْرُوْ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِثِيَابٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءَ صَغِيْرَةٌ ، فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوْ هٰذِهِ ، فَسَكَتَ الْقَوْمُ ، قَالَ أَتُوْنِيْ بِأُمِّ خَالِدٍ ، فَأُتِيَ بِهَا تَحْمِلُ ، فَأَخَذَ

الْخَمِيْصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ اَبْلِيْ وَأَخْلِقِيْ ، وَكَانَ فِيْهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ ، فَقَالَ يَا أُمَّ خَالِدٍ هٰذَا سَنَاهْ، وَسَنَاهُ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنٌ -

৫৪০৬ আবূ নু'আইম (র)...... উম্মে খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কিছু কাপড় নিয়ে আসা হয়। তার মধ্যে কিছু কালো নক্শীদার ছোট চাদর ছিল। তিনি বললেন ঃ আমরা এগুলো পরবো, তোমাদের মত কি? উপস্থিত সবাই নীরব থাকলো। তারপর তিনি বললেন ঃ উম্মে খালিদকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে বহন করে আনা হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের হাতে একটি চাদর নিলেন এবং তাকে পরিয়ে দিলেন। এরপর বললেন ঃ (এটি) তুমি পুরান কর ও ছিড়ে ফেল (অর্থাৎ তুমি দীর্ঘজীবী হও)। ঐ চাদরে সবুজ অথবা হলুদ রঙের নক্শী ছিল। তিনি বললেন ঃ হে খালেদের মা! এ খানি কত সুন্দর! তিনি হাবশী ভাষায় বললেন ঃ সানাহ্ অর্থাৎ সুন্দর।

٥٤٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِيْ يَا أَنَسُ انْظُرْ هٰذَا الْغُلَامَ فَلَايُصِيْبَنَّ شَيْئًا حَتّٰى تَغْدُوْ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ فَغَدَوْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِيْ حَائِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ حُرَيْثِيَّةٌ ، وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِيْ قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ -

৫৪০৭ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উম্মে সুলায়ম (রা) যখন একটি সন্তান প্রসব করলেন তখন আমাকে জানালেন, হে আনাস! শিশুটিকে দেখ, যেন সে কিছু না খায়, যতক্ষণ না তুমি একে নবী ﷺ -এর নিকট নিয়ে যাও, তিনি এর তাহনীক করবেন। আমি তাকে নিয়ে গেলাম। দেখলাম, তিনি একটা বাগানের মধ্যে আছেন, আর তাঁর পরিধানে হুরায়সিয়া নামক চাঁদর রয়েছে। তিনি যে উটে করে মক্কা বিজয়ের দিনে অভিযানে গিয়েছিলেন তার পিঠে ছিলেন।

٢٣٥٢ . بَابُ ثِيَابِ الْخُضْرِ

২৩৫২. পরিচ্ছেদ ঃ সবুজ পোশাক

٥٤٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزَّبِيْرِ الْقُرَظِيُّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لِجِلْدِهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا قَالَ وَسَمِعَ أَنَّهَا

قَدْ أَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، قَالَتْ وَاللهِ مَالِيْ إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلاَّ أَنَّ مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هٰذِهِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَالَ كَذَبْتِ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي لأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيْمِ، وَلٰكِنَّهَا نَاشِزٌ، تُرِيْدُ رِفَاعَةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ لَمْ تَحِلِّيْ لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحِيْ لَهُ حَتَّى يَذُوْقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ، قَالَ وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ، فَقَالَ بَنُوْكَ هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ هٰذَا الَّذِيْ تَزْعُمِيْنَ مَا تَزْعُمِيْنَ، فَوَاللهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ -

৫৪০৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (রা)...... ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত। রিফা'আ তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। পরে 'আবদুর রহমান কুরাযী তাকে বিবাহ করে। 'আয়েশা (রা) বলেন, তার গায়ে একটি সবুজ রঙ্গের উড়না ছিল। সে 'আয়েশা (রা)-এর নিকট অভিযোগ করলেন এবং (স্বামীর প্রহারের দরুন) নিজের গায়ের চামড়ার সবুজ বর্ণ দেখালো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন এলেন, আর স্ত্রীলোকেরা একে অন্যের সহযোগিতা করে থাকে, তখন আয়েশা (রা) বললেন ঃ কোন মু'মিন মহিলাকে এমনভাবে প্রহার করতে আমি কখনও দেখিনি। মহিলাটির চামড়া তার কাপড়ের চেয়ে অধিক সবুজ হয়ে গেছে। বর্ণনকারী বলেন ঃ 'আবদুর রহমান শুনতে পেল যে, তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসেছে। সুতরাং সেও তার অন্য স্ত্রীর দু'টি ছেলে সাথে করে এলো। স্ত্রীলোকটি বলল ঃ আল্লাহ্র কসম! তার উপর আমার এ ছাড়া আর কোন অভিযোগ নেই যে, তার কাছে যা আছে, তা আমাকে এ জিনিসের চেয়ে বেশী তৃপ্তি দেয় না। এ বলে তার কাপড়ের আচল ধরে দেখাল। 'আবদুর রহমান বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে মিথ্যা বলছে, আমি তাকে ধোলাই করি চামড়া ধোলাই করার ন্যায়। (অর্থাৎ পূর্ণ শক্তির সাথে দীর্ঘস্থায়ী সঙ্গম করি)। কিন্তু সে অবাধ্য স্ত্রী, রিফা'আর কাছে ফিরে যেতে চায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ব্যাপার যদি তাই হয় তা হলে রিফা'আ তোমার জন্য হালাল হবে না, অথবা তুমি তার যোগ্য হতে পার না, যতক্ষণ না আব্দুর রহমান তোমার সুধা আস্বাদন করবে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুর রহমানের সাথে তার পুত্রদ্বয়কে দেখে বললেন, এরা কি তোমার পুত্র? সে বলর ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ এই আসল ব্যপার, যে জন্যে স্ত্রীলোকটি এরূপ করছে। আল্লাহ্র কসম! কাকের সাথে কাকের যেমন সাদৃশ্য থাকে, তার চেয়েও অধিক মিল রয়েছে ওদের সাথে এর (অর্থাৎ আবদুর রহামানের সাথে তাঁর পুত্রদের)।

٢٣٥٣ . بَابُ الثِّيَابِ الْبِيْضِ

২৩৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ সাদা পোশাক

٥٤٠٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدٍ

بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَمِيْنِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ يَوْمَ أُحُدٍ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ -

৫৪০৯ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হানযালী (র)...... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উহুদের দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ডানে ও বামে দু'জন পুরুষ লোককে দেখতে পেলাম। তাদের পরিধানে সাদা পোশাক ছিল। তাদের এর আগেও দেখিনি আর পরেও দিখিনি।

٥٤١٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيْلِيَّ حَدَّثَنِيْ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذٰلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ وَإِنْ زَنَي وإِنْ سَرَقَ ، قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وإِنْ سَرَق ، قَالَ وَإِنْ زَنَي وإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِيْ ذَرٍّ ، وَكَانَ أَبُوْ ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا قَالَ : وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِيْ ذَرٍّ، قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ هٰذَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ غُفِرَ لَهُ

৫৪১০ আবূ মা'মার (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর নিকট আসলাম। তাঁর পরিধানে তখন সাদা পোশাক ছিল। তখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর আবার এলাম, তখন তিনি জেগে গেছেন। তিনি বললেন ঃ যে কোন বান্দা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে এবং এ অবস্থার উপরে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম ঃ সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে? তিনি বললেন ঃ যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে তবুও? তিনি বললেন ঃ হাঁ, সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে তবুও। আমি বললাম ঃ যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও? তিনি বললেন ঃ যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও। আবূ যারের নাসিকা ধুলাচ্ছন্ন হলেও। আবূ যার (রা) যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন তখন 'আবূ যারের নাসিকা ধুলাচ্ছন্ন হলেও' বাক্যটি বলতেন। আবূ 'আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) বলেন ঃ এ কথা প্রযোজ্য হয় মৃত্যুর সময় বা তার পূর্বে যখন সে তাওবা করে ও লজ্জিত হয় এবং বলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্', তখন তার পূর্বের গুণাহ মা'ফ করে দেওয়া হয়।

٢٣٥٤ . بَابُ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوْزُ مِنْهُ

২৩৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষের জন্যে রেশমী পোশাক পরিধান করা, রেশমী চাদর বিছানো এবং কি পরিমাণ রেশমী কাপড় ব্যবহার বৈধ

٥٤١١ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيْجَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيْرِ إِلاَّ هٰكَــــذَا وَأَشَــارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامِ ، قَالَ فِيْمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلاَمَ -

৫৪১১ আদাম (র)...... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ উসমান নাহদী (রা) এর থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আমাদের কাছে 'উমর (রা)-এর থেকে এক পত্র আসে, এ সময় আমরা 'উতবা ইব্ন ফারকাদের সঙ্গে আযারবাইজানে অবস্থান করছিলাম। (তাতে লেখা ছিল ঃ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, তবে এতটুকু এবং ইশারা করলেন, বৃদ্ধা অঙ্গুলের সাথে মিলিত দু'আঙ্গুল দ্বারা (বর্ণনাকারী বলেন ঃ) আমরা বুঝলাম যে (বৈধতার পরিমাণ) জানিয়ে তিনি পাড় ইত্যাদি উদ্দেশ্য করেছেন।

٥٤١٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبُوْ عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَــا عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيْجَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ إِلاَّ هٰكَذَا وَصَفَ لَنَــا النَّبِــيُّ ﷺ إِصْبَعَيْهِ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ -

৫৪১২ আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস (র)...... আবূ 'উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আযারবাইজানে ছিলাম। এ সময় 'উমর (রা) আমাদের কাছে লিখে পাঠান যে, নবী ﷺ রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু এতটুকু এবং নবী ﷺ তাঁর দু'আঙ্গুল দ্বারা এর পরিমাণ আমাদের বলে দিয়েছেন। যুহায়র মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুল তুলে ধরে দেখিয়েছেন।

٥٤١٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ فَكَتَبَ إِلَيْــهِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِيْ الدُّنْيَا إِلاَّ لَمْ يَلْبَسْ فِيْ الْآخِرَةِ مِنْهُ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرَ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا أَبُوْ عُثْمَانَ وَأَشَارَ أَبُوْ عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْــهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى -

৫৪১৩ মুসাদ্দাদ (র)...... আবূ উসমান (র) থেকে বর্ণিত যে. আমরা উত্বার সাথে ছিলাম। উমর (রা) তার কাছে লিখে পাঠান যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যাকে আখিরাতে রেশম পরিধান করানো হবে না, সে ব্যতীত অন্য কেউ দুনিয়ায় রেশম পরিধান করবে না। হাসান ইব্ন 'উমর (র)...... আবূ 'উসমান (র) তার দু'আঙ্গুল অর্থাৎ শাহাদাত ও মধ্যমা দ্বারা ইঙ্গিত করলেন।

٥٤١٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَاشُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِمَاءٍ فِيْ إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ ، وَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنِّـيْ

نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيْرُ وَالدِّيْبَاجُ هِيَ لَهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِيْ الْآخِرَةِ -

৫৪১৪ সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) মাদাইনে অবস্থানরত ছিলেন। তিনি পানি পান করতে চাইলেন। এক গ্রাম্য লোক একটি রূপার পাত্রে কিছু পানি নিয়ে আসলো। হুযায়ফা (রা) তা ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন ঃ আমি ছুঁড়ে মারতাম না; কিন্তু আমি তাকে নিষেধ করেছি, সে নিবৃত হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সোনা, রূপা, পাতলা ও মোটা রেশম তাদের জন্যে (কাফিরদের জন্য) দুনিয়ায় এবং তোমাদের (মুসলিমদের) জন্য পরকালে।

٥٤١٥ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شَدِيْدًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِيْ الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِيْ الْآخِرَةِ -

৫৪১৫ আদম (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। শু'বা (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এ কথা কি নবী ﷺ থেকে বর্ণিত? তিনি জোর দিয়ে বললেন ঃ হাঁ! নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরিধান করবে, সে আখিরাতে তা কখনও পরিধান করতে পারবে না।

٥٤١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ ذُبْيَانَ خَلِيْفَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِيْ الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِيْ الْآخِرَةِ -

৫৪১৬ 'আলী ইব্‌ন জা'দ (র)...... 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরবে, পরকালে সে তা পরবে না।

٥٤١٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيْرِ فَقَالَتْ أَئْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَلِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ حَفْصٍ ، يَعْنِيْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِيْ الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِيْ الْآخِرَةِ ، فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُوْ حَفْصٍ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ *وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِيْ عِمْرَانُ وَقَصَّ الْحَدِيْثَ -

৫৪১৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... ইমরান ইব্‌ন হিত্তান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়েশা (রা)-এর নিকট রেশম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট যাও এবং তাকে জিজ্ঞাস কর। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন। ইব্‌ন 'উমরের নিকট জিজ্ঞেস কর। ইব্‌ন উমরকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ আবূ হাফ্‌স অর্থাৎ 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দুনিয়ায় রেশমী কাপড় সে ব্যক্তিই পরবে, যার আখিরাতে কোন অংশ নেই। আমি বললাম ঃ তিনি সত্য বলেছেন। আবূ হাফ্‌স রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর মিথ্যা আরোপ করেন নি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাজা (রা)...... ইমরানের সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٣٥٥. بَابُ مَسِّ الْحَرِيْرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ ، وَيُرْوَي فِيهِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৩৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ পরিধান না করে রেশমী কাপড় স্পর্শ করা। এ সম্পর্কে যুবায়দীর সূত্রে আনাস (রা) থেকে নবী ﷺ -এর হাদীস বর্ণিত আছে

٥٤١٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِىَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ثَوْبُ حَرِيْرٍ فَجَعَلْنَا نَلْمَسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ هٰذَا؟ قُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ مَنَادِيْلُ سَعْدِ ابْنِ مُعَاذٍ فِيْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا -

৫৪১৮ 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র)...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ -এর জন্যে একখানা রেশমী কাপড় হাদিয়া পাঠানো হয়। আমরা তা স্পর্শ করলাম এবং বিস্ময় প্রকাশ করলাম। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা এতে বিস্ময় প্রকাশ করছো? আমরা বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ জান্নাতে সা'দ ইব্‌ন মু'আযের রুমাল এর চাইতে উত্তম হবে।

٢٣٥٦. بَابُ افْتِرَاشِ الْحَرِيْرِ وَقَالَ عُبَيْدَةُ هُوَ كَلُبسَهِ

২৩৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ রেশমী কাপড় বিছানো। 'আবীদা বলেন, এটা পরিধানের তুল্য

٥٤١٩ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَي عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيْهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ -

৫৪১৯ 'আলী (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি মোটা ও মিহিন রেশমী কাপড় পরিধান করতে ও তাতে বসতে বারণ করেছেন।

٢٣٥٧. بَابُ لُبْسِ الْقَسِّيِّ ، وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ مَا الْقَسِّيَّةُ قَالَ ثِيَابٌ أَتَتْنَا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ مُضَلَّعَةُ فِيْهَا حَرِيْرٌ فِيْهَا أَمْثَالُ الْأُتْرُنْجِ وَالْمِيْثَرَةُ كَانَتِ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُوْلَتِهِنَّ مِثْلُ الْقَطَائِفِ يُصَفِّرْنَهَا ، وَقَالَ جَرِيْرٌ عَنْ يَزِيْدَ فِيْ حَدِيْثِهِ الْقَسِّيَّةُ ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ فِيْهَا الْحَرِيْرُ ، وَالْمِيْثَرَةُ جُلُوْدُ السِّبَاعِ * قَالَ أَبُوْ عَبْدُ اللهِ عَاصِمٍ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ فِيْ الْمِيْثَرَةِ

২৩৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ কাসসী পরিধান করা। আসিম (রা) আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আলী (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম 'কাসসী' কি? তিনি বললেন ' এক প্রকার কাপড় - যা শাম (সিরিয়া) অথবা মিসর থেকে আমাদের দেশে আমদানী হয়ে থাকে। চওড়া দিক থেকে নক্শী করা হয়, তাতে রেশম থাকে এবং উৎরুনজের ন্যায় তা কারুকার্যময় হয়। আর মীছারা এমন কাপড়, যা স্ত্রী লোকেরা তাদের স্বামীদের জন্যে প্রস্তুত করে, মখমলের চাদরের ন্যায় তা হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। জারীর ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর বর্ণনায় আছে – কাসসী হলো নক্শীওয়ালা কাপড় যা মিসর থেকে আমদানী হয়, তাতে রেশম থাকে। আর মীছারা হলো হিংস্র জন্তুর চামড়া

٥٤٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِّيِّ -

৫৪২০ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র)...... বারা' ইব্ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের লাল রঙ্গের মীছারা ও কাসসী পরতে নিষেধ করেছেন।

٢٣٥٨. بَابُ مَا يَرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْحَرِيْرِ لِلْحِكَّةِ

২৩৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ চর্মরোগের কারণে পুরুষের জন্য রেশমী কাপড়ের অনুমতি

٥٤٢١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنُ فِيْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا -

৫৪২১ মুহাম্মদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যুবায়ের ও 'আবদুর রহমান (রা) কে তাদের চর্মরোগের কারণে রেশমী কাপড় পরার অনুমতি দিয়েছিলেন।

٢٣٥٩ . بَابُ الْحَرِيْرِ لِلنِّسَاءِ

২৩৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের রেশমী কাপড় পরিধান করা

٥٤٢٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَسَانِي النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيْهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ -

৫৪২২ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)...... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে একটি রেশমী হুল্লা' পরতে দেন। আমি তা পরে বের হই। কিন্তু তাঁর (নবী ﷺ) চেহারায় অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করি। সুতরাং আমি তা ফেঁড়ে আমার পরিবারের মহিলাদের মধ্যে বন্টন করে দিই।

٥٤٢٣ حَدَّثَنِيْ مُوْسٰى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِيْ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَأٰي حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالْجُمُعَةِ ، قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بَعْدَ ذٰلِكَ إِلٰى عُمَرَ حُلَّةَ سِيَرَاءَ حَرِيْرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ كَسَوْتَنِيْهَا ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ فِيْهَا مَا قُلْتَ ، فَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيْعَهَا ، أَوْ تَكْسُوْهَا -

৫৪২৩ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (রা)...... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। 'উমর (রা) একটি রেশমী হুল্লা বিক্রী হতে দেখে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ আপনি যদি এটি খরীদ করে নিতেন, তা হলে যখন কোন প্রতিনিধি দল আপনার কাছে আসে তখন এবং জুমু'আর দিনে পরিধান করতে পারতেন। তিনি বললেন ঃ এটা সে ব্যক্তিই পরতে পারে যার আখিরাতে কোন অংশ নেই। পরবর্তী সময়ে নবী ﷺ 'উমর (রা)-এর নিকট ডোরাকাটা রেশমী হুল্লা পাঠান। তিনি কেবল তাঁকেই পরতে দেন। 'উমর (রা) বললেন ঃ আপনি এখনি আমাকে পরতে দিয়েছেন, অথচ এ সম্পর্কে যা বলার তা আমি আপনাকে বলতে শুনেছি। তিনি বললেন ঃ আমি তোমার কাছে এজন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি এটি বিক্রি করে দিবে অথবা কাউকে পরতে দিবে।

٥٤٢٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأٰى عَلٰى أُمِّ كُلْثُوْمٍ عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بُرْدَ حَرِيْرٍ سِيَرَاءَ -

৫৪২৪ আবুল ইয়ামন (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কন্যা উম্মে কুলসূমের পরিধানে হাল্‌কা নক্‌শা করা রেশমী চাদর দেখেছেন।

---

১. সেলাই বিহিন লুঙ্গি ও চাদরের এক জোড়া।

٢٣٦٠ . بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَجَوَّزُ مِنَ اللِّبَاسِ وَالْبُسْطِ

২৩৬০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কি ধরনের পোশাক ও বিছানা গ্রহণ করতেন

٥٤٢٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَبِثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلاً فَدَخَلَ الْأَرَاكَ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، ثُمَّ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لاَ نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ وَذَكَرَهُنَّ اللهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِيْ شَيْءٍ مِنْ أُمُوْرِنَا ، وَكَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ امْرَأَتِيْ كَلاَمٌ فَأَغْلَظَتْ لِيْ ، فَقُلْتُ لَهَا وَإِنَّكِ لَهُنَاكِ ، قَالَتْ تَقُوْلُ هُذَا لِيْ وَابْنَتُكَ تُؤْذِيْ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا إِنِّيْ أُحَذِّرُكِ أَنْ تَعْصِيَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِيْ أَذَاهُ ، فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهَا فَقَالَتْ أَعْجَبُ مِنْكَ يَا عُمَرُ قَدْ دَخَلْتَ فِيْ أُمُوْرِنَا فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ فَرَدَّدَتْ ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُوْنُ ، وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَشَهِدَ أَتَانِيْ بِمَا يَكُوْنُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَدِ اسْتَقَامَ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَلِكُ غَسَّانَ بِالشَّامِ كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِيَنَا ، فَمَا شَعَرْتُ إِلاَّ بِالْأَنْصَارِيْ وَهُوَ يَقُوْلُ : إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ ، قُلْتُ لَهُ وَمَا هُوَ أَجَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ قَالَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ طَلَّقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ فَجِئْتُ فَإِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجَرِهَا كُلِّهَا وَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ قَدْ صَعِدَ فِيْ مَشْرُبَةٍ لَهُ وَعَلَى بَابِ الْمَشْرُبَةِ وَصِيْفٌ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِيْ فَدَخَلْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى حَصِيْرٍ قَدْ أَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ وَإِذَا أُهُبٌ مُعَلَّقَةٌ وَقَرَظٌ فَذَكَرْتُ الَّذِيْ قُلْتُ لِحَفْصَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَالَّذِيْ رَدَّتْ عَلَيَّ أُمُّ سَلَمَةَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ -

৫৪২৫ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক বছর যাবত অপেক্ষায় ছিলাম যে, 'উমর (রা)-এর কাছে সে দু'টি মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো যারা নবী ﷺ -এর বিরুদ্ধে জোট বেঁধে ছিলো। কিন্তু আমি তাঁকে খুব ভয় করে চলতাম। একদিন তিনি কোন এক স্থানে নামলেন এবং (প্রাকৃতিক প্রয়োজনে) আরাক বৃক্ষের কাছে গেলেন। যখন

তিনি বেরিয়ে এলেন, আমি তাকে (সে সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ (তাঁরা হলেন) 'আয়েশা ও হাফসা (রা)। এরপর তিনি বললেন ঃ জাহিলী যুগে আমরা নারীদের কোন কিছু বলে গণ্যই করতাম না। যখন ইসলাম আবির্ভূত হলো এবং (কুরআনে) আল্লাহ্ তাদের (মর্যাদার কথা) উল্লেখ করলেন, তাতে আমরা দেখলাম যে, আমাদের উপর তাদের হক আছে এবং এতে আমাদের হস্তক্ষেপ করা চলবে না। একদা আমার স্ত্রী ও আমার মধ্যে কিছু কথাবার্তা হচ্ছিল। সে আমার উপর রূঢ় ভাষা ব্যবহার করলো। আমি তাকে বললাম ঃ তুমি তো সে স্থানেই। স্ত্রী বললেন ঃ তুমি আমাকে এরূপ বলছ, অথচ তোমার কন্যা নবী ﷺ কে কষ্ট দিচ্ছে। এরপর আমি হাফসার কাছে এলাম এবং বললাম ঃ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের নাফরমানী করা থেকে আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। নবী ﷺ কে কষ্ট দেওয়ায় আমি হাফসার কাছেই প্রথমে আসি। এরপর আমি উম্মে সালামা[1] (রা)-এর কাছে এলাম এবং তাঁকেও অনুরূপ বললাম। তিনি বললেন ঃ তোমার প্রতি আমার বিস্ময় হে উমর। তুমি আমার সকল ব্যাপারেই দখল দিচ্ছ, কিছুই বাকী রাখনি, এমন কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সহধর্মিণীগণের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করছ। এ কথা বলে তিনি (আমাকে) প্রত্যাখ্যান করলেন। এক লোক ছিলেন আনসারী। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মজলিস থেকে দূরে থাকতেন এবং আমি উপস্থিত থাকতাম, যা কিছু হতো সে সব আমি তাঁকে গিয়ে জানাতাম। আর আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মজলিস থেকে অনুপস্থিত থাকতাম, আর তখন তিনি উপস্থিত থাকতেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এখানে যা কিছু ঘটতো তা এসে আমাকে জানাতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চারপাশে যারা (রাজা-বাদশা) ছিল তাদের উপর রাসূলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেবল বাকী ছিল শামের (সিরিয়ার) গাসসান শাসক। তার আক্রমণের আমরা আশংকা করতাম। হঠাৎ আনসারী ব্যক্তিটি যখন বললো ঃ এক বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে। আমি তাকে বললামঃ কি সে ঘটনা! গাস্সানী কি এসে পড়েছে? তিনি বললেন ঃ এর চাইতেও ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সকল সহধর্মিণীকে তালাক দিয়েছেন। আমি সেখানে গেলাম।দেখলাম সকল কক্ষ থেকে কান্নার আওয়ায ভেসে আসছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কক্ষের চিলে কুঠুরিতে অবস্থান করছেন। প্রবেশ পথে অল্প বয়স্ক একজন খাদিম বসে আছে। আমি তার কাছে গেলাম এবং বললামঃ আমার জন্যে অনুমতি চাও। অনুমতি পেয়ে আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, নবী ﷺ একটি চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন, যা তাঁর পার্শ্বদেশে দাগ বসিয়ে দিয়েছে। তাঁর মাথার নীচে চামড়ার একটি বালিশ, তার ভেতরে রয়েছে খেজুর গাছের ছাল। কয়েকটি চামড়া ঝুলানো রয়েছে এবং বিশেষ গাছের পাতা। এরপর হাফসা ও উম্মে সালামাকে আমি যা বলেছিলাম এবং উম্মে সালামা আমাকে যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সে সব আমি তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসলেন। তিনি উনত্রিশ রাত তথায় অবস্থান করার পর অবতরণ করেন।

---

১. উম্মে সালামার প্রকৃত নাম হিন্দ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্যতম স্ত্রী। তিনি 'উমর (রা)-এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া।

٥٤٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ ، كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَتْ هِنْدٌ لَهَا أَزْرَارٌ فِيْ كُمَّيْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهَا -

৫৪২৬ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুম থেকে জাগলেন। তখন তিনি বলছিলেন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, কত যে ফিত্না এ রাতে নাযিল হয়েছে। আরও কত যে ফিত্না নাযিল হয়েছে, কে আছে এমন, যে এ হুজরাবাসীণীগণকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেবে। পৃথিবীতে এমন অনেক পোশাক পরিহিতা মহিলাও আছে যারা কিয়ামতের দিন বিবস্ত্র থাকবে। যুহরী (র) বলেন, হিন্দ বিনত্ হারিস-এর জামার আস্তিনদ্বয়ে বুতাম লাগান ছিল।

٢٣٦١. بَابُ مَا يُدْعٰى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا

২৩৬১. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরবে তার জন্য কি দু'আ করা হবে?

٥٤٢٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ أُمُّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِثِيَابٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوْهَا هَذِهِ الْخَمِيْصَةَ فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِأُمِّ خَالِدٍ فَأُتِيَ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَلْبَسَهَا بِيَدِهِ وَقَالَ أَبْلِيْ وَأَخْلِقِيْ مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيْصَةِ وَيُشِيْرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُوْلُ يَا أُمَّ خَالِدٍ هٰذَا سَنَا ، وَ السَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشِيَّةِ الْحَسَنُ قَالَ إِسْحَاقُ حَدَّثَتْنِيْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِيْ أَنَّهَا رَأَتْهُ عَلَى أُمِّ خَالِدٍ -

৫৪২৭ আবুল ওয়ালীদ (র)...... খালিদের কন্যা উম্মে খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কিছু কাপড় আনা হয়। তার মধ্যে একটি নক্শাযুক্ত কাল চাদর ছিল। তিনি বললেন ঃ আমি এ চাদরটি কাকে পরিধান করাব এ ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি? সবাই নীরব থাকল। তিনি বললেন ঃ উম্মে খালিদকে আমার কাছে নিয়ে এসো। সুতরাং তাঁকে নবী ﷺ -এর কাছে নিয়ে আসা হলো। তিনি স্ব-হস্তে তাঁকে ঐ চাদর পরিয়ে দিয়ে বললেন ঃ পুরাতন কর ও দীর্ঘদিন ব্যবহার কর। তারপর তিনি চাদরের নক্শার দিকে তাকাতে লাগলেন এবং হাতের দ্বারা আমাকে ইঙ্গিত করে বলতে থাকলেন ঃ হে উম্মে খালিদ! এ সানা, হে উম্মে খালিদ! এ সানা। হাবশী ভাষায় 'সানা' অর্থ সুন্দর। ইসহাক (র) বলেন ঃ আমার পরিবারের জনৈক মহিলা আমাকে বলেছে, সে উক্ত চাদর উম্মে খালিদের পরিধানে দেখেছে।

٢٣٦٢. بَابُ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ

২৩৬২. পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষের জন্যে জা'ফরানী রং -এর কাপড় পরিধান করা

٥٤٢٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ -

৫৪২৮ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) পুরুষদের যাফরানী রং -এর কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

٢٣٦٣. بَابُ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ

২৩৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ জাফরানী রং -এ রঙ্গিন কাপড়

٥٤٢٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ -

৫৪২৯ আবূ নু'আইম (র)...... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, মুহরিম ব্যক্তি যেন ওয়ার্স ঘাসের কিংবা যা'ফরানের রং দ্বারা রঞ্জিত কাপড় না পরে।

٢٣٦٤ . بَابُ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ

২৩৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ লাল কাপড়

٥٤٣٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوْعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ -

৫৪৩০ আবুল ওয়ালীদ (র)...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ ছিলেন মধ্যম আকৃতির। আমি তাঁকে লাল হুল্লা পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর আর কিছু আমি দেখিনি।

٢٣٦٥. بَابُ الْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ

২৩৬৫. পরিচ্ছেদ লাল মীছারা[১]

٥٤٣١ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ : عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ ، وَنَهَانَا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَمَيَاثِرِ الْحُمْرِ -

---

১. 'মীসারা' রেশম বা পশমের তৈরি চাদর বা সাওয়ারীর পীঠের জীন পোশের খোল।

৫৪৩১ কাবীসা (র)...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের সাতটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন : রোগীর সেবা, জানাযার অংশ গ্রহণ এবং হাঁচিদাতার জবাব দান।[১] আর তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন : রেশমী কাপড়, মিহিন রেশমী কাপড়, রেশম মিশ্রিত কাতান কাপড়, মোটা রেশমী কাপড় এবং লাল মীসারা কাপড় পরিধান করতে।

٢٣٦٦ . بَابُ النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ وَغَيْرِهَا

২৩৬৬. পরিচ্ছেদ : পশমহীন চামড়ার জুতা ও অন্যান্য জুতা

٥٤٣٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيْدٍ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ -

৫৪৩২ সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র)...... আবূ মাসলামা সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছি, নবী ﷺ 'না'লাইন'[২] পায়ে রেখে সালাত আদায় করেছেন কি? তিনি বলেছেন : হাঁ।

٥٤٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِيْ لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا ، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الإِهْلاَلُ فَإِنِّيْ لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ -

৫৪৩৩ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)...... 'উবায়দ ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে বলেন : আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখেছি, যা

১. অর্থাৎ হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহ্' বললে তদুত্তরে 'ইয়ারহামু কাল্লাহ্' বলা। এখানে তিনটির উল্লেখ আছে, বাকী ৪টি হলো : দাওয়াত গ্রহণ করা, সালামের উত্তর দেওয়া, অত্যাচারিত ব্যক্তিকে সাহায্য করা ও কসমকারীকে মুক্ত করা।

২. না'লাইন – বিশেষন ধরনের চপ্পল।

আপনার সঙ্গীদের মধ্যে কাউকে করতে দেখিনি। তিনি বললেন ঃ সেগুলো কি, হে ইব্‌ন জুরায়জ? তিনি বললেন ঃ আমি দেখেছি আপনি তাওয়াফ করার সময় (কা'বার) রু'কনগুলোর মধ্য হতে ইয়ামীনী[১] দু'টি রুকন ছাড়া অন্য কোনটিকে স্পর্শ করেন না। আমি দেখেছি, আপনি পশমবিহীন চামড়ার জুতা পরিধান করেন। আমি দেখেছি আপনি হলুদ বর্ণের কাপড় পরেন এবং যখন আপনি মক্কা ছিলেন তখন দেখেছি, অন্য লোকেরা (যিলহজ্জের) চাঁদ দেখেই ইহ্‌রাম বাঁধতো, আর আপনি তালবিয়ার দিন (অর্থাৎ আট তারিখ) না আসা পর্যন্ত ইহ্‌রাম বাঁধতেন না। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) তাঁকে বললেন ঃ আরকান সম্পর্কে কথা এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ইয়ামানী দু'টি রুকন ব্যতীত অন্য কোনটিকে স্পর্শ করতে দেখিনি। আর পশমবিহীন চামড়ার জুতার ব্যাপার হলো, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন জুতা পরতেন, যাতে কোন পশম থাকতো না এবং তিনি জুতা পরিহিত অবস্থায়ই অযূ করতেন (অর্থাৎ পা ধুতেন)। তাই আমি অনুরূপ জুতা পরতেই পছন্দ করি। আর হলুদ বর্ণের কথা হলো, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ রং দিয়ে রঙ্গিন করতে দেখেছি। সুতরাং আমিও এর দ্বারাই রং করতে ভালবাসি। আর ইহ্‌রাম বাঁধার ব্যাপারে কথা এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর বাহনে হজ্জের কাজ আরম্ভ করার জন্যে উঠার আগে ইহ্‌রাম বাঁধতে দেখিনি।

٥٤٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ ، وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ -

৫৪৩৪ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন যে ইহ্‌রাম বাঁধা ব্যক্তি যেন যা'ফরান কিংবা ওয়ার্‌স ঘাস দ্বারা রং করা কাপড় পরিধান না করে। তিনি বলেছেন ঃ যে (মুহরিম) ব্যক্তির জুতা নেই, সে যেন মোজা পরে এবং টাখনুর নীচ থেকে (মোজার উপরের অংশ) কেটে ফেলে (যাতে তা জুতার ন্যায় হয়ে যায়)।

٥٤٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ -

১. কা'বা ঘরের কোণকে রুকন বলে। দু'টি রুকনে ইয়ামানী দ্বারা – ইয়ামনমুখী রুকন ও হাজার আসওয়াদের পার্শ্বস্থ রুকনকে বোঝান হয়েছে।

৫৪৩৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে (মুহরিম) লোকের ইযার নেই, সে যেন পায়জামা পরে, আর যার জুতা নেই,সে যেন মোজা পরিধান করে।

٢٣٦٧. بَابُ يَبْدَأُ بِالنَّعْلِ الْيُمْنَى

২৩৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ ডান দিক থেকে জুতা পরা আরম্ভ করা

٥٤٣٦ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ أَبِيْ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ -

৫৪৩৬ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পবিত্রতা অর্জন করতে, মাথা আঁচড়াতে ও জুতা পায়ে দিতে ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

٢٣٦٨. بَابُ يَنْزِعُ نَعْلَ الْيُسْرَى

২৩৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ বাঁ পায়ের জুতা খোলা হবে

٥٤٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِـي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ -

৫৪৩৭ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ জুতা পরিধান করে তখন সে যেন ডান দিক থেকে আরম্ভ করে, আর যখন খোলে, তখন সে যেন বাম দিক থেকে আরম্ভ করে, যাতে পরার বেলায় উভয় পায়ের মধ্যে ডান পা প্রথমে হয় এবং খোলার সময় শেষে হয়।

٢٣٦٩. بَابُ لاَ يَمْشِيْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدٍ

২৩৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ এক পায়ে জুতা পরে হাঁটবে না

٥٤٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا -

৫৪৩৮ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ এক পায়ে জুতা পরে যেন না হাঁটে। হয় উভয় পা সম্পূর্ণ খোলা রাখবে অথবা উভয় পায়ে পরিধান করবে।

٢٣٧٠. بَابُ قِبَالاَنِ فِيْ نَعْلٍ ، وَمَنْ رَأَى قِبَالاً وَاحِدًا وَاسِعًا

২৩৭০. পরিচ্ছেদ ঃ এক চপ্পলে দুই ফিতা লাগান, কারও মতে এক ফিতা লাগানও বৈধ

٥٤٣٩ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لَهَا قِبَالاَنِ -

৫৪৩৯ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর চপ্পলে দু'টি করে ফিতা ছিল।

٥٤٤٠ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِنَعْلَيْنِ لَهُمَا قِبَالاَنِ ، فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ هٰذِهِ نَعْلُ النَّبِيِّ ﷺ -

৫৪৪০ মুহাম্মদ (র)...... 'ঈসা ইব্‌ন তাহমান (রা) থেকে বর্ণিত। একবার আনাস ইব্‌ন মলিক (রা) এমন দু'টি চপ্পল আমাদের কাছে আনলেন যার দু'টি করে ফিতা ছিল। তখন সাবিত বুনানী বললেন ঃ এটি নবী ﷺ -এর চপ্পল ছিল।

٢٣٧١. بَابُ الْقُبَّةِ الْحَمْرَاءِ مِنْ أَدَمٍ

২৩৭১. পরিচ্ছেদ ঃ লাল চামড়ার তাঁবু

٥٤٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أُدَمٍ ، وَرَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ وَضُوْءَ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُوْنَ الْوَضُوْءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا ، أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ -

৫৪৪১ মুহাম্মদ ইব্‌ন আর'আরা (র)...... 'আওনের পিতা (ওহ্‌ব ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর কাছে এলাম। তখন তিনি একটি লাল চামড়ার তাঁবুতে ছিলেন। আর বিলালকে দেখলাম তিনি নবী ﷺ -এর অযুর পানি উঠিয়ে দিচ্ছেন এবং লোকজন অযূর পানি নেয়ার জন্য ছুটাছুটি করছে। যে ওখান থেকে কিছু পায়, সে তা মুখে মেখে নেয়। আর যে সেখান থেকে কিছু পায় না, সে তার সাথীর ভিজা হাত থেকে কিছু নিয়ে নেয়।

٥٤٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الأَنْصَارِ، وَجَمَعَهُمْ فِيْ قُبَّةٍ مِنْ أُدَمٍ -

৫৪৪২ আবুল ইয়ামান (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ আনসারদের কাছে সংবাদ পাঠান এবং তাদের (লাল) চামড়ার একটি তাঁবুতে সমবেত করেন।

٢٣٧٢ . بَابُ الْجُلُوْسِ عَلَى الْحَصِيْرِ وَنَحْوِهِ

২৩৭২. পরিচ্ছেদ ঃ চাটাই বা অনুরূপ কোন জিনিসের উপর বসা

٥٤٤٣ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْتَجِرُ حَصِيْرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّيْ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوْبُوْنَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهِ حَتَّى كَثُرُوْا فَأَقْبَلَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوْا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا ، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ -

৫৪৪৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রাত্রিবেলা চাটাই দ্বারা ঘেরাও দিয়ে সালাত আদায় করতেন। আর দিনের বেলা তা বিছিয়ে তার উপর বসতেন। লোকজন নবী ﷺ -এর কাছে সমবেত হয়ে তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করতে লাগল। এমন কি বহু লোক সমবেত হল। তখন নবী ﷺ তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা আমল করতে থাক তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ক্লান্ত হন না, অবশেষে তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহর নিকট ঐ আমল সবচেয়ে প্রিয়, যা সর্বদা করা হয়, যদিও তা কম হয়।

٢٣٨٣. بَابُ الْمُزَرَّرِ بِالذَّهَبِ

* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ أَبَاهُ مَخْرَمَةَ قَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ إِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَتْ عَلَيْهِ أَقْبِيَةٌ فَهُوَ يَقْسِمُهَا ، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ ، فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِيْ مَنْزِلِهِ ، فَقَالَ لِيْ يَا بُنَيَّ اُدْعُ لِيْ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْظَمْتُ ذٰلِكَ ، فَقُلْتُ أَدْعُوْ لَكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ ، فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيْبَاجٍ مُزَرَّرٍ بِالذَّهَبِ ، فَقَالَ يَا مَخْرَمَةُ هٰذَا خَبَأْنَاهُ لَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

২৩৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ স্বর্ণখচিত গুটি। লায়স (র) বলেন ঃ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা...... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতা মাখরামা (একদা) তাকে বললেন ঃ হে প্রিয় বৎস! আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে যে, নবী ﷺ -এর নিকট কিছু কাবা এসেছে। তিনি সেগুলো বন্টন করছেন। চলো আমরা তাঁর কাছে যাই। আমরা গেলাম এবং নবী ﷺ -কে তাঁর বাসগৃহে পেলাম। আমাকে (আমার পিতা) বললেন ঃ বৎস! নবী ﷺ -কে আমার কাছে ডাক।

আমার নিকট কাজটি অতি কঠিন বলে মনে হল। আমি বললাম ঃ আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ডাকবো? তিনি বললেন ঃ বৎস, তিনি তো কঠোর প্রকৃতির লোক নন। যা হোক, আমি তাঁকে ডাকলাম। তিনি বেরিয়ে এলেন। তাঁর গায়ে তখন স্বর্ণের বোতাম লাগান মিহিন রেশমী কাপড়ের কাবা ছিল। তিনি বললেন ঃ হে মাখরামা! এটা আমি তোমার জন্যে সংরক্ষিত রেখেছিলাম। এরপর তিনি ওটা তাকে দিয়ে দিলেন[১]

٢٣٧٤. بَابُ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ

২৩৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ স্বর্ণের আংটি

٥٤٤٤ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ سَبْعٍ نَهٰى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْحَرِيْرِ وَالْأَسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَالْقَسِّيِّ وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَأَمَرَنَا بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ ، وَرَدِّ السَّلَامِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِيْ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ -

৫৪৪৪ আদাম (র)...... বারা' ইব্ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের সাতটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন ঃ স্বর্ণের আংটি বা তিনি বলেছেন, স্বর্ণের বলয়, মিহি রেশম, মোটা রেশম ও রেশম মিশ্রিত কাপড়, রেশম এর তৈরী লাল বর্ণের পালান বা হাওদা, রেশম মিশ্রিত কিস্সী কাপড় ও রূপার পাত্র। আর তিনি আমাদের সাতটি কাজের আদেশ করেছেন ঃ রোগীর শুশ্রূষা, জানাযার পেছনে চলা, হাঁচির উত্তর দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, দাওয়াত গ্রহণ করা, কসমকারীর কসম পূরণে সাহায্য করা এবং মাযলূম ব্যক্তির সাহায্য করা।

٥٤٤٥ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهٰى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَقَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ النَّضْرَ سَمِعَ بَشِيْرًا مِثْلَهُ -

৫৪৪৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (রা)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। 'আমর (র) বাশীর (র)-কে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছেন।

---

১. ঘটনাটি সম্ভবতঃ রেশম পুরুষের জন্য হারাম হওয়ার পূর্বে ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটি পরিধান করে এসেছিলেন। আর পরে ঘটে থাকলে বুঝতে হবে যে, হয়ত নবী ﷺ হাতে করে এনেছিলেন। তিনি সেটি মাখরামাকে বিক্রি করতে বা মহিলাদের ব্যবহারের জন্যে দান করেন।

٥٤٤٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِيْ كَفَّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمٰى بِــهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ أَوْ فِضَّةٍ -

৫৪৪৬ মুসাদ্দাদ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বর্ণের একটি আংটি ব্যবহার করেন। আংটির মোহর হাতের তালুর দিকে ফিরিয়ে রাখেন। লোকেরা অনুরূপ (আংটি) ব্যবহার করা আরম্ভ করলো। নবী ﷺ স্বর্ণের আংটিটি ফেলে দিয়ে চাঁদি বা রৌপ্যের আংটি বানিয়ে নিলেন।

٢٣٧٥. بَابُ خَاتَمُ الْفِضَّةِ

২৩৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ রূপার আংটি

٥٤٤٧ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِيْ كَفَّهُ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوْهَا رَمٰى بِهِ وَقَالَ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ الْفِضَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِــيِّ ﷺ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانُ حَتّٰى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِيْ بِئْرِ أَرِيْسٍ -

৫৪৪৭ ইউসুফ ইব্ন মূসা (র)...... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বর্ণের একটি আংটি পরিধান করেন। আংটিটির মোহর হাতের তালুর ভিতরের দিকে ফিরিয়ে রাখেন। তাতে তিনি محمد رسول الله খোদাই করেছিলেন। লোকেরাও অনুরূপ আংটি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। যখন তিনি দেখলেন যে, তারাও অনুরূপ আংটি ব্যবহার করছে, তখন তিনি তা ছুড়ে ফেলে দেন এবং বলেন ঃ আমি আর কখনও এটা ব্যবহার করব না। এরপর তিনি একটি রূপার আংটি ব্যবহার করেন। লোকেরাও রূপার আংটি ব্যবহার আরম্ভ করে। ইব্ন 'উমর (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ-এর পরে আবূ বক্‌র (রা), তারপর 'উমর (রা) ও তারপর 'উসমান (রা) তা ব্যবহার করেছেন। শেষে 'উসমান (রা) এর (হাত) থেকে আংটিটি 'আরীস' নামক কূপের মধ্যে পড়ে যায়।

٢٣٧٦ . بَابٌ

২৩৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ

٥٤٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ فَقَالَ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ -

৫৪৪৮ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ স্বর্ণের একটি আংটি ব্যবহার করতেন। এরপর তা ছেড়ে দেন এবং বলেন ঃ আমি আর কখনও তা ব্যবহার করবো না। লোকেরাও তাদের আংটি খুলে ফেলে দেয়।

٥٤٤٩ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَأَي فِيْ يَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوْا الْخَوَاتِيْمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوْهَا ، فَطَرَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَاتَمَهُ ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ * تَابَعَهُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ وَزِيَادُ وَشُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ مُسَافِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَرَى خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ -

৫৪৪৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতে রূপার একটি আংটি দেখেছেন। তারপর লোকেরাও রূপার আংটি তৈরি করে এবং ব্যবহার করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ পরে তাঁর আংটি পরিহার করেন। লোকেরাও তাদের আংটি পরিহার করে। যুহরীর সূত্রে ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'দ, যিয়াদ ও শুয়াইব (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٧٧ . بَابُ فَصِّ الْخَاتَمِ

২৩৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ আংটির মোহর

٥٤٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ قَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا وَنَامُوْا ، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوْا فِيْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوْهَا -

৫৪৫০ 'আবদান (র)...... হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয় যে, নবী ﷺ আংটি পরেছেন কি না? তিনি বললেন ঃ নবী ﷺ এক রাতে এশার সালাত আদায়ে অর্ধরাত পর্যন্ত দেরী করেন। এরপর তিনি আমাদের মাঝে আসেন। আমি যেন তাঁর আংটির চমক দেখতে লাগলাম। তিনি বললেন ঃ লোকজন সালাত আদায় করে শুয়ে পড়েছে। আর যতক্ষণ থেকে তোমরা সালাতের অপেক্ষায় রয়েছ, ততক্ষণ তোমরা সালাতের মধ্যেই রয়েছ।

٥٤٥١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ اخبَرَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدٍ سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫৪৫১ ইসহাক (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ -এর আংটি ছিল রূপার। আর তার নাগিনাটিও ছিল রূপার। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব, হুমায়দ, আনাস (রা) নবী ﷺ থেকেও বর্ণনা করেছেন।

٢٣٧٨. بَابُ خَاتَمُ الْحَدِيْدِ

২৩৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ লোহার আংটি

٥٤٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلاً يَقُوْلُ جَاءَ ت امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِيْ فَقَامَتْ طَوِيْلاً ، فَنَظَرَ وَصَوَّبَ ، فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيْهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ، قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا؟ قَالَ لاَ ، قَالَ أنْظُرْ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللّٰهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا ، قَالَ أذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لاَ ، وَاللّٰهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارَ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ ، فَقَالَ أُصْدِقُهَا إِزَارِيْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُوْرَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُوَرٍ عَدَّدَهَا قَالَ قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ -

৫৪৫২ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)...... সাহ্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল ঃ আমি নিজেকে হিবা (দান-বিবাহ) করে দেওয়ার জন্যে এসেছি। এ কথা বলে সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তিনি তাকালেন ও মাথা নীচু করে রাখলেন। মহিলাটির দাঁড়িয়ে থাকা যখন দীর্ঘায়িত হল, তখন এক ব্যক্তি বলল ঃ আপনার যদি প্রয়োজন না থাকে, তবে একে আমার সাথে বিবাহ দিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ তোমার কাছে মোহর দেওয়ার মত কিছু আছে কি? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ খুঁজে দেখ। সে চলে গেল। কিছু সময় পর ফিরে এসে বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি কিছুই পেলাম না। তিনি বললেন ঃ আবার যাও এবং তালাশ করো, একটি লোহার আংটিও যদি হয় (নিয়ে এসো) সে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে

এসে বলল ঃ কসম আল্লাহ্‌র! কিছুই পেলাম না, একটি লোহার আংটিও না। তার পরিধানে ছিল একটি মাত্র লুঙ্গি, তার উপর চাদর ছিল না। সে আরয করল ঃ আমি এ লুঙ্গিটি তাকে দান করে দেব। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমার লুঙ্গি যদি সে পরে তবে তোমার পরনে কিছুই থাকে না। আর যদি তুমি পর, তবে তার গায়ে এর কিছুই থাকে না। এরপর লোকটি একটু দূরে সরে গিয়ে বসে পড়ল। এরপর নবী ﷺ দেখলেন যে, সে পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন তিনি তাকে ডাকার জন্যে হুকুম দিলেন। তাকে ডেকে আনা হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার কি কুরআনের কিছু মুখস্ত আছে? সে বলল ঃ অমুক অমুক সূরা। সে সূরাগুলোকে গণনা করে শুনাল। তিনি বললেন ঃ তোমার কাছে কুরআনের যা কিছু মুখস্ত আছে, তার বিনিময়ে মেয়ে লোকটিকে তোমার মালিকানায় দিয়ে দিলাম।

٢٣٧٩ . بَابُ نَقْشِ الْخَاتَمِ

২৩৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ আংটিতে নক্‌শা করা

٥٤٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ أَوْ أُنَاسٍ مِنَ الأَعَاجِمِ، فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُوْنَ كِتَابًا إِلاَّ عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ، فَكَأَنِّي بِوَبِيْصِ أَوْ بِبَصِيْصِ الْخَاتَمِ فِيْ إِصْبَعِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ فِيْ كَفِّهِ -

৫৪৫৩ 'আবদুল আ'লা (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র নবী ﷺ অনারব একটি দলের কাছে বা কিছু লোকের কাছে পত্র লিখতে ইচ্ছা করেন। তখন তাঁকে জানান হল যে, তারা এমন পত্র গ্রহণ করে না যার উপর মোহরাঙ্কিত না থাকে। এরপর নবী ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরী করেন। তাতে অংকিত ছিল 'مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ' (বর্ণনাকারী-আনাস (রা) বলেন) ঃ আমি যেন (এখনও) নবী ﷺ -এর আংগুলে বা তাঁর হাতে সে আংটির উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি।

٥٤٥٤ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ وَكَانَ فِيْ يَدِهِ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِيْ يَدِ أَبِيْ بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِيْ يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِيْ يَدِ عُثْمَانُ حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِيْ بِئْرِ أَرِيْسٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ -

৫৪৫৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরী করেন। সেটি তাঁর হাতে ছিল। এরপর তা আবূ বকর (রা)-

এর হাতে আসে। পরে তা উমর (রা)-এর হাতে আসে। এরপর তা উসমান (রা)-এর হাতে আসে।[১] শেষকালে তা 'আরীস নামক এক কূপের মধ্যে পড়ে যায়। তাতে অংকিত ছিল 'محمد رسول الله'।

٢٣٨٠. بَابُ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصَرِ

২৩৮০. পরিচ্ছেদ ঃ কনিষ্ঠ আংগুলে আংটি পরা

٥٤٥٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيْهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ قَالَ فَإِنِّي لأَرَى بَرِيْقَهُ فِي خِنْصَرِهِ -

৫৪৫৫ আবূ মা'মার (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি আংটি তৈরী করেন। তারপর তিনি বলেন ঃ আমি একটি আংটি তৈরী করেছি এবং তাতে একটি নক্শা করেছি। সুতরাং কেউ যেন নিজের আংটিতে নক্শা না করে। তিনি (আনাস) বলেন ঃ আমি যেন তাঁর কনিষ্ঠ আংগুলে আংটিটির দ্যূতি (এখনও) দেখতে পাচ্ছি।

٢٣٨١ . بَابُ اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ أَوْ لِيَكْتُبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ

২৩৮১. পরিচ্ছেদ ঃ কোন কিছুর উপর সীলমোহর দেওয়ার জন্য অথবা আহলে কিতাব বা অন্য কারও নিকট পত্র লেখার জন্যে আংটি তৈরী করা

٥٤٥٦ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّوْمِ قِيْلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَؤُا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُوْمًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِيْ يَدِهِ -

৫৪৫৬ আদাম ইব্ন আবূ ইয়াস (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন রোম সম্রাটের নিকট পত্র লিখতে মনস্থ করেন, তখন তাঁকে বলা হল, আপনার পত্র যদি মোহরাংকিত না হয়, তবে তারা তা পড়বে না। এরপর তিনি রূপার একটি আংটি বানান এবং তাতে 'محمد رسول الله' খোদাই করা ছিল। (আনাস (রা) বলেন) আমি যেন (এখনও) তাঁর হাতে সে আংটির শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করছি।

٢٣٨٢. بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ الْخَاتَمِ فِيْ بَطْنِ كَفِّهِ

২৩৮২. পরিচ্ছেদ ঃ যে লোক আংটির নাগিনা হাতের তালুর দিকে রাখে

٥٤٥٧ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

১. উক্ত আংটিটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও খলীফাত্রয় সরকারী সীলমোহর হিসেবে ব্যবহার করতেন।

اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِيْ بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ وَإِنِّيْ لاَ أَلْبَسُهُ فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَ النَّاسُ * قَالَ جُوَيْرِيَةُ وَلاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ قَالَ فِيْ يَدِهِ الْيُمْنَى -

৫৪৫৭ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)...... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিবি বলেন ঃ নবী ﷺ স্বর্ণের একটি আংটি তৈরি করেন। যখন তিনি তা পরতেন, তখন তার নাগিনা হাতের তালুর দিকে রাখতেন। (তাঁর দেখাদেখি) লোকেরাও স্বর্ণের আংটি তৈরি আরম্ভ করে। এরপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী প্রকাশ করার পর বলেন ঃ আমি এ আংটি তৈরি করেছিলাম। কিন্তু তা আর পরব না। এরপর তিনি তা ছুঁড়ে ফেলেন। লোকেরাও (তাদের আংটি) ছুঁড়ে ফেলল। জুওয়ায়রিয়া (র) বলেন ঃ আমার ধারণা যে, বর্ণনাকারী (নাফি') এ কথাও বলেছেন যে, আংটিটি তাঁর ডান হাতে ছিল।

٢٣٨٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يَنْقُشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ

২৩৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ তাঁর আংটির নক্‌শার ন্যায় কেউ নক্‌শা বানাতে পারবে না

٥٤٥٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَقَالَ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشْتُ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ فَلاَ يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ -

৫৪৫৮ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরী করেন। তাতে محمد رسول الله -এর নক্‌শা খোদাই করেন। এরপর তিনি বলেন ঃ আমি একটি রূপার আংটি বানিয়েছি এবং তাতে محمد رسول الله-এর নক্‌শা খোদাই করেছি। সুতরাং কেউ যেন তার আংটিতে এ নক্‌শা খোদাই না করে।

٢٣٨٤. بَابُ هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ

২৩৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ আংটির নক্‌শা কি তিন লাইনে করা যায়?

٥٤٥٩ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُوْلُ سَطْرٌ وَ اللهِ سَطْرٌ وَزَادَنِيْ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ يَدِهِ وَفِيْ يَدِ أَبِيْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَفِيْ يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِيْ بَكْرٍ فَلَمَّا

كَانَ عُثْمَانُ جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيْسٍ قَالَ فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ قَالَ فَاخْتَلَفْنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ فَنَنْزَحُ الْبِئْرَ فَلَمْ نَجِدْهُ -

৫৪৫৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ আনসারী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ বক্‌র (রা) যখন খলীফা নির্বাচিত হন, তখন তিনি তাঁর (আনাস) (রা.) কাছে (যাকাতের পরিমাণ সম্পর্কে) একটি পত্র লেখেন। আংটিটির নক্‌শা তিন লাইনে ছিল। এক লাইনে ছিল 'محمد' এক লাইনে ছিল, 'رسول' আর এক লাইনে ছিল 'الله' আবূ 'আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) বলেন ঃ আহ্‌মাদের সূত্রে আনাস (রা) থেকে এ কথা অতিরিক্ত বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর আংটি (তাঁর জীবদ্দশায়) তাঁর হাতেই ছিল। তাঁর (ইন্তিকালের) পরে তা আবূ বক্‌র (রা) -এর হাতে থাকে। আবূ বক্‌র (রা.)-এর (ইন্তিকালের) পরে তা উমার (রা.) এর হাতে থাকে। যখন উসমান (রা.) এর আমল এল, তখন (একদিন) তিনি ঐ আংটি হাতে নিয়ে) 'আরীস' নামক কূপের উপর বসেন। আংটিটি বের করে নাড়াচাড়া করছিলেন। হঠাৎ তা (কূপের মধ্যে) পড়ে যায়। আনাস (রা.) বলেন, আমরা তিন দিন যাবত উসমানের (রা) সাথে অনুসন্ধান চালালাম কূপের পানি ফেলে দেয়া হলো, কিন্তু আংটিটি আর আমরা পেলাম না।

٢٣٨٥. بَابُ الْخَاتَمِ لِلنِّسَاءِ ، وَكَانَ عَلَى عَائِشَةَ خَوَاتِيْمُ ذَهَبٍ

২৩৮৫. পরিচ্ছেদ ঃমহিলাদের আংটি পরিধান করা। 'আয়েশা (রা)-এর স্বর্ণের কয়েকটি আংটি ছিল

٥٤٦٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَأَتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيْمَ فِيْ ثَوْبِ بِلاَلٍ -

৫৪৬০ আবূ 'আসিম (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর সাথে এক ঈদে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুত্‌বার আগেই সালাত আদায় করলেন। আবূ 'আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) বলেন ঃ ইব্‌ন ওহ্‌ব, ইব্‌ন জুরায়জ থেকে এতটুকু বেশী বর্ণনা করেছেন যে, এরপর তিনি মহিলাদের কাছে আসেন। তাঁরা (সাদকা হিসেবে) বিলাল (রা)-এর কাপড়ে মালা ও আংটি ফেলতে লাগল।

٢٣٨٦. بَابُ الْقَلاَئِدِ وَالسِّخَابِ لِلنِّسَاءِ ، يَعْنِيْ قِلاَدَةً مِنْ طِيْبٍ وَسُكٍّ

২৩৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের হার পরিধান করা, সুগন্ধি ও ফুলের মালা পরা

٥٤٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا -

৫৪৬১ মুহাম্মদ ইব্‌ন আর'আর (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এক ঈদের দিনে বের হন এবং (ঈদের) দু' রাক'আত সালাত আদায় করেন। তার আগে এবং পরে আর কোন নফল সালাত আদায় করেন নি। তারপর তিনি মহিলাদের কাছে আসেন এবং তাদের সাদকা করার জন্যে আদেশ দেন। মহিলারা তাদের হার ও মালা সাদকা করতে থাকল।

٢٣٨٧. بَابُ اَسْتِعَارَةِ الْقَلاَئِدِ

২৩৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ হার ধার নেওয়া

٥٤٦٢ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ هَلَكَتْ قِلاَدَةٌ لأَسْمَاءَ ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَلَبِهَا رِجَالاً فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسُوْا عَلَى وَضُوْءٍ وَلَمْ يَجِدُوْا مَاءً فَصَلُّوْا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وَضُوْءٍ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ * زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ -

৫৪৬২ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার কোন এক সফরে) 'আসমার একটি হার (আমার নিকট থেকে) হারিয়ে যায়। নবী ﷺ কয়েকজন পুরুষ লোককে তার সন্ধানে পাঠান। এমন সময় সালাতের সময় উপস্থিত হয়। তাদের কারও অযূ ছিল না এবং তারা পানিও পেল না। সুতরাং বিনা অযূতেই তাঁরা সালাত আদায় করে নিলেন। (ফিরে এসে) তাঁরা নবী ﷺ-এর নিকট এ বিষয়টির উল্লেখ করলেন। তখন আল্লাহ্‌র তা'আলা তাইয়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন। ইব্‌ন নুমায়র হিশামের সূত্রে এ কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ঐ হার 'আয়েশা (রা) 'আসমা (রা) থেকে হাওলাত নিয়েছিলেন।

٢٣٨٨ . بَابُ الْقُرْطِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَرَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ إِلَى أٰذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ

২৩৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের কানের দুল। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ (একবার) মহিলাদের সাদকা করার নির্দেশ দেন। তখন আমি দেখলাম, তারা তাদের নিজ নিজ কান ও গলার দিকে হাত বাড়াচ্ছেন

٥٤٦٣ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَدِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدًا عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيْدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ، ثُـمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى قُرْطَهَا -

৫৪৬৩ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (একবার) ঈদের দিনে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেন। না এর আগে তিনি কোন সালাত আদায় করেন না এর পরে। তারপরে তিনি মহিলাদের কাছে আসেন, তখন তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল (রা) তিনি মহিলাদের সাদকা করার নির্দেশ দেন। তারা নিজেদের কানের দুল ছুঁড়ে ফেলতে লাগল।

٢٣٨٩ . بَابُ السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ

২৩৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ শিশুদের মালা পরানো

٥٤٦٤ حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَـرَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْـتُ مَـعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سُوْقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْمَدِيْنَةِ ، فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ فَقَالَ أَيْنَ لُكَعُ ثَلاَثًـا اُدْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَمْشِيْ وَفِيْ عُنُقِهِ السِّخَابُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ هٰكَـذَا فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هٰكَذَا فَالْتَزَمَهُ فَقَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ وَقَـالَ أَبُـوْ هُرَيْرَةَ فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَالَ -

৫৪৬৪ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হানযালী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে মদীনার কোন এক বাজারে ছিলাম। তিনি (বাজার থেকে) ফিরে আসলেন। আমিও ফিরে আসলাম। তিনি বললেন ঃ ছোট শিশুটি কোথায়? এ কথা তিনবার বললেন। হাসান ইব্‌ন 'আলীকে ডাক। দেখা গেল হাসান ইব্‌ন 'আলী হেঁটে চলছে। তাঁর গলায় ছিল মালা। নবী ﷺ এ ভাবে তাঁর হাত উত্তোলন করলেন। হাসানও এভাবে নিজের হাত উত্তোলন করলো। তারপর তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! আমি একে ভালবাসি, আপনিও তাকে ভালবাসুন এবং যে ব্যক্তি তাকে ভালবাসে, তাকেও আপনি ভালবাসুন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একথা বলার পর থেকে হাসান ইব্‌ন 'আলীর চেয়ে কেউ আমার কাছে অধিক প্রিয় হয়নি।

٢٣٩٠ . بَابُ الْمُتَشَبِّهُوْنَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ

২৩৯০. পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষের নারীর বেশ ধারণ করা এবং নারীর পুরুষের বেশ ধারণ করা

٥٤٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ -

৫৪৬৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঐ সব পুরুষকে লা'নত করেছেন যারা নারীর বেশ ধারণ করে এবং ঐসব নারীকে যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে।

٢٣٩١. بَابُ إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِيْنَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الْبُيُوْتِ

২৩৯১. নারীর বেশধারী পুরুষদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া

٥٤٦٦ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فُلاَنًا وَ أَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا -

৫৪৬৬ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ পুরুষ হিজড়াদের[১] উপর এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী মহিলাদের উপর লা'নত করেছেন। তিনি বলেছেন : ওদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন : নবী ﷺ অমুককে বের করেছেন এবং 'উমর (রা) অমুককে বের করে দিয়েছেন।

٥٤٦٧ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ أَخِيْ أُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللهِ إِنْ فُتِحَ لَكُمْ غَدًا الطَّائِفُ فَإِنِّيْ أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَدْخُلَنَّ هَؤُلاَءِ عَلَيْكُنَّ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ يَعْنِيْ أَرْبَعَ عُكَنِ بَطْنِهَا فَهِيَ تُقْبِلُ بِهِنَّ وَقَوْلُهُ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ يَعْنِيْ أَطْرَافَ هٰذِهِ الْعُكَنِ -

৫৪৬৭ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একদা তাঁর ঘরে ছিলেন। তখন ঐ ঘরে একজন হিজড়া ছিল। সে উম্মে সালামার ভাই

---

১. হিজড়া অর্থাৎ ঐ সব পুরুষ, যারা চাল-চলন, কথা-বার্তা, অঙ্গ-ভঙ্গি ইত্যাদিতে নারীদের ন্যায়, এটা যদি তার স্বভাবগত হয় তাহলে দোষ নেই, যদি ইচ্ছাকৃত হয় তবে তার উপর এ লা'নত বর্তায়।

'আবদুল্লাহকে বলল ঃ হে 'আবদুল্লাহ্! আগামী কাল তায়েফের উপর যদি তোমাদের জয়লাভ হয়, তবে আমি তোমাকে বিন্‌ত গায়লানকে দেখাবো। সে যখন সামনের দিকে আসে, তখন (তার পেটে) চার ভাজ দৃষ্ট হয়। আর যখন সে পিছনের দিকে যায়, তখন (তার পিঠে) আট ভাজ দৃষ্ট হয়। নবী ﷺ বললেন ঃ ওরা যেন তোমাদের নিকট কখনও না আসে।

٢٣٩٢. بَابُ قَصِّ الشَّارِبِ ، وَكَانَ عُمَرُ يُحْفِى شَارِبَهُ ، حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى بَيَاضِ الْجَلْدِ ، وَيَأْخُذُ هٰذَيْنِ ، يَعْنِيْ بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ

২৩৯২. পরিচ্ছেদ ঃ গোঁফ কাটা। 'উমর(রা) গোঁফ এত ছোট করতেন যে, চামড়ার শুভ্রতা দেখা যেত এবং তিনি গোঁফ ও দাড়ির মধ্যস্থানের পশমও কেটে ফেলতেন

٥٤٦٨ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَصْحَابُنَا عَنِ الْمَكِّيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ -

৫৪৬৮ মাক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... ইব্‌ন 'উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেছেন ঃ গোঁফ কেটে ফেলা ফিতরাত (স্বভাবের) অন্তর্ভুক্ত ।

٥٤٦٩ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةَ الْفِطْرَةِ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالإِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ -

৫৪৬৯ 'আলী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ ফিত্‌রাত (অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব) পাঁচটি ঃ খাত্‌না করা, ক্ষুর ব্যবহার করা (নাভীর নীচে), বোগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও গোঁফ ছোট করা।

٢٣٩٣ . بَابُ تَقْلِيْمِ الْأَظْفَارِ

২৩৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ নখ কাটা

٥٤٧٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِيْ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيْمُ الاَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ -

৫৪৭০ আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ রাজা (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নাভীর নীচের পশম কামানো, নখ কাটা ও গোঁফ ছোট করা মানুষের ফিত্‌রাত।

৫৪৭১ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ -

৫৪৭১ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি – ফিত্‌রাত পাঁচটি ঃ খাত্‌না করা, (নাভীর নীচে) ক্ষুর ব্যবহার করা, গোঁপ ছোট করা, নখ কাটা ও বোগলের পশম উপড়ে ফেলা।

৫৪৭২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ -

৫৪৭২ মুহাম্মদ ইব্‌ন মিন্‌হাল (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করবে ঃ দাঁড়ি লম্বা রাখবে, গোঁপ ছোট করবে। ইব্‌ন উমর (রা) যখন হাজ্জ বা উমরা করতেন, তখন তিনি তাঁর দাঁড়ি মুট করে ধরতেন এবং মুটের বাইরে যতটুকু অতিরিক্ত থাকত, তা কেটে ফেলতেন।

٢٣٩٤. بَابُ إِعْفَاءِ اللِّحَى

২৩৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ দাড়ি বড় রাখা

৫৪৭৩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ ، وَأَعْفُوا اللِّحَى -

৫৪৭৩ মুহাম্মদ (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা গোঁফ বেশী ছোট করবে এবং দাড়ি বড় রাখবে।

٢٣٩٥. بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الشَّيْبِ

২৩৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ বার্ধক্যকালের (খিযাব লাগান সম্পর্কে) বর্ণনা

৫৪৭৪ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَخَضَبَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبُ إِلاَّ قَلِيلاً -

৫৪৭৪ মু'আল্লা ইব্‌ন আসাদ (র)...... মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী ﷺ কি খিযাব লাগিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ বার্ধক্য তাঁকে অতি সামান্যই পেয়েছিল।

٥٤٧٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضِبُ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ -

৫৪৭৫ সুলায়মান ইব্‌ন হারব্ (র)...... সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা)কে নবী ﷺ -এর খিযাব লাগান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন ঃ নবী ﷺ খিযাব লাগাবার অবস্থা পর্যন্ত পৌছেননি। আমি যদি তাঁর সাদা দাঁড়িগুলো গুণতে চাইতাম, তবে সহজেই গুণতে পারতাম।

٥٤٧٦ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ ، وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلاَثَ أَصَابِعَ مِنْ قُصَّةٍ فِيهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا -

৫৪৭৬ মালিক ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার পরিবারের লোকেরা এক পেয়ালা পানিসহ উম্মে সালামার কাছে পাঠাল।(উম্মে সালামার কাছে রক্ষিত) একটি রূপার (পানি ভর্তি) পাত্র থেকে (আনাসের পুত্র) ইসরাঈল তিনটি আঙ্গুল দিয়ে কিছু পানি তুলে নিল। ঐ পাত্রের মধ্যে নবী ﷺ -এর কয়েকটি মুবারক চুল ছিল। কোন লোকের যদি চোখ লাগতো কিংবা অন্য কোন রোগ দেখা দিত, তবে উম্মে সালামার কাছ থেকে পানি আনার জন্য একটি পাত্র পাঠিয়ে দিত। আমি সে পাত্রের মধ্যে একবার লক্ষ্য করলাম, দেখলাম লাল রং-এর কয়েকটি চুল আছে।

٥٤٧٧ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ مَخْضُوبًا * وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ أَبِي الأَشْعَثِ عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرَتْهُ شَعْرَ النَّبِيِّ ﷺ أَحْمَرَ -

৫৪৭৭ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আমি উম্মে সালামার (রা) নিকট গেলাম। তখন তিনি নবী ﷺ -এর কয়েকটি চুল বের করলেন, যাতে খিযাব লাগান ছিল। আবূ নু'আইম...... ইব্‌ন মাওহাবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালামা (রা) তাকে (ইব্‌ন মাওহাব) নবী ﷺ -এর লাল রং এর চুল দেখিয়েছেন।

٢٣٩٦. بَابُ الْخِضَابِ

২৩৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ খিযাব

٥٤٧٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لاَ يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ -

৫৪৭৮ হুমায়দী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহূদ ও নাসারারা (চুল ও দাঁড়িতে) রং লাগায় না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করবে।

٢٣٩٧. بَابُ الْجَعْدِ

২৩৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ কোঁকড়ানো চুল

٥٤٧٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنِ أَنَسٍ عَنْ رَبِيْعَةَ ابْنَ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ ، وَلاَ بِالْقَصِيْرِ ، وَلَيْسَ بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ ، وَلَيْسَ بِالآدَمِ ، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقِطَطِ ، وَلاَ بِالسَّبْطِ ، بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِيْنَ ، وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ ، وَتُوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً ، وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ -

৫৪৭৯ ইসমাঈল (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ না অতিরিক্ত লম্বা ছিলেন, না বেঁটে ছিলেন; না ধবধবে সাদা ছিলেন, আর না ফ্যাকাশে সাদা ছিলেন; চুল অতিশয় কোঁকড়ানও ছিল না, আর সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ্ তাঁকে নবুওত দান করেন। এরপর মক্কায় দশ বছর এবং মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন। ষাট বছর বয়সকালে আল্লাহ্ তাঁকে মৃত্যু দান করেন। এ সময় তাঁর মাথায় ও দাঁড়িতে বিশটি চুলও সাদা হয়নি।[১]

٥٤٨٠ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِيْ عَنْ مَالِكٍ إِنَّ جُمَّتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيْبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ * قَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ مَا حَدَّثَ بِهِ قَطُّ إِلاَّ ضَحِكَ * تَابَعَهُ شُعْبَةُ شَعَرُهُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ -

৫৪৮০ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাল জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় নবী ﷺ থেকে অন্য কাউকে আমি অধিক সুন্দর দেখিনি। (ইমাম বুখারী বলেন) আমার জনৈক সংগী মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ -এর মাথার চুল প্রায় তাঁর

১. এটা আনাস (রা)-এর উক্তি। কিন্তু সমস্ত উম্মতের ঐকমত্য হচ্ছে নবী ﷺ মক্কায় ১৩ বছর ছিলেন এবং তাঁর মোট বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

কাঁধ পর্যন্ত পৌছতো। আবূ ইসহাক (র) বলেন ঃ আমি বারা' (রা)-কে একাধিকবার এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। যখনই তিনি এ হাদীস বর্ণনা করতেন, তখনই হেসে দিতেন। শু'বা বলেছেন ঃ নবী ﷺ -এর চুল তাঁর উভয় কানের লতি পর্যন্ত পৌছতো।

٥٤٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا ، فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ ، أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقِيْلَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقِيْلَ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ -

৫৪৮১ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমি এক রাতে স্বপ্নে কা'বা ঘরের নিকট একজন গেরুয়া বর্ণের পুরুষ লোক দেখতে পেলাম। এমন সুন্দর গেরুয়া লোক তুমি কখনও দেখনি। তাঁর মাথার চুল ছিল কাঁধ' পর্যন্ত। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা এমন সুন্দর চুল তুমি কখনও দেখনি। লোকটি চুল আঁচড়িয়েছে, আর তা থেকে ফোটা ফোটা পানি পড়ছে। সে দু'জন লোকের উপর ভর করে কিম্বা দু'জন লোকের কাঁধের উপর ভর করে কা'বা ঘর তাওয়াফ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এ লোকটি কে? জবাব দেওয়া হলো ঃ ইনি মরিয়মের পুত্র (ঈসা) মাসীহ্! আর দেখলাম অন্য একজন লোক, যার চুল ছিল অতিশয় কোঁকড়ান, ডান চোখ টেঁড়া, যেন তা একটি ফুলে উঠা আংগুর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এ লোকটি কে? বলা হলো ঃ ইনি মাসীহ্ দাজ্জাল।

٥٤٨٢ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ -

৫৪৮২ ইসহাক (র)...... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -এর মাথার চুল (কখনও কখনও) কাঁধ পর্যন্ত লম্বা হতো।

٥٤٨٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ ﷺ مَنْكِبَيْهِ -

---

১. বাবরী চুল কান পর্যন্ত হলে বলে 'অফ্রা', ঘাড় পর্যন্ত হলে বলে 'জুম্মা', আর কাঁধ পর্যন্ত লম্বা হলে বলে 'লিম্মা।

৫৪৮৩ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -এর চুল। (কোন কোন সময়) কাঁধ পর্যন্ত দীর্ঘ হতো।

٥٤٨٤ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ شَعَرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجِلاً لَيْسَ بِالسَّبْطِ وَلاَ الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ -

৫৪৮৪ 'আমর ইব্‌ন 'আলী (র)...... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর চুল মধ্যম ধরনের ছিল – না একেবারে সোজা লম্বা, না অতি কোঁকড়ান। আর তা ছিল দু'কান ও দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত।

٥٤٨٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَكَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ ﷺ رَجِلاً لاَ جَعْدَ وَلاَ سَبِطَ -

৫৪৮৫ মুসলিম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুবারক হাত গোশ্‌তে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর পরে আর কাউকে আমি এমন দেখিনি। আর নবী ﷺ -এর চুল ছিল মধ্যম ধরনের, বেশী কোঁকড়ানোও না আর বেশী সোজাও না।

٥٤٨٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ النُّعْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلاَ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَكَانَ بَسِطَ الْكَفَّيْنِ -

৫৪৮৬ আবূ নু'মান (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর দু'হাত ও দু' পা ছিল মাংসবহুল। চেহারা ছিল সুন্দর। তাঁর আগে ও তাঁর পরে আমি তাঁর মত অপর (কাউকে এত অধিক সুন্দর) দেখিনি। তাঁর হাতের তালু ছিল চওড়া।

٥٤٨٧ حَدَّثَنِي عَمْرُو ابْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِي حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ * وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ شَثْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ * وَقَالَ أَبُوْ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَوْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ شَبَهًا -

৫৪৮৭ 'আমর ইব্‌ন 'আলী (র) .... আনাস (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -এর দু' পা ছিল মাংসবহুল। চেহারা ছিল সুন্দর। আমি তাঁর পরে তাঁর ন্যায় (কাউকে এমন সুন্দর) দেখিনি। হিশাম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ -এর দু' পা ও হাতের দু' কব্জা গোশতে পরিপূর্ণ ছিল। আবূ হিলাল (র)...... আনাস (রা) অথবা জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ নবী ﷺ -এর দু'টি কব্জা ও দু'টি পা গোশ্তপূর্ণ ছিল। আমি তাঁর পরে তাঁর ন্যায় (কাউকে এত অধিক সুন্দর) দেখিনি।

٥٤٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَذَكَرُوْا الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ ، وَلٰكِنَّهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيْمُ فَانْظُرُوْا إِلَي صَاحِبِكُمْ ، وَأَمَّا مُوْسٰى فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُوْمٍ بِخُلْبَةٍ ، كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّيْ -

৫৪৮৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা ইব্‌ন 'আব্বাসের নিকট ছিলাম। তখন লোকজন দাজ্জালের কথা আলোচনা করল। একজন বললঃ তার দু'চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে 'কাফির'। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বললেন ঃ আমি এমন কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনিনি। তবে তিনি বলেছেন ঃ তোমরা যদি ইব্‌রাহীম (আ)-কে দেখতে চাও, তা হলে তোমাদের সঙ্গী নবী ﷺ -এর দিকে তাকাও। আর মূসা (আ) হচ্ছেন শ্যাম বর্ণের লোক, কোঁকড়ান চুল বিশিষ্ট, নাকে লাগাম পরান লাল উটে আরোহণকারী। আমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি তাল্‌বিয়া (লাব্বায়কা......) পাঠরত অবস্থায় (মক্কা) উপত্যকায় অবতরণ করছেন।

٢٣٩٨. بَابُ التَّلْبِيْدِ

২৩৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ মাথার চুল জট করা

٥٤٨٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانُ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ وَلاَ تُشَبِّهُوْا بِالتَّلْبِيْدِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُلَبِّدًا -

৫৪৮৯ আবুল ইয়ামান (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি – যে ব্যক্তি চুল জট করে, সে যেন তা মুড়ে ফেলে। আর তোমরা

মাথার চুল জটকারীদের ন্যায় জট করো না। ইব্‌ন 'উমর (রা) বলতেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে চুল জট করা অবস্থায় দেখেছি।[১]

٥٤٩٠ حَدَّثَنِيْ حِبَّانُ بْنُ مُوْسٰى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ ، وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ ، لاَ يَزِيْدُ عَلٰى هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ -

৫৪৯০ হিব্বান ইব্‌ন মূসা ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে চুল জট করা অবস্থায় ইহ্‌রামকালে উচ্চস্বরে তাল্‌বিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ লাব্বাইকা আমি হাযির, হে আল্লাহ্! আমি হাজির, আমি হাজির, আপনার কোন শরীক নেই। আমি হাযির, নিশ্চয়ই প্রশংসা এবং অনুগ্রহ কেবল আপনারই, আর রাজত্বও। এতে আপনার কোন শরীক নেই। এ শব্দগুলো থেকে বাড়িয়ে তিনি অতিরিক্ত কিছু বলেন নি।

٥٤٩١ حَدَّثَنِيْ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ إِنِّيْ لَبَّدْتُ رَأْسِيْ ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِيْ ، فَلاَ أَحِلُّ حَتّٰى أَنْحَرَ -

৫৪৯১ ইসমা'ঈল (র)...... নবী ﷺ সহধর্মীণী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! লোকদের কি হলো, তারা তাদের উমরার ইহ্‌রাম খুলে ফেলেছে, অথচ আপনি এখনও আপনার ইহ্‌রাম খুলেন নি। তিনি বললেন ঃ আমি আমার মাথার চুল জড়ো করে রেখেছি। এবং আমার হাদী (কুরবানীর পশু)-কে কিলাদা[২] পরিয়েছি। তাই তা যবেহ্ করার পূর্বে আমি ইহ্‌রাম খুলবো না।

٢٣٩٩. بَابُ الْفَرْقِ

২৩৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ মাথার চুল মাথার মাঝখানে দু'ভাগে বিভক্ত করে রাখা

---

১. হাদীসে 'তালবীদ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ মাথার চুল কোন আঠাল জিনিস দ্বারা জমিয়ে রাখা, জট করা, যাতে বিক্ষিপ্ত না হয় ও উকুন না জন্মে। বাবরী চুলওয়ালাদের জন্যে ইহরাম অবস্থায় এরূপ করা মুস্তাহাব। অন্য সময় মাকরূহ।

২. কিলাদা বলা হয় কুরবানীর পশুর গলায় চামড়া বা অন্য কিছুর মালা পরিয়ে দেওয়া, যাতে এটা কুরবানীর পশু বলে সকলে বুঝতে পারে।

٥٤٩٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِيُّ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ -

৫৪৯২ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সে সব ব্যাপারে আহলে কিতাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা পছন্দ করতেন, যে সব ব্যাপারে তাঁকে (কুরআনে) কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়নি। আর আহলে কিতাবরা তাদের চুল ঝুলিয়ে রাখতো এবং মুশরিকরা তাদের মাথার চুল সিঁথি কেটে রাখতো। নবী ﷺ তাঁর চুল ঝুলিয়েও রাখতেন এবং সিঁথিও কাটতেন।

٥٤٩٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫৪৯৩ আবুল ওয়ালীদ ও 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাজা (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় সিঁথিতে যে খোশবু লাগাতেন, আমি যেন তার চমক এখনও দেখতে পাচ্ছি।

٢٤٠٠. بَابُ الذَّوَائِبُ.

২৪০০. পরিচ্ছেদ ঃ চুলের ঝুটি

٥٤٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ خَالَتِي ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا ، قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، قَالَ فَأَخَذَ بِذُوَابَتِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ -

৫৪৯৪ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমি আমার খালা মায়মূনা বিন্‌ত হারিসের নিকট রাত যাপন করছিলাম। ঐ রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর কাছে ছিলেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে রাতের সালাত আদায় করতে

লাগলেন। আমি তাঁর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার চুলের ঝুটি ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে নিয়ে দাঁড় করালেন।

٥٤٩٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بِشْرٍ بِهٰذَا ، وَقَالَ بِذُوَابَتِيْ أَوْ بِرَأْسِيْ -

৫৪৯৫ 'আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... আবূ বিশর (র) থেকে بِذُوَابَتِي অথবা بِرَأْسِيْ বলে বর্ণনা করেছেন।

٢٤٠١. بَابُ الْقَزَعِ

২৪০১. পরিচ্ছেদ ঃ 'কাযা' অর্থাৎ মাথার কিছু অংশের চুল মুড়ে ফেলা ও কিছু অংশ চুল রেখে দেওয়া

٥٤٩٦ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مَخْلَدٌ قَالَ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ وَتَرَكَ هَاهُنَا شَعْرَةً وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ ، قِيْلَ لِعُبَيْدِ اللهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ ، قَالَ لاَ أَدْرِيْ هٰكَذَا قَالَ الصَّبِيَّ ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلاَبَأْسَ بِهِمَا وَلٰكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يَتْرُكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذٰلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هٰذَا وَهٰذَا -

৫৪৯৬ মুহাম্মদ (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে 'কাযা' থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। রাবী 'উবায়দুল্লাহ্ বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'কাযা' কি? তখন 'আবদুল্লাহ্ (রা) আমাদের ইশারা দিয়ে দেখিয়ে বললেন ঃ শিশুদের যখন চুল কামান হয়, তখন এই, এই জায়গায় চুল রেখে দেওয়া। এ কথা বলার সময় 'উবায়দুল্লাহ্ তাঁর কপাল ও মাথার দু-পাশ দেখালেন। 'উবায়দুল্লাহ্‌কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল ঃ বালক ও বালিকার কি একই হুকুম? তিনি বললেন ঃ আমি জানি না। এভাবে তিনি বালকের কথা বলেছেন। 'উবায়দুল্লাহ্ বলেন ঃ আমি এ কথা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ পুরুষ শিশুর মাথার সামনের ও পিছনের দিকের চুল কামান দোষণীয় নয়। আর (অন্য এক ব্যাখ্যা মতে) 'কাযা' বলা হয় – কপালের উপরে কিছু চুল রেখে বাকী মাথার কোথাও চুল না রাখা। অনুরূপভাবে মাথার চুল একপাশ থেকে অথবা অপর পাশ থেকে কাটা।

٥٤٩٧ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَـالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ -

৫৪৯৭ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'কাযা' করতে নিষেধ করেছেন।

٢٤٠٢ . بَابُ تَطْيِيبُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا

২৪০২. পরিচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর নিজ হাতে স্বামীকে খোশ্বু লাগিয়ে দেওয়া

٥٤٩٨ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَـعِيْدٍ أَخْبَرَنَـا عَبْـدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِيَدِيْ لِحُرْمِهِ وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيْضَ-

৫৪৯৮ আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তাঁর মুহরিম অবস্থায় নিজ হাতে খোশ্বু লাগিয়ে দিয়েছি এবং মিনাতেও সেখান থেকে রওনা হওয়ার পূর্বে তাঁকে আমি খোশ্বু লাগিয়েছি।

٢٤٠٣. بَابُ الطِّيْبِ فِيْ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ

২৪০৩. পরিচ্ছেদ ঃ মাথায় ও দাড়িতে খোশ্বু লাগান

٥٤٩٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ حَتَّى أَجِدُ وَبِيْضَ الطِّيْبِ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ -

৫৪৯৯ ইসহাক ইব্ন নাস্র (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যত উত্তম খোশ্বু পেতাম, তা নবী ﷺ-কে লাগিয়ে দিতাম। এমনি কি সে খোশ্বুর চমক তাঁর মাথায় ও দাড়িতে দেখতে পেতাম।

٢٤٠٤. بَابُ الْاِمْتِشَاطِ

২৪০৪. পরিচ্ছেদ ঃ চিরুনি করা

٥٥٠٠ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَـعْدٍ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِيْ دَارِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَحِكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَي فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِيْ عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الأَبْصَارِ -

৫৫০০ আদাম ইব্‌ন আবূ আয়াস (র)...... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন লোক একটি ছিদ্র পথ দিয়ে নবী ﷺ -এর ঘরে উঁকি মারে। নবী ﷺ তখন চিরনি দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমি যদি বুঝতাম যে, তুমি ছিদ্র দিয়ে তাকিয়ে দেখছ, তা হলে এ (চিরনি) দিয়ে আমি তোমার চোখ ঘায়েল করে দিতাম। দৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্যই তো অনুমতি গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে।

٢٤٠٥ . بَابُ تَرْجِيْلِ الْحَائِضِ زَوْجِهَا

২৪০৫. পরিচ্ছেদ ঃ হায়েয অবস্থায় স্বামীর মাথা আঁচড়িয়ে দেওয়া

٥٥٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ -

৫৫০১ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হায়েয অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথা আঁচড়িয়ে দিয়েছি।

٢٤٠٦ . بَابُ التَّرْجِيْلِ

২৪০৬. পরিচ্ছেদ ঃ চিরনি দ্বারা মাথা আঁচড়ানো

٥٥٠٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ تَرَجُّلِهِ وَوُضُوْئِهِ -

৫৫০২ আবুল ওয়ালীদ (র).... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ চিরুণী দ্বারা মাথা আঁচড়াতে ও অযূ করতে যতদূর সম্ভব ডান দিক থেকে আরম্ভ করতে পছন্দ করতেন।

٢٤٠٧ . بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْمِسْكِ

২৪০৭. পরিচ্ছেদ ঃ মিস্‌কের বর্ণনা

٥٥٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ وَلَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ -

৫৫০৩ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ বনী আদমের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্যেই সাওম ব্যতীত তা আমার জন্য এবং আমি নিজেই তার পুরস্কার দেব। আর রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহ্‌র নিকট মিস্‌কের ঘ্রাণের চেয়ে অধিক সুগন্ধযুক্ত।

٢٤٠٨ . بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الطِّيْبِ

২৪০৮. পরিচ্ছেদ ঃ খোশ্‌বু লাগান মুস্তাহাব

٥٥٠٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِاطْيَبِ مَا أَجِدُ -

৫৫০৪ মূসা (র)...... 'আয়েশা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যে সব সুগন্ধি পেতাম, তার মধ্যে সবচাইতে উত্তম সুগন্ধিটি নবী ﷺ কে তাঁর ইহ্‌রাম অবস্থায় লাগিয়ে দিতাম।

٢٤٠٩ . بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ الطِّيْبَ

২৪০৯. পরিচ্ছেদ ঃ খোশ্‌বু প্রত্যাখান না করা

٥٥٠٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثُمَامَةُ بْنَ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيْبِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيْبَ -

৫৫০৫ আবূ নু'আইম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (কেউ তাঁকে খোশ্‌বু হাদিয়া দিলে) তিনি (সে) খোশবু ফিরিয়ে দিতেন না এবং বলতেন, নবী ﷺ খোশবু প্রত্যাখ্যান করতেন না।

٢٤١٠ . بَابُ الذَّرِيْرَةِ

২৪১০. পরিচ্ছেদ ঃ যারীরা নামক সুগন্ধি

٥٥٠٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَرْوَةَ سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمُ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِيْ بِذَرِيْرَةٍ فِيْ حُجَّةِ الْوِدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ -

৫৫০৬ 'উসমান ইব্‌ন হায়সাম অথবা মুহাম্মদ ইব্‌ন জুরায়জ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে নিজ হাতে যারীরা নামক সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি, হালাল অবস্থায় এবং ইহ্‌রাম অবস্থায়।

٢٤١١ . بَابُ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

২৪১১. পরিচ্ছেদ ঃ সৌন্দর্যের জন্যে সামনের দাঁত কেটে সরু করা ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করা

٥٥٠٧ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ تَعَالٰى مَالِيْ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ -

৫৫০৭ 'উসমান (র)...... 'আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক সে সব নারীদের উপর যারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করে এবং যারা উৎকীর্ণ করায়, আর সে সব নারীদের উপর যারা চুল, ভুরু উঠিয়ে ফেলে এবং সে সব নারীদের উপর যারা সৌন্দর্যের জন্যে সামনের দাঁত কেটে সরু করে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, যা আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন এনে দেয়। রাবী বলেন ঃ আমি কেন তার উপর লা'নত করবো না, যাকে নবী ﷺ লা'নত করেছেন? আর আল্লাহ্র কিতাবে আছে ঃ "এই রাসূল তোমাদের কাছে যে বিধান এনেছেন তা গ্রহণ করো।"

٢٤١٢ . بَابُ الْوَصْلِ فِيْ الشَّعَرِ

২৪১২. পরিচ্ছেদ ঃ পরচুলা লাগানো

٥٥٠٨ **حَدَّثَنَا** إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ عَامَ حَجٍّ وَهُوَ عَلَي الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ وَيَقُوْلُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ * وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ -

৫৫০৮ ইসমা'ঈল (র)...... হুমায়দ ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি হজ্জ করার সময় মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন। ঐ সময় তিনি জনৈক দেহরক্ষীর হস্তস্থিত এক গুচ্ছ চুল নিজ হাতে নিয়ে বলেন ঃ তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করা থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলতেন ঃ বনী ইসরাঈল তখনই ধ্বংস হয়েছে, যখন তাদের নারীরা এরূপ করা আরম্ভ করে। ইব্ন আবূ শায়বা (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন সে সব নারীদেরকে যারা নিজেরা পরচুলা ব্যবহার করে এবং যারা অপরকে তা লাগিয়ে দেয়, যারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করে এবং অন্যকে করিয়ে দেয়।

٥٥٠٩ **حَدَّثَنَا** آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوْا أَنْ يَصِلُوْهَا فَسَأَلُوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ * تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ -

৫৫০৯ আদম (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক আনসারী মহিলা বিবাহ করে। এরপর সে রোগে আক্রান্ত হয়। ফলে তার সব চুল ঝরে যায়। লোকজন তাকে পরচুলা লাগিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। আর তারা নবী ﷺ -এর কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ লা'নত করেন ঐসব নারীকে যারা নিজেরা পরচুলা লাগায় এবং যারা অপরকে তা লাগিয়ে দেয়।

٥٥١٠ **حَدَّثَنِيْ** أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ أُمِّيْ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّيْ نَكَحْتُ ابْنَتِيْ ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسِهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِيْ بِهَا أَفَاصِلُ رَأْسَهَا فَسَبَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ -

৫৫১০ আহ্মাদ ইব্ন মিক্দাম (র)...... 'আসমা বিন্ত আবূ বক্র (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বলল ঃ আমি আমার একটি মেয়েকে বিবাহ দিয়েছি। এরপর সে রোগাক্রান্ত হয়, এতে তার মাথার চুল ঝরে যায়। তার স্বামী এর কারণে আমাকে তিরস্কার করে। আমি কি তার মাথায় পরচুলা লাগিয়ে দিব? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে পরচুলা লাগায় এবং যে তা অন্যকে লাগিয়ে দেয়, তাদের নিন্দা করলেন।

٥٥١١ **حَدَّثَنَا** آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ -

৫৫১১ আদম (র)...... 'আসমা বিন্ত আবূ কব্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে মহিলা পরচুলা লাগায়, আর যে অপরকে পরচুলা লাগিয়ে দেয়, নবী ﷺ তাদের উপর লা'নত করেছেন।

٥٥١٢ **حَدَّثَنِيْ** مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَقَالَ نَافِعٌ الْوَشْمُ فِيْ اللِّثَةِ -

৫৫১২ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র)...... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ঐ নারীর উপর অভিশাপ বর্ষণ করেন, যে পরচুলা লাগায়, আর অপরকে পরচুলা লাগিয়ে দেয়। আর যে নারী উল্কি উৎকীর্ণ করে এবং যে তা করায়। নাফি' বলেন ঃ উল্কি উৎকীর্ণ করা হয় (সাধারণতঃ) উঁচু মাংসের উপরে।

٥٥١٣ **حَدَّثَنَا** آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هٰذَا غَيْرَ الْيَهُوْدِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّاهُ الزُّوْرَ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعْرِ -

৫৫১৩ আদম (র)...... সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মু'আবিয়া (রা) শেষ বারের মত যখন মদীনায় আসেন, তখন তিনি আমাদের সামনে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি এক গোছা চুল বের করে বললেন, আমি ইয়াহূদী ব্যতীত অন্য কাউকে এ জিনিস ব্যবহার করতে দেখিনি। নবী ﷺ একে অর্থাৎ পরচুলা ব্যবহারকারী নারীকে প্রতারক বলেছেন।

٢٤١٣ . بَابُ الْمُتَنَمِّصَاتِ

২৪১৩. পরিচ্ছেদ ঃ ভ্রূ উপড়ে ফেলা

٥٥١٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَعَنَ عَبْدُ اللهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوْبَ مَا هٰذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَمَا لِيْ لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ وَفِيْ كِتَابِ اللهِ قَالَتْ وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ وَاللهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

৫৫১৪ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)....... 'আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে যে সব নারী অংগ-প্রতংগে উল্কি উৎকীর্ণ করে, যে সব নারী ভ্রূ উপড়ে ফেলে এবং যেসব নারী দাঁত সরু করে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে – যা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেয়, তাদের উপর 'আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) লা'নত করেছেন। উম্মে ইয়া'কূব বলল ঃ এ কেমন কথা? 'আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ আমি কেন তাকে লা'নত করবো না, যাকে আল্লাহ্‌র রাসূল লা'নত করেছেন এবং আল্লাহ্‌র কিতাবেও। উম্মে ইয়াকূব বলল ঃ আল্লাহর কসম! আমি সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছি, কিন্তু এ কথা তো কোথাও পাইনি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যদি তা পড়তে, তবে অবশ্যই পেতে ঃ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا "রাসূল তোমাদের কাছে যা এনেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর।"

٢٤١٤. بَابُ الْمَوْصُوْلَةِ

২৪১৪. পরিচ্ছেদ ঃ পরচুলা লাগানো

٥٥١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ -

৫৫১৫ মুহাম্মদ (র)...... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ পরচুলা লাগাবার পেশা অবলম্বনকারী নারী, যে নিজের মাথায় পরচুলা লাগায়, উল্কি উৎকীর্ণকারী নারী এবং যে উৎকীর্ণ করে, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ তাদের অভিশাপ করেছেন।

٥٥١٦ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُولُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِيْ أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعْرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَاصِلُ فِيْهِ فَقَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُوْلَةَ -

৫৫১৬ হুমায়দী (র)...... 'আসমা (বিন্ত আবূ বক্র) (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার এক মেয়ের বসন্ত রোগ হয়ে মাথার চুল ঝরে পড়ে গেছে। আমি তাকে বিবাহ দিয়েছি। তার মাথায় কি পরচুলা লাগিয়া দিব? তিনি বললেন ঃ পরচুলাজীবী ও পরচুলাধারী নারীকে আল্লাহ্ অভিশাপ দিয়েছেন।

٥٥١٧ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ وَالْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ يَعْنِي لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ -

৫৫১৭ ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র)...... আবদুলাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি অথবা বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ উল্‌কি উৎকীর্ণকারী এবং পেশা অবলম্বনকারী নারী আর পরচুলা ব্যবহারকারী পরচুলা লাগাবার পেশা অবলম্বনকারী নারীকে নবী ﷺ লা'নত করেছেন।

٥٥١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ مَالِيْ لاَ اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ كِتَابِ اللهِ -

৫৫১৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)...... আবদুল্লাহ উব্‌ন মাঊসদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সৌন্দর্যের জন্যে উল্‌কি উৎকীর্ণকারী ও উল্‌কি গ্রহণকারী, ভ্রূ উত্তোলনকারী নারী এবং দাঁত চিকন করে মাঝে ফাঁক সৃষ্টিকারী নারী, যা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে, তাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক। (রাবী বলেন) আমি কেন তাকে লা'নত করবো না, যাকে আল্লাহ্র রাসূল লা'নত করেছেন এবং তা আল্লাহ্র কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে।

٢٤١٥ بَابُ الْوَاشِمَةِ

২৪১৫. উল্‌কি উৎকীর্ণকারী নারী

٥٥١٩ حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ -

৫৫১৯ ইয়াহ্ইয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ চোখলাগা বাস্তব সত্য এবং তিনি উল্‌কি উৎকীর্ণ করা থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٥٢٠ حَدَّثَنِي ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ حَدِيْثَ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ أُمِّ يَعْقُوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدِيْثَ مَنْصُوْرٍ -

৫৫২০ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... সুফিয়ান (সাওরী) (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন আবিসের নিকট মানসূর কর্তৃক বর্ণিত আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ)-এর হাদীস উল্লেখ করি। তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবিস বলেন, আমি উম্মে ইয়াকূবের মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ থেকে মানসূর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস শুনেছি।

٥٥٢١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوْكِلِهِ ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ -

৫৫২১ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)...... আওন ইব্‌ন আবূ জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি – নবী ﷺ রক্তের মূল্য ও কুকুরের মূল্য নিতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি সুদ গ্রহণকারী, সুদ দাতা, উল্‌কি উৎকীর্ণকারী উল্‌কি গ্রহণকারী নারীদের উপর লানত করেছেন।

٢٤١٦ . بَابُ الْمُسْتَوْشِمَةِ

২৪১৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে নারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উল্‌কি উৎকীর্ণ করায়

٥٥٢٢ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْوَشْمِ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُمْتُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَا سَمِعْتُ قَالَ مَا سَمِعْتَ ؟ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَشِمْنَ وَلاَ تَسْتَوْشِمْنَ -

৫৫২২ যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-এর নিকট এক মহিলাকে আনা হয়। সে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে উল্‌কি উৎকীর্ণ করতো। তিনি দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি (তোমাদের মধ্যে) এমন কে আছে যে উল্‌কি উৎকীর্ণ করা সম্পর্কে নবী ﷺ থেকে কিছু শুনেছে? আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি দাঁড়িয়ে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন। আমি শুনেছি। তিনি বললেন, কি শুনেছ? আবূ হুরায়রা (রা) বলেন আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, মহিলারা যেন উল্‌কি উৎকীর্ণ না করে এবং উল্‌কি উৎকীর্ণ না করায়।

٥٥٢٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ -

৫৫২৩ মুসাদ্দাদ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ পরচুলা ব্যবহারকারী এবং এ পেশা অবলম্বনকারী এবং উল্‌কি উৎকীর্ণকারী এবং তা গ্রহণকারী নারীদের লা'নত করেছেন।

٥٥٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ مَالِيْ لاَ اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ كِتَابِ اللهِ -

৫৫২৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সৌন্দর্য বৃদ্ধিকল্পে যে নারী উল্‌কি উৎকীর্ণ করে ও করায়, যে নারী ভ্রূ উপড়ে ফেলে এবং যে নারী দাঁত কেটে সরু করে দাঁতের মাঝখানে ফাঁক বানায় – যে কাজগুলি দ্বারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়, এদের উপর আল্লাহ্ অভিশাপ বর্ষণ করুন। আমি কেন তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করবো না, যাদের উপর আল্লাহ্‌র রাসূল অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। এবং মহান আল্লাহ্‌র কিতাবেই তা বিদ্যমান আছে।

٢٤١٧ . بَابُ التَّصَاوِيْرِ

২৪১৭. পরিচ্ছেদ ঃ ছবি

٥٥٢٥ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ

كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيْرُ ، وَ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدِ اللهِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ -

৫৫২৫ আদম (র)...... আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ফিরিশ্‌তা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর থাকে এবং ঐ ঘরেও না, যে ঘরে ছবি থাকে। লায়স (র) আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ থেকে (এ বিষয়ে) শুনেছি।

٢٤١٨ . بَابُ عَذَابِ الْمُصَوِّرِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৪১৮. পরিচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের দিন ছবি নির্মাতাদের শাস্তি প্রসঙ্গে [১]

٥٥٢٦ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوْقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، فَرَأَى فِيْ صُفَّتِهِ تَمَاثِيْلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ -

৫৫২৬ হুমায়দী (র)...... মুসলিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (একবার) মাসরূকের সাথে ইয়াসার ইব্‌ন নুমায়রের ঘরে ছিলাম। মাসরূক ইয়াসারের ঘরের আঙ্গিনায় কতগুলো মূর্তি দেখতে পেয়ে বললেন ঃ আমি 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে শুনেছি এবং তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, (কিয়ামতের দিন) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তাদের, যারা ছবি বানায়।

٥٥٢٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمَ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ -

৫৫২৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যারা এ জাতীয় (প্রাণীর) ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেয়া হবে। তাদের বলা হবে ঃ তোমরা যা বানিয়েছিলে তা জীবিত কর।

٢٤١٩ . بَابُ نَقْضِ الصُّوَرِ

২৪১৯. পরিচ্ছেদ ঃ ছবি ভেঙ্গে ফেলা

---

১. ছবি দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য প্রাণীর ছবি। বস্তুর ছবি নিষেধ নয়।

٥٥٢٨ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حِطَّانَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِيْ بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصَالِيْبُ إِلاَّ نَقَضَهُ -

৫৫২৮ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ নিজের ঘরের এমন কিছুই না ভেঙ্গে ছাড়তেন না, যাতে কোন (প্রাণীর) ছবি থাকত।

٥٥٢٩ حَدَّثَنَا مُوْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ فَرَأَي أَعْلاَهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ فَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ غَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ -

৫৫২৯ মূসা (র)...... আবূ যুর'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথে মদীনার এক ঘরে প্রবেশ করি। ঘরের উপরে এক ছবি নির্মাতাকে তিনি ছবি তৈরী করতে দেখলেন। তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। (আল্লাহ্ বলেছেন) ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালিম আর কে, যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ কোন কিছু সৃষ্টি করতে যায়? তা হলে তারা একটি দানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি অণুপরিমাণ কণা সৃষ্টি করুক? তারপর তিনি একটি পানির পাত্র চেয়ে আনালেন এবং (অযূ করতে গিয়ে) বোগল পর্যন্ত দু'হাত ধুইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ হে আবূ হুরায়রা! (এ ব্যাপারে) আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কিছু শুনেছেন কি? তিনি বললেন ঃ (হাঁ, শুনেছি) অলংকার পরার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত (ধোয়া উত্তম)।

٢٤٢٠ . بَابُ مَا وُطِئَ مِنَ التَّصَاوِيْرِ

২৪২০. ছবিযুক্ত কাপড় দ্বারা বসার আসন তৈরী করা

٥٥٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِيْ عَلَى سَهْوَةٍ لِيْ فِيْهَا تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ ، قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْسَادَتَيْنِ -

৫৫৩০ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তাবূক যুদ্ধের) সফর থেকে প্রত্যাগমন করলেন। আমি আমার কক্ষে পাতলা কাপড়ের পরদা টাঙ্গিয়েছিলাম। তাতে ছিল (প্রাণীর) অনেকগুলো ছবি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন এটা দেখলেন, তখন

তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন ঃ কিয়ামতের দিন সে সব মানুষের সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির (প্রাণীর) অনুরূপ তৈরি করবে। 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ এরপর আমরা তা দিয়ে একটি বা দু'টি বসার আসন তৈরি করি।

৫৫৩১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَعَلَّقْتُ دُرْنُوْكًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ -

৫৫৩১ মুসাদ্দাদ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক সফর থেকে প্রত্যাগমন করেন। সে সময় আমি নক্‌শাদার (প্রাণীর) ছবিযুক্ত কাপড় দিয়ে (ঘরের) পরদা লটকিয়ে ছিলাম। আমাকে তিনি তা খুলে ফেলার হুকুম করেন। তখন আমি খুলে ফেললাম। আর আমি ও নবী ﷺ একই পাত্র থেকে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম।

٢٤٢١. بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقُعُوْدَ عَلَى الصُّوْرَةِ

২৫২১. পরিচ্ছেদ ঃ ছবির উপর বসা অপছন্দ করা

৫৫৩২ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقُلْتُ أَتُوْبُ إِلَى اللهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا هٰذِهِ النُّمْرُقَةُ ؟ فَقُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ الصُّوْرَةُ -

৫৫৩২ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার ছবিযুক্ত গদি খরীদ করেন। নবী ﷺ (বাহির থেকে এসে এ অবস্থা দেখে) দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেন, প্রবেশ করলেন না। আমি বললাম ঃ যে পাপ আমি করেছি তা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ গদি কিসের জন্যে? আমি বললাম ঃ আপনি এতে বসবেন ও হেলান দিবেন। তিনি বললেন ঃ এসব ছবির নির্মাতাদের কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে। তাদের বলা হবে, যা তোমরা তৈরি করেছিলে সেগুলো যিন্দা কর। আর যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করে না।

৫৫৩৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ الصُّوْرَةُ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيْهِ صُوْرَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ رَبِيْبِ

مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِيْنَ قَالَ : إِلاَّ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ بُكَيْرٌ حَدَّثَهُ بُسْرٌ حَدَّثَهُ زَيْدٌ حَدَّثَهُ أَبُوْ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫৫৩৩ কুতায়বা (র)...... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথী আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করে না। এ হাদীসের (এক রাবী) বুস্‌র বলেন ঃ যায়েদ একবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমরা তার সেবা শুশ্রূষার জন্যে গেলাম। তখন তার ঘরের দরজায় ছবিযুক্ত পরদা দেখতে পেলাম। অমি নবী সহধর্মিণী মায়মূনা (রা)-এর প্রতিপালিত 'উবায়দুল্লাহ্‌র কাছে জিজ্ঞাস করলাম, ছবি সম্পর্কে প্রথম দিনই যায়দ আমাদের কি জানায় নি? তখন 'উবায়দুল্লাহ্ বললেন, তিনি যখন বলেছিলেন, তখন কি তুমি শোননি যে, কারুকার্য করা কাপড় ব্যতিরেকে? ইব্‌ন ওহাব অন্য সূত্রে আবূ তালহা (রা) থেকে নবী ﷺ হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٢٢. بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ فِيْ التَّصَاوِيْرِ

২৪২২. পরিচ্ছেদ ঃ ছবিযুক্ত কাপড়ে নামায পড়া মাকরূহ

٥٥٣٤ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَمِيْطِيْ عَنِّي، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ لِيْ فِيْ صَلاَتِيْ -

৫৫৩৪ ইমরান ইব্‌ন মায়সারা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়েশা (রা)-এর নিকট কিছু পরদার কাপড় ছিল, তা দিয়ে তিনি ঘরের এক দিকে পরদা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ আমার থেকে এটা সরিয়ে নাও, কেননা এর ছবিগুলো নামাযের মধ্যে আমাকে বাধার সৃষ্টি করে।

٢٤٢٣ . بَابُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ

২৪২৩. পরিচ্ছেদ ঃ যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন না

٥٥٣٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيَّ ﷺ ، جِبْرِيْلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَقِيَهُ ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ ، فَقَالَ لَهُ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ -

৫৫৩৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র)...... সালিমের পিতা ('আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জিব্‌রাঈল (আ) (একবার) নবী ﷺ -এর নিকট (আগমনের) ওয়াদা

করেন। কিন্তু তিনি আসতে দেরী করেন। এতে নবী ﷺ -এর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। এরপর নবী ﷺ বের হয়ে পড়লেন। তখন জিব্‌রাঈলের সাথে তাঁর সাক্ষাত হল। তিনি যে মানসিক কষ্ট পেয়েছিলেন সে বিষয়ে তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন। তখন জিব্‌রাঈল (আ) বললেন ঃ যে ঘরে ছবি বা কুকুর থাকে সে ঘরে আমরা কখনও প্রবেশ করি না।

٢٤٢٤ . بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ

২৪২৪. পরিচ্ছেদ ঃ যে ঘরে ছবি রয়েছে তাতে যিনি প্রবেশ করেন না

٥٥٣٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ ، قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُوْبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ قَالَ هٰذِهِ النُّمْرُقَةُ فَقَالَتْ اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ ، وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ -

৫৫৩৬ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)...... নবী সহধর্মীণী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, (একবার) তিনি ছবিযুক্ত গদি খরিদ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (বাহির থেকে এসে) যখন তা দেখতে পেলেন, তখন দরজার উপর দাঁড়িয়ে গেলেন। (ভিতরে) প্রবেশ করলেন না। ('আয়েশা (রা)) নবী ﷺ -এর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট এগুনাহ থেকে তাওবা করছি? নবী ﷺ বললেন ঃ এ গদি কোত্থেকে? 'আয়েশা (রা) বললেন ঃ আপনার বসার ও হেলান দেওয়ার জন্য আমি এটি খরীদ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন ঃ এসব ছবির নির্মাতাদের কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছিলে তা জীবিত কর। তিনি আরো বললেন ঃ যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করে না।

٢٤٢٥ . بَابُ مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ

২৪২৫. পরিচ্ছেদ ঃ ছবি নির্মাণকারীকে যিনি লা'নত করেছেন

٥٥٣٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِيْ غُنْدَرٌ حَدَّثَنِيْ شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ اشْتَرَى غُلاَمًا حَجَّامًا ، فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ -

৫৫৩৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য ও যিনাকারীর উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি সূদ গ্রহিতা, সূদদাতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে (সূচের মাথা দিয়া ছিদ্র করে) উল্‌কি উৎকীর্ণকারী ও তা করানেওয়ালা এবং ছবি নির্মাণকারীকে লা'নত করেছেন।

٢٤٢٦ . بَابُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

২৪২৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ছবি নির্মাণ করে তাকে কিয়ামতের দিন তাতে রূহ্ দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে, কিন্তু সে সক্ষম হবে না

٥٥٣٨ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُوْنَهُ وَلاَ يَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدً ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ -

৫৫৩৮ আয়্যাশ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র)...... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর নিকট ছিলাম। আর (উপস্থিত) লোকজন তাঁর কাছে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করছিল। কিন্তু (কোন কথার উত্তরেই) তিনি নবী ﷺ -এর (হাদীস) উল্লেখ করছিলেন না। অবশেষে তাঁকে ছবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি বললেন ঃ আমি মুহাম্মদ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন প্রাণীর ছবি নির্মাণ করে, কিয়ামতের দিন তাকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হবে ঐ ছবির মধ্যে রূহ্ দান করার জন্যে। কিন্তু সে রূহ্ দান করতে পারবে না।

٢٤٢٧. بَابُ الاِرْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ

২৪২৭. পরিচ্ছেদ ঃ সাওয়ারীর উপর কারও পশ্চাতে বসা

٥٥٣٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَفْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ ابْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَ أَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ -

৫৫৩৯ কুতায়বা (র)...... উসামা ইব্‌ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) গাধার পিঠে আরোহণ করেন। পিঠের উপরে ফাদাকের তৈরী মোটা গদি ছিল। উসামাকে তিনি তাঁর পেছনে বসান।

٢٤٢٨. بَابُ الثَّلاَثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

২৪২৮. পরিচ্ছেদ ঃ এক সাওয়ারীর উপর তিনজন বসা

٥٥٤٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرَ خَلْفَهُ -

৫৫৪০ মুসাদ্দাদ (র)...... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন মক্কায় আগমন করেন, তখন আবদুল মুত্তালিব গোত্রের তরুণ বালকরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। তাদের একজনকে তিনি তাঁর সামনে এবং অন্য একজনকে তাঁর পেছনে উঠিয়ে নেন।

٢٤٢٩ . بَابُ حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

২৪২৯. পরিচ্ছেদ ঃ সাওয়ারী জানোয়ারের মালিক অন্যকে সামনে বসাতে পারে কিনা? কেউ কেউ বলেছেন, জানোয়ারের মালিক সামনে বসার বেশী হক্‌দার, তবে যদি কাউকে সে অনুমতি দেয়, তবে তা ভিন্ন কথা

٥٥٤١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ذُكِرَ الأَشَرُّ الثَّلاَثَةُ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَيُّهُمْ شَرٌّ أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ -

৫৫৪১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আইউব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খারাপ তিন ব্যক্তির কথা ইকরামার কাছে উল্লেখ করা হয়। তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কায় আসেন তখন তিনি কুসামকে (তাঁর সাওয়ারীর) সামনে ও ফায্‌লকে পশ্চাতে বসান। অথবা কুসামকে পশ্চাতে ও ফায্‌লকে সামনে বসান। তা হলে কে তাদের মধ্যে মন্দ অথবা কে তাদের মধ্যে ভাল?

٢٤٣٠ . بَابٌ

২৪৩০. পরিচ্ছেদ ঃ

٥٥٤٢ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِي بَيْنَهُ إِلاَّ آخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا

حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوْهُ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ .

৫৫৪২ হুদবা ইব্‌ন খালিদ (র)...... মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ -এর পেছনে বসা ছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝে লাগামের রশির প্রান্তদেশ ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। তিনি বললেন ঃ মু'আয! আমি বললাম ঃ হাযির আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারপর কিছুক্ষণ চললেন। পুনরায় বললেন ঃ হে মু'আয! আমি বললাম ঃ হাযির আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তারপর আরও কিছুক্ষণ চললেন। আবার বললেন ঃ হে মু'আয ইব্‌ন জাবাল! আমি বললাম ঃ হাযির আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তিনি বললেন ঃ তুমি জান, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র কী হক? আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক এই যে, তারা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে, অন্য কিছুকে তাঁর শরীক করবে না। এরপর কিছু সময় চললেন। তারপর বললেন ঃ হে মু'আয ইব্‌ন জাবাল! আমি বললাম ঃ হাযির আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ বান্দারা যখন তাদের দায়িত্ব পালন করে, তখন আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার অধিকার কি, তা জান কি? আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র উপর বান্দার অধিকার এই যে, তিনি তাদের আযাব দিবেন না।

٢٤٣١ . بَابُ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ

২৪৩১. পরিচ্ছেদ ঃ সাওয়ারীর উপর পুরুষের পিছনে মহিলার বসা

٥٥٤٣ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي يَحْيَ بْنُ أَبُوْ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِّي لَرَدِيْفُ أَبِيْ طَلْحَةَ وَهُوَ يَسِيْرُ وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَدِيْفُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ فَنَزَلْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّهَا أُمُّكُمْ فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا دَنَا أَوْ رَأَى الْمَدِيْنَةَ قَالَ آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ -

৫৫৪৩ হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে খায়বার থেকে (মদীনায়) ফিরে আসছিলাম। আমি আবূ তালহার সাওয়ারীর উপর পেছনে বসাছিলাম, আর তিনি সাওয়ারী চালাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জনৈক সহধর্মিণী তাঁর সাওয়ারীর পশ্চাতে বসেছিলেন। হঠাৎ উটনীটি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আমি বললাম ঃ মহিলা, এরপর আমি নেমে পড়লাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ইনি

তোমাদের মা। আমি হাওদাটি শক্ত করে বেঁধে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওয়ারীতে উঠলেন। যখন তিনি মদীনার নিকটবর্তী হলেন, কিংবা রাবী বলেছেন, তিনি যখন (মদীনা) দেখতে পেলেন, তখন বললেনঃ আমরা প্রত্যাগমনকারী, তাওবাকারী, আমাদের রবের ইবাদতকারী, (তাঁর) প্রশংসাকারী।

٢٤٣٢. بَابُ الاِسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الأُخْرَى

২৪৩২. পরিচ্ছেদ ঃ চিৎ হয়ে শয়ন করা এবং এক পা অন্য পায়ের উপর রাখা

٥٥٤٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى -

৫৫৪৪ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) .... 'আব্বাদ ইব্‌ন তামীম এর চাচা ('আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে মসজিদের মধ্যে এক পায়ের উপরে অন্য পা উঠিয়ে চিৎ হয়ে শয়ন করতে দেখেছেন।

كِتَابُ الْآدَابِ

আচার-ব্যবহার অধ্যায়

كِتَابُ الآدَابِ

আচার-ব্যবহার অধ্যায়

٢٤٣٣. بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا.

২৪৩৩. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহ্‌র বাণী : আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি

٥٥٤٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارٍ أَخْبَرَنِيْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُوْلُ أَخْبَرَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ ، قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، قَالَ ثُمَّ أَيٌّ ، قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، قَالَ حَدَّثَنِيْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِيْ -

৫৫৪৫ আবুল ওয়ালীদ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ্‌র নিকট কোন্ আমল সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয়? তিনি বললেন : সময় মত সালাত আদায় করা। ('আবদুল্লাহ্) জিজ্ঞাসা কলেন : তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন : পিতা মাতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা। 'আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন : তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা। 'আবদুল্লাহ্ বললেন : নবী ﷺ এগুলো সম্পর্কে আমাকে বলেছেন। আমি যদি তাকে আরও বেশী প্রশ্ন করতাম, তিনি আমাকে অধিক জানাতেন।

٢٤٣٤ . بَابُ مَن أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ

২৪৩৪. অনুচ্ছেদ : উত্তম ব্যবহার পাওয়ার কে বেশী হকদার?

٥٥٤٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ

بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ أُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ أُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ أَبُوْكَ * وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحيَ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُوْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ -

৫৫৪৬ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার? তিনি বললেন : তোমার মা। লোকটি বলল : তারপর কে? নবী ﷺ বললেন : তোমার মা। সে বলল : তারপর কে? তিনি বললেন তোমার মা। সে বলল : তারপর কে? তিনি বললেন : তারপর তোমার বাপ। ইব্‌ন শুবরুমা বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব আবূ যুর'আ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٣٥ . بَابُ لاَ يُجَاهِدُ إِلاَّ بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ

২৪৩৫. পরিচ্ছেদ : পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে যাবে না

٥٥٤٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أُجَاهِدُ، قَالَ لَكَ أَبَوَانِ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ -

৫৫৪৭ মুসাদ্দাদ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলো : আমি কি জিহাদে যাব? তিনি বললেন : তোমার কি পিতা-মাতা আছে? সে বলল : হাঁ। তিনি বললেন : তা হলে তাদের (সেবার) মাঝে জিহাদ করো।

٢٤٣٦ . بَابُ لاَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

২৪৩৬ পরিচ্ছেদ : কোন লোক তার পিতা-মাতাকে গাল দেবে না

٥٥٤٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبَّ أُمَّهُ -

৫৫৪৮ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (রা)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের পিতা-মাতাকে লা'নত করা। জিজ্ঞাসা করা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপন পিতা-মাতাকে কোন লোক কিভাবে লা'নত করতে পারে? তিনি বললেন : সে অন্য কোন লোকের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, তারপরে সে তার মাকে গালি দেয়।

٢٤٣٧ . بَابٌ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ

২৪৩৭ পরিচ্ছেদ : পিতামাতার প্রতি উত্তম ব্যবহারকারীর দু'আ কবূল হওয়া

٥٥٤٩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ ، فَمَالُوْا إِلَى غَارٍ فِيْ الْجَبَلِ ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِّنَ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْظُرُوْا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوْهَا لِلّٰهِ صَالِحَةً فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِيَ وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَلِيَ صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيْهِمَا قَبْلَ وَلَدِيْ وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلِبُ فَجِئْتُ بِالْحِلاَبِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوْسِهِمَا ، أَكْرَهُ أَنْ أُوْقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا . وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ، قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمِيْ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَأْبِيْ وَدَأْبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَي مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ وَقَالَ الثَّانِيْ اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمٍّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَلَقِيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، قَالَتْ يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ وَ لاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا ، اَللّٰهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّيْ كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِيْ حَقِّيْ . فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَنِيْ فَقَالَ اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَظْلِمْنِيْ حَقِّيْ ، فَقُلْتُ اذْهَبْ إِلَى ذٰلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيْهَا ، فَقَالَ اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَهْزَأْ بِيْ ، فَقُلْتُ إِنِّيْ لاَ أَهْزَأُ بِكَ فَخُذْ ذٰلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ ، فَافْرُجْ مَا بَقِيَ ، فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ -

৫৫৪৯ সা'ঈদ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনজন লোক হেঁটে চলছিল। তাদের উপর বৃষ্টি শুরু হলে তারা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। এমন সময় পাহাড় থেকে একটি পাথর তাদের গুহার মুখের উপর গড়িয়ে পড়ে এবং মুখ বন্ধ করে ফেলে। তাদের একজন অপরজনকে বলল ঃ তোমরা তোমাদের কৃত আমলের প্রতি লক্ষ্য করো, যে নেক আমল তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য করেছ; তার ওসিলায় আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করো। হয়তো তিনি এটি সরিয়ে দেবেন। তখন তাদের একজন বলল ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমার বয়োবৃদ্ধ মাতাপিতা ছিল এবং ছোট ছোট শিশু ছিল। আমি তাদের (জীবিকার) জন্য মাঠে পশু চরাতাম। যখন সন্ধ্যায় ফিরতাম, তখন দুধ দোহন করতাম এবং আমার সন্তানদের আগেই পিতামাতাকে পান করতে দিতাম। একদিন পশুগুলো দূরে বনের মধ্যে চলে যায়। ফলে আমার ফিরতে রাত হয়। ফিরে দেখলাম তারা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি যেমন দুধ দোহন করতাম, তেমনি দোহন করলাম। তারপর দুধ নিয়ে এলাম এবং উভয়ের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘুম থেকে তাদের উভয়কে জাগানো ভাল মনে করলাম না। আর তাদের আগে শিশুদের পান করানোও অপছন্দ করলাম। আর শিশুরা আমার দু'পায়ের কাছে কান্নাকাটি করছিল। তাদের ও আমার মাঝে এ অবস্থা চলতে থাকে। অবশেষে ভোর হয়ে গেল। (ইয়া আল্লাহ্) আপনি জানেন যে, আমি কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্যেই একাজ করেছি। তাই আপনি আমাদের জন্য একটু ফাঁক করে দিন, যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ্ তাদের জন্যে একটু ফাঁক করে দিলেন, যাতে তারা আকাশ দেখতে পায়। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমার একটি চাচাত বোন ছিল। আমি তাকে এতখানি ভালবাসতাম, যতখানি একজন পুরুষ কোন নারীকে ভালবাসতে পারে। আমি তাকে একান্তভাবে পেতে চাইলাম। সে অসম্মতি জানাল, যতক্ষণ আমি তার কাছে একশ' দীনার উপস্থিত না করি। আমি চেষ্টা করলাম এবং একশ' স্বর্ণমুদ্রা জোগাড় করলাম। এগুলো নিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। যখন আমি তার দু'পায়ের মধ্যে বসলাম, তখন সে বলল ঃ হে 'আবদুল্লাহ্! আল্লাহ্‌কে ভয় করো; আমার কুমারিত্ব নষ্ট করো না। তখন আমি উঠে গেলাম। ইয়া আল্লাহ্! আপনি জানেন যে, কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্যেই আমি তা করেছি। তাই আমাদের জন্যে এটি ফাঁক করে দিন। তখন তাদের জন্যে আল্লাহ্ আরও কিছু ফাঁক করে দিলেন। শেষের লোকটি বলল ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি একজন মজদুরকে এক 'ফারক'[১] চাউলের বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করেছিলাম। সে তার কাজ শেষ করে এসে বলল, আমার প্রাপ্য দিয়ে দিন। আমি তার প্রাপ্য তার সামনে উপস্থিত করলাম। কিন্তু সে তা ছেড়ে দিল ও প্রত্যাখ্যান করলো। তারপর তার প্রাপ্যটা আমি ক্রমাগত কৃষিকাজে খাটাতে লাগলাম। তার দ্বারা অনেকগুলি গরু ও রাখাল জমা করলাম। এরপর সে একদিন আমার কাছে এসে বলল ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আমার উপর যুল্‌ম করো না এবং আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি বললাম ঃ ঐ

১. 'ফার্‌ক' সে যুগের একটি পরিমাপের পাত্র যা ১৬ রাতল-এর সমান।

গরু ও রাখালের কাছে চলে যাও। সে বলল ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় করো, আমার সাথে উপহাস করো না। আমি বললাম ঃ তোমার সাথে আমি উপহাস করছি না। তুমি ঐ গরুগুলো ও তার রাখাল নিয়ে যাও। তারপর সে ওগুলো নিয়ে চলে গেল। (ইয়া আল্লাহ্‌!) আপনি জানেন যে, তা আমি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই করেছি, তাই আপনি অবশিষ্ট অংশ উন্মুক্ত করে দিন। তারপর আল্লাহ্‌ তাদের জন্য তা উন্মুক্ত করে দিলেন।

٢٤٣٨ . بَابُ عُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ

২৪৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ মা-বাপের নাফরমানী করা কবীরা গুনাহ

٥٥٥٠ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الأُمَّهَاتِ ، وَمَنْعَ وَهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ -

৫৫৫০ সা'দ ইব্‌ন হাফ্‌স মুগীরা (রা)..... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মা-বাপের নাফরমানী করা, প্রাপকের প্রাপ্য আটক রাখা, যে জিনিস গ্রহণ করা তোমাদের জন্য ঠিক নয়, তা তলব করা এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া। আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন গল্প-গুজব করা, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা ও সম্পদ নষ্ট করা।

٥٥٥١ حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ : أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ، أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ ، فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا ، حَتَّى قُلْتُ لاَ يَسْكُتُ -

৫৫৫১ ইসহাক (র)...... আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করব না? আমরা বললাম ঃ অবশ্যই সতর্ক করবেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা। এ কথা বলার সময় তিনি হেলান দিয়ে বসাছিলেন। এরপর (সোজা হয়ে) বসলেন এবং বললেন ঃ মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, দু'বার করে বললেন এবং ক্রমাগত এ কথাই বলে চললেন। এমনকি আমি বললাম, তিনি মনে হয় থামবেন না।

٥٥٥٢ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَبَائِرَ أَوْ

سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرَ ، فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَعُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ ، فَقَالَ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرَ ؟ قَالَ : قَوْلُ الزُّوْرِ، أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ ، قَالَ شُعْبَةَ وَأَكْثَرُ ظَنِّيْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ -

৫৫৫২ মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবীরা গুনার কথা উল্লেখ করলেন অথবা তাঁকে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা, মানুষ হত্যা করা ও মা-বাপের নাফরমানী করা। তারপর তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদের কবীরা গুনাহ্‌র অন্যতম গুনাহ্ সম্পর্কে সতর্ক করবো না? পরে বললেন ঃ মিথ্যা কথা বলা, অথবা বলেছেন ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। শু'বা (র) বলেন, আমার প্রবল ধারণা হয় যে, তিনি বলেছেন ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

٢٤٣٩ . بَابُ صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

২৪৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিক পিতার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা

٥٥٥٣ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ اَخْبَرَتْنِيْ أَسْمَاءُ ابْنَةُ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَتَتْنِيْ أُمِّيْ رَاغِبَةً فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَصِلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيْهَا : لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ -

৫৫৫৩ হুমায়দী (র)...... আবূ বক্‌র (রা.)-এর কন্যা 'আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ -এর যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন। আমি নবী ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবো কি না? তিনি বললেন হাঁ। ইব্‌ন 'উয়ায়না (র) বলেন, এ ঘটনা প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না।

٢٤٤٠. بَابُ صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ هِشَامٌ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَ قَدِمَتْ أُمِّيْ وَ هِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوْا النَّبِيَّ ﷺ مَعَ أَبِيْهَا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّيْ قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ ؟ قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ -

২৪৪০. পরিচ্ছেদ ঃ যে স্ত্রীর স্বামী আছে, ঐ স্ত্রীর পক্ষে তার নিজের মায়ের সঙ্গে ভাল ব্যবহার অক্ষুণ্ন রাখা। লায়স (র)...... 'আসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ কুরাইশরা যে সময়ে নবী ﷺ -এর সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করেছিল, ঐ চুক্তি কালীন সময়ে আমার মুশরিক মা তাঁর পিতার সঙ্গে এলেন।

আমি নবী ﷺ -এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমার মা এসেছেন, তবে সে অমুসলিম। আমি কি তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবো? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তোমার মায়ের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করো।

٥٥٥٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ -

৫৫৫৪ ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ সুফিয়ান (রা) তাকে জানিয়েছেন যে, (রোম সম্রাট) হিরাক্লিয়াস তাকে ডেকে পাঠায়। আবূ সুফিয়ান (রা) বললো যে, তিনি অর্থাৎ নবী ﷺ আমাদের সালাত আদায় করতে, যাকাত দিতে, পবিত্র থাকতে এবং রক্তের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আদেশ করেন।

٢٤٤١ . بَابُ صِلَةِ الأَخِ الْمُشْرِكِ

২৪৪১. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিক ভাইয়ের সঙ্গে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা

٥٥٥٥ حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ رَأَي عُمَرُ حُلَّةَ سِيَرَاءَ تُبَاعُ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ابْتَعْ هٰذِهِ وَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ، قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا بِحُلَلٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ ، فَقَالَ كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ، قَالَ إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا وَلٰكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا ، فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ -

৫৫৫৫ মূসা ইব্‌ন ঈসমা'ঈল (র)...... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'উমর (রা) এক জোড়া রেশমী ডোরাদার কাপড় বিক্রি হতে দেখেন। এরপর তিনি (নবী ﷺ কে) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি এটি খরিদ করুন, জুমু'আর দিনে, আর আপনার কাছে যখন প্রতিনিধি দল আসে তখন আপনি তা পরবেন। তিনি বললেন ঃ এ সে-ই পরতে পারে, যার জন্য কল্যাণের কোন অংশ নেই। এরপর নবী ﷺ -এর নিকট এ জাতীয় কিছু কারুকার্যময় কাপড় আসে। তিনি তা থেকে এক জোড়া কাপড় (হুল্লা) 'উমর (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনি (এসে) বললেন ঃ আমি কিভাবে এটি পরবো? অথচ এ বিষয়ে আপনি যা বলার তা বলেছেন। নবী ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাকে এটি পরার জন্য দিইনি, বরং এ জন্যেই দিয়েছি যে, তুমি ওটা বিক্রি করে দেবে অথবা অন্যকে পরতে দেবে। তখন উমর (রা) তা মক্কায় তার এক ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন, যে তখনও ইসলাম গ্রহণ করে নি।

٢٤٤٢ . بَابُ فَضْلُ صِلَةِ الرَّحِمِ

২৪৪২. পরিচ্ছেদ ঃ রক্ত সম্পর্ক রক্ষা করার ফযীলত

٥٥٥٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوْسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْ أَيُّوبَ ، قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ -

৫৫৫৬ আবূল ওয়ালীদ (র)...... আবূ আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

٥٥٥٧ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهِبٍ وَأَبُوْهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدُ اللهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوْسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْ أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَالَهُ مَالَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرَبٌ مَّالَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، ذَرْهَا قَالَ كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ -

৫৫৫৭ আবদুর রহমান (র)...... আবূ আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। উপস্থিত লোকজন বলল ঃ তার কি হয়েছে? তার কি হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে। একে ছেড়ে দাও।[১] বর্ণনাকারী বলেন ঃ তিনি ঐ সময় তার সাওয়ারীর উপর ছিলেন।

٢٤٤٣ . بَابُ إِثْمِ الْقَاطِعِ

২৪৪৩ পরিচ্ছেদ ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পাপ

٥٥٥٨ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ -

৫৫৫৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)...... জুবায়র ইব্ন মুত্ইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

---

১. অর্থাৎ সাওয়ারী ছেড়ে দাও এবং তুমি বাড়িতে চলে যাও। কারণ, তুমি যে উদ্দেশ্যে এসেছিলে তা পূর্ণ হয়ে গেছে।

٢٤٤٤. بَابُ مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ

২৪৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ রক্তসম্পর্ক রক্ষা করলে রিযিক বৃদ্ধি হয়

٥٥٥٩ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَ أَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ -

৫৫৫৯ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ যে লোক তার রিয্‌ক প্রশস্ত করতে এবং আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।[১]

٥٥٦٠ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ -

৫৫৬০ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিয্‌ক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি হোক; সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখে।

٢٤٤٥. بَابُ مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللهُ

২৪৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আত্মীয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখবে আল্লাহ্ তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবেন

٥٥٦١ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّيْ سَعِيْدَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، قَالَتِ الرَّحِمُ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ ؟ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ، قَالَتْ بَلَي يَا رَبِّ ، قَالَ فَهُوَ لَكِ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاقْرَءُوْا إِن شِئْتُمْ : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ -

১. আয়ু বৃদ্ধি অর্থ হতে পারে যে লাওহে মাহফুয থেকে ফিরিশ্‌তার দ্বারা ঐ ব্যক্তির পূর্ব নির্ধারিত আয়ু মুছে ফেলে পরিবর্ধিত আয়ু লেখে দেন। অথবা রূপক অর্থে তার সুনাম সুখ্যাতি মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন জারী রাখেন, অথবা নেক কাজ বেশী করার তাওফিক দেন, অথবা মৃত্যুর পরও সে সাওয়াব পেতে থাকে।

৫৫৬১ বিশ্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ সকল সৃষ্টিকে পয়দা করলেন। যখন তিনি সৃষ্টি কাজ শেষ করেন, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক বলে উঠলো ঃ সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণকারীদের এই (উপযুক্ত) স্থান। তিনি (আল্লাহ্) বললেন ঃ হাঁ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে যে সুসম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবো। আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবো। সে (রক্ত সম্পর্ক) বললো ঃ হাঁ আমি সন্তুষ্ট হে আমার রব! আল্লাহ্ বললেন ঃ তা হলে এ মর্যাদা তোমাকে দেওয়া হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ইচ্ছে করলে (এ আয়াতটি) পড়ো ঃ শীঘ্রই যদি তোমরা কর্তৃত্ব লাভ (নেতৃত্ব লাভ) কর, তা হলে কি তোমরা পৃথিবীতে ফিত্‌না ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবে?

٥٥٦٢ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اللهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ -

৫৫৬২ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (রা)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ রক্ত সম্পর্কের মূল রাহমান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ যে তোমার সাথে সুসম্পর্ক রাখবে, আমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবো। আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবো।

٥٥٦٣ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّحِمُ شِجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ -

৫৫৬৩ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আত্মীয়তার হক রাহমানের মূল। যে তা সঞ্জীবিত রাখবে, আমি তাকে সঞ্জীবিত রাখবো। আর যে তা ছিন্ন করবে, আমি তাকে (আমার থেকে) ছিন্ন করবো।

٢٤٤٦. بَابُ يُبَلُّ الرَّحِمَ بِبَلاَلِهَا

২৪৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ রক্ত সম্পর্ক সঞ্জীবিত হয়, যদি সুসম্পর্কের দ্বারা তা সিঞ্চন করা হয়

٥٥٦٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ إِنَّ آلَ أَبِي قَالَ عَمْرٌو فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بَيَاضٌ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ

وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ * زَادَ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلٰكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا يَعْنِي أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا -

৫৫৬৪ 'আমর ইব্‌ন আব্বাস (র)...... 'আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে উচ্চস্বরে বলতে শুনেছি, আস্তে নয়। তিনি বলেছেন ঃ অমুকের বংশ আমার বন্ধু নয়। 'আমর বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফরের কিতাবে বংশের পরে জায়গা খালি রয়েছে। (কোন বংশের নাম উল্লেখ নাই)। আমার বন্ধু, বরং আমার বন্ধু আল্লাহ্ ও নেককার মু'মিনগণ। আনবাসা ভিন্ন সূত্রে 'আম্‌র ইব্‌ন 'আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ থেকে আমি শুনেছি ঃ বরং তাদের সাথে (আমার) আত্মীয়তার হক রয়েছে, আমি সুসম্পর্কের রস দিয়ে তা সঞ্জীবিত রাখি।

٢٤٤٧ . بَابُ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي

২৪৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়

٥٥٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو وَفِطْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ لَمْ يَرْفَعْهُ الأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَ رَفَعَهُ حَسَنٌ وَفِطْرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي ، وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا -

৫৫৬৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী সুফিয়ান বলেন, 'আমাশ এ হাদীস মারফূ'রূপে বর্ণনা করেন নি। অবশ্য হাসান (ইব্‌ন আম্‌র) ও ফিত্‌র (র.) একে নবী ﷺ থেকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়। বরং আত্মীয়তার হক আদায়কারী সে ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরও তা বজায় রাখে।

٢٤٤٨. بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

২৪৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ যে লোক মুশরিক অবস্থায় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, তারপর ইসলাম গ্রহণ করে

٥٥٦٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَرَأَيْتَ أُمُوْرًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ لِيَ فِيْهَا مِنْ أَجْرٍ قَالَ حَكِيْمٌ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا

سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ * وَ يُقَالُ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْيَمَانِ أَتَحَنَّثُ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَصَالِحٌ وَ ابْنُ الْمُسَافِرُ أَتَحَنَّثُ ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ التَّحَنُّثُ التَّبَرُّرُ وَتَابَعَهُمْ هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ -

৫৫৬৬ আবুল ইয়ামান (র)...... হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জাহিলী অবস্থায় অনেক সাওয়াবের কাজ করেছি। যেমন, আত্মীয়তার হক আদায়, গোলাম আযাদ এবং দান-খয়রাত, এসব কাজে কি আমি কোন সাওয়াব পাব? হাকীম (রা) বলেন, তখন রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ পূর্বের এসব নেকীর কাজের দরুনইতো তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে পেরেছ। ইমাম বুখারী (র) অন্যত্র আবুল ইয়ামান সূত্রে (আতাহান্নাছুর স্থলে) আতাহান্নাতু বর্ণনা করেছেন। (উভয় শব্দের অর্থ একই)। মা'মার, সালিহ্ ও ইব্ন মুসাফিরও আতাহান্নাছু রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, তাহান্নুছু অর্থ নেক কাজ করা। ইব্ন শিহাব তাঁর পিতা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٤٩. بَابُ مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرِهِ حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا

২৪৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ অন্যের শিশু কন্যাকে নিজের সাথে খেলাধুলা করতে বাধা না দেওয়া অথবা তাকে চুম্বন দেওয়া, তার সাথে হাসি-ঠাট্টা করা

٥٥٦٧ حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَعَ أَبِيْ وَعَلَيَّ قَمِيْصٌ أَصْفَرُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَنَهْ سَنَهْ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِيْ أَبِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَبْلِيْ وَأَخْلِقِيْ ثُمَّ أَبْلِيْ وَأَخْلِقِيْ ثُمَّ أَبْلِيْ و أَخْلِقِيْ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَقِيَتْ حَتَّ ذَكَرَ يَعْنِيْ مِنْ بَقَائِهَا -

৫৫৬৭ হিব্বান (র)...... উম্মে খালিদ বিন্‌ত খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসলাম। আমার গায়ে তখন হলুদ রং এর জামা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সানাহ্ সানাহ্। আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, হাবশী ভাষায় এর অর্থ সুন্দর, সুন্দর। উম্মে খালিদ বলেন ঃ আমি তখন মোহরে নবূওয়াত নিয়ে খেলতে লাগলাম। আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ওকে (নিজ অবস্থায়) ছেড়ে দাও। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমার বস্ত্র পুরোনো কর ও জীর্ণ কর, আবার পুরোনো কর, জীর্ণ কর, আবার পুরোনো কর জীর্ণ কর। তিনবার বললেন। আবদুল্লাহ্ (র) বলেন ঃ তিনি দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হিসেবে (লোকের মধ্যে) আলোচিত হয়েছিলেন।

٢٤٥٠. بَابُ رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيْلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ إِبْرَاهِيْمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ

২৪৫০. পরিচ্ছেদ ঃ সন্তানকে আদর-স্নেহ করা, চুমু দেওয়া ও আলিঙ্গন করা। সাবিত (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ (তাঁর পুত্র) ইব্রাহীমকে চুমু দিয়েছেন ও তার ঘ্রাণ নিয়েছেন

٥٥٦٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ يَعْقُوْبَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نُعْمٍ قَالَ كُنْتُ شَاهِدًا لِابْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ انْظُرُوْا إِلٰى هٰذَا يَسْأَلُنِيْ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضِ وَقَدْ قَتَلُوْا ابْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا -

৫৫৬৮ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)...... ইব্ন আবূ নু'য়াইম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে একটি লোক মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন ঃ কোন্ দেশের লোক তুমি? সে বললো ঃ আমি ইরাকের অধিবাসী। ইব্ন উমর (রা) বললেন ঃ তোমরা এর দিকে লক্ষ্য কর, সে আমাকে মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, অথচ তারা নবী ﷺ -এর সন্তান (হুসাইন)-কে হত্যা করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ওরা দু'জন (হাসান ও হুসাইন) পৃথিবীতে আমার দু'টি সুগন্ধি ফুল।

٥٥٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِيْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِيْ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ -

৫৫৬৯ আবুল ইয়ামান (র)...... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক মহিলা দু'টি মেয়ে সাথে নিয়ে আমার কাছে এসে কিছু চাইলো। আমার কাছে একটি খুরমা ছাড়া আর কিছুই সে পেলো না। আমি তাকে সেটি দিয়ে দিলাম। মহিলা তার দু'মেয়েকে খুরমাটি ভাগ করে দিল। তারপর সে উঠে বের হয়ে গেল। ইতিমধ্যে নবী ﷺ এলেন। আমি তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। তখন তিনি বললেন ঃ যাকে এ সকল কন্যা সন্তান দিয়ে কোন পরীক্ষায় ফেলা হয়, এরপর সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আড় স্বরূপ হবে।

٥٥٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمُقْبُرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سُلَيْم حَدَّثَنَا أَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَأُمَامَةُ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا -

৫৫৭০ আবুল ওয়ালীদ (র)...... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার নবী ﷺ আমাদের সামনে এলেন। তখন উমামা বিন্‌ত আবুল আস তাঁর কাঁধের উপর ছিলেন। এমতাবস্থায় নবী ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন। যখন তিনি রুকূতে যেতেন, তাকে নামিয়ে রাখতেন, আবার যখন উঠে দাঁড়াতেন, তখন তাকেও উঠিয়ে নিতেন।

٥٥٧١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِيُّ جَالِسًا ، فَقَالَ الأَقْرَعُ إِنَّ لِيَ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ -

৫৫৭১ আবুল ইয়ামান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার হাসান ইব্‌ন আলীকে চুম্বন করেন। ঐ সময় তাঁর নিকট আক্‌রা ইব্‌ন হাবিস তামীমী (রা) বসা ছিলেন। আক্‌রা ইব্‌ন হাবিস (রা) বললেন ঃ আমার দশটি পুত্র আছে, আমি তাদের কাউকেই কোন দিন চুম্বন করিনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দিকে তাকালেন, তারপর বললেন ঃ যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না।

٥٥٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ تُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ -

৫৫৭২ মুহম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললো। আপনারা শিশুদের চুম্বন করে থাকেন, কিন্তু আমরা ওদের চুম্বন করি না। নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ যদি তোমার অন্তর থেকে রহমত উঠিয়ে নেন, তবে আমি কি তোমার উপর (তা ফিরিয়ে দেওয়ার) অধিকার রাখি?

٥٥٧٣ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا

تَسْقِيْ إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ ، أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَتَرَوْنَ هٰذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْنَا لاَ ، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَتَطْرَحَهُ ، فَقَالَ اللهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا -

৫৫৭৩ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম (র)...... উমর উব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ -এর নিকট কিছু সংখ্যক বন্দী আসে। বন্দীদের মধ্যে একজন মহিলা ছিল। তার স্তন দুধে পূর্ণ ছিল। সে বন্দীদের মধ্যে কোন শিশু পেলে তাকে ধরে কোলে নিত এবং দুধ পান করাত। নবী ﷺ আমাদের বললেন ঃ তোমরা কি মনে করো এ মহিলা তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারে? আমরা বললাম ঃ না। ফেলার ক্ষমতা রাখলে সে কখনো ফেলবে না। তারপর তিনি বললেন ঃ এ মহিলাটি তার সন্তানের উপর যতটুকু দয়ালু, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার উপর তদাপেক্ষা অধিক দয়ালু।

٢٤٥١ . بَابُ جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ

২৪৫১. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ দয়া-মায়াকে একশ' ভাগে ভাগ করেছেন

٥٥٧٤ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ جُزْأً وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْأً وَاحِدًا ، فَمِنْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعُ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيْبَهُ -

৫৫৭৪ হাকাম ইব্‌ন নাফি' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ রহমতকে একশ ভাগে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আর পৃথিবীতে একভাগ নাযিল করেছেন। ঐ একভাগের কারণেই সৃষ্ট জগত একে অন্যের উপর দয়া করে। এমনকি ঘোড়া তার বাচ্চার উপর থেকে পা তুলে নেয় এ ভয়ে যে, সে ব্যথা পাবে।

٢٤٥٢ . بَابُ قَتْلِ الْوَلَدِ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ

২৪৫২. পরিচ্ছেদ ঃ সন্তান খাবে, এ ভয়ে তাকে হত্যা করা

٥٥٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ ، قَالَ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ -

৫৫৭৫ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)...... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল। কোন্ গুনাহ সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন ঃ কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বললেন ঃ তারপরে কোন্টি? নবী ﷺ বললেন ঃ তোমার সাথে খাবে, এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। তিনি বললেন ঃ তারপরে কোন্টি? নবী ﷺ বললেন ঃ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা। তখন নবী ﷺ -এর কথার সত্যতা ঘোষণা করে নাযিল হলো ঃ আর যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্কে ডাকে না।

٢٤٥٢. بَابُ وَضْعِ الصَّبِيِّ فِي الْحِجْرِ

২৪৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ শিশুকে কোলে নেওয়া

٥٥٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ صَبِيًّا فِيْ حَجْرِهِ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ -

৫৫৭৬ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি শিশুকে নিজের কোলে নিলেন। তারপর তাকে তাহ্নীক'[১] করালেন। শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। তখন তিনি পানি আনতে বললেন এবং তা (পেশাবের স্থানে) ঢেলে দিলেন।

٢٤٥٣ . بَابُ وَضْعِ الصَّبِيِّ عَلَى الْفَخِذِ

২৪৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ শিশুকে রানের উপর রাখা

٥٥٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَارِمٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا تَمِيْمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ يُحَدِّثُهُ أَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْخُذُنِيْ فَيُقْعِدُنِيْ عَلَى فَخِذِهِ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الأُخْرَي ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّيْ اَرْحَمُهُمَا ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ التَّيْمِيُّ فَوَقَعَ فِيْ قَلْبِيْ مِنْهُ شَيْءٌ قُلْتُ حَدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِيْ عُثْمَانَ ، فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدِيْ مَكْتُوْبًا فِيْمَا سَمِعْتُ -

৫৫৭৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... উসামা ইব্ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে হাতে ধরে তাঁর এক রানের উপর বসাতেন এবং হাসানকে বসাতেন অন্য রানে। তারপর উভয়কে একত্রে মিলিয়ে দিতেন। পরে বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনি এদের

১. নবজাতকের মুখে খুরমা চিবানো রস দেয়াকে 'তাহনীক' বলে।

উভয়কে রহম করুন, কেননা আমিও এদের ভালবাসি। অপর এক সূত্রে তামীমী বলেন, এ হাদীসটির ব্যাপারে আমার অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক হলো। মনে মনে ভাবলাম, আবূ উসমান থেকে আমি এতো এতো হাদীছ বর্ণনা করেছি; এ হাদীসটি মনে হয় তার থেকে শুনিনি। পরে অনুসন্ধান করে দেখলাম যে, আবূ উসমানের কাছ থেকে শ্রুত যে সব হাদীস আমার কাছে লিখিত ছিল, তার মধ্যে এটি পেয়ে গেলাম।

٢٤٥٥ . بَابُ حُسْنِ الْعَهْدِ مِنَ الإِيْمَانِ

২৪৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ সম্মানিত ব্যক্তির সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা ঈমানের অংশ

٥٥٧٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِيْ بِثَلاَثِ سِنِيْنَ ، لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا ، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يَهْدِيْ فِيْ خُلَّتِهَا مِنْهَا -

৫৫৭৮ 'উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অন্য কোন নারীর উপর ততটা ঈর্ষান্বিত ছিলাম না, যতটা ঈর্ষান্বিত ছিলাম খাদীজার উপর। অথচ আমার বিবাহের তিন বছর পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। কারণ, আমি শুনতে পেতাম, নবী ﷺ তাঁর নাম উল্লেখ করতেন। আর জান্নাতের মধ্যে মনি মুক্তার একটি ঘরের সুসংবাদ খাদীজাকে শোনাবার জন্যে তাঁর রব তাঁকে আদেশ দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনও বক্‌রী যবেহ্ করলে তার একটি অংশ খাদীজার বান্ধবীদের কাছে অবশ্যই পাঠিয়ে দিতেন।

٢٤٥٦ . بَابُ فَضْلِ مَنْ يَعُوْلُ يَتِيْمًا

২৪৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারীর ফযীলত

٥٥٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِيْ الْجَنَّةِ هَكَذَا وَ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى -

৫৫৭৯ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আবদুল ওহাব (র)...... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে (পাশাপাশি) থাকবো। এ কথা বলার সময় তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে ইশারা করে দেখান।

٢٤٥٧ . بَابُ السَّاعِيْ عَلَى الأَرْمَلَةِ

২৪৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ বিধবার ভরণ-পোষণের চেষ্টাকারী

٥٥٨٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّاعِيْ عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ ، كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، أَوْ كَالَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ ، وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ -

৫৫৮০ ইসমাঈল ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... সাফওয়ান ইব্ন সুলায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিধবা ও মিস্‌কীনদের ভরণপোষণের চেষ্টা করে, সে আল্লাহ্‌র পথের জিহাদকারীর ন্যায়। অথবা সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে দিনে সিয়াম পালন করে ও রাতে (নফ্‌ল ইবাদতে) দাঁড়িয়ে থাকে।

٥٥٨١ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدَّيْلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيْعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৫৫৮১ ইসমাঈল (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٥٨ . بَابُ السَّاعِيْ عَلَى الْمِسْكِيْنِ

২৪৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ মিসকীনদের অভাব দূরীকরণের চেষ্টারত ব্যক্তি সম্পর্কে

٥٥٨٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ السَّاعِيْ عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ يَشُكُّ الْقَعْنَبِيُّ كَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ ، وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ

৫৫৮২ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করার চেষ্টায়রত ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীর তুল্য। (ইমাম বুখারী (র) বলেন) আমার ধারণা যে কা'নাবী (বুখারীর উস্তাদ আবদুল্লাহ্) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ঃ সে সারারাত দণ্ডায়মান ব্যক্তির ন্যায় যে (ইবাদতে) ক্লান্ত হয় না এবং এমন সিয়াম পালনকারীর ন্যায়, যে সিয়াম ভাঙ্গে না।

٢٤٥٩ . بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ

২৪৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ মানুষ ও পশুর প্রতি দয়া

٥٥٨٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِيْ سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً ، فَظَنَّ أَنَّا

اشْتَقْنَا أَهْلَنَا وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِيْ أَهْلِنَا ، فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَفِيْقًا رَحِيْمًا ، فَقَالَ ارْجِعُوْا إِلَى أَهْلِيْكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ -

৫৫৮৩ মুসাদ্দাদ (র)...... আবূ সুলায়মান মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা কয়েকজন নবী ﷺ-এর দরবারে এলাম। তখন আমরা ছিলাম, প্রায় সমবয়সী যুবক। বিশ দিন তাঁর কাছে অমরা অবস্থান করলাম। তিনি বুঝতে পারলেন, আমরা আমাদের পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যেতে উদগ্রীব হয়ে পড়েছি। যাদের আমরা বাড়িতে রেখে এসেছি। তাদের সম্পর্কে তিনি আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা তা তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয় ও দয়ালু। তাই তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাও। তাদের (কুরআন) শিক্ষা দাও, (সৎ কাজের) আদেশ কর এবং যে ভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ ঠিক সেভাবে সালাত আদায় কর। যখন সালাতের ওয়াক্ত হবে, তখন তোমাদের একজন আযান দেবে এবং যে তোমাদের মধ্যে বড় সে ইমামতি করবে।

٥٥٨٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِيْ كَانَ بَلَغَ بِيْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا فَقَالَ فِيْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ -

৫৫৮৪ ইসমাঈল (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ একদা এক ব্যক্তি পথে হেঁটে যাচ্ছিল। তার তীব্র পিপাসা লাগে। সে একটি কূপ পেয়ে গেল। সে তাতে অবতরণ করলো এবং পানি পান করলো, তারপরে উঠে এলো। হঠাৎ দেখলো, একটি কুকুর হাপাচ্ছে। পিপাসায় কাতর হয়ে কাদা চাটছে। লোকটি ভাবলো, এ কুকুরটি পিপাসায় সেরূপ কষ্ট পাচ্ছে, যেরূপ কষ্ট আমার হয়েছিল। তখন সে কূপে অবতরণ করলো এবং তার মোজার মধ্যে পানি ভরলো, তারপর মুখদিয়ে তা (কামড়িয়ে) ধরে উপরে উঠে এলো। তারপর সে কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ্ তাকে এর প্রতিদান দিলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ জীব-জন্তুর জন্যও কি আমাদের পুরস্কার আছে? তিনি বললেন ঃ হাঁ প্রত্যেক দয়ার্দ্র হৃদয়ের অধিকারীদের জন্যে পুরস্কার আছে।

٥٥٨٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ صَلاَةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَ هُوَ فِيْ الصَّلاَةِ اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا يُرِيْدُ رَحْمَةَ اللهِ -

৫৫৮৫ আবুল ইয়ামান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার সালাতে দাঁড়ান । আমরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলাম। এ সময় এক বেদুঈন সালাতের মধ্যে থেকেই বলে উঠলো ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমার ও মুহাম্মদের উপর রহম করো এবং আমাদের সাথে আর কারো প্রতি রহম করো না। নবী ﷺ সালাম ফিরানোর পর বেদুঈন লোকটিকে বললেন ঃ তুমি একটি প্রশস্ত জিনিসকে অর্থাৎ আল্লাহ্র রহমতকে সংকুচিত করেছো।

٥٥٨٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى -

৫৫৮৬ আবূ নু'আয়ম (রা)...... নু'মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি মু'মিনদের পারস্পরিক দয়া ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যখন দেহের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ গ্রহণ করে।

٥٥٨٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ -

৫৫৮৭ আবুল ওয়ালীদ (রা)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলমান যদি কোন গাছ লাগায়, তা থেকে কোন মানুষ বা জানোয়ার যদি কিছু খায়. তবে তা তার জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।

٥٥٨٨ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ -

৫৫৮৮ উমর ইব্ন হাফ্স (র)...... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (সৃষ্টির প্রতি) দয়া করে না, (স্রষ্টার পক্ষ থেকে) তার প্রতি দয়া করা হবে না।

٢٤٦٠ . بَابُ الْوَصَاةِ بِالْجَارِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَى قَوْلِهِ مُخْتَالاً فَخُوْرًا -

২৪৬০. পরিচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর জন্য অসীয়ত। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিস্‌কীন, নিকটবর্তী প্রতিবেশী, দূরবর্তী প্রতিবেশী, সাথী-সঙ্গী, পথিক এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীর সাথেও। আল্লাহ্‌ গর্বিত অহংকারী লোককে কখনও ভালবাসেন না

٥٥٨٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا زَالَ يُوْصِيْنِيْ جِبْرِيْلُ بِالْجَارِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ -

৫৫৮৯ ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ উয়াইস (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে জিবরাঈল (আ) সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে অসীয়ত করে থাকেন। এমনকি, আমার মনে হয়, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।

٥٥٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ -

৫৫৯০ মুহাম্মদ ইব্‌ন মিনহাল (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ জিব্‌রাঈল (আ) বরাবরই আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অসীয়ত করে থাকেন। এমনকি আমার মনে হয় যে, অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।

٢٤٦١ . بَابُ إِثْمِ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ، يُوْبِقُهُنَّ يُهْلِكُهُنَّ مَوْبِقًا مَهْلِكًا

২৪৬১. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না, তার গুনাহ

٥٥٩١ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَيُؤْمِنُ قِيْلَ وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ * تَابَعَهُ شَبَابَةُ وَأَسَدُ بْنُ مُوْسٰى * قَالَ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدُ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ -

৫৫৯১ আসিম ইব্‌ন আলী (র)...... আবূ শুরায়হ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একদা বলছিলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহ্‌র কসম! সে লোক মুমিন নয়! আল্লাহ্‌র কসম। সে লোক মু'মিন নয়। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ কে সে লোক? তিনি বললেনঃ যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না।

٢٤٦٢ . بَابُ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا

২৪৬২. পরিচ্ছেদ ঃ কোন প্রতিবেশী নারী তার প্রতিবেশী নারীকে তুচ্ছ মনে করবে না

٥٥٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ هُوَ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ -

৫৫৯২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেন ঃ হে মুসলিম মহিলাগণ। কোন প্রতিবেশী নারী যেন তার অপর প্রতিবেশী নারীকে (তার পাঠানো হাদিয়া ফেরত দিয়ে) হেয় প্রতিপন্ন না করে। যদিও তা বক্‌রীর পায়ের ক্ষুর হোক না কেন।

٢٤٦٣ . بَابُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ

২৪৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনে ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়

٥٥٩٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ -

৫৫৯৩ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তে ও আখিরাতের দিনে ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে আল্লাহ্ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে লোক আল্লাহ্ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা চুপ করে থাকে।

٥٥٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ

وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، جَائِزَتَهُ ، قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَ الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ -

৫৫৯৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)...... আবূ শুরায়হ্ 'আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কথা বলেছিলেন, তখন আমার দু'কান (সে কথা) শুনছিলো ও আমার দু'চোখ (তাঁকে) দেখছিলো। তিনি বলছিলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে তার প্রাপ্যের ব্যাপারে। জিজ্ঞেস করা হলো : মেহমানের প্রাপ্য কি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তিনি বললেন : একদিন একরাত ভালরূপে মেহমানদারী করা আর তিন দিন হল (সাধারণ) মেহমানদারী, আর তার চেয়েও বেশী হলে তা হল তার প্রতি অনুগ্রহ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরব থাকে।

٢٤٦٤ . بَابُ حَقِّ الْجِوَارِ فِيْ قُرْبِ الأَبْوَابِ

২৪৬৪. পরিচ্ছেদ : প্রতিবেশীদের অধিকার নির্ধারিত হবে দরজার নিকটবর্তীতার দ্বারা

٥٥٩٥ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيَ جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا -

৫৫৯৫ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। আমি তাদের কার নিকট হাদিয়া পাঠাব? তিনি বললেন : যার দরজা (ঘর) তোমার নিকটবর্তী, তার কাছে (পাঠাবে)।

٢٤٦٥ . بَابُ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ

২৪৬৫. পরিচ্ছেদ : প্রত্যেক সৎ কাজই সাদাকা

٥٥٩٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ -

৫৫৯৬ আলী ইব্ন 'আয়্যাশ (রা)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক সৎ কাজই সাদাকা।

٥٥٩٧ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ ، قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ ، قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ ، قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوْفِ ، قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ -

৫৫৯৭ আদম (র)...... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ প্রত্যেক মুসলমানেরই সাদাকা করা আবশ্যক। উপস্থিত লোকজন বললো ঃ যদি সে সাদাকা করার মত কিছু না পায়। তিনি বললেন ঃ তাহলে সে নিজের হাতে কাজ করবে। এতে সে নিজেও উপকৃত হবে এবং সাদাকা করবে। তারা বলল ঃ যদি সে সক্ষম না হয় অথবা বলেছেন ঃ যদি সে না করে? তিনি বললেন ঃ তা হলে সে যেন বিপদগ্রস্থ মাযলূমের সাহায্য করে। লোকেরা বলল ঃ সে যদি তা না করে? তিনি বললেন ঃ তা হলে সে সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অথবা বলেছেন, সাওয়াবের কাজের আদেশ দিবে। তারা বলল ঃ তাও যদি সে না করে? তিনি বললেন ঃ তা হলে সে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকে। কারণ, এই তার জন্য সাদাকা।

٢٤٦٦ . بَابُ طِيْبِ الْكَلَامِ ، وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ -

২৪৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ মধুর ভাষা সাদাকা। আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, মধুর ভাষাও হল সাদাকা

٥٥٩٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، قَالَ شُعْبَةُ أَمَّا مَرَّتَيْنِ فَلاَ أَشُكُّ ، ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ -

৫৫৯৮ আবুল ওয়ালীদ (র)...... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ জাহান্নামের আগুনের কথা উল্লেখ করলেন। তারপর তা থেকে পানাহ চাইলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পরে আবার জাহান্নামের আগুনের কথা উল্লেখ করলেন, তারপর তা থেকে পানাহ চাইলেন এবং তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন। শু'বা (র) বলেন ঃ দু'বার যে বলেছেন, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তারপর নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাক এক টুক্রা খেজুর দিয়ে হলেও। যদি তা না পাও, তাহলে মধুর ভাষা বিনিময়ে।

٢٤٦٧ . بَابُ الرِّفْقِ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ

২৪৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ সকল কাজে নম্রতা

٥٥٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ -

৫৫৯৯ আবদুল আযীয (র)...... নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদীদের একটি দল নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল ঃ السَّامُ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর মৃত্যু আসুক। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি এ কথার অর্থ বুঝলাম এবং বললাম ঃ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ তোমাদের উপরও মৃত্যু ও লা'নত আসুক। আয়েশা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ থাম, হে আয়েশা! আল্লাহ্ সকল কাজে নম্রতা ভালবাসেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অপনি কি শোনেন নি, তারা কি বলেছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি বলেছি عَلَيْكُمْ এবং তোমাদের উপরও।

٥٦٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامُوْا إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَتُزْرِمُوْهُ ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ -

৫৬০০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল ওহ্হাব (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করলো। লোকেরা উঠে (তাকে মারার জন্য) তার দিকে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তার পেশাব করা বন্ধ করো না। তারপর তিনি এক বালতি পানি আনালেন এবং পানি পেশাবের উপর ঢেলে দেয়া হলো।

٢٤٦٨ . بَابُ تَعَاوُنِ الْمُؤْمِنِيْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

২৪৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ মু'মিনদের পরস্পর সহযোগিতা

٥٦٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ

بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا إِذَا جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ أَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ -

৫৬০১ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আবূ মূসা (আশ'আরী) (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : মু'মিন মু'মিনের জন্য ইমরাতের ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে রাখে। এরপর তিনি (হাতের) আঙ্গুলগুলো (আরেক হাতের) আঙ্গুলে (এর ফাঁকে) ঢুকালেন। তখন নবী ﷺ উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি কিছু প্রশ্ন করার জন্য কিংবা কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য এল। তখন নবী ﷺ আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন : তোমরা তার জন্য (কিছু দেওয়ার) সুপারিশ করো। এতে তোমাদের সাওয়াব দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তাঁর নবীর আবেদন অনুযায়ী যা ইচ্ছা তা করেন।

٢٤٦٩ . بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، كِفْلٌ نَصِيبٌ ، قَالَ أَبُوْ مُوْسَى كِفْلَيْنِ أَجْرَيْنِ بِالْحَبَشِيَّةِ -

২৪৬৯. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করবে, সে ঐ কাজের সওয়াবের একটা অংশ পাবে।...... ক্ষমতাবান পর্যন্ত। كفل অর্থ অংশ। আবূ মূসা (রা) বলেছেন : হাব্‌শী ভাষায় 'কিফ্‌লাইন শব্দের অর্থ হলো, দ্বিগুণ সাওয়াব

٥٦٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِهِ مَا شَاءَ -

৫৬০২ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এ নিকট কোন ভিখারী অথবা অভাবগ্রস্থ লোক আসলে তিনি বল্‌তেন : তোমরা সুপারিশ করো, তাহলে তোমরা সাওয়াব পাবে। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের দু'আ অনুযায়ী যা ইচ্ছা তা দেন।

٢٤٧٠ . بَابُ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا

২৪৭০. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ অশালীন ছিলেন না, আর ইচ্ছা করে অশালীন উক্তি করতেন না।

٥٦٠٣ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ سَمِعْتُ مَسْرُوْقًا قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ

مَسْرُوْق قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو حِيْنَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْكُوْفَةِ فَذَكَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا -

৫৬০৩ হাফস্ ইব্ন উমর ও কুতায়বা (র)........... 'মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)-এর নিকট এমন সময় গেলাম, যখন তিনি মু'আবিয়া (র)-এর সাথে কুফায় আগমন করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা উল্লেখ করে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বভাবগত অশালীন ছিলেন না, আর ইচ্ছাকৃতভাবেও অশালীন উক্তি করতেন না। তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে স্বভাবে সর্বোত্তম।

٥٦٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُوْدَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوْا السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْكُمْ ، قَالَ مَهْلاً يَا عَائِشَةَ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ ، قَالَتْ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا ؟ قَالَ أَوَ لَمْ تَسْمَعِيْ مَا قُلْتُ ، رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ ، فَيُسْتَجَابُ لِيْ فِيْهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ -

৫৬০৪ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার একদল ইয়াহূদী নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললো ঃ আস্-সামু আলাইকুম ! (আপনার উপর মরণ আসুক)। আয়েশা (রা) বললেন ঃ তোমাদের উপরই এবং তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত ও গযব পতিত হোক। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হে আয়েশা! তুমি একটু থামো। নম্রতা অবলম্বন করা তোমার কর্তব্য। রূঢ় ব্যবহার ও অশালীন আচরণ পরিহার করো। 'আয়েশা (রা) বললেন ঃ তারা যা বলেছে, তা কি আপনি শোনেন নি? তিনি বললেন ঃ আমি যা উত্তর দিলাম, তুমি তা শোননি? আমি তাদের এ কথাটা তাদের উপর ফিরিয়ে দিয়েছি। সুতরাং আমার কথাই তাদের ব্যাপারে কবূল হবে আর আমার ব্যাপারে তাদের কথা কবূল হবে না।

٥٦٠٥ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَحْيٰ هُوَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ سَبَّابًا وَلاَ فَحَّاشًا وَلاَ لَعَّانًا كَانَ يَقُوْلُ لأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتِبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ جَبِيْنُهُ -

৫৬০৫ আস্‌বাগ (র)...... আনস্ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ গালি-গালাজকারী, অশালীন ও অভিশাপদাতা ছিলেন না। তিনি আমাদের কারো উপর নারায হলে, কেবল এতটুকু বলতেন, তার কি হলো। তার কপাল ধুলাময় হোক।

٥٦٠٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ بِئْسَ أَخُوْ الْعَشِيْرَةِ وَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ ، فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِيْ وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِدْتِنِيْ فَحَّاشًا إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ -

৫৬০৬ 'আমর ইব্‌ন 'ঈসা (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি লোকটিকে দেখে বললেন ঃ সে সমাজের নিকৃষ্ট লোক এবং সমাজের দুষ্ট সন্তান। এরপর সে যখন এসে বসলো, তখন নবী ﷺ তার সামনে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং উদারতার সাথে মেলামেশা করেন। লোকটি চলে গেলে আয়েশা (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূল্লাহ্! যখন আপনি লোকটিকে দেখলেন তখন তার সম্পর্কে এরূপ বললেন, পরে তার সাথে আপনি সহাস্যে ও উদার প্রাণে সাক্ষাৎ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আয়েশা। তুমি কখন আমাকে অশালীন রূপে পেয়েছ? কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যার বদ স্বভাবের কারণে মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে।

٢٤٧١ . بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبُخْلِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ وَقَالَ أَبُوْ ذَرٍّ لَمَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِأَخِيْهِ ارْكَبْ إِلَى هٰذَا الْوَادِيْ فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ، فَرَجَعَ فَقَالَ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

২৪৭১. পরিচ্ছেদ ঃ সচ্চরিত্রতা, দানশীলতা ও কৃপণতা ঘৃণ্য হওয়া সম্পর্কে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী ﷺ মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে দানশীল ছিলেন। আর রামযান মাসে তিনি আরও বেশী দানশীল হতেন। আবূ যার (রা) বর্ণনা করেন, যখন তাঁর কাছে নবী ﷺ -এর আবির্ভাবের সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি তাঁর ভাইকে বললেন ঃ তুমি এই মক্কা উপত্যকার দিকে সফর কর এবং তাঁর বাণী শুনে এসো। তাঁর ভাই ফিরে গিয়ে বললেন ঃ আমি তাঁকে উত্তম চরিত্রের নির্দেশ দিতে দেখেছি

٥٦٠٧ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ ذَاتَ

لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ لَنْ تُرَاعُوْا لَنْ تُرَاعُوْا وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لأَبِيْ طَلْحَةَ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِيْ عُنُقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ -

৫৬০৭ 'আমর ইব্ন 'আওন (র)...... আনাস্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সবার চাইতে অধিক দানশীল এবং লোকদের মধ্যে সর্বাধিক সাহসী ছিলেন। একদা রাতের বেলায় (একটি বিকট আওয়ায শুনে) মদীনাবাসীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই লোকেরা সেই শব্দের দিকে রওনা হয়। তখন তাঁরা নবী ﷺ কে সামনা-সামনি পেলেন, তিনি সে আওয়াযের দিকে লোকদের আগেই বের হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন ঃ তোমরা ঘাবড়িওনা, তোমরা ঘাবড়িওনা, (আমি দেখে এসেছি, কিছুই নেই)। এ সময় তিনি আবূ তাল্হা (রা)-এর জিন বিহীন ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন। আর তাঁর কাঁধে একখানা তলোয়ার ঝুলছিল। এরপর তিনি বললেন ঃ অবশ্য এ ঘোড়াটিকে আমি সমুদ্রের মত (দ্রুতগামী) পেয়েছি।। অথবা বললেন ঃ এ ঘোড়াটিতো একটি সমুদ্র।

٥٦٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لاَ -

৫৬০৮ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর নিকট এমন কোন জিনিসই চাওয়া হয় নি, যার উত্তরে তিনি 'না' বলেছেন।

٥٦٠٩ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَقِيْقٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو يُحَدِّثُنَا إِذْ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَإِنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا -

৫৬০৯ উমর ইব্ন হাফ্স (র)...... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) এর নিকট বসাছিলাম। তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বভাবত অশালীন ছিলেন না এবং তিনি ইচ্ছা করেও কাউকে অশালীন কথা বলতেন না। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের মধ্যে যার স্বভাব-চরিত্র ভাল, সেই তোমাদের মধ্যে সব চাইতে উত্তম।

٥٦١٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِبُرْدَةٍ فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ أَتَدْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ فَقَالَ الْقَوْمُ

هِيَ شِمْلَةٌ فَقَالَ سَهْلٌ هِيَ شِمْلَةٌ مَنْسُوْجَةٌ فِيْهَا حَاشِيَتُهَا ، فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَكْسُوْكَ هٰذِه، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبِسَهَا ، فَرَاهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَحْسَنَ هٰذِهِ فَاكْسُنِيْهَا ، فَقَالَ نَعَمْ ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لاَمَهُ أَصْحَابُهُ قَالُوْا مَا أَحْسَنْتَ حِيْنَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهَا إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعَهُ ، فَقَالَ رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِيْنَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَعَلِّيْ أُكَفَّنُ فِيْهَا -

৫৬১০ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম (র)...... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক মহিলা নবী ﷺ -এর খেদমতে একখানা বুরদাহ্ নিয়ে আস্‌লেন। সাহল্ (রা) লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনারা কি জানেন বুরদাহ্ কী? তাঁরা বল্‌লেন ঃ তা চাদর। সাহ্‌ল (রা) বললেন ঃ এটি এমন চাদর যা ঝালরসহ বোনা হয়েছে। এরপর সেই মহিলা আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমি আপনাকে এটি পরিধানের জন্য দিলাম। নবী ﷺ চাদরখানা এমনভাবে গ্রহণ করলেন, যেন তাঁর এটির দরকার ছিল। এরপর তিনি এটি পরিধান করলেন। এরপর সাহাবীদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি সেটি তাঁর দেহে দেখে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা কতই না সুন্দর! আপনি এটি আমাকে দিয়ে দিন। নবী ﷺ বললেন ঃ 'হাঁ' (দিয়ে দেব)। নবী ﷺ উঠে চলে গেলেন, অন্যান্য সাহাবীরা তাঁকে দোষারোপ করে বললেন ঃ তুমি ভাল কাজ করোনি। যখন তুমি দেখলে যে, তিনি চাদরখানা এমনভাবে গ্রহণ করেছেন, যেন এটি তাঁর প্রয়োজন ছিল। এরপরও তুমি সেটা চেয়ে বসলে। অথচ তুমি অবশ্যই জানো যে, তাঁর কাছে যখনই কোন জিনিস চাওয়া হয়, তখন তিনি কাউকে কখনো বিমুখ করেন না। তখন সেই ব্যক্তি বললো ঃ যখন নবী ﷺ এটি পরিধান করেছেন, তখন তাঁর বরকত হাসিল করার আশায়ই আমি একাজ করেছি, যেন আমি এ চাদরটাকে আমার কাফন বানাতে পারি।

٥٦١١ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ حُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ ، قَالُوْا وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ -

৫৬১১ আবুল ইয়ামান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কিয়ামতের সময় ঘনিয়ে আসবে, ইল্‌ম কমে যাবে, অন্তরে কৃপণতা ঢেলে দেয়া হবে এবং হারজের আধিক্য হবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হারজ' কি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তিনি বললেন ঃ হত্যা, হত্যা।

٥٦١٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ سَمِعَ سَلاَمَ بْنُ مِسْكِيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا يَقُوْلُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ وَلاَ لِمَ صَنَعْتَ وَلاَ هَلاَّ صَنَعْتَ -

৫৬১২ মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দশ বছর পর্যন্ত নবী ﷺ -এর খেদমত করেছি। কিন্তু তিনি কখনো আমার প্রতি উঃ শব্দ বলেন নি। একথা জিজ্ঞাসা করেন নি, তুমি এ কাজ কেন করলে এবং কেন করলে না?

٢٤٧٢ . بَابُ كَيْفَ يَكُوْنُ الرَّجُلُ فِيْ أَهْلِهِ

২৪৭২. পরিচ্ছেদ ঃ মানুষ নিজ পরিবারে কি ভাবে চলবে

٥٦١٣ حَدَّثَنَاحَفْصُ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِيْ أَهْلِهِ ؟ قَالَتْ كَانَ فِيْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ -

৫৬১৩ হাফ্‌স্ ইব্‌ন উমর (র)...... আস্‌ওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ নবী ﷺ নিজ গৃহে কী কাজে রত থাকতেন? তিনি বল্‌লেন ঃ তিনি সাধারণ গৃহ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। আর যখন সালাতের সময় হয়ে যেতো, তখন উঠে সালাতে চলে যেতেন।

٢٤٧٣ . بَابُ الْمِقَةِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى

২৪৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ ভালাবাসা আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে আসে

٥٦١٤ حَدَّثَنَا عَمْرُوُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيْلَ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ، فَيُنَادِيْ جِبْرِيْلُ فِيْ أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوْهُ فُلاَنًا فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِيْ أَهْلِ الأَرْضِ -

৫৬১৪ আমর ইব্‌ন আলী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে ভালাবাসেন, তখন তিনি জিব্‌রাঈল (আ) কে ডেকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তুমিও তাকে ভালবাসবে। তখন জিব্‌রাঈল (আ) তাকে ভালবাসেন এবং তিনি আসমান বাসীদের নিকট ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা

অমুককে ভালবাসেন, অতএব তোমরাও তাকে ভালবাসবে। তখন আসমান বাসীরাও তাকে ভালবাসতে শুরু করে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে যমীন বাসীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করা হয়।

٢٤٧٤ . بَابُ الْحُبُّ فِي اللهِ

২৪৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে ভালবাসা

٥٦١٥ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَجِدُ أَحَدٌ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ للهِ وَحَتَّى أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ وَحَتَّى يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا -

৫৬১৫ আদাম (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না সে কোন মানুষকে একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসবে, আর যতক্ষণ না সে যে কুফরী থেকে আল্লাহ্ তাকে উদ্ধার করেছেন, তার দিকে ফিরে যাওয়ার চাইতে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সর্বাধিক প্রিয় মনে করবে এবং যতক্ষণ না আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হবেন।

٢٤٧٥ . بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ إِلَى قَوْلِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ -

২৪৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা একদল অপর দলের প্রতি উপহাস করবে না। সম্ভবতঃ উপহাস্য দল, উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম হতে পারে ...... আর তারাই যালিম

٥٦١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ زَمْعَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَنْفُسِ وَقَالَ بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَوُهَيْبٌ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ جَلْدَ الْعَبْدِ -

৫৬১৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাম্আ' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মানুষের বায়ু নির্গমনে কাউকে হাসতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কেন তার স্ত্রীকে ষাঁড়কে পিটানোর মত প্রহার করবে? পরে হয়ত, সে আবার তার সাথে গলাগলিও করবে। সাওরী, ওহায়ব ও আবূ মু'আবিয়া (র) হিশাম (র) থেকে বর্ণনা করেন, 'ষাঁড় পিটানোর' স্থলে 'দাসকে বেত্রাঘাত করার মত'।

٥٦١٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنِ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِنَى أَتَدْرُوْنَ أَيُّ يَوْمِ هٰذَا ؟ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ فَإِنَّ هٰذَا يَوْمٌ حَرَامٌ ، أَفَتَدْرُوْنَ أَيُّ بَلَدٍ هٰذَا ؟ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ ، أَتَدْرُوْنَ أَيُّ شَهْرٍ هٰذَا ؟ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا ، فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا -

৫৬১৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মিনায় (খুত্‌বা দানকালে) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি জানো আজ কোন্ দিন? সকলেই বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত আছেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আজ এইটি হারাম (সম্মানিত) দিন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা জান, এটি কোন্ শহর? সবাই জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্‌ওতাঁর রাসূলই বেশী জানেন। তখন তিনি বললেন ঃ এটি একটি হারাম (সম্মানিত) শহর। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি জান, এটা কোন্ মাস? তাঁরা বললেনঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই বেশী অবগত। তখন তিনি বললেন ঃ এটা একটা হারাম (সম্মানিত) মাস। তারপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের (একে অন্যের) জান, মাল ও ইজ্জত-আবরুকে হারাম করেছেন, যেমন হারাম তোমাদের এ দিনটি তোমাদের এ মাস ও তোমাদের এ শহর।

٢٤٧٦ . بَابُ مَا يُنْهٰى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ

২৪৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ গালি ও অভিশাপ দেওয়া নিষিদ্ধ

٥٦١٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ -

৫৬১৮ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানের গালি দেয়া ফাসিকী (কবীরা গুনাহ) এবং এক অন্যের সাথে মারামারি করা কুফ্‌রী। শু'বা (র) সূত্রে গুনদারও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٦١٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰ بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدَ الدِّيْلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَرْمِيْ رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوْقِ وَلاَ يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذٰلِكَ-

৫৬১৯ আবূ মা'মার (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ একজন অপর জনকে ফাসিক বলে যেন গালি না দেয় এবং একজন আর একজনকে যেন কাফির বলে অপবাদ না দেয়। কেননা, যদি সে তা না হয়ে থাকে, তবে তা তার উপরই পতিত হবে।

٥٦٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ لَعَّانًا وَلاَ سَبَّابًا كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَالَهُ تَرِبَ جَبِيْنُهُ -

৫৬২০ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান্ (র)...... আনাস্ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অশালীন, অভিশাপদাতা ও গালিদাতা ছিলেন না। তিনি কাউকে তিরস্কার করার সময় শুধু বলতেন ঃ তার কি হলো? তার কপাল ধূলাময় হোক।

٥٦٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ -

৫৬২১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... সাবিত ইব্‌ন যাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি গাছের নীচে বাই'আত গ্রহণকারীদের অন্যতম সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের উপর কসম খাবে, সে ঐ ধর্মেরই শামিল হয়ে যাবে, আর মানুষ যে জিনিসের মালিক নয়, এমন জিনিসের নযর আদায় করা তার উপর ওয়াজিব নয়। আর কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সে জিনিস দিয়েই তাকে আযাব দেওয়া হবে। কোন্ ব্যক্তি কোন মু'মিনের উপর অভিশাপ দিলে, তা তাকে হত্যা করারই শামিল হবে। আর কোন্ মুমিনকে কাফির বলে অপবাদ দিলে, তাও তাকে হত্যা করারই মত হবে।

٥٦٢٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ

قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ تَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ أَتَرَى بِي بَأْسٌ أَمَجْنُونٌ أَنَا اذْهَبْ -

৫৬২২ উমর ইব্ন হাফস্...... সুলায়মান ইব্ন সুরাদ (রা) নামক নবী ﷺ -এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ দু'জন লোক নবী ﷺ -এর সামনে একে অন্যকে গালি দিচ্ছিল। তাদের একজন এত ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে, তার চেহারা ফুলে বিগড়ে গিয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আমি অবশ্যই একটিই কালেমা জানি। যদি সে ঐ কালেমাটি পড়তো, তা হ'লে তার ক্রোধ চলে যেত। তখন এক ব্যক্তি তার নিকট গিয়ে নবী ﷺ -এর ঐ কথাটি তাকে জানালো। আর বললো যে, তুমি শয়তান থেকে পানাহ্ চাও। তখন সে বললো ঃ আমার মধ্যে কি কোন রোগ দেখা যাচ্ছে? আমি কি পাগল? তুমি চলে যাও।

٥٦٢٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَإِنَّهَا رُفِعَتْ ، وَعَسَى أَنْ يَكُوْنَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ -

৫৬২৩ মুসাদ্দাদ (র)...... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের 'লায়লাতুল কাদ্‌র' সম্বন্ধে জানানোর জন্য বেরিয়ে আসলেন। তখন দু'জন মুসলমান ঝগড়া করছিলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ আমি 'লায়লাতুল কাদ্‌র সম্পর্কে তোমাদের খবর দিতে বেরিয়ে এসেছিলাম। এ সময় অমুক, অমুক পরস্পর ঝগড়া করছিল। এজন্য ঐ খবরের 'ইল্‌ম' আমার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। এটা হয়তঃ তোমাদের জন্য কল্যাণকরই হবে। অতএব তোমরা তা রমযানের শেষ দশকের নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তালাশ করবে।

٥٦٢٤ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَعَلَى غُلاَمِهِ بُرْدًا ، فَقُلْتُ لَوْ أَخَذْتَ هَذَا فَلَبِسْتَهُ كَانَتْ حُلَّةٌ وَأَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ ، فَقَالَ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلاَمٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَنِلْتُ مِنْهَا فَذَكَرَنِيْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيْ أَسَابَبْتَ فُلاَنًا ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ اَ فَنِلْتَ مِنْ أُمِّهِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ عَلَى حِيْنِ سَاعَتِيْ هٰذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ ؟ قَالَ نَعَمْ هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ ، فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ ، فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ -

৫৬২৪ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাঁর উপর একখানা চাদর ও তাঁর গোলামের গায়ে একখানা চাদর দেখে বললাম, যদি আপনি ঐ চাদরটি নিতেন ও পরিধান করতেন, তাহলে আপনার এক জোড়া হয়ে যেত আর গোলামকে অন্য কাপড় দিয়ে দিতেন। তখন আবূ যার (রা) বললেন ঃ একদিন আমার ও আরেক ব্যক্তির মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। তার মা ছিল জনৈক অনারব মহিলা। আমি তার মা তুলে গালি দিলাম। তখন লোকটি নবী ﷺ -এর নিকট তা বলল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি অমুককে গালি দিয়েছ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেনঃ তুমি কি তার মা তুলে গালি দিয়েছ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই তুমিতো এমন ব্যক্তি যার মধ্যে জাহেলী যুগের আচরণ বিদ্যমান। আমি বললাম ঃ এখনো? এ বৃদ্ধ বয়সেও? তিনি বললেন ঃ হাঁ! তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা ওদের তোমাদের অধীন করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যার ভাইকে তার অধীন করে দেন, সে নিজে যা খায়, তাকেও যেন তা খাওয়ায়। সে নিজে যা পড়ে, তাকেও যেন তা পড়ায়। আর তার উপর যেন এমন কোন কাজের চাপ না দেয়, যা তার শক্তির বাইরে। আর যদি তার উপর এমন কঠিন কাজের চাপ দিতেই হয়, তাহলে সে নিজেও যেন তাকে সাহায্য করে।

٢٤٧٧ . بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ نَحْوَ قَوْلِهِمِ الطَّوِيلِ الْقَصِيرِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ وَمَا لاَ يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ

২৪৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের গুণাগুণ উল্লেখ করা জায়েয। যেমন লোকে কাউকে বলে 'লম্বা' অথবা 'খাটো'। আর নবী ﷺ কাউকে 'যুল্ ইয়াদাইন' (লম্বা হাতওয়ালা) বলেছেন। তবে কারো বদনাম অথবা অপমান করার উদ্দেশ্যে (জায়েয) নয়

٥٦٢٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِيْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ أَبُوْ بَكْرٍوَعُمَرَ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوْا قُصِرَتِ الصَّلاَةُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْهُ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَنَسِيْتَ أَمْ قَصُرَتْ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ ، قَالُوْا بَلْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ -

৫৬২৫ হাফ্‌স্ ইব্‌ন উমর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ আমাদের নিয়ে যোহরের সালাত দু'রাক্'আত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর সিজ্‌দার

জায়গার সামনে রাখা একটা কাঠের দিকে অগ্রসর হয়ে তার উপর তাঁর এক হাত রাখলেন। সেদিন লোকদের মাঝে আবূ বক্র, উমর (রা)-ও হাযির ছিলেন। তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেলেন। কিন্তু তাড়াহুড়া করে (কিছু) লোক বেরিয়ে গিয়ে বলতে লাগল ঃ সালাত খাট করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন ছিল, যাকে নবী ﷺ 'যুল্ইয়াদাইন' (দুই হাতাওয়ালা অর্থাৎ লম্বা হাতা ওয়ালা) বলে ডাকতেন, সে বলল ঃ 'ইয়া নবী আল্লাহ্! আপনি কি ভুল করেছেন, না সালাত ছোট করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ আমি ভুলে যাইনি এবং (সালাত) ছোটও করা হয়নি। তারা বললেন ঃ বরং আপনিই ভুলে গেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন তিনি বললেন ঃ 'যুল্ইয়াদাইন' ঠিকই বলেছে। তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন ও সালাম ফিরালেন। এরপর 'তাকবীর' বলে আগের সিজ্দার মত অথবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজ্দা করলেন। তারপর আবার মাথা তুললেন এবং তাকবীর বললেন এবং আগের সিজ্দার ন্যায় অথবা তার চেয়েও দীর্ঘ সিজ্দা করলেন। এরপর মাথা উঠালেন এবং তাক্বীর বললেন।

٢٤٧٨ . بَابُ الْغِيْبَةِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيْمٌ -

২৪৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ গীবত করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমাদের কেউ যেন অন্যের গীবত না করে...... অতি দয়ালু পর্যন্ত

٥٦٢٦ حَدَّثَنَا يَحْيَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أَمَّا هٰذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هٰذَا فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ رُطَبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ، فَغَرَسَ عَلَى هٰذَا وَاحِدَةً وَعَلَى هٰذَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا -

৫৬২৬ ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই এ দু'জন কবরবাসীকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। তবে বড় কোন গুনাহের কারণে কবরে তাদের আযাব দেয়া হচ্ছে না। এই কবর বাসী পেশাব করার সময় সতর ঢাকতোনা। আর ঐ কবরবাসী গীবত (পরনিন্দা) করে বেড়াত। এরপর তিনি খেজুরের একটি কাঁচা ডাল আনিয়ে সেটি দু'টুক্রো করে এক টুক্রো এ কবরটির উপর এবং এক টুক্রো ঐ কবরটির উপর গেড়ে দিলেন। তারপর বললেন ঃ এ ডালের টুক্রো দু'টি না শুকানো পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাদের আযাব কমিয়ে দিবেন।

٢٤٧٩ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ خَيْرُ دُوَرِ الأَنْصَارِ

২৪৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ আনসারদের ঘরগুলো উত্তম

٥٦٢٧ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُ دُوَرِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ -

৫৬২৭ কাবীসা (র)............ উসাইদ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আনসারদের ঘরগুলোর মধ্যে নাজ্জার গোত্রের ঘরগুলোই উত্তম।

٢٤٨٠ . بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ اغْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ الرِّيَبِ

২৪৮০. পরিচ্ছেদ ঃ ফাসাদ ও সন্দেহ সৃষ্টিকারীদের গীবত করা জায়েয

٥٦٢٨ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ائْذَنُوْا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ أَوِ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْكَلاَمَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلاَمَ قَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ -

৫৬২৮ সাদাকা ইব্ন ফাযল (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও। সে বংশের নিকৃষ্ট ভাই অথবা বললেন ঃ সে গোত্রের নিকৃষ্ট সন্তান। লোকটি ভিতরে আসলে তিনি তার সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বললেন। তখন আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্? আপনি এ ব্যক্তি সম্পর্কে যা বলার তা বলেছেন। পরে আপনি আবার তার সাথে নম্রতার সাথে কথাবার্তা বললেন। তখন তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! নিশ্চয়ই সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে-ই যার অশালীনতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ তার সংশ্রব ত্যাগ করে।

٢٤٨١ . بَابُ النَّمِيمَةِ مِنَ الْكَبَائِرِ

২৪৮১. পরিচ্ছেদ ঃ চোগলখোরী কবীরা গুনাহ্

٥٦٢٩ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَعْضِ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِيْ قُبُوْرِهِمَا فَقَالَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرَةٍ ، وَإِنَّهُ لَكَبِيْرٌ ، كَانَ

أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ أَوْ ثُنْتَيْنِ فَجَعَلَ كِسْرَةً فِيْ قَبْرِ هٰذَا ، وَكِسْرَةً فِيْ قَبْرِ هٰذَا ، فَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا -

৫৬২৯ ইব্ন সালাম...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ মদীনার কোন বাগানের বাইরে গেলেন। তখন তিনি এমন দুজন লোকের আওয়ায শুনলেন, যাদের কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ তাদের দু'জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। তবে বেশী গুনাহের দরুন আযাব দেয়া হচ্ছে না। আর তাহলো কবীরা গুনাহ। এদের একজন পেশাবের সময় সতর ঢাকতো না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াতো। তারপর তিনি একটা কাঁচা ডাল আনিয়ে তা ভেংগে দু' টুক্রো করে, এ কবরে এক টুক্রো আর ঐ কবরে এক টুক্রো গেড়ে দিলেন এবং বললেনঃ দু'টি যতক্ষণ পর্যন্ত না শুকাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আযাব হাল্কা করে দেওয়া হবে।

٢٤٨٢ . بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيْمَةِ ، وَقَوْلِهِ : هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ ، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، يَهْمِزُ وَيَلْمِزُ يَعِيْبُ

২৪৮২. পরিচ্ছেদ ঃ চোগল্খোরী নিন্দনীয় গুনাহ্। আল্লাহ্র বাণী ঃ অধিক কসমকারী, লাঞ্ছিত ব্যক্তি পশ্চাতে নিন্দাকারী এবং চোগলখোরী করে বেড়ায় এমন ব্যক্তি। প্রতেক চোগলখোর ও প্রত্যেক পরোক্ষো বা প্রত্যক্ষ নিন্দাকারীদের ধ্বংস অনিবার্য

٥٦٣٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ رَجُلاً يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ -

৫৬৩০ আবূ নুয়াঈম(র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন ঃ আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, চোগল্খোর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

٢٤٨٣ . بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

২৪৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্ বাণীঃ তোমরা মিথ্যা কথা পরিহার কর

٥٦٣١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ قَالَ أَحْمَدُ أَفْهَمَنِيْ رَجُلٌ إِسْنَادَهُ -

৫৬৩১ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা আর মূর্খতা পরিত্যাগ করলো না, আল্লাহ্র নিকট (সিয়ামের নামে) তার পানাহার ত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই।

٢٤٨٤ . بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ ذِي الْوَجْهَيْنِ

২৪৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ দু'মুখো ব্যক্তি সম্পর্কে

٥٦٣٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ ، الَّذِيْ يَأْتِيْ هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ ، وَهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ -

৫৬৩২ উমর ইব্ন হাফ্স (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তিকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পাবে, যে দুমুখো। সে এদের সামনে এক রূপ নিয়ে আসতো, আর ওদের কাছে অন্য রূপে ধরা দিত।

٢٤٨٥ . بَابُ مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيْهِ

২৪৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ আপন সঙ্গীকে তার সম্পর্কে অপরের উক্তি অবহিত করা

٥٦٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قِسْمَةً ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَاللهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِهٰذَا وَجْهَ اللهِ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ ، وَقَالَ رَحِمَ اللهُ مُوْسَى لَقَدْ أُوْذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ -

৫৬৩৩ মুহাম্মদ ইব্নে ইউসুফ (র)...... ইব্ন মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (গনীমতের মাল) ভাগ করলেন। তখন আনসারদের মধ্য থেকে এক (মুনাফিক) ব্যক্তি বলল ঃ আল্লাহ্র কসম! এ কাজে মুহম্মদ ﷺ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চাননি। তখন আমি এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এ কথার খবর দিলাম। এতে তাঁর চেহারার রং বদলে গেল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর উপর রহম করুন। তাঁকে এর চাইতে অনেক বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছে; তবুও তিনি সবুর করেছেন।

٢٤٨٦ . بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَادُحِ

২৪৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ অপছন্দনীয় প্রশংসা

٥٦٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ -

৫৬৩৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একজনকে আরেক জনের প্রশংসা করতে শোনলেন এবং সে তার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করছিল। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা তো লোকটিকে মেরে ফেললে, অথবা বললেন ঃ লোকটির মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিলে।

٥٦٣٥ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُولُهُ مِرَارًا إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَالِكَ وَحَسِيبُهُ اللهُ وَلاَ يُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا قَالَ وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ وَيْلَكَ -

৫৬৩৫ আদম (র)...... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সামনে এক ব্যক্তির আলোচনা আসল। তখন একজন তার খুব প্রশংসা করলো। নবী ﷺ বললেন ঃ আফসোস তোমার প্রতি ! তুমিতো তোমার সাথীর গলা কেটে ফেললে। এ কথাটি তিনি কয়েক বার বললেন। (তারপর তিনি বললেন ঃ) যদি তোমাদের কারো প্রশংসা করতেই হয়, তবে সে যেন বলে, আমি তার সম্পর্কে এমন, এমন ধারণা করি, যদি তার এরূপ হওয়ার কথা মনে করা হয়। তার প্রকৃত হিসাব গ্রহণকারীতো হলেন আল্লাহ্, আর আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় কেউ কারো পবিত্রতা বর্ণনা করবে না।

٢٤٨٧ . بَابُ مَنْ أَثْنَى عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ ، وَقَالَ سَعْدٌ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ -

২৪৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কারো প্রশংসা করা। সা'দ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ কে যমীনের উপর বিচরণকারী কারো সম্পর্কে একথা বলতে শুনি নি যে, সে জান্নাতী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) ব্যতীত

٥٦٣٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ ذَكَرَ فِي الإِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شِقَّيْهِ ، قَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ -

৫৬৩৬ আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইযার সম্পর্কে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করলেন, তখন আবূ বকর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আমার লুঙ্গিরও একদিক দিয়ে ঝুলে পড়ে। তিনি বললেন তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।

٢٤٨٨ . بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ، وَقَوْلُهُ : إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ وَتَرْكَ إِثَارَةِ الشَّرِّ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ -

২৪৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়বিচার ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দান করেন...... গ্রহণ, পর্যন্ত। এবং আল্লাহ্‌র বাণীঃ তোমাদের সীমা অতিক্রম করার পরিণতি তোমাদেরই উপর বর্তাবে "যার উপর যুলুম করা হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন।" আর মুসলিম অথবা কাফিরের কু-কর্ম প্রচার থেকে বিরত থাকা

٥٦٣٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ كَذَا وَكَذَا يَخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ يَأْتِيْ أَهْلَهُ وَلاَ يَأْتِيْ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِيْ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ أَفْتَانِيْ فِيْ أَمْرٍ أَسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ أَتَانِيْ رَجُلاَنِ ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيَّ وَالأَخَرُ عِنْدَ رَأْسِيْ فَقَالَ الَّذِيْ عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِيْ عِنْدَ رَأْسِيْ مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ يَعْنِيْ مَسْحُوْرًا ، قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ أَعْصَمَ ، قَالَ وَ فِيْمَ ؟ قَالَ فِيْ جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ ، تَحْتَ رَعُوْفَةٍ فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ هٰذِهِ الْبِئْرُ الَّتِيْ أُرِيْتُهَا كَانَ رُؤُسَ نَخْلِهَا رُؤُسَ الشَّيَاطِيْنِ ، وَكَانَ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْرِجَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَهَلاَّ تَعْنِيْ تَنَشَّرْتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا اللهُ فَقَدْ شَفَانِيْ وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ، قَالَتْ وَلَبِيْدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ زُرَيْقٍ حَلِيْفُ لِيَهُوْدَ -

৫৬৩৭ হুমায়দী (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এত এত দিন এমন অবস্থায় অতিবাহিত করছিলেন যে, তাঁর খেয়াল হতো যেন তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, অথচ তিনি মিলিত হননি। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আয়েশা! আমি যে ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলাম, সে বিষয়ে আল্লাহ্ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। (আমি স্বপ্নে দেখলাম) আমার নিকট দুই ব্যক্তি এলো। একজন বসলো আমার পায়ের কাছে এবং আরেক জন শিয়রে। পায়ের কাছে বসা ব্যক্তি শিয়রে বসা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল ঃ এ ব্যক্তির অবস্থা কি? সে

বলল ঃ তাঁকে যাদু করা হয়েছে। সে আবার জিজ্ঞাসা করল ঃ তাঁকে কে যাদু করেছে? সে বলল ঃ লাবীদ্ ইব্‌ন আ'সাম। সে আবার জিজ্ঞাসা করল ঃ কিসের মধ্যে? সে বললো, নর খেজুর গাছের খোসার ভিতরে তাঁর চিরুনীর এক টুক্‌রা ও আচড়ানো চুল পুরে দিয়ে 'যারওয়ান' কূপের মধ্যে একটা পাথরের নীচে রেখেছে। এরপর নবী ﷺ (সেখানে) গিয়ে দেখে বললেন ঃ এ সেই কূপ যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। সেখানের খেজুর গাছের মাথাগুলো যেন শয়তানের মাথা এবং সে কূপের পানি যেন মেহদী নিংড়ানো পানি। এরপর নবী ﷺ -এর নির্দেশে তা কূপ থেকে বের করা হলো। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি আরয করলাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি কেন অর্থাৎ এটি প্রকাশ করলেন না? নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তো আমাকে শিফা দান করেছেন, আর আমি মানুষের নিকট কারো কুকর্ম ছড়ানো পছন্দ করি না। আয়েশা (রা) বলেন ঃ লাবীদ্ ইব্‌ন আসাম ছিল ইয়াহূদীদের মিত্র বনূ যুরায়কের একব্যক্তি।

٢٤٨٩ . بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَ التَّدَابُرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

২৪৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ একে অন্যকে হিংসা করা এবং পরস্পর বিরোধিতা করা নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ্‌র বানী ঃ আমি হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٥٦٣٨ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا -

৫৬৩৮ বিশ্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। কারো প্রতি ধারণা পোষণ করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা ব্যাপার। তোমরা দোষ অন্বেষণ করো না, গোয়েন্দাগিরী করো না, পরস্পর হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না এবং পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ো না; বরং তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেকো।

٥٦٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ -

৫৬৩৯ আবুল ইয়ামান (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না, পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করো না। তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেকো। কোন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশী তার ভাইকে পরিত্যাগ করে থাকা জায়িয নয়।

٢٤٩٠ . بَابُ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوْا

২৪৯০. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্ বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা বেশী অনুমান করা থেকে বিরত থাকো...... আয়াতের শেষ পর্যন্ত

٥٦٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا -

৫৬৪০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা অনুমান থেকে বেঁচে থেকো। কারণ অনুমান বড় মিথ্যা ব্যাপার। আর কারো দোষ অনুসন্ধান করো না, গোয়েন্দাগিরী করো না, একে অন্যকে ধোঁকা দিও না, আর পরস্পর হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না এবং পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করো না। বরং সবাই আল্লাহ্র বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেকো।

٨٩٩١ . بَابُ مَا يَكُوْنُ مِنَ الظَّنِّ

২৪৯১. পরিচ্ছেদ ঃ কি ধরনের ধারণা করা যেতে পারে

٥٦٤١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا قَالَ اللَّيْثُ كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ -

৫৬৪১ সা'ঈদ ইব্ন উফায়র (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের দীন সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমি ধারণা করি না। রাবী লায়স বর্ণনা করেন যে, এ দু'ব্যক্তি মুনাফিক ছিল।

٥٦٤٢ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِهٰذَا وَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ دِيْنَنَا الَّذِيْ نَحْنُ عَلَيْهِ -

৫৬৪২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লায়স্ আমাদের কাছে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। (এতে রয়েছে ঃ) আয়েশা (রা) ব'লেন, একদিন নবী ﷺ আমার নিকট এসে

বললেন ঃ হে আয়েশা! অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের দীন, যার উপর আমরা রয়েছি, সে সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমি ধারণা করি না।

٢٤٩٢ . بَابُ سَتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ

২৪৯২. পরিচ্ছেদ ঃ মু'মিনের নিজের দোষ গোপন রাখা

٥٦٤٣ **حَدَّثَنَا** عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِيْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافَى إِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ فَيَقُوْلُ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ -

৫৬৪৩ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, আমার সকল উম্মত মাফ পাবে, তবে প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয় এ বড়ই ধৃষ্টতা যে, কোন ব্যক্তি রাতে অপরাধ করল যা আল্লাহ্ গোপন রাখলেন। কিন্তু সে ভোর হলে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এমন এমন কর্ম করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত অতিবাহিত করল যে, আল্লাহ্ তার কর্ম গোপন রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার উপর আল্লাহ্‌র পর্দা খুলে ফেলল।

٥٦٤٤ **حَدَّثَنَا** مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي النَّجْوَى قَالَ يَدْنُوْا أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ عَمِلْتُ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ وَيَقُوْلُ عَمِلْتُ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ إِنِّيْ سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَغْفِرُ لَكَ الْيَوْمَ -

৫৬৪৪ মুসাদ্দাদ (র)...... সাফ্ওয়ান ইব্‌ন মুহ্‌রিয (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা)কে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি 'নাজওয়া' (কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ ও তাঁর মু'মিন বান্দার মধ্যে গোপন আলোচনা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কি বলতে শুনেছেন? বললেন, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের এক ব্যক্তি তার রবের এমন নিকটবর্তী হবে যে, তিনি তার উপর তাঁর নিজস্ব পর্দা ঢেলে দিয়ে দু'বার জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তুমি অমুক অমুক কাজ করেছিলে? সে বলবে ঃ হাঁ। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তুমি এমন এমন কাজ করেছিলে? সে বলবে ঃ হাঁ। এভাবে তিনি তার স্বীকরোক্তি নিবেন। এরপর বলবেন ঃ আমি দুনিয়াতে তোমার এগুলো ঢেকে রেখেছিলাম। আজ আমি তোমার এসব গুনাহ মাফ করে দিচ্ছি।

٢٤٩٣ . بَابُ الْكِبْرِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ثَانِيَ عِطْفِهِ مُسْتَكْبِرٌ فِيْ نَفْسِهِ ، عِطْفُهُ رَقَبَتُهُ

২৪৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ অহংকার। মুজাহিদ (র) বলেন, (আল্লাহ্র বাণী) عطفه ثاني অর্থাৎ তার ঘাড়। عطفه অর্থাৎ নিজে নিজে মনে অহ্মিকা পোষণকারী

৫৬৪৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَاعِفٌ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ * وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ -

৫৬৪৫ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)...... হারিসা ইব্ন ওহাব খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের জান্নাতীদের সম্পর্কে অবহিত করবো না? (তারা হলেন) ঃ ঐ সকল লোক যারা অসহায় এবং যাদের হীন মনে করা হয়। তারা যদি আল্লাহ্র নামে কসম খেয়ে বসে, তা'হলে তা তিনি নিশ্চয়ই পূরা করে দেন। আমি কি তোমাদের জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করবো না? তারা হলো ঃ রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় ও দাম্ভিক। মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা (র) সূত্রে আনাস্ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের কোন এক দাসীও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত। আর তিনিও তার সাথে চলে যেতেন।

٢٤٩٤ . بَابُ الْهِجْرَةِ ، وَقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ

২৪৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ সম্পর্ক ত্যাগ এবং এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণী ঃ কোন ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিনদিনের অধিক কথাবার্তা পরিত্যাগ করা বৈধ নহে

৫৬৪৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ أَخِيْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمِّهَا أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِيْ بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ وَاللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَهُوَ قَالَ هٰذَا قَالُوْا نَعَمْ قَالَتْ هُوَ للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ ، أَنْ لاَ أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا ، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا ، حِيْنَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ ، فَقَالَتْ لاَ وَاللهِ لاَ أَشْفَعُ فِيْهِ أَبَدًا وَلاَ أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِيْ ، فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ وَهُمَا مِنْ بَنِيْ زُهْرَةَ ، وَقَالَ لَهُمَا أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ لَمَّا أَدْخَلْتُمَانِيْ

عَلَى عَائِشَةَ ، فَإِنَّهَا لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذُرَ قَطِيْعَتِي ، فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِأَرْدِيَتِهِمَا ، حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالاَ : السَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أَنَدْخُلُ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : أُدْخُلُوْا ، قَالُوْا كُلُّنَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ أُدْخُلُوْا كُلُّكُمْ وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَلَمَّا دَخَلُوْا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا يَبْكِيْ ، وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلاَّ مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُوْلاَنِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوْا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيْجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِيْ وَتَقُوْلُ إِنِّيْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيْدٌ فَلَمْ يَزَالاَ بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَعْتَقَتْ فِيْ نَذْرِهَا ذٰلِكَ أَرْبَعِيْنَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَتَبْكِيْ حَتَّى تَبُلَّ دُمُوْعُهَا خِمَارَهَا -

৫৬৪৬ আবুল ইয়ামান (র)...... আওফ্ ইব্ন মালিক ইব্ন তুফায়ল (রা) আয়েশা (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভ্রাতুষ্পুত্র থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) কে অবহিত করা হলো যে, তাঁর কোন বিক্রীর কিংবা দান করার ব্যাপারে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আয়েশা (রা) অবশ্যই বিরত থাকবেন, নতুবা আমি নিশ্চয়ই তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সত্যিই কি তিনি এ কথা বলেছেন? তারা বললেন ঃ হাঁ। তখন আয়েশা (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার উপর মানত (শপথ) করে নিলাম যে, আমি ইব্ন যুবায়রের সাথে আর কখনও কথা বলবো না। যখন এ বর্জনকাল দীর্ঘ হলো, তখন ইব্ন যুবায়র (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট সুপারিশ পাঠালেন। তখন তিনি বললেন ঃ না, আল্লাহ্‌র কসম! এব্যাপারে আমি কখনো কোন সুপারিশ গ্রহণ করব না। আর আমার মানতও ভঙ্গ করব না। এভাবে যখন ব্যাপারটা ইব্ন যুবায়র (রা)-এর জন্য দীর্ঘ হতে লাগলো, তখন তিনি যহুরা গোত্রের দু'ব্যক্তি মিস্ওয়ার ইব্ন মাখ্রামা ও আবদুর রহমান ইব্ন আস্ওয়াদ ইব্ন আব্দ ইয়াগুসের সাথে আলোচনা করলেন। তিনি তাদের দু'জনকে বললেন ঃ আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি যে, তোমরা দু'জন (যে প্রকারে হোক) আমাকে আয়েশা (রা)-এর কাছে নিয়ে যাও। কারণ আমার সাথে তাঁর বিচ্ছিন্ন থাকার মানত জায়িয নয়। তখন মিস্ওয়ার (রা) ও আবদুর (রা) উভয়ে চাদর দিয়ে ইব্ন যুবায়রকে জড়িয়ে নিয়ে এলেন এবং উভয়ে আয়েশা (রা)-এর কাছে অনুমতি চেয়ে বললেন ঃ আস্সালামু আলাইকে ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' আমরা কি ভেতরে আসতে পারি? আয়েশা (রা) বললেন ঃ আপনারা ভেতরে আসুন। তাঁরা বললেন ঃ আমরা সবাই ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, তোমরা সবাই প্রবেশ কর। তিনি জানতেন না যে এঁদের সঙ্গে ইব্ন যুবায়র রয়েছেন। তাই যখন তাঁরা ভেতরে প্রবেশ করলেন, তখন ইব্ন যুবায়র পর্দার ভেতর ঢুকে গেলেন এবং আয়েশা

(রা)-কে জড়িয়ে ধরে, তাঁকে আল্লাহ্র কসম দিতে লাগলেন এবং কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তখন মিস্ওয়ার (রা) ও আবদুর রহমান (রা)-ও তাঁকে আল্লাহ্র কসম দিতে আরম্ভ করলেন। তখন আয়েশা (রা) ইব্ন যুবায়ের (রা)-এর সাথে কথা বলেন এবং তার ওযর কবুল করে নেন। আর তাঁরা বলতে লাগলেন ঃ আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন যে, নবী ﷺ সম্পর্ক বর্জন করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হারাম। যখন তাঁরা আয়েশা (রা)-কে বেশী বেশী বুঝাতে ও চাপ দিতে লাগলেন, তখন তিনিও তাদের বুঝাতে ও কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন ঃ আমি 'মানত' করে ফেলেছি। আর মানত তো শক্ত ব্যাপার। কিন্তু তাঁরা একাধারে চাপ দিতেই থাকলেন, অবশেষে তিনি ইব্ন যুবায়র (রা)-এর সাথে কথা বলে ফেললেন এবং তার নয্রের জন্য (কাফ্ফারা স্বরূপ) চল্লিশ জন গোলাম আযাদ করে দিলেন। এর পরে, যখনই তিনি তাঁর মানতের স্মরণ করতেন তখন তিনি এত বেশী কাঁদতেন যে, তাঁর চোখের পানিতে তাঁর ওড়না ভিজে যেত।

٥٦٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَ لاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ -

৫৬৪৭ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)...... আনাস্ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা পরস্পর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ো না, হিংসা করো না এবং একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন থেকো না। আর তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ও পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে থেকো। কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, সে তার ভাই থেকে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকবে।

٥٦٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَ خَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ -

৫৬৪৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)...... আবূ আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে, সে তার ভাই-এর সাথে তিন দিনের বেশী এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে যে, দু'জনে সাক্ষাৎ হলেও একজন এদিকে আর অপর জন সে দিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম সালামের সূচনা করবে, সেই উত্তম ব্যক্তি।

٢٤٩٥ . بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى وَقَالَ كَعْبٌ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلاَمِنَا ، وَذَكَرَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً

২৪৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ যে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয। কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) যখন (তাবূক যুদ্ধের সময়) নবী ﷺ এর পেছনে থেকে গিয়েছিলেন, তখনকার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, নবী ﷺ মুসলমানদের আমাদের সাথে কথাবার্তা বলা নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তিনি পঞ্চাশ দিনের কথাও উল্লেখ করেন

٥٦٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّي لأَعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ ، قَالَتْ قُلْتُ وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ بَلَى وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيْمَ قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ لَسْتُ أُهَاجِرُ إِلاَّ اسْمَكَ -

৫৬৪৯ মুহাম্মদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন (একদিন) রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমার রাগ ও খুশী উভয়টাই বুঝতে পারি। আয়েশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি তা কি ভাবে বুঝে নেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌? তিনি বললেন ঃ যখন তুমি খুশী থাক, তখন তুমি বলো ঃ হাঁ, মুহাম্মদের রবের কসম! আর যখন তুমি রাগান্বিত হও, তখন তুমি বলে থাক ঃ না, ইব্‌রাহীমের রবের কসম! আয়েশা (রা) বললেন, আমি বললাম, হাঁ। আমিতো শুধু আপনার নামটি বর্জন করি।

٢٤٩٦ . بَابُ هَلْ يَزُوْرُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

২৪৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ আপন লোকের সাথে প্রতি দিনই সাক্ষাৎ করবে অথবা সকালে ও বিকেলে

٥٦٥٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ فِيْ بَيْتِ أَبِيْ بَكْرٍ فِيْ نَحْرِ الشَّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ هٰذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِيْنَا فِيْهَا قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ مَا جَاءَ بِهِ فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَمْرٌ قَالَ إِنِّيْ قَدْ أُذِنَ لِيْ بِالْخُرُوْجِ -

৫৬৫০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা ও লায়স (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার বুঝ হওয়ার পর থেকেই আমি আমার বাবা-মাকে ইসলামের অন্তর্ভুক্তই পেয়েছি। আমাদের উপর এমন কোন দিন অতিবাহিত হতো না, যে দিনের উভয় প্রান্তে সকালে ও বিকেলে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ আমাদের নিকট আসতেন না। একদা ঠিক দুপুর বেলায় আমরা আবূ বকর (রা)-এর কক্ষে বসা ছিলাম। একজন বলে উঠলেন ঃ এই যে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ! তিনি এমন সময় এসেছেন,

যে সময় তিনি আমাদের এখানে আসেন না। আবূ বকর (রা) বললেন ঃ তাঁকে কোন গুরত্বপূর্ণ বিষয়ই এ মুহূর্তে নিয়ে এসেছে। নবী ﷺ বললেন ঃ আমাকে মক্কা থেকে বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

٢٤٩٧ . بَابُ الزِّيَارَةِ وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ

২৪৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ দেখা-সাক্ষাৎ এবং কোন লোকদের সাথে দেখা করতে গিয়ে, তাদের সেখানে খাবার গ্রহণ করা। সালমান (রা) নবী ﷺ -এর যামানায় আবূ দারদা (রা)-এর সাথে দেখা করতে যান এবং সেখানে খাবার গ্রহণ করেন

٥٦٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ فِي الأَنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَ دَعَا لَهُمْ -

৫৬৫১ মুহাম্মদ ইব্‌নে সালাম (র)...... আনাস্ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ এক আনসার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, এরপর তিনি তাদের সেখানে খাবার খেলেন। এরপর যখন তিনি বেরিয়ে আসার ইচ্ছা করলেন, তখন ঘরের মধ্যে এক জায়গায় (সালাতের জন্য) বিছানা করতে নির্দেশ দিলেন। তখন তাঁর জন্য পানি ছিটিয়ে একখানা চাটাই বিছিয়ে দেয়া হলো। তারপর তিনি এর উপর সালাত আদায় করলেন এবং তাদের জন্য দু'আ করলেন।

٢٤٩٨ . بَابُ مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُوْدِ

২৪৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ উপলক্ষে উত্তম পোশাক পরিধান করা

٥٦٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ أَبِيْ إِسْحَقَ قَالَ قَالَ لِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَا الإِسْتَبْرَقُ ؟ قُلْتُ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ اسْتَبْرَقٍ ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اشْتَرِ هَذِهِ فَالْبَسْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ، فَمَضَى فِي ذٰلِكَ مَا مَضَى ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ إِلَيْهِ بِحُلَّةٍ فَأَتَى بِهَا

النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهٰذِهِ ، وَقَدْ قُلْتَ فِيْ مِثْلِهَا مَا قُلْتَ ، قَالَ إِنَّمَا بُعِثْتُ إِلَيْكَ لِتُصِيْبَ بِهَا مَا لاَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعِلْمَ فِي الثَّوْبِ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ -

৫৬৫২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত যে, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'ইস্তাবরাক কী'? আমি বললাম, তা মোটা ও সুন্দর রেশমী বস্ত্র। তিনি বললেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরকে বলতে শুনেছি যে, উমর (রা) এক ব্যক্তির গায়ে একজোড়া মোটা রেশমী বস্ত্র দেখলেন। তখন তিনি সেটা নিয়ে নবী ﷺ -এর খেদমতে এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আপনি এটি কিনে নিন। যখন আপনার নিকট কোন প্রতিনিধি দল আসবে, (তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য) তখন আপনি এটি পরবেন। তিনি বললেন ঃ রেশমী বস্ত্র একমাত্র ঐ ব্যক্তিই পরবে, যার (আখিরাতে) কোন হিস্সা নেই। এরপর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর নবী ﷺ উমর (রা)-এর নিকট এরূপ একজোড়া কাপড় পাঠালেন। তখন তিনি সেটি নিয়ে নবী ﷺ -এর খিদমতে এসে বললেন ঃ আপনি এটা আমার নিকট পাঠালেন, অথচ নিজেই এ জাতীয় বস্ত্র সম্পর্কে যা বলার তা বলেছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমি তো এটা একমাত্র এ জন্যে তোমার নিকট পাঠিয়েছি, যেন তুমি এর বিনিময়ে কোন মাল সংগ্রহ করতে পার। এ হাদীসের প্রেক্ষিতে ইব্ন উমর (রা) কারুকার্য খচিত কাপড় পড়তে অপছন্দ করতেন।

٢٤٩٩ . بَابُ الإِخَاءِ وَالْحَلْفِ ، وَقَالَ أَبُوْ جُحَيْفَةَ آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِيْ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ

২৪৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ ভ্রাতৃত্বের ও প্রতিশ্রুতির বন্ধন স্থাপন। আবূ জুহায়ফা (রা) বলেন, নবী ﷺ সালমান ও আবূ দারদা (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ্ (রা) বলেন ঃ আমরা মদীনায় এলে নবী ﷺ আমার ও সাদ ইব্ন রাবী-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দেন

٥٦٥٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৫৬৫৩ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস্ (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) আমাদের নিকট এলে নবী ﷺ তাঁর ও সা'দ ইব্ন রাবী-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। তারপর নবী ﷺ তাঁর বিয়ের পর তাঁকে বললেন ঃ তুমি 'ওয়ালিমা' করো, অন্ততঃ একটি বক্‌রী দিয়ে হলেও।

٥٦٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَحِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ قَدْ حَلَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِيْ دَارِيْ -

৫৬৫৪ মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ (র)...... আসিম (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম। আপনি জানেন কি নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইসলামে প্রতিশ্রুতির সম্পর্ক নেই? তিনি বললেন ঃ নবী ﷺ তো আমার ঘরে বসেই কুরায়শ আর আনসারদের মধ্যে পরস্পর প্রতিশ্রুতির বন্ধন স্থাপন করেন।

٢٥٠٠ . بَابُ التَّبَسُّمِ وَالضَّحْكِ ، وَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَسَرَّ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ فَضَحِكْتُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : إِنَّ اللّٰهَ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى

২৫০০. পরিচ্ছেদ ঃ মুচকি হাসি ও হাসি প্রসঙ্গে। ফাতেমা (রা) বলেন, একবার নবী ﷺ আমাকে গোপনে একটি কথা বললেন, আমি হেসে ফেললাম। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হাসানো ও কাঁদানোর একমাত্র মালিক.

٥٦٥٥ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيْقَاتٍ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِلاَّ مِثْلُ هٰذِهِ الْهُدْبَةِ لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ، قَالَ وَأَبُوْ بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِيْ أَبَا بَكْرٍ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَزْجُرُ هٰذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يَزِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ -

৫৬৫৫ হিব্বান ইব্ন মূসা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রিফাআ' কুরাযী (রা) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেন এবং অকাট্য তালাক দেন। এরপর আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়র তাকে বিয়ে করেন। পরে তিনি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি রিফাআ'র কাছে ছিলেন এবং রিফাআ' তাকে শেষ তিন তালাক দিয়ে দেন এবং তাঁকে আবুদর রহমান ইব্ন যুবায়র বিয়ে করেন। আল্লাহ্র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর কাছে তো শুধু এ কাপড়ের মত রয়েছে। (একথা

বলে) তিনি তাঁর ওড়নার আঁচল ধরে উঠালেন। রাবী বলেন ঃ তখন আবূ বকর (রা) নবী ﷺ -এর নিকট বসা ছিলেন এবং সাঈদ ইব্ন আ'সও ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি লাভের অপেক্ষায় হুজরার দরজার কাছে বসা ছিলেন। তখন সা'দ (রা) আবূ বক্‌র (রা)কে উচ্চস্বরে ডেকে বললেন ঃ হে আবূ বক্‌র আপনি এই মহিলাকে কেন ধমক দিচ্ছেন না, যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে (প্রকাশ্যে) এসব কথাবার্তা বলছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল মুচকি হাসছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সম্ভবতঃ তুমি আবার রিফাআ' (রা)-এর নিকট ফিরে যেতে চাও। তা হবে না। যতক্ষণ না তুমি তার এবং সে তোমার মিলন স্বাদ গ্রহণ করবে।

٥٦٥٦ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَسْأَلْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَضْحَكُ ، فَقَالَ أَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ ؟ فَقَالَ عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلَاءِ اللَّاتِيْ كُنَّ عِنْدِيْ لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ ، فَقَالَ أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِيْ وَلَمْ تَهَبْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَ إِنَّكَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِيْهٍ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلاَّ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ -

৫৬৫৬ ইসমাঈল (র) সা'দ ইব্ন আবূ ওক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট (প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর নিকট কুরাইশের কয়েকজন মহিলা প্রশ্নাদি করছিলেন এবং তাঁদের আওয়ায তাঁর আওয়াযের উপর চড়া ছিল। যখন উমর (রা) অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁরা তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। নবী ﷺ তাঁকে অনুমতি দেওয়ার পর যখন তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, তখন নবী ﷺ হাসছিলেন। উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্ আপনাকে হাসি মুখে রাখুন; ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখনই নবী ﷺ বললেন ঃ আমার নিকট যে সব মহিলা ছিলেন, তাদের প্রতি আমি আশ্চর্যান্বিত যে, তাঁরা তোমার আওয়ায শোনা মাত্রই তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। উমর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এদের ভয় করার জন্য আপনিই অধিক যোগ্য ছিলেন। এরপর তিনি মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে নিজের জানের দুশমনরা! তোমরা কি আমাকে ভয় কর, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ভয় কর না? তাঁরা জবাব দিলেন ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনেক বেশী কঠিন ও কঠোর ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্

ﷺ বললেন ঃ হে ইব্‌ন খাত্তাব! শোনো! সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন; যখনই শয়তান পথ চলতে তোমার সম্মুখীন হয়, তখনই সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে।

٥٦٥٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالطَّائِفِ قَالَ إِنَّا قَافِلُوْنَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لاَ نَبْرَحُ أَوْ نَفْتَحُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاغْدُوْا عَلَى الْقِتَالِ ، قَالَ فَغَدَوْا فَقَاتَلُوْهُمْ قِتَالاً شَدِيْدًا وَكَثُرَ فِيْهِمِ الْجِرَاحَاتُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنَا قَافِلُوْنَ غَدًا انْ شَاءَ اللهُ ، قَالَ فَسَكَتُوْا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلَّهُ بِالْخَبَرِ -

৫৬৫৭ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তায়েফে (অবরোধ করে) ছিলেন, তখন একদিন তিনি বললেন ঃ ইন্‌শাআল্লাহ্ আগামী কাল আমরা ফিরে যাব। নবী ﷺ -এর কয়েকজন সাহাবী বললেন ঃ আমরা তায়েফ জয় না করা পর্যন্ত স্থান ত্যাগ করব না। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তবে ভোর হলেই তোমরা যুদ্ধে নেমে পড়বে। রাবী বলেন ঃ তারা ভোর থেকেই তাদের সাথে ভীষণ লড়াই আরম্ভ করলেন। এতে তাদের মধ্যে বহুলোক যখমী হয়ে পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা আগামীকাল ফিরে চলে যাবো এবং তারা সবাই নীরব রইলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেসে দিলেন।

٥٦٥٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِيْ فِيْ رَمَضَانَ ، قَالَ أَعْتِقْ قَالَ لَيْسَ لِيَ ، قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ لاَ أَسْتَطِيْعُ ، قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا، قَالَ لاَ أَجِدُ فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ ، قَالَ إِبْرَاهِيْمُ الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ تَصَدَّقْ بِهَا قَالَ عَلَى أَفْقَرَ مِنِّيْ وَاللهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ فَأَنْتُمْ إِذًا -

৫৬৫৮ মূসা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল ঃ আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আমি রামাযানে (দিনে) আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেনঃ তুমি একটি গোলাম আযাদ করে দাও। সে বললো ঃ আমার গোলাম নেই। তিনি বললেন ঃ তাহলে একধারে দু'মাস সিয়াম পালন কর। সে বলল ঃ এতেও আমি সক্ষম নই। নবী ﷺ বললেন ঃ তবে ষাটজন মিস্‌কীনকে খাবার দাও। সে বলল ঃ তারও আমার সামর্থ নেই।

তখন এক ঝুড়ি খেজুর এল। নবী ﷺ বললেন ঃ প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি কোথায়? এইটি নিয়ে সাদাকা করে দাও। লোকটা বলল ঃ আমার চেয়েও বেশী অভাবগ্রস্থ আর কে? আল্লাহ্র কসম! মদীনার উভয় প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থলে এমন কোন পরিবার নেই, যে আমাদের চেয়ে বেশী অভাবগ্রস্থ। তখন নবী ﷺ এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলো প্রকাশ পেল এবং তিনি বললেন ঃ তাহলে এখন এটা তোমরাই খেয়ে নাও।

٥٦٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً ، قَالَ أَنَسٌ فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِيْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ -

৫৬৫৯ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে হেঁটে চলছিলাম। তখন তাঁর গায়ে একখানা গাঢ় পাড়যুক্ত নাজরানী চাদর ছিল। এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে চাদরখানা ধরে ভীষণ জোরে টান দিল। আমি নবী ﷺ -এর কাঁধের উপর তাকিয়ে দেখলাম যে, জোরে চাদরখানা টানার ফলে তাঁর কাঁধে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর বেদুঈনটি বললো ঃ হে মুহাম্মদ! তোমার কাছে আল্লাহ্র দেওয়া যে সম্পদ আছে, তা থেকে আমাকে দেওয়ার নির্দেশ দাও। তখন নবী ﷺ তার দিকে ফিরে হেসে দিলেন এবং তাকে কিছু দান করার নির্দেশ দিলেন।

٥٦٦٠ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِيْ النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَ لاَ رَآنِيْ إِلاَّ تَبَسَّمَ فِيْ وَجْهِيْ وَ لَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّيْ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ اللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا -

৫৬৬০ ইব্ন নুমায়র (র)..... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে নবী ﷺ আমাকে তাঁর কাছে যেতে বাধা দেন নি। তিনি আমাকে দেখামাত্রই আমার সামনে মুচকি হাসি হাসতেন। একদিন আমি অভিযোগ করে বললাম ঃ আমি গোড়ার পিঠে চেপে বসে আঁকড়ে থাকতে পারি না। তখন তিনি আমার বুকে হাত রেখে দু'আ করলেন। হে আল্লাহ্! তাকে দৃঢ়মনা করে দিন এবং তাকে হেদায়েতকারী ও হেদায়েত প্রাপ্ত বানিয়ে দিন।

٥٦٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ

سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ ، فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَبِمَ شِبْهُ الْوَلَدِ -

৫৬৬১ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) .... যায়নাব বিন্ত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার উম্মে সুলায়ম (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তো সত্য কথা বলতে লজ্জা করেন না। মেয়ে লোকের স্বপ্নদোষ হলে তাদেরও কি গোসল করতে হবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ। যদি সে পানি (বীর্য) দেখতে পায়। তখন উম্মে সালামা (রা) হেসে দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন ঃ মেয়ে লোকেরও কি স্বপ্নদোষ হতে পারে? নবী ﷺ বললেন ঃ তা না হলে, সন্তানের মধ্যে সাদৃশ্য হয় কেমন করে?

٥٦٦٢ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ -

৫৬৬২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে এমনভাবে মুখভরে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর আলা জিহ্বা দেখা যেত। তিনি তো শুধু মুচকি হাসতেন।

٥٦٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ لِيْ كَانَ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ قَحَطَ الْمَطَرُ فَاسْتَسْقِ رَبَّكَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابٍ ، فَاسْتَسْقَى فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاعِبُ الْمَدِيْنَةِ، فَمَازَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ غَرِقْنَا فَادْعُ رَبَّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمَدِيْنَةِ يَمِيْنًا وَ شِمَالاً يُمْطِرُ مَا حَوَالَيْنَا وَلاَ يُمْطِرُ مِنْهَا شَيْءٌ يُرِيْهِمُ اللهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ -

৫৬৬৩ মুহাম্মদ ইব্ন মাহবুব ও খালীফা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট জুমু'আর দিন মদীনায় এল, যখন তিনি খুত্বা দিচ্ছিলেন। সে বললো ঃ বৃষ্টি

বন্ধ হয়ে গেছে আপনি বৃষ্টিপাতের জন্য আপনার রবের নিকট দু'আ করুন। তখন তিনি আকাশের দিকে তাকালেন তখন আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখছিলাম না। তখন তিনি বৃষ্টিপাতের জন্য দু'আ করলেন। এ সময় মেঘ এসে মিলিত হতে লাগলো। তারপর এমন বৃষ্টিপাত হলো যে, মদীনার খাল-নালাগুলো প্রবাহিত হতে লাগল এবং ক্রমাগত পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে থাকল, মাঝে আর বিরতি হয়নি। পরবর্তী জুমু'আয় যখন নবী ﷺ খুত্বা দিচ্ছিলেন, তখন ঐ ব্যক্তি অথবা অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমরা তো ডুবে গেছি। আপনি আপনার রবের কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাদের উপর থেকে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন। তখন তিনি হেসে দিলেন এবং দু'বার অথবা তিন বার দু'আ করলেন। ইয়া আল্লাহ্ ! (বৃষ্টি) আশে-পাশে নিয়ে যান, আমাদের উপর নয়। তখন মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে মদীনার আশে-পাশে বর্ষণ করতে লাগল। আমাদের উপর আর বর্ষিত হলো না। এতে আল্লাহ্ তাঁর নবী ﷺ -এর কিরামত ও তাঁর দু'আ কবূল হওয়ার নিদর্শন দেখান।

٢٥٠١ . بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ، وَمَا يَنْهَى عَنِ الْكِذْبِ

২৫০১. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো" মিথ্যা কথা বলা নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে

٥٦٦٤ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُوْنَ صِدِّيْقًا وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبُ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا -

৫৬৬৪ উস্মান ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে আর নেকী জান্নাতের দিকে পৌঁছায়। আর মানুষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অবশেষে সিদ্দীক-এর দরজা লাভ করে। আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহ্র কাছে মহামিথ্যাবাদী রূপে সাব্যস্ত হয়ে যায়।

٥٦٦٥ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْ سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِيْ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ -

৫৬৬৫ ইব্‌ন সালাম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি ঃ যখন সে কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে, আর যখন সে ওয়াদা করে, তখন তা ভঙ্গ করে, আর যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন সে তাতে খিয়ানত করে।

٥٦٦٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمَعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِيْ، قَالاَ الَّذِيْ رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتّٰى تَبْلُغَ الأَفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৫৬৬৬ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... সামুরা ইব্‌ন জুন্‌দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি আজ রাতে (স্বপ্নে), দু'জন লোককে দেখলাম। তারা বললো ঃ আপনি যে লোকটির গাল চিরে ফেলতে দেখলেন, সে বড় মিথ্যাবাদী। সে এমন মিথ্যা বলত যে দুনিয়ার (লোক) আনাচে কানাচে তা ছড়িয়ে দিত। ফলে, কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এরূপ ব্যবহার হতে থাকবে।

٢٥٠٢ . بَابُ فِي الْهَدْيِ الصَّالِحِ

৫৫০২. পরিচ্ছেদ ঃ উত্তম চরিত্র

٥٦٦٧ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِيْ أُسَامَةَ حَدَّثَكُمُ الأَعْمَشُ سَمِعْتُ شَقِيْقًا قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُوْلُ إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ دَلاًّ وَ سَمْتًا وَهَدْيًا بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ لاِبْنِ أُمِّ عَبْدٍ مِنْ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ لاَ نَدْرِيْ مَا يَصْنَعُ فِيْ أَهْلِهِ إِذَا خَلاَ -

৫৬৬৭ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, মানুষের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে চাল-চলনে, রীতি-নীতিতে ও স্বভাব-চরিত্রে, যার সবচে বেশী সামঞ্জস্য বিদ্যমান, তিনি হলেন ইব্‌ন উম্মে আব্‌দ। যখন তিনি নিজ ঘর থেকে বের হন, তখন থেকে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত এ সামঞ্জস্য দেখা যায়। তবে তিনি একাকী নিজ গৃহে কিরূপ ব্যবহার করেন, তা আমরা জানি না।

٥٦٦٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَارِقٍ سَمِعْتُ طَارِقًا قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ -

৫৬৬৮ আবুল ওয়ালীদ (র)...... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উত্তম বাণী হলো আল্লাহ্‌র কিতাব। আর সবচে উত্তম চরিত্র হলো, মুহাম্মদ ﷺ -এর চরিত্র।

٢٥٠٣ . بَابُ الصَّبْرِ عَلَى الأَذَى وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

২৫০৩. পরিচ্ছেদ ঃ ধৈর্যধারণ ও কষ্ট দেওয়া। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের অগণিত পুরস্কার দেওয়া হবে

٥٦٦٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَ مِنَ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُوْنَ لَهُ وَلَدًا وَإِنَّهُ لَيُعَافِيْهِمْ يَرْزُقُهُمْ

৫৬৬৯ মুসাদ্দাদ (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কষ্টের কথা শোনার পর আল্লাহ্ তা'আলার চেয়ে অধিক ধৈর্যধারণকারী কেউ বা কোন কিছুই নেই। লোকেরা তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে; এরপরও তিনি তাদের বিপদ মুক্ত রাখেন এবং রিযিক দান করেন।

٥٦٧٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيْقًا يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قِسْمَةً كَبَعْضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَاللهِ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ قُلْتُ أَمَّا أَنَا لأَقُوْلَنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِيْ أَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ ، فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّيْ لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُوْذِيَ مُوْسٰى بِأَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَصَبَرَ -

৫৬৭০ উমর ইবন হাফ্স (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ গনীমতের মাল বন্টন করলেন। তখন এক আনসারী ব্যক্তি বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম এ বন্টনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। তখন আমি বললাম ঃ জেনে রেখো, আমি নিশ্চয়ই নবী ﷺ -এর কাছে এ কথা বলব। সুতরাং আমি নবী ﷺ -এর কাছে আসলাম। তখন তিনি তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে ছিলেন। এজন্য তাঁর কাছে কথাটা চুপে চুপে বললাম। একথাটি নবী ﷺ -এর কাছে বড়ই কষ্টদায়ক হল, তাঁর চেহারার রং বদলে গেল এবং তিনি এত রাগান্বিত হলেন যে, আমি ভাবলাম, হায়! যদি আমি তাঁর কাছে এ খবর না দিতাম, তবে কত ভাল হত! এরপর তিনি বললেন ঃ মূসা (আ)-কে নিশ্চয়ই এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে। তাতেও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।

٢٥٠٤ . بَابُ مَا لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِالْعِتَابِ

২৫০৪. পরিচ্ছেদ ঃ কারো মুখোমুখি তিরস্কার না করা

٥٦٧١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَتْ عَائِشَةُ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللهِ إِنِّيْ لأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً -

৫৬৭১ উমর ইব্ন হাফ্স (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার নবী ﷺ নিজে কোন কাজ করলেন এবং অন্যদের তা করার অনুমতি দিলেন। তথাপি একদল লোক তা থেকে বিরত রইল। এ খবর নবী ﷺ -এর নিকট পৌছলে তিনি ভাষণ দিলেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসার পর বললেন ঃ কিছু লোকের কি হয়েছে, তারা এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে চায়, যা আমি নিজে করছি। আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহ্র সম্পর্কে তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত এবং আমি তাঁকে তাদের চাইতে অনেক বেশী ভয় করি।

٥٦٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ هُوَ ابْنُ أَبِيْ عُتْبَةَ مَوْلَى أَنَسٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِيْ وَجْهِهِ -

৫৬৭২ আবদান (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ পর্দার ভেতরে কুমারীদের চেয়েও নবী ﷺ বেশী লাজুক ছিলেন। যখন তিনি তাঁর কাছে অপছন্দনীয় কিছু দেখতেন, তখন আমরা তাঁর চেহারাতেই এর আভাস পেয়ে যেতাম।

٢٥٠٥ . بَابُ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيْلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ

২৫০৫. পরিচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে বিনা কারণে কাফির বললে তা তার নিজের উপরই বর্তাবে

٥٦٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫৬৭৩ মুহাম্মদ ও আহ্মাদ ইব্ন সাঈদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে 'হে, কাফির' বলে ডাকে, তখন তা তাদের দু'জনের কোন একজনের উপর বর্তায়।

٥٦٧٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا -

৫৬৭৪ ইসমাঈল (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে কেউ তার ভাইকে কাফির বলবে, তাদের দু'জনের একজনের উপর তা বর্তাবে।

٥٦٧٥ حَدَّثَنَا مُوسٰى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبَ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمٰى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ -

৫৬৭৫ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... সাবিত ইব্‌ন যাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে কেউ ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের মিথ্যা কসম খায়, সে যা বলে তা-ই হবে। আর যে বস্তু দিয়ে কেউ আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনে তাকে সেই বস্তু দিয়েই আযাব দেওয়া হবে। ঈমানদারকে লানত করা, তাকে হত্যা করার সমান। আর যে কেউ কোন ঈমানদারকে কুফ্‌রীর অপবাদ দিবে, তাও তাকে হত্যা করার সমতুল্য হবে।

٢٥٠٦ . بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذٰلِكَ مُتَأَوِّلاً أَوْ جَاهِلاً وَقَالَ عُمَرُ لِحَاطِبٍ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

২৫০৪. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ যদি কাউকে না জেনে কিংবা নিজ ধারণা অনুযায়ী (কাফির বা মুনাফিক) সম্বোধন করে, তাকে কাফির বলা যাবে না। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হাতিব ইব্‌ন বাল্‌তা'আ (রা)কে বলেছিলেন, ইনি মুনাফিক। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তা তুমি কি করে জানলে? অথচ আল্লাহ্‌ বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ আমি তোমাদের গোনাহ মাফ করে দিলাম

٥٦٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ أَخْبَرَنَا سَلِيْمٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِيْ قَوْمَهُ فَصَلّٰى بِهِمِ الصَّلاَةَ فَقَرَأَبِهِمُ الْبَقَرَةَ ، قَالَ فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلّٰى صَلاَةً خَفِيْفَةً فَبَلَغَ ذٰلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِيْنَا نَسْقِيْ بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَاذًا صَلّٰى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ ، فَتَجَوَّزْتُ فَزَعَمَ أَنِّيْ مُنَافِقٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ ثَلاَثًا اقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلٰى وَنَحْوَهَا -

৫৬৭৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবাদাহ (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) নবী ﷺ -এর সাথে সালাত আদায় করতেন। পুনরায় তিনি নিজ কাওমের নিকট এসে তাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন। একবার তিনি তাদের নিয়ে সালাতে সূরা বাকারা পড়লেন। তখন এক ব্যক্তি সালাত সংক্ষেপ করতে চাইল। সুতরাং সে (আলাদা হয়ে) সংক্ষেপে সালাত আদায় করলো। এ খবর মু'আয (রা)-এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন ঃ সে মুনাফিক। লোকটার কাছে এ খবর পৌছলে সে নবী ﷺ -এর খেদমতে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌!

আমরা এমন এক কাওমের লোক, যারা নিজের হাতে কাজ করি, আর নিজের উট দিয়ে সেঁচের কাজ করি। মু'আয (রা) গত রাত্রে সূরা বাকারা দিয়ে সালাত আদায় করতে আরম্ভ করলেন, তখন আমি সংক্ষেপে সালাত আদায় করে নিলাম। এতে মু'আয (রা) বললেন যে, আমি মুনাফিক। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হে মু'আয! তুমি কি (লোকদের) দীনের প্রতি বিতৃষ্ণ করতে চাও? একথাটি তিনি তিন বার বললেন। পরে তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি ওয়াশ্ শামসি ওয়াদ দুহাহা আর সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা এবং এর অনুরূপ ছোট সূরা পড়বে।

٥٦٧٧ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُوْ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيْ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِيْ حَلْفِهِ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّي فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ -

৫৬৭৭ ইস্‌হাক (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি কসম খায় এবং লাত্ ও উয্যার কসম করে, তবে সে যেন (সাথে সাথেই) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে। আর যদি কেউ তার সাথীকে বলে, এসো আমরা জুয়া খেলি; তবে সে যেন (কোন কিছু) সাদাকা করে।

٥٦٧٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِيْ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ فَنَادَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلاَ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ فَلْيَصْمُتْ -

৫৬৭৮ কুতায়বা (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) কে একদিন আরোহীর মাঝে এমন সময় পেলেন, যখন তিনি তাঁর পিতার নামে কসম খাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উচ্চস্বরে তাদের বললেন ঃ জেনে রাখ! আল্লাহ্ তোমাদের নিজের পিতার নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। যদি কাউকে কসম খেতেই হয়, তবে সে যেন আল্লাহ্‌র নামেই কসম খায়, অন্যথায় সে যেন চুপ থাকে।

٢٥٠٧ . بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشِّدَّةِ لأَمْرِ اللهِ وَقَالَ اللهُ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

২৫০৭. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধের ব্যাপারে রাগ করা ও কঠোরতা অবলম্বন করা জায়েয। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করো

٥٦٧٩ حَدَّثَنَا بُسْرَةُ بْنُ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيْهِ صُوَرٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ وَقَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُصَوِّرُوْنَ هٰذَا الصُّوَرَ -

৫৬৭৯ ইয়াসারাহ্ ইব্‌ন সাফ্‌ওয়ান (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ আমার নিকট আসলেন। তখন ঘরে একখান পর্দা ঝুলানো ছিল। যাতে ছবি ছিল। তা দেখে নবী ﷺ -এর চেহারার রং বদলিয়ে গেল। এরপর তিনি পর্দাখানা হাতে নিয়ে ছিড়ে ফেললেন। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ লোকদের মধ্যে বললেন ঃ কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে ঐসব লোকদের যারা এ সকল ছবি আঁকে।

٥٦٨٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتٰى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَطُّ أَشَدُّ غَضَبًا فِيْ مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلّٰى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيْهِمُ الْمَرِيْضَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ -

৫৬৮০ মুসাদ্দাদ (র)...... আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন ঃ অমুক ব্যক্তি সালাত দীর্ঘ করার কারণে আমি ফজরের সালাত থেকে পিছনে থাকি। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কোনওয়াযের মধ্যে সেদিন থেকে বেশী রাগান্বিত হতে আর দেখিনি। রাবী বলেন, এরপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী আছে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে, সে যেন সংক্ষেপ করে। কারণ তাদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ এবং কর্মব্যস্ত লোক থাকে।

٥٦٨١ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ رَأٰي فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَاكَةً فَحَكَّهَا بِيَدِهِ فَتَغَيَّظَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِيْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللهَ حِيَالَ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ حِيَالَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ -

৫৬৮১ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন। তখন তিনি মসজিদের কিব্‌লার দিকে নাকের শ্লেষ্মা দেখতে পান। এরপর তিনি তা নিজ হাতে খুঁচিয়ে সাফ্ করলেন এবং রাগান্বিত হয়ে বললেন ঃ তোমাদের কেউ যতক্ষণ সালাতে থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ্ তার চেহারার সামনে থাকেন। সুতরাং সালাতের অবস্থায় কখনো সামনের দিকে নাকের শ্লেষ্মা ফেলবেনা।

٥٦٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَ هَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ خُذُوْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا -

৫৬৮২ মুহাম্মদ (র)...... যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে পথে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন ঃ তুমি তা এক বছর পর্যন্ত প্রচার করতে থাকো, তারপর তার বাঁধন থলে চিনে রাখ। তারপর তা তুমি ব্যয় কর। এরপর যদি এর মালিক এসে যায়, তবে তুমি তাকে ফিরিয়ে দাও। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হারিয়ে যাওয়া ছাগলের কি হুকুম? তিনি বললেন ঃ সেটা তুমি নিয়ে যাও। কারণ এটা হয়ত তোমার জন্য অথবা তোমার কোন ভাই এর অথবা চিতাবাঘের। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আর হারানো উটের কি হুকুম? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেগে গেলেন। এমন কি তাঁর গন্ডদ্বয় রক্তিমাভ হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ তাতে তোমার কি? তাঁর সাথেই তার চলমান পা ও পানি রয়েছে এবং এ পর্যন্ত সেটি তার মালিকের নাগাল পেয়ে যাবে।

٥٦٨٣ حَدَّثَنِيْ وَقَالَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ أَبُوْ النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ احْتَجَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حُجَيْرَةً خَصِفَةً أَوْ حَصِيْرًا فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ يُصَلِّيْ فِيْهَا فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاؤُا يُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهِ ثُمَّ جَاؤُا لَيْلَةً فَحَضَرُوْا وَأَبْطَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوْا الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيْعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ الْمَكْتُوْبَةِ -

৫৬৮৩ মাক্কী ও মুহম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ (র)...... যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার নবী ﷺ খেজুরের পাতা দিয়ে, অথবা চাটাই দিয়ে একটি ছোট হুজরা তৈরী করলেন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঐ হুজরায় (রাতে নফল) সালাত আদায় করতে লাগলেন।

তখন একদল লোক তাঁর খোঁজে এসে তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করতে লাগল। পরবর্তী রাতও লোকজন সেখানে এসে হাযির হল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেরী করলেন এবং তাদের দিকে বেরিয়ে আসলেন না। তারা উচ্চস্বরে আওয়ায দিতে লাগল এবং ঘরের দরজায় কংকর নিক্ষেপ করল। তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে তাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন ঃ তোমরা যা করছ তাতে আমি আশংকা করছি যে, সম্ভবতঃ এটি না তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয়। সুতরাং তোমাদের উচিত যে, তোমরা ঘরেই সালাত আদায় করবে। কারণ ফরয ব্যতীত অন্য সালাত নিজ নিজ ঘরে পড়াই উত্তম।

٢٥٠٩ . بَابُ الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ - الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِيْ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

২৫০৯. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকা। মহান আল্লাহ্র বাণীঃ যারা গুরুতর পাপ ও অশালীন কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন ক্রোধান্বিত হয়, তখন তারা (তাদের) মাফ করে দেয়। (এবং আল্লাহ্র বাণী) ঃ "যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, আর যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণদের ভালবাসেন

٥٦٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ -

৫৬৮৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)...... আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তীতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই প্রকৃত বাহাদুর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।

٥٦٨٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوْسٌ ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ، مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّيْ لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْقَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، فَقَالُوْا لِلرَّجُلِ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنِّيْ لَسْتُ بِمَجْنُوْنٍ -

৫৬৮৫ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... সুলায়মান ইব্ন সুরদ (রা) থেকে বর্ণিত। একবার নবী ﷺ-এর সামনেই দু'ব্যক্তি গালাগালী করছিল। আমরাও তাঁর কাছেই বসাছিলাম, তাদের একজন

অপর জনকে এত রাগান্বিত হয়ে গালী দিচ্ছিল যে, তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আমি একটি কালেমা জানি, যদি এ লোকটি তা পড়তো, তা হলে তার ক্রোধ চলে যেত। অর্থাৎ যদি লোকটি 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্‌শাইতানির রাজীম' পড়তো। তখন লোকেরা সে ব্যক্তিকে বলল, নবী ﷺ কি বলেছেন, তা কি তুমি শুনছোনা? সে বললো ঃ আমি নিশ্চয়ই পাগল নই।

٥٦٨٦ حَدَّثَنِي يَحْيَي بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِيْ قَالَ لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لاَ تَغْضَبْ -

৫৬৮৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট বললোঃ আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি রাগ করো না। লোকটা কয়েকবার তা বললেন নবী ﷺ প্রত্যেক বারই বললেন ঃ রাগ করো না।

٢٥١٠ . بَابُ الْحَيَاءِ

২৫১০. পরিচ্ছেদ ঃ লজ্জাশীলতা

٥٦٨٧ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ السَّوَارِ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِيْ إِلاَّ بِخَيْرٍ ، فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ مَكْتُوْبٌ فِيْ الْحِكْمَةِ إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا ، وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِيْنَةً فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِيْ عَنْ صَحِيْفَتِكَ -

৫৬৮৭ আদম (র)...... ইম্‌রান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ লজ্জাশীলতা কল্যাণ ব্যতীত কোন কিছুই বয়ে আনে না। তখন বুশায়র ইব্‌ন কাব (রা) বললেন ঃ হিকমতের পুস্তকে লিখা আছে যে, কোন্ কোন্ লজ্জাশীলতা ধৈর্যশীলতা বয়ে আনে। আর কোন্ কোন্ লজ্জাশীলতা এনে দেয় শান্তি ও সুখ। তখন ইমরান (রা) বললেন ঃ আমি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ্‌র ﷺ থেকে বর্ণনা করছি। আর তুমি (এর মোকাবিলায়) আমাকে তোমার পুস্তিকা থেকে বর্ণনা করছ।

٥٦٨٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُعَاتِبُ فِيْ الْحَيَاءِ يَقُوْلُ إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِيْ حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُوْلُ قَدْ أَضَرَّبِكَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ -

৫৬৮৮ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (রা)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ একটা লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় লোকটি (তার ভাইকে) লজ্জা সম্পর্কে তিরস্কার করছিল এবং বলছিল যে, তুমি বেশী লজ্জা করছ, এমনকি সে যেন এ কথাও বলছিল যে, এ তোমাকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। কারণ নিশ্চয়ই লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ।

٥٦٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَوْلَى أَنَسٍ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ عُتْبَةَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا -

৫৬৮৯ আলী ইব্‌ন জা'য়দ (র) আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ নিজ গৃহে অবস্থানরত কুমারী মেয়েদের চেয়েও বেশী লাজুক ছিলেন।

٢٥١١ . بَابُ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

২৫১১. পরিচ্ছেদ ঃ যখন তুমি লজ্জা ত্যাগ করবে, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে

٥٦٩٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الْأُوْلَى : إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ -

৫৬৯০ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র)...... আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ পূর্বেকার নবীদের বক্তব্য থেকে মানুষ যা বর্জন করেছে তার একটা হলো, যদি তুমি লজ্জাই ছেড়ে দাও. তবে তুমি যা চাও তা কর।

٢٥١٢ . بَابُ مَا لاَيُسْتَحْيَا مِنَ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِيْ الدِّيْنِ

২৫১২. পরিচ্ছেদ ঃ দীনের জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে সত্য বলতে লজ্জাবোধ করতে নেই

٥٦٩١ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ -

৫৬৯১ ইসমাঈল (র) উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন উম্মে সুলায়ম (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্ তো সত্য কথা বলার ব্যাপারে

লজ্জা করতে নির্দেশ দেন না। সুতরাং মেয়ে লোকের স্বপ্নদোষ হলে কি তার উপরও গোসল করা ফরয? তিনি বললেন? হাঁ, যদি সে পানি, বীর্য দেখতে পায়।

٥٦٩٢ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلاَ يَتَحَاتُّ ، فَقَالَ الْقَوْمُ: هِيَ شَجَرَةُ كَذَا ، هِيَ شَجَرَةُ كَذَا ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُوْلَ هِيَ النَّخْلَةُ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ هِيَ النَّخْلَةُ * وَعَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ ، فَقَالَ لَوْ كُنْتُ قُلْتَهَا لَكَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا -

৫৬৯২ আদম (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিনের দৃষ্টান্ত হলো এমন একটি সবুজ গাছ, যার পাতা ঝরে পরে না এবং একটির সঙ্গে আর একটির ঘর্ষণ লাগে না। তখন কেউ কেউ বলল ঃ এটি অমুক গাছ, আবার কেউ বলল এটি অমুক গাছ। তখন আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, এটি খেজুর গাছ। তবে, যেহেতু আমি অল্প বয়স্ক তরুণ ছিলাম, তাই বলতে সংকোচবোধ করলাম। তখন নবী ﷺ নিজেই বলে দিলেন যে, সেটি খেজুর গাছ। আর শু'বা (র) থেকে ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, তারপর আমি উমর (রা) এর নিকট এ সম্বন্ধে বললাম। তখন তিনি বললেন ঃ যদি তুমি সে সময় একথাটা বলে দিতে, তবে তা আমার নিকট এত এত (ধনসম্পদ থেকেও) বেশী খুশির বিষয় হতো।

٥٦٩٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ سَمِعْتُ ثَابِتًا أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، فَقَالَتْ هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِيَّ ؟ فَقَالَتِ ابْنَتُهُ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا ، فَقَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ عَرَضَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَفْسَهَا -

৫৬৯৩ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলো এবং তাঁর সামনে নিজেকে পেশ করে বলল ঃ আপনার কি আমার প্রয়োজন আছে? তখন আনাস (রা)-এর মেয়ে বলল ঃ এ মহিলার লজ্জা কত কম। আনাস্ (রা) বললেন ঃ সে তোমার চেয়ে ভাল। সে তো (নবীর সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্য) লাভের জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে নিজেকে (বিবাহের জন্য) পেশ করেছে।

٢٥١٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَكَانَ يُحِبُّ التَّخْفِيْفَ وَالْيُسْرَ عَلَى النَّاسِ

২৫১৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ তোমরা নম্র ব্যবহার করো, আর কঠোর ব্যবহার করো না। নবী ﷺ মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার পছন্দ করতেন

٥٦٩٤ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا ، وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا -

৫৬৯৪ আদম (র)...... আনাস্ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমরা নম্র ব্যবহার করো এবং কঠোর ব্যবহার করো না। আর মানুষকে শান্তি দাও এবং মানুষের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না।

٥٦٩٥ حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا ، قَالَ أَبُوْ مُوْسٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيْهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيْرِ ، يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ -

৫৬৯৫ ইসহাক (র)...... আবূ মূসা 'আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ তাঁকে আর মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)কে (ইয়ামান) পাঠান, তখন তাদের অসিয়ত করেন। তোমরা (লোকের সাথে) নম্র ব্যবহার করবে, কঠোর ব্যবহার করবে না। শুভ সংবাদ দেবে এবং তাদের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে না। আর তোমরা দু'জনের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখবে। তখন আবূ মূসা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা এমন এক দেশে যাচ্ছি, যেখানে মধু থেকে শরাব তৈরী হয়। একে 'বিত্উ' বলা হয়। আর 'যব' থেকেও শরাব তৈরী হয়, তাকে বলা হয় 'মিয্র'। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ প্রত্যেক নেশার বস্তুই হারাম।

٥٦٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمُ بِهَا لِلّٰهِ -

৫৬৯৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (রা)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যখন কোন দু'টি কাজের মধ্যে এখ্তিয়ার দেয়া হতো, তখন তিনি দু'টির মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজটি গ্রহণ করতেন যদি তা গুনাহর কাজ না হতো। আর যদি তা গুনাহের কাজ হতো, তা হলে তিনি তা থেকে সবার চাইতে দূরে সরে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন বিষয়ে নিজের ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ নিতেন না। অবশ্য কেউ আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে, তিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তার প্রতিশোধ নিতেন।

٥٦٩٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ النُّعْمَانَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا عَلَى شَاطِيءِ نَهْرٍ بِالأَهْوَازِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَجَاءَ أَبُوْ بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ عَلَى فَرَسٍ فَصَلَّى وَخَلَّى فَرَسَهُ فَانْطَلَقَتِ الْفَرَسُ فَتَرَكَ صَلاَتَهُ وَتَبِعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلاَتَهُ ، وَفِيْنَا رَجُلٌ لَهُ رَأْى فَأَقْبَلَ يَقُوْلُ انْظُرُوْا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلاَتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ ، فَأَقْبَلَ فَقَالَ مَا عَنَّفَنِيْ أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّ مَنْزِلِيْ مُتَرَاخٍ فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُ لَمْ آتِ أَهْلِيْ إِلَى اللَّيْلِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ فَرَأَى مِنْ تَيْسِيْرِهِ -

৫৬৯৭ আবূ নু'মান (র)...... আযরাক ইব্‌ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা 'আহ্ওয়ায' নামক স্থানে একটা খালের কিনারায় অবস্থান করছিলাম। খালটির পানি শুকিয়ে গিয়েছিল। এমন সময় আবূ বারযা আসলামী (রা) একটি ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে সেখানে এলেন। তিনি ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিয়ে সালাতে দাঁড়ালেন। তখন ঘোড়াটা (দূরে) চলে গেল দেখে তিনি সালাত ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ার অনুসরণ করলেন এবং ঘোড়াটি পেয়ে ধরে আনলেন। তারপর সালাত পূর্ণ করলেন। এ সময় আমাদের মধ্যে একজন বিরূপ সমালোচক ছিলেন। তিনি তা দেখে বললেন ঃ এই বৃদ্ধের দিকে তাকাও, সে ঘোড়ার খাতিরে সালাত ছেড়ে দিল। তখন আবূ বারযাহ (রা) এগিয়ে এসে বললেন ঃ যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে হারিয়েছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে এরূপ তিরস্কার করেন নি। তিনি আরও বললেন ঃ আমার বাড়ী বহু দূরে। সুতরাং যদি আমি সালাত আদায় করতাম এবং ঘোড়াটিকে এভাবেই ছেড়ে দিতাম, তাহলে আমি রাতে নিজ পরিবারের নিকট পৌছতে পারতাম না। তিনি আরও উল্লেখ করলেন যে, তিনি নবী ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর নম্র ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছেন।

٥٦٩٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوْا بِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَعُوْهُ وَأَهْرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ -

৫৬৯৮ আবূল ইয়ামান ও লায়স (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করে দিলো। তখন লোকজন তাকে শাসন করার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন ঃ তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি অথবা একপাত্র পানি ঢেলে দাও। কারণ, তোমাদের নম্র ব্যবহারকারী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, কঠোর ব্যবহারকারী হিসেবে পাঠানো হয় নি।

٢٥١٤ . بَابُ الإِنْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ خَالِطِ النَّاسَ وَدِيْنَكَ لاَ تَكْلِمَنَّهُ وَالدُّعَابَةَ مَعَ الأَهْلِ

২৫১৪. পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের সাথে হাসিমুখে মেলামেশা করা। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, মানুষের সাথে এমনভাবে মেলামেশা করবে, যেন তাতে তোমার দীন আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। আর পরিবারের সঙ্গে হাসি তামাশা করা

٥٦٩٩ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَبُوْ التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُوْلَ لِأَخٍ لِيْ صَغِيْرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ -.

৫৬৯৯ আদম (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন, এমনকি একদিন তিনি আমার এক ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ওহে আবূ উমায়র ! নুগায়র পাখিটি কেমন আছে ?

٥٧٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ لِيْ صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِيْ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي -

৫৭০০ মুহাম্মদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনেই আমি পুতুল বানিয়ে খেলতাম । আমার বান্ধবীরাও আমার সঙ্গে খেলতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশ করলে তারা দৌড়ে পালাত। তখন তিনি তাদের ডেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং তারা আমার সঙ্গে খেলা করত।

٢٥١٥ . بَابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوْهِ أَقْوَامٍ، وَإِنَّ قُلُوْبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ

২৫১৫. পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের সঙ্গে শিষ্টাচার করা । আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা কোন কোন কাওমের সাথে প্রকাশ্যে হাসি-খুশি মেলামেশা করি। কিন্তু আমাদের অন্তরগুলো তাদের উপর লানত বর্ষণ করে

٥٧٠١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ ائْذَنُوْا لَهُ فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ أَوْ بِئْسَ أَخُوْ الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ

ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ أَىْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ -

৫৭০১ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আয়েশা(রা) থেকে বর্ণিত যে, একব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট প্রবেশ করার অনুমতি চাইল তখন তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও। সে তার বংশের নিকৃষ্ট সন্তান। অথবা বললেন ঃ সে তার গোত্রের ঘৃণ্যতম ভাই। যখন সে প্রবেশ করল, তখন তিনি তার সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বললেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি এর সম্পর্কে যা বলার তা বলেছেন। এখন আপনি তার সাথে নম্রভাবে কথা বললেন। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা ! আল্লাহর কাছে মর্যাদায় নিকৃষ্ট সে ব্যক্তি, যার অশালীন আচরণ থেকে বেচে থাকার জন্য মানুষ তার সংশ্রব ত্যাগ করে।

٥٧٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، قَالَ أَيُّوبُ بِثَوْبِهِ أَنَّهُ يُرِيهِ إِيَّاهُ وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ * وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقْبِيَةٌ -

৫৭০২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল ওহ্‌হাব (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ মুলায়কাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ কে কয়েকটি রেশমের তৈরী (সোনার বোতাম লাগান) 'কাবা' হাদিয়া দেওয়া হলো। তিনি এগুলো সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং তা থেকে একটি মাখ্‌রামা (রা)-এর জন্য আলাদা রেখে দিলেন। পরে যখন তিনি এলেন, তখন তিনি (সেটি তাঁকে দিয়ে) বললেন ঃ আমি এটি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। আইউব নিজের কাপড়ের দিকে ইশারা করলেন, তিনি যেন তাঁর কাপড় মাখরামাকে দেখাচ্ছিলেন। মাখ্‌রামা (রা)-এর মেজাজের মধ্যে কিছু (অসন্তোষের ভাব) ছিল।

٢٥١٦ . بَابُ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ ، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لاَ حَكِيمَ إِلاَّ ذُو تَجْرِبَةٍ

২৫১৬. পরিচ্ছেদ ঃ মু'মিন এক গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না। মু'আবিয়া (রা) বলেছেন ঃ অভিজ্ঞতা ছাড়া সহনশীলতা সম্ভব নয়

٥٧٠٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ -

৫৭০৩ কুতায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রকৃত মু'মিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।

٢٥١٧ . بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ

২৫১৭. পরিচ্ছেদ ঃ মেহ্‌মানের হক

٥٧٠٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا تَفْعَلْ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُوْلَ بِكَ عُمْرٌ وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذٰلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ قَالَ فَشَدَّدْتُ عَلَيَّ فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيْقُ غَيْرَ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمْعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدَ عَلَيَّ قُلْتُ أُطِيْقُ غَيْرَ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ ، قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ -

৫৭০৪ ইসহাক ইব্‌ন মানসুর (র)...... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ আমার নিকট এসে বললেন ঃ আমাকে কি এ খবর জানানো হয় নি যে, তুমি সারা রাত সালাতে কাটাও। আর সারা দিন সিয়াম পালন কর। তিনি বললেন ঃ তুমি (এরকম) করো না। রাতের কিছু অংশ সালাত আদায় কর, আর ঘুমাও। কয়েকদিন সাওম পালন কর, আর কয়েকদিন ইফ্‌তার কর (সাওম ভঙ্গ কর)। তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে। তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে, তোমার উপর তোমার মেহমানের হক আছে, আর তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে। নিশ্চয়ই তুমি তোমার আয়ু লম্বা হওয়ার আশা কর। সুতরাং প্রত্যেক মাসে তিন দিন সিয়াম পালনই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। কেননা, নিশ্চয়ই প্রতিটি নেক কাজের বদলে তার দশগুণ পরিমাণ সাওয়াব দেওয়া হয়। সুতরাং এভাবে সারা বছরেই সিয়ামের সাওয়াব পাওয়া যায়। তখন আমি কঠোর ব্যবস্থা চাইলে, আমাকে কঠোর ব্যবস্থ দেয়া হলো। আমি বললাম ঃ এর চেয়েও বেশী পালনের সামর্থ আমার আছে। তিনি বললেন ঃ তা হলে তুমি প্রতি সপ্তাহে তিন দিন সিয়াম পালন কর। তখন আমি আরও কঠোর ব্যবস্থা চাইলে, আমাকে কঠোর ব্যবস্থা দেওয়া হলো। আমি বললাম ঃ আমি এর চেয়ে বেশী সিয়ামের সামর্থ রাখি। তিনি বললেন ঃ তবে তুমি আল্লাহ্‌র নবী দাউদ (আ)-এর সিয়াম পালন কর। আমি বললাম ঃ ইয়া নবী আল্লাহ্‌! দাউদ (আ)-এর সিয়াম কি রকম? তিনি বললেন? আধা বছর সিয়াম পালন ।

٢٥١٨ . بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ وَقَوْلِهِ : ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ

২৫১৮. পরিচ্ছেদ ঃ মেহমানের সম্মান করা এবং নিজেই মেহমানের খেদমত করা। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমার নিকট ইব্‌রাহীম এর সম্মানিত মেহমানদের......

٥٧٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ ، وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ -

৫৭০৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আবূ সুরায়হ্ কা'বী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তে ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানের সম্মান করে। মেহমানের সম্মান একদিন ও একরাত। আর সাধারণ মেহমানদারী তিন দিন ও তিনরাত। এরপরে (তা হবে) 'সাদাকা'। মেযবানকে কষ্ট দিয়ে, তার কাছে মেহমানের অবস্থান হালাল নয়। (অন্যসূত্রে) মালিক (র) অনুরূপ বর্ণনা করার পর অতিরিক্ত বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অথবা সে যেন চুপ থাকে।

٥٧٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ -

৫৭০৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে সে যেন মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অথবা যেন চুপ থাকে।

٥٧٠٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ -

৫৭০৭ কুতায়বা (র)...... উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের কোথাও পাঠালে আমরা এমন কোন কাওমের কাছে উপস্থিত হই, যারা আমাদের মেহ্‌মানদারী করে না। এ ব্যাপারে আপনার মত কি? তখন তিনি আমাদের বললেন ঃ যদি তোমরা কোন কাওমের নিকট গিয়ে পৌঁছ, আর তারা তোমাদের মেহমানের উপযোগী যত্ন নেয়, তবে তোমরা তা সাদরে গ্রহণ করবে। আর যদি তারা না করে, তা হলে, তাদের অবস্থানুযায়ী তাদের থেকে মেহমানের উপযোগী দাবী আদায় করে নেবে।

٥٧٠٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ -

৫৭০৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন তার রক্তের সম্পর্ক যুক্ত রাখে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অথবা নীরব থাকে।

٢٥١٩ . بَابُ صُنْعِ الطَّعَامِ وَالتَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ

২৫১৯. পরিচ্ছেদ ঃ খাবার তৈরি করা ও মেহমানের জন্য কষ্ট স্বীকার করা

٥٧٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً : فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكِ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الآنَ قَالَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ * أَبُو جُحَيْفَةَ وَهْبٌ السُّوَائِيُّ يُقَالُ وَهْبُ الْخَيْرِ -

৫৭০৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ জুহায়ফা (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সালমান (রা) ও আবূ দারদা (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে দেন। এরপর একদিন সালমান (রা) আবূ দার্‌দা (রা)-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তখন তিনি উম্মে দারদা (রা) কে অতি সাধারণ পোশাকে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার কী হয়েছে? তিনি বললেম ঃ তোমার ভাই আবূ দার্‌দা (রা)-এর দুনিয়াতে কিছুর প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে আবূ দারদা (রা) এলেন। তারপর তার জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাঁকে বললেন আপনি খেয়ে নিন। আমি তো সিয়াম পালন করছি। তিনি বললেন ঃ আপনি যতক্ষণ না খাবেন ততক্ষণ আমিও খাব না। তখন তিনিও খেলেন তারপর যখন রাত হলো, তখন আবূ দারদা (রা) সালাতে দাঁড়ালেন। তখন সালমান (রা) তাঁকে বললেন ঃ আপনি ঘুমিয়ে নিন। তিনি শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবার উঠে দাঁড়ালে, তিনি বল্‌লেন ঃ (আরও) ঘুমান। অবশেষে যখন রাত শেষ হয়ে এল, তখন সাল্‌মান (রা) বললেন ঃ এখন উঠুন এবং তারা উভয়েই সালাত আদায় করলেন। তারপর সালমান (রা) বললেন ঃ তোমার উপর তোমার রবের দাবী আছে, (তেমনি) তোমার উপর তোমার দাবী আছে এবং তোমার স্ত্রীরও তোমার উপর দাবী আছে। সুতরাং তুমি প্রত্যেক হক্‌দারের দাবী আদায় করবে। তারপর তিনি নবী ﷺ -এর কাছে এসে, তাঁর কাছে তার কথা উল্লেখ করলেন ঃ তিনি বললেন ঃ সালমান সত্যই বলেছে।

٢٥٢٠ . بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْغَضَبِ وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ

২৫২০. পরিচ্ছেদ ঃ মেহমানের সামনে কারো উপর রাগ করা, আর অসহনশীল হওয়া অনুচিত

٥٧١٠ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَضَيَّفَ رَهْطًا فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ دُوْنَكَ أَضْيَافَكَ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيْءَ ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَطْعِمُوْا فَقَالُوْا أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ أَطْعِمُوْا قَالُوْا مَا نَحْنُ بِآكِلِيْنَ حَتَّى يَجِيْءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ اقْبَلُوْا عَنَّا قِرَاكُمْ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوْا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ فَأَبَوْا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ فَأَخْبَرُوْهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَسَكَتُّ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَسَكَتُّ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جِئْتَ فَخَرَجْتُ ، فَقُلْتُ سَلْ أَضْيَافَكَ ، فَقَالُوْا صَدَقَ أَتَانَا بِهِ قَالَ فَإِنَّمَا انْتَظَرْتُمُوْنِي وَاللهِ لاَ أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ الآخَرُوْنَ وَاللهِ لاَنَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ ، قَالَ لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ

وَيْلَكُمْ مَا أَنْتُمْ لِمَ لاَ تَقْبَلُوْنَ عَنَّا قِرَاكُمْ هَاتِ طَعَامَكَ فَجَاءَ هُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ بِاسْمِ اللهِ الأُوْلَى لِلشَّيْطَانِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوْا -

৫৭১০ আয়্যাশ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র)...... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা) কিছু লোককে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করলেন। তিনি (তাঁর পুত্র) আবদুর রহমান কে নির্দেশ দিলেন, তোমার এ মেহমানদের নিয়ে যাও। আমি নবী ﷺ -এর নিকট যাচ্ছি। আমি ফিরে আসার পূর্বেই তুমি তাঁদের খাইয়ে দাইয়ে অবসর হয়ে যেয়ো। আবদুর রহমান (রা) তাদের নিয়ে চলে গেলেন এবং তাঁর ঘরে যা ছিল তা সামনে পেশ করে দিয়ে তাদের বললেন আপনারা খেয়ে নিন। তাঁরা বললেন। আমাদের এ বাড়ীর মালিক কোথায়? তিনি বললেন ঃ আপনারা খেয়ে নিন। তাঁরা বললেন ঃ বাড়ীর মালিক না আসা পর্যন্ত আমরা খাবো না। তিনি বললেন ঃ আমাদের পক্ষ থেকে আপনারা আপনাদের খাবার খেয়ে নিন। কারণ, আপনারা না খেলে তিনি এলে আমার উপর রাগ করবেন। কিন্তু তাঁরা অস্বীকার করলেন। আমি ভাবলাম যে, তিনি অবশ্যই আমার উপর ক্ষুব্ধ হবেন। তারপর তিনি ফিরে আসলে আমি তাঁর থেকে এক পাশে সরে পড়লাম। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কী করেছেন। তখন তারা তাঁকে সব বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ হে আবদুর রহমান! তখন আমি চুপ করে রইলাম। তিনি আবার ডাকলেন, হে আবদুর রহমান। এবারেও আমি চুপ করে রইলাম। তিনি আবার ডেকে বললেন ঃ ওরে মূর্খ! আমি তো'কে কসম দিচ্ছি। যদি আমার ডাক শুনে থাকিস, তবে কেন আসছিস না? তখন আমি বেরিয়ে এসে বললাম আপনি আপনার মেহমানদের জিজ্ঞাসা করুন। তখন তারা বললেন সে ঠিকই আমাদের খাবার এনে দিয়েছিল। তিনি বললেন তবুও কি আপনারা আমার অপেক্ষা করছেন? আল্লাহ্‌র কসম! আমি আজ রাতে তো খাবো না। মেহমানরাও বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম আপনি যতক্ষণ না খাবেন ততক্ষণ আমরাও খাব না। তখন তিনি বললেন আমি আজ রাতের মত খারাপ রাত আর দেখিনি। আপনাদের প্রতি আপেক্ষ। আপনারা কি আমাদের খাবার গ্রহণ কবূল করলেন না? তখন তিনি (আবদুর রহমানকে ডেকে) বললেন ঃ তোমার খাবার নিয়ে এসো। তিনি তা নিয়ে আসলে তিনিই খাবারের উপর নিজ হাত রেখে বললেন, বিস্‌মিল্লাহ্ এ প্রথম ঘটনাটা শয়তানের কারণেই ঘটেছে। তারপর তিনি খেলেন এবং তারাও খেলেন।

٢٥٢١ . بَابُ قَوْلِ الضَّيْفِ لِصَاحِبِهِ لاَ آكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ فِيْهِ حَدِيْثُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৫২১. পরিচ্ছেদ ঃ মেয্‌মানকে মেজবানের (একথা) বলা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি না খান ততক্ষণ আমিও খাব না। এ সম্পর্কে নবী ﷺ থেকে আবূ জুহায়ফার হাদীস রয়েছে

٥٧١١ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ بِضَيْفٍ لَهُ أَوْ بِأَضْيَافٍ لَهُ فَأَمْسَى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ أُمِّي احْتَسَبْتَ عَنْ ضَيْفِكَ أَوْ أَضْيَافِكَ اللَّيْلَةَ قَالَ مَا عَشَّيْتِهِمْ فَقَالَتْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا فَأَبَى فَغَضِبَ أَبُوْ بَكْرٍ فَسَبَّ وَجَدَّعَ وَحَلَفَ لاَ يَطْعَمُهُ فَاخْتَبَأْتُ أَنَا فَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَحَلَفَتِ الْمَرْأَةُ لاَ تَطْعَمُهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ فَحَلَفَ الضَّيْفُ أَوِ الأَضْيَافُ أَنْ لاَ يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُوْهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ كَأَنَّ هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوْا فَجَعَلُوْا لاَ يَرْفَعُوْنَ لُقْمَةً إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا فَقَالَ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هٰذَا ؟ فَقَالَتْ وَقُرَّةِ عَيْنِي إِنَّهَا الآنَ لأَكْثَرُ قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ فَأَكَلُوْا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا -

৫৭১১ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)...... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আবূ বক্‌র (রা) তাঁর একজন কিংবা কয়েকজন মেহমান নিয়ে এলেন এবং সন্ধ্যার সময় নবী ﷺ -এর কাছে গেলেন। তিনি ফিরে এলে আমার আম্মা তাঁকে বললেন ঃ আপনি মেহমানকে, কিংবা বললেন, মেহমানদের (ঘরে)রেখে (এতো) রাত কোথায় আটকা পড়েছিলেন? তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি তাদের খাবার দাওনি? তিনি বললেন ঃ আমি তাদের সামনে খাবার দিয়েছিলাম কিন্তু তারা, বা সে তা খেতে অস্বীকার করলেন। তখন আবূ বকর (রা) রেগে গাল মন্দ বললেন ও বদ্ দু'আ করলেন। আর শপথ করলেন যে, তিনি খাবার খাবেন না। আমি লুকিয়ে ছিলাম। তিনি আমাকে ডেকে বললেন ঃ ওরে মূর্খ! তখন মহিলা (আমার আম্মা) ও কসম করলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি না খাবেন ততক্ষণ আম্মাও খাবেন না। এদিকে মেহমানটি বা মেহমানরাও কসম খেয়ে বসলেন যে, যতক্ষণ তিনি না খান, ততক্ষণ পর্যন্ত তারাও খাবেন না। তখন আবূ বক্‌র (রা) বললেন ঃ এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে শয়তান থেকে। তারপর তিনি খাবার আনতে বললেন। আর তিনি খেলেন এবং মেহমানরাও খেলেন। কিন্তু তারা খাওয়া আরম্ভ করে যতবারই 'লুক্‌মা' উঠাতে লাগলেন, তার নীচে থেকে তার চেয়েও বেশী খাবার বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন ঃ হে বনী ফেরাসের বোন এ কি? তিনি বল্‌লেন ঃ আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এতো আমাদের পূর্বের খাবার থেকে এখন অনেক বেশী দেখছি। তখন সবাই খেলেন এবং তা থেকে তিনি নবী ﷺ -এর খেদমতে কিছু পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তিনি বর্ণনা করেন যে, তা থেকে তিনিও খেয়েছিলেন।

٢٥٢٢ . بَابُ إِكْرَامِ الْكَبِيْرِ وَيَبْدَأُ الأَكْبَرُ بِالْكَلاَمِ وَالسُّؤَالِ

২৫২২. পরিচ্ছেদ ঃ বড়কে সম্মান কর। বয়সে বড়জনই কথাবার্তা ও প্রশ্নাদি আরম্ভ করবে

٥٧١٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الأَنْصَارِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمُوْا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَبِّرِ الْكُبْرَ قَالَ يَحْيَى لِيَلِيَ الْكَلَامَ الأَكْبَرُ فَتَكَلَّمُوْا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَسْتَحِقُّوْنَ قَتِيْلَكُمْ أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بِأَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَوَدَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ * قَالَ سَهْلٌ فَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ فَدَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ بُشَيْرٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ يَحْيَى حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مَعَ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ * وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرٍ عَنْ سَهْلٍ وَحْدَهُ -

৫৭১২ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)...... রাফে ইব্‌ন খাদীজ (রা) ও সাহল ইব্‌ন আবূ হাস্‌মাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল ও মুহায়ইসা ইব্‌ন মাসউদ (র) খায়বারে পৌছে উভয়েই খেজুরের বাগানের ভিন্ন ভিন্ন পথে চলে গেলেন। সেখানে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহল (রা) কে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার পর আবদুর রহ্‌মান ইব্‌ন সাহল ও ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর দুই ছেলে হুওয়াইসা (রা) ও মুহায়ইসা (রা) নবী ﷺ -এর কাছে এলেন এবং তাঁর কাছে নিহত ব্যক্তির কথা বলতে লাগলেন। আবদুর রহ্‌মান (রা) কথা শুরু করলেন। তিনি ছোট ছিলেন, নবী ﷺ তাদের বললেন ঃ তুমি বড়দের সম্মান করবে। বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া বলেন ঃ কথা বলার দায়িত্ব যেন বড়রা পালন করে। তখন তারা তাদের লোক সম্পর্কে কথা বললেন। নবী ﷺ তাদের বললেন ঃ তোমাদের পঞ্চাশ জন লোক কসমের মাধ্যমে তোমাদের নিহত ভাইয়ের হত্যার হক প্রমাণ কর। তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ঘটনা তো আমরা দেখিনি। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তা হলে ইয়াহূদীরা তাদের থেকে পঞ্চাশ জনের কসমের মাধ্যমে তোমাদের কসম থেকে মুক্তি দিবে। তখন তারা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ওরা তো কাফির সম্প্রদায়। তারপর নবী ﷺ নিজের তরফ থেকে তাদের নিহত ব্যক্তির ফিদ্ইয়া দিয়ে দিলেন। সাহল (রা) বললেন ঃ আমি সেই উটগুলো থেকে একটি উট পেলাম। সেটি নিয়ে আমি যখন আস্তাবলে গেলাম তখন উটনীটি তার পা দিয়ে আমাকে লাথী মারলো।

٥٧١٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَخْبِرُوْنِي بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَلاَ تَحُتُّ وَرَقُهَا فَوَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَثَمَّ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ ، فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ يَا أَبَتَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسِى النَّخْلَةُ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُوْلَهَا لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا : قَالَ مَا مَنَعَنِيْ إِلاَّ أَنِّي لَمْ أَرَكَ وَلاَ أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا فَكَرِهْتُ -

৫৭১৩ মুসাদ্দাদ (রা)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা আমাকে এমন একটা বৃক্ষের খবর দাও, মুসলমানের সাথে যার দৃষ্টান্ত রয়েছে। তা সর্বদা তার প্রতিপালকের নির্দেশে খাদ্য দান করে, আর এর পাতাও ঝরে না। তখন আমার মনে আসলো যে, এটি খেজুর গাছ। কিন্তু যেহেতু সে স্থানে আবূ বকর ও উমর (রা) উপস্থিত থেকেও কথা বলছিলেন না, তাই আমিও কথা বলা পছন্দ করি নি। তখন নবী ﷺ নিজেই বললেন সেটি হলো, খেজুর গাছ। তারপর যখন আমি আমার আব্বার সঙ্গে বেড়িয়ে এলাম, তখন আমি বললাম আব্বা! আমার মনেও খেয়াল এসেছিল যে, এটা নিশ্চয়ই খেজুর গাছ। তিনি বললেন ঃ তোমাকে তা বলতে কিসে বাধা দিয়েছিল? যদি তুমি তা বলতে, তাহলে একথা আমার কাছে এত এত ধন-সম্পদ পাওয়ার চেয়েও বেশী প্রিয় হতো। তিনি বললেন ঃ আমাকে শুধু একথাই বাধা দিয়েছিল যে, আমি দেখলাম, আপনি ও আবূ বকর (রা) কেউই কথা বলছেন না। তাই আমিও কথা বলা পছন্দ করলাম না।

٢٥٢٠ . بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الشِّعْرِ وَالرَّجْزِ وَالْحِدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ وَقَوْلِهِ : وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ وَأَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ ، إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوْا اللهَ كَثِيْرًا وَانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فِي كُلِّ لَغْوٍ يَخُوْضُوْنَ

২৫২০. পরিচ্ছেদ ঃ কবিতা পাঠ, সঙ্গীত ও উট চালানোর সংগীতের মধ্যে যা জায়েয ও যা না-জায়েয। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ এবং বিপথগামী লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে থাকে .... তারা কোন পথে ফিরে বেড়াচ্ছে

٥٧١٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً -

৫৭১৪ আবুল ইয়ামান (র)...... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই কোন কোন কবিতার মধ্যে জ্ঞানের কথাও রয়েছে।

٥٧١٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُوْلُ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي إِذَا أَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ فَدَمِيَتْ أُصْبُعُهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ -

৫৭১৫ আবূ নুয়াইম (র)...... জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ এক জিহাদে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন এবং তাঁর একটা আংগুল রক্তাক্ত হয়ে গেল। তখন তিনি কবিতার ছন্দে বললেন ঃ তুমি একটা রক্তাক্ত আংগুল বৈ কিছুই নও, আর যে কষ্ট ভোগ করছ তা তো একমাত্র আল্লাহ্‌র পথেই।

٥٧١٦ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ * أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ * وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ -

৫৭১৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, কবিরা যে সব কথা বলেছেন, তার মধ্যে কবি লবীদের কথাটাই সবচেয়ে বেশী সত্য কথা। (তিনি বলেছেন) শোন! আল্লাহ্ ব্যতীত সব কিছুই বাতিল। তিনি আরও বলেছেন, কবি উমাইয়া ইব্‌ন আবু সাল্ত ইসলাম গ্রহণের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল।

٥٧١٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الأَكْوَعِ أَلاَ تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ قَالَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِرًا ، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ لَوْ لاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا * فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا * وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا * وَأَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * إِنَّا إِذَا صِيْحَ بِنَا أَتَيْنَا * وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا * فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ هَذَا السَّائِقُ ؟ قَالُوْا عَامِرُ بْنُ الأَكْوَعِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ لَو أَمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيْدَةٌ ثُمَّ إِنَّ اللهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ يَوْمًا الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوْا نِيْرَانًا كَثِيْرَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا هٰذِهِ النِّيْرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوْقِدُوْنَ قَالُوْا عَلَى لَحْمٍ قَالَ أَيُّ

لَحْمٍ ؟ قَالُوْا لَحْمُ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَهْرِيْقُوْهَا وَأَكْسِرُوْهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْ نُهْرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذٰلِكَ ، فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيْهِ قِصَرٌ فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُوْدِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ فَلَمَّا قَفَلُوْا قَالَ سَلَمَةُ رَأٰنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَاحِبًا فَقَالَ لِي مَالَكَ ؟ فَقُلْتُ فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوْا وَأَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ قَالَهُ؟ فَقُلْتُ قَالَهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ نَشَأَهَا مِثْلَهُ -

৫৭১৭ কুতায়বা (র)...... সালমা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে খায়বার অভিযানে বের হলাম। আমরা রাতের বেলায় চলছিলাম। দলের মধ্যে থেকে একজন 'আমির ইব্‌ন আকওয়া (রা)-কে বলল যে, আপনি কি আপনার (ছোট) কবিতাগুলো থেকে কিছু পড়ে আমাদের শুনাবেন না? 'আমির (রা) ছিলেন একজন কবি। সুতরাং তিনি দলের লোকদের হুদী গেয়ে শুনাতে লাগলেন। "হে আল্লাহ্! তুমি না হলে, আমরা হেদায়েত পেতাম না। আমরা সাদাকা দিতাম না, সালাত আদায় করতাম না। আমাদের আগেকার গুনাহ ক্ষমা করুন; যা আমরা করেছি। আমরা আপনার জন্য উৎসর্গিত। যদি আমরা শত্রুর সম্মুখীন হই, তখন আমাদের পদদ্বয় সুদৃঢ় রাখুন। আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। শত্রুর ডাকের সময় আমরা যেন বীরের মত ধাবিত হই, যখন তারা হৈ-হুল্লাড় করে, আমাদের উপর আক্রমণ চালায়।" তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : এ উট চালক লোকটি কে? সে যে এ রকম উট চালিয়ে যাচ্ছে লোকেরা বললেন : তিনি 'আমির ইব্‌ন আক্ওয়া। তিনি বললেন : আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন। দলের একজন বললেন : ইয়া নবী আল্লাহ। তার জন্য তো শাহাদাত নির্দিষ্ট হয়ে গেলো। হায়! যদি আমাদের এ সুযোগ দান করতেন। তারপর আমরা খায়বারে পৌঁছে শত্রুদের অবরোধ করে ফেললাম। এ সময় আমরা অতিশয় ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। অবশেষে আল্লাহ্ (খায়বার যুদ্ধে) তাদের উপর আমাদের বিজয় দান করলেন। তারপর যেদিন খায়বার বিজিত হলো, সেদিন লোকেরা অনেক আগুন জ্বালাল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা এত সব আগুন কি জন্য জ্বালাচ্ছ? লোকেরা বললো : গোশ্‌ত রান্নার জন্য। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কিসের গোশ্‌ত? তারা বলল : গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এসব গোশ্‌ত ফেলে দাও এবং হাঁড়িগুলো ভেঙ্গে ফেল। একব্যক্তি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বরং গোশ্‌তগুলো ফেলে আমরা হাঁড়িগুলো ধুয়ে নেই? তিনি বললেন : তবে তাই কর। রাবী বলেন : যখন লোকেরা যুদ্ধে সারিবদ্ধ হল। 'আমির (রা)-এর তলোয়ার খানা খাঁটো ছিল। তিনি এক ইয়াহূদীকে মারার উদ্দেশ্য এটি দিয়ে তার উপর আক্রমণ করলেন। কিন্তু তার তলোয়ারের ধারাল অংশ 'আমির (রা)-এরই হাঁটুতে এসে

আঘাত করল। এতে তিনি মারা গেলেন। তারপর ফিরার সময় সবাই ফিরলেন। সালামা (রা) বলেনঃ আমার চেহারার রং পরিবর্তন দেখে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম ঃ আমার বাপ-মা আপনার প্রতি কুরবান হউন! লোকেরা বলছে যে, 'আমিরের আমল সব বরবাদ হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ এ কথাটা কে বলেছে? আমি বললাম ঃ অমুক, অমুক অমুক এবং উসায়দ ইব্‌ন হুযাইর আনসারী (রা)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যারা এ কথা বলেছে, তারা মিথ্যা বলেছে। তিনি বললেন ঃ তাঁর দু'টি পুরস্কার রয়েছে, সে জাহিদ এবং মুজাহিদ। আরব ভূ-খন্ডে তাঁর মত লোক অল্পই জন্ম নিয়েছে।

٥٧١٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سُوْقًا بِالْقَوَارِيرِ قَالَ أَبُوْ قِلَابَةَ فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوْهَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ سُوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ -

৫৭১৮ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ তাঁর কতক সহধর্মিণীর কাছে আসলেন। তখন তাঁদের সঙ্গে উম্মে সুলায়মও ছিলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ সর্বনাশ, হে আনজাশাহ! তুমি (উট) ধীরে চালাও। কেননা, তুমি কাচপাত্র (মহিলা) নিয়ে চলেছ। রাবী আবূ কিলাবা বলেন ঃ নবী (সা.) 'সাওকাকা বিল্ কাওয়ারীর' বাক্য দ্বারা এমন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করলেন, যা অন্য কেউ বললে, তোমরা তাকে ঠাট্টা করতে।

٢٥٢٣ . بَابُ هِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ

২৫২৩. পরিচ্ছেদ ঃ কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের নিন্দা করা

٥٧١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَكَيْفَ بِنَسَبِيْ ، فَقَالَ حَسَّانُ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَا تَسُبُّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ -

বাংলায় ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুণঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম।

৫৭১৯ মুহাম্মদ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট মুশরিকদের নিন্দা করার অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তা হলে এ নিন্দা থেকে আমার বংশ মর্যাদা কেমনে বাঁচাবে? তখন হাস্‌সান (রা) বললেন ঃ আমি তাদের থেকে আপনাকে এমনভাবে বের করে নেব, যেভাবে

মাখানো আটা থেকে চুল বের করে আনা হয়। রাবী 'উরওয়া বর্ণনা করেন, একদিন আমি 'আয়েশা (রা)-এর কাছে হাস্সান (রা)-কে গালি দিতে শুরু করলাম, তখন তিনি বললেন ঃ তুমি তাঁকে গালমন্দ করো না। কারণ, তিনি নবী ﷺ-এর তরফ থেকে মুশরিকদের প্রতিরোধ করতেন।

٥٧٢٠ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ الْهَيْثَمَ بْنَ أَبِيْ سِنَانٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِيْ قَصَصِهِ يَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ أَخًا لَكُمْ لاَيَقُوْلُ الرَّفَثَ يَعْنِيْ بِذَلِكَ ابْنَ رَوَاحَةَ قَالَ :

فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ يَتْلُوْ كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوْفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ
أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوْبُنَا بِهِ مُوْقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ
يَبِيْتُ يُجَافِيْ جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْكَافِرِيْنَ الْمَضَاجِعُ

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَالأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ -

৫৭২০ আস্‌বাগ...... আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর বর্ণনায় নবী ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের ভাই অর্থাৎ কবি ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) অশ্লীল কথা বলেনি। তিনি বলতেন ঃ "আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রয়েছেন, তিনি কুরআন তিলাওয়াত করেন; যখন ভোরের মনোরম আলো ফুটে উঠে। পথভ্রষ্ট হওয়ার পর তিনি আমাদের সুপথ দেখিয়েছেন। আর আমরা অন্তরের সাথে একীন করলাম যে, তিনি যা বলছেন, তা ঘটবেই। তিনি নিজ পিঠ বিছানা থেকে সরিয়ে রেখেই রাত কাটান। যখন কাফিরদের শয্যা-সুখ ত্যাগ করা তাদের পক্ষে ভারী কষ্টকর হয়।"

٥٧٢١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ عَتِيْقٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيَقُوْلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ نَشَدْتُكَ بِاللهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اللّٰهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ نَعَمْ -

৫৭২১ আবুল ইয়ামান ও ইসমা'ঈল (র)...... হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আবূ হুরায়রা! আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি। আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে একথা বলতে শুনেছেন যে, ওহে হাস্সান! তুমি আল্লাহ্‌র রাসূলের তরফ থেকে পাল্টা জবাব দাও। হে আল্লাহ্! তুমি জিব্‌রাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তাকে সাহায্য কর। আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন ঃ হাঁ।

٥٧٢٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِحَسَّانَ أَهْجُهُمْ أَوْ قَالَ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ -

৫৭২২ সুলায়মান ইব্‌ন হারব...... বারাআ' (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ হাস্‌সান (রা)-কে বললেন ঃ তুমি কাফিরদের নিন্দা করো। জীব্‌রাঈল (আ) তোমার সহায়।

٢٥٢٤ . بَابُ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَكُوْنَ الْغَالِبُ عَلَى الإِنْسَانِ الشِّعْرَ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ

২৫২৪. পরিচ্ছেদ ঃ যে কবিতা মানুষকে এতখানি প্রভাবিত করে, যা তাকে আল্লাহ্‌র স্মরণ, জ্ঞান অর্জন ও কুরআন থেকে বাধা দেয়, তা নিষিদ্ধ

٥٧٢٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لأَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَ شِعْرًا -

৫৭২৩ 'উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মূসা (রা)...... ইব্‌ন 'উমর (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো উদর কবিতা দিয়ে ভর্তি হওয়ার চেয়ে পুঁজ দিয়ে ভর্তি হওয়া অনেক ভাল।

٥٧٢٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لأَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَ شِعْرًا -

৫৭২৪ 'উমর ইব্‌ন হাফস্‌ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির পেট কবিতা দিয়ে ভর্তি হওয়ার চাইতে এমন পুঁজে ভর্তি হওয়া উত্তম, যা তোমাদের পেটকে ধ্বংস করে ফেলে।

٢٥٢٥ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ تَرِبَتْ يَمِيْنُكَ وَعَقْرَى حَلْقَي

২৫২৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর উক্তি ঃ তোমার ডান হাত ধূলায় ধূসরিত হোক। তোমার হাত-পা ধ্বংস হোক এবং তোমার কণ্ঠদেশ ঘায়েল হোক

٥٧٢٥ حَدَّثَنَا يَحْيَ ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ وَاللهِ لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى اسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي

وَلٰكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ قَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ ، قَالَ عُرْوَةُ ، فَبِذٰلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ حَرِّمُوْا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ -

৫৭২৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পর আবূ কুয়ায়সের ভাই আফলাহ্ আমার গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমি বললাম ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুমতি না নিয়ে, তাকে অনুমতি দেব না। কারণ, আবূ কুয়ায়সের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। ইতিমধ্যেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ব্যক্তি তো আমাকে দুধ পান করান নি। বরং তাঁর স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ অনুমতি দাও। কারণ এ লোকটি তোমার (দুধ) চাচা। তোমার ডান হাত ধূলায় ধূসরিত হোক। রাবী উরওয়া বলেন, এ কারণেই 'আয়েশা (রা) বলতেন যে, বংশগত সম্পর্কে বিবাহে যারা হারাম হয়, দুধ পান সম্পর্কেও তোমরা তাদের হারাম গণ্য করবে।

٥٧٢٦ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ فَرَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيْبَةً حَزِيْنَةً لأَنَّهَا حَاضَتْ فَقَالَ عَقْرَي حَلْقِيْ لُغَةُ قُرَيْشٍ إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا ثُمَّ قَالَ أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ، يَعْنِيْ الطَّوَافَ ، قَالَتْ نَعَمْ ،قَالَ فَانْفِرِيْ إِذًا -

৫৭২৬ আদম (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ফিরে আসার ইচ্ছা করলেন। তখন সাফিয়্যা (রা) ঋতুস্রাব আরম্ভ হওয়ায় তাঁর দরজার সামনে চিন্তিত ও বিষণ্ণ বদনে দাঁড়িয়ে আছেন দেখতে পেলেন। তখন তিনি কুরাইশদের বাগধারায় বললেন ঃ 'আক্‌রা-হাল্‌কী'। তুমি তো দেখছি, আমাদের আটকিয়ে দিবে। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কুরবানীর দিনে ফরয তাওয়াফ আদায় করেছিলে? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ তাহলে এখন তুমি চলো।

٢٥٢٦ . بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زَعَمُوْا

২৫২৬. পরিচ্ছেদ ঃ 'যাআমূ' (তারা ধারণা করেন) সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

٥٧٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ بِنْتِ أَبِيْ طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِيْ طَالِبٍ تَقُوْلُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ - فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ ؟ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِيءٍ بِنْتِ أَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيءٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غَسْلِهِ قَامَ

فَصَلَّي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّيْ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِيءٍ وَذَاكَ ضُحًى -

৫৭২৭ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র)...... উম্মে হানী বিন্ত আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি নবী ﷺ -এর খেদমতে গিয়ে তাঁকে গোসল করতে পেলাম। তখন তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা দিয়ে আড়াল করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ কে? আমি বললাম ঃ আমি আবূ তালিবের মেয়ে উম্মে হানী। তিনি বললেন ঃ উম্মে হানীর জন্য মারহাবা। তারপর তিনি যখন গোসল শেষ করলেন। তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং এক কাপড় গায়ে জড়িয়ে আট রাকাআত সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাত শেষ করলে আমি বল্লাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হুবায়রার পুত্র অমুককে নিরাপত্তা দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার ভাই বলছে, সে তাকে হত্যা করবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে উম্মে হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম। উম্মে হানী (রা) বলেন ঃ এই সময়টি ছিল চাশ্তের সময়।

٢٥٢٧ . بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلَكَ

২৫২৭. পরিচ্ছেদ ঃ কাউকে 'ওয়াইলাকা' বলা

٥٧٢٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بُدْنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بُدْنَةٌ ، قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ -

৫৭২৮ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে একটা কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে, তাকে বললেন ঃ এতে সাওয়ার হয়ে যাও। সে বলল ঃ এটি তো কুরবানীর উট। তিনি আবার বললেন ঃ সাওয়ার হয়ে যাও । সে বলল ঃ এটি তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন ঃ এতে সাওয়ার হয়ে যাও। সে বলল, এটি তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন ঃ ওয়াইলাকা (তোমার অকল্যাণ হোক) তুমি এটির উপর সাওয়ার হয়ে যাও।

٥٧٢٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَيَ رَجُلاً يَسُوْقُ بُدْنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ -

৫৭২৯ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে একটা কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন ঃ তুমি এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি তো কুরবানীর উট। তখন তিনি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বার বললেন ঃ ওয়াইলাকা (তোমার অনিষ্ট হোক) তুমি এতে সাওয়ার হয়ে যাও।

٥٧٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ وَأَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ أَسْوَدُ ، يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ يَحْدُوْ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةَ رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِيْرِ -

৫৭৩০ মুসাদ্দাদ ও আইউব (রা)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সফরে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তখন আনজাশা নামক একজন কালো গোলাম ছিল। সে পুঁথি গাইতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ ওহে আনজাশা তোমার সর্বনাশ। তুমি উটটিকে কাঁচপাত্র সদৃশ সাওয়ারীদের নিয়ে ধীরে চালিয়ে যাও।

٥٧٣١ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بُكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أُثْنِي رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيْكَ ثَلاَثًا ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلاَنًا وَاللهُ حَسِيْبُهُ وَلاَ أُزَكِّيْ عَلَى اللهِ أَحَدًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ -

৫৭৩১ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর সামনে আরেক জনের প্রশংসা করলো । তিনি বললেন ঃ 'ওয়াইলাকা' (তোমার অমঙ্গল হোক) তুমি তো তোমার ভাই এর গর্দান কেটে দিয়েছ। তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন তিনি আরও বললেন ঃ যদি তোমাদের কাউকে কারো প্রশংসা করতেই হয়, আর সে তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকে, তবে শুধু এতটুকু বলবে যে, আমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করি। প্রকৃত হিসাব নিকাশের মালিক একমাত্র আল্লাহ । আর আমি নিশ্চিতভাবে আল্লাহর সামনে কারো পবিত্রতা বর্ণনা করছি না।

٥٧٣٢ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالضَّحَّاكِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قَسْمًا ، فَقَالَ ذُو الْخُوَيْصِرَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَعْدِلْ قَالَ وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ، فَقَالَ عُمَرُ ائْذَنْ لِيْ فَلأَضْرِبْ عُنُقَهُ، قَالَ لاَ إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ

صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمُرُوْقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِه فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ سَبَقَ الْفَرْثَ وَ الدَّمَ يَخْرُجُوْنَ عَلَى حِيْنِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ أَيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَي يَدَيْهِ مِثْلَ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلَ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنِّيْ كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِيْنَ قَاتَلَهُمْ ، فَالْتُمِسَ فِي الْقَتْلَى فَأُتِيَ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ النَّبِيُّ ﷺ -

৫৭৩২ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নিজ অধিকারভুক্ত কিছু মাল নবী ﷺ ভাগ করে দিচ্ছিলেন। এমন সময় তামীম গোত্রের যুল খোয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি বলে উঠল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! ইন্‌সাফ করুন। তখন তিনি বললেন ঃ ওয়ায়লাকা (তোমার অমঙ্গল হোক) আমি ইন্‌সাফ না করলে আর কে ইনসাফ করবে? তখন উমর (রা) বললেন ঃ আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি এর গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন ঃ না। কারণ, তার এমন কতক সাথী রয়েছে; যাদের সালাতের সামনে নিজেদের সালাতকে তুচ্ছ মনে করবে এবং তাদের সিয়ামের সম্বন্ধে তোমাদের নিজেদের সিয়ামকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমনিভাবে তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়------ গোবর ও রক্তকে এমনভাবে অতিক্রম করে যায় যে তীরের অগ্রভাগ লক্ষ্য করলে তাতে কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, তার উপরিভাগে লক্ষ্য করলেও কোন চিহ্ন পাওয়া যায়না। তার কাঠামোতে ও কোন চিহ্ন নেই। তার পাতির মধ্যে ও কোন চিহ্ন নেই। এমন সময় তাদের আবির্ভাব হবে, যখন মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিবে। তাদের পরিচয় হলো, তাদের নেতা এমন এক ব্যক্তি হবে, যার একহাত স্ত্রীলোকের স্তনের মত অথবা পিণ্ডের মত তা কাঁপতে থাকবে। রাবী আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি যে, আমি নিশ্চয়ই নবী ﷺ থেকে একথা শুনেছি এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি নিজে আলী (রা)-এর সাথে ছিলাম যখন তিনি এ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। তখন সে লোকটিকে যুদ্ধের নিহত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে খুঁজে বের করে আনার পর তাকে ঠিক সেই অবস্থায়ই পাওয়া গেল, যে অবস্থার বর্ণনা নবী ﷺ দিয়েছিলেন।

٥٧٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكْتُ ، قَالَ وَيْحَكَ ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ

اَعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَ مَا أَجِدُهَا ، قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ لاَ أَسْتَطِيْعُ ، قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ، قَالَ مَا أَجِدُ فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فَقَالَ خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَعَلَى غَيْرِ أَهْلِي، فَوَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنُبَيِ الْمَدِيْنَةِ أَحْوَجُ مِنِّي ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، قَالَ خُذْهُ * تَابَعَهُ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَيْلَكَ -

৫৭৩৩ আবুল হাসান মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেমদতে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন ঃ 'ওয়ায়হাকা' (আফসোস তোমার জন্য) এরপর সে বলল ঃ আমি রামযানের মধ্যেই দিনের বেলায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ একটা গোলাম আযাদ করে দাও সে বলল ঃ আমার কাছে তা নেই। তিনি বললেন ঃ তা হলে তুমি লাগাতার দু'মাস সাওম পালন কর। সে বলল ঃ আমি এতেও সক্ষম নই। তিনি বললেন ঃ তবে তুমি ষাটজন মিস্কীনকে খাওয়াও। লোকটি বলল ঃ আমি এর সামর্থ রাখি না। নবী ﷺ -এর খিদমতে এক ঝুড়ি খেজুর এলো । তখন তিনি বললেন ঃ এটা নিয়ে যাও এবং সাদাকা করে দাও। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কি আমার পরিবার ব্যতীত অন্যকে দেব? সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। মদীনার উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার চেয়ে অভাবী আর কেউ নেই। তখন নবী ﷺ এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তার পার্শ্বের ছেদন দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ পেল। তিনি বললেনঃ তবে তুমিই নিয়ে যাও।

٥٧٣٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيْدٌ ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤَدِّيْ صَدَقَتَهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا -

৫৭৩৪ সুলায়মান ইব্ন আব্দুর রাহমান (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। একজন গ্রাম্য লোক এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে হিজরত সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ আফসোস তোমার প্রতি, হিজরত তো খুব কঠিন ব্যাপার। তোমার উট কি আছে? সে বলল ঃ হাঁ । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি এর যাকাত দিয়ে থাক? লোকটি বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তবে তুমি সমুদ্রের ঐ পাশ থেকেই আমল করে যাও । নিশ্চয়ই আল্লাহ সাওয়াব একটুও কমাবেন না।

٥٧٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ ، قَالَ شُعْبَةُ شَكَّ هُوَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ * وَقَالَ النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ وَيْحَكُمْ * وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ -

৫৭৩৫ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বললেন ঃ 'ওয়ায়লাকুম' অথবা 'ওয়ায়হাকুম' (তোমাদের জন্য আফসোস) আমার পরে তোমরা আবার কাফির হয়ে যেয়ো না। যাতে তোমরা একে অন্যের গর্দান মারবে।

٥٧٣٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ ، قَالَ وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلاَّ أَنِّيْ أُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، قَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ، فَقُلْنَا وَنَحْنُ كَذٰلِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيْدًا ، فَمَرَّ غُلاَمٌ لِلْمُغِيْرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِيْ ، فَقَالَ إِنْ أُخِّرَ هٰذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ ، حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ * وَ اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৫৭৩৬ আমর ইব্‌ন আসিম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক গ্রাম্য লোক নবী ﷺ-এর খেদমতে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য আক্ষেপ, তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? সে জবাব দিল ঃ আমি তো তার জন্য কিছু প্রস্তুতি নেই নি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন ঃ তুমি যাকে ভালবাস, কিয়ামতের দিন তুমি তাঁর সঙ্গেই থাকবে। তখন আমরা বললাম ঃ আমাদের জন্যও কি এরূপ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। এতে আমরা সে দিন যারপরনাই আনন্দিত হলাম। আনাস (রা) বলেন, এ সময় মুগীরা (রা)-এর একটি যুবক ছেলে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে ছিল আমার সমবয়সী নবী ﷺ বললেন ঃ যদি এ যুবকটি বেশী দিন বেঁচে থাকে, তবে সে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই কিয়ামত সংঘটিত হতে পারে।

٢٥٢٨ . بَابُ عَلاَمَةِ حُبِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لِقَوْلِهِ : إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ

২৫২৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহামহিম আল্লাহর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন । আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ (আপনি বলে দিন) যদি তোমরা আল্লাহকে সত্যই ভালবেসে থাকো, তা'হলে তোমরা আমার অনুসরণ কর। তা'হলে আল্লাহ্ও তোমাদের ভালবাসবেন

٥٧٣٧ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ -

৫৭৩৭ বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র)...... আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । নবী ﷺ বলেছেন ঃ মানুষ (দুনিয়াতে) যাকে ভালবাসবে (কিয়ামতে) সে তারই সঙ্গী হবে।

٥٧٣٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تَقُوْلُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا، وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ * تَابَعَهُ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ وَأَبُوْ عُوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫৭৩৮ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... আব্দুলাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তি কোন দলকে ভালবাসে, কিন্তু (আমলের দিক দিয়ে) তাদের সমান হতে পারে নি। তিনি বললেন ঃ মানুষ যাকে ভালবাসে সে তারই সঙ্গী হবে।

٥٧٣٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ * تَابَعَهُ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ -

৫৭৩৯ আবূ নুয়াইম (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ কোন ব্যক্তি একদলকে ভালবাসে, কিন্তু (আমলে) তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। তিনি বললেন ঃ মানুষ যাকে ভালবাসে, সে তারই সঙ্গী হবে।

٥٧٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْمٍ وَلاَ صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ -

৫৭৪০ আবদান (র.)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামত কবে হবে? তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি এর জন্য কি যোগাড় করেছ? সে বলল ঃ আমি এর জন্য তো বেশী কিছু সালাত, সাওম ও সাদাকা আদায় করতে পারি নি। কিন্তু আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন ঃ তুমি যাকে ভালবাস তারই সঙ্গী হবে।

٢٥٢٩ . بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ اخْسَأْ

২৫২৯. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ কাউকে দূর হও বলা

٥٧٤١ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيْرٍ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاء سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِابْنِ صَائِدٍ قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا فَمَا هُوَ؟ قَالَ الدُّخُّ ، قَالَ اخْسَأْ ـ

৫৭৪১ আবুল ওয়ালীদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইব্‌ন সাঈদকে বললেন ঃ আমি তোমার জন্য একটি কথা গোপন রেখেছি, তুমি বলতো সেটা কি? সে বলল ঃ 'দুখ'[১] তখন তিনি বললেন ঃ 'দূর হও'।

٥٧٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ صَيَّاد حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِيْ أُطُمِ بَنِيْ مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّاد يَوْمَئِذٍ الْحُلْمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ الْأُمِّيِّيْنَ ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّاد أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ فَرَضَّهُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ آمَنْتُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّاد مَاذَا تَرَى ؟ قَالَ يَأْتِيْنِيْ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّيْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا، قَالَ هُوَ الدُّخُّ ، قَالَ اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ ، قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَأْذَنُ لِيَ فِيْهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنْ يَكُنْ هُوَ لاَ تُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِيْ قَتْلِهِ

১. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ তাকে পরীক্ষার জন্য সূরা দুখান কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সে পূর্ণ নাম না বলে কেবল 'দুখ' বলেছে। এতে বোঝা যায় যে, তার জ্ঞান স্পষ্ট ছিল না।

*قَالَ سَالِمٌ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِيْ فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَفِقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَّقِيْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِيْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِيْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ أَيْ صَافُ وَهُوَ اسْمُهُ هٰذَا مُحَمَّدٌ ، فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ * قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ فِيْ النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّيْ أُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوْحٌ ، وَلٰكِنِّيْ سَأَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، أَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ -

৫৭৪২ আবুল ইয়ামান (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) একদল সাহাবীসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ইব্ন সাইয়্যাদের নিকট গমন করেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে তাকে বনূ মাগালাহের দুর্গের পাশে ছেলেদের সাথে খেলায় রত পেলেন। তখন সে বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে পৌছেছে। সে নবী ﷺ -এর আগমন টের পেল না যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত দিয়ে তার পিঠে মারলেন । তারপর তিনি বললেনঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমিই আল্লাহর রাসূল? তখন সে নবী ﷺ -এর দিকে তাকিয়ে বললোঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মি সম্প্রদায়ের রাসূল। এরপর ইব্ন সাইয়্যাদ বললো ঃ আপনি কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমিই আল্লাহর রাসূল? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ধাক্কা মেরে বললেন ঃ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান রাখি। তারপর আবার তিনি ইব্নে সাইয়েদকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কী দেখতে পাও? সে বললো ঃ আমার নিকট সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী উভয়ই আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ বিষয়টি তোমার উপর এলোমেলো করে দেয়া হয়েছে। এরপর নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ আমি তোমার (পরীক্ষার) জন্য কিছু গোপন রাখছি। সে বললোঃ তা 'দুখ' । তখন তিনি বললেন ঃ 'দূর হও'। তুমি কখনো তোমার ভাগ্যকে অতিক্রম করতে পারবেনা। উমর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি তার ব্যাপারে আমাকে অনুমতি দেন যে, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই । তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এ যদি সেই (দাজ্জালই) হয়ে থাকে , তবে তার উপর তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া হবে না। আর এ যদি সে না হয়ে থাকে, তবে তাকে হত্যা করা তোমার জন্যই ভাল হবে না। সালিম (রা) বলেন, এরপর আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) কে বলতে শুনেছি যে, এ ঘটনার পর একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং

উবাই ইব্‌ন কাব (রা) সেই খেজুর বাগানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, যেখানে ইব্‌ন সাইয়্যাদ ছিল। অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাগানে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি খেজুরের কান্ডের আড়ালে আড়ালে চলতে লাগলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল যে, ইব্‌ন সাইয়্যাদ তাঁকে দেখার আগেই যেন তিনি তার কিছু কথাবার্তা শুনে নিতে পারেন। এ সময় ইব্‌ন সাইয়্যাদ তার বিছানায় একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। আর তার চাদরের ভেতর থেকে বিড়বিড় শব্দ শুনা যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে ইব্‌ন সাইয়্যাদের মা নবী ﷺ কে দেখল যে, তিনি খেজুরের কান্ডের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে আসছেন। তখন তার মা তাকে ডেকে বললো ঃ ওহে সাফ্! এটা তার ডাক নাম ছিল। এই যে, মুহাম্মদ ﷺ। তখন ইব্‌ন সাইয়্যাদ (যে বিষয়ে মগ্ন ছিল তা থেকে) বিরত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি তার মা তাকে সতর্ক না করতো তবে তার (রহস্য) প্রকাশ পেয়ে যেতো। রাবী সালিম আরও বলেন, আব্দুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসার পর দাজ্জালের উল্লেখ করে বললেন ঃ আমি তোমাদের তার সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। প্রত্যেক নবীই এর সম্পর্কে তার কওমকে সতর্ক করে গিয়েছেন। আমি এর সম্পর্কে এমন কথা বলছি যা অন্য কোন নবী তাঁর কাওমকে বলেন নি। তবে তোমরা জেনে রাখ সে কানা; কিন্তু আল্লাহ কানা নন।

٢٥٣٠ . بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ مَرْحَبًا ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ مَرْحَبًا بِابْنَتِيْ وَقَالَتْ أُمُّ هَانِيءٍ جَائَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيءٍ

২৫৩০. পরিচ্ছেদ ঃ কাউকে 'মারহাবা' বলা। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ ফাতিমা (রা) কে বলেছেন ঃ আমার মেয়ের জন্য 'মারহাবা'। উম্মে হানী (রা) বলেন, আমি একবার নবী ﷺ -এর খেদমতে এলাম। তিনি বললেন ঃ উম্মে হানী 'মারহাবা'

٥٧٤٣ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَبِيْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ الَّذِيْنَ جَاؤُوْا غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيْعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضَرُ ، وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَنَدْعُوْ بِهِ مَنْ وَرَاءَ نَا ، فَقَالَ أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ : أَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَعْطُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَلاَ تَشْرَبُوْا فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ -

৫৭৪৩ ইমরান ইব্‌ন মায়সারা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ -এর কাছে এলে তিনি বললেনঃ এই প্রতিনিধি দলের প্রতি 'মারহাবা' যারা লাঞ্ছিত ও লজ্জিত অবস্থায় আসে নি। তারা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা রাবিয়া

কাওমের লোক। আমরা ও আপনার মধ্যখানে অবস্থান করছে 'মুযার' কাওম। এজন্য আমরা হারাম মাস ছাড়া আপনার খেদমতে পৌছতে পারি না। সুতরাং আপনি আমাদের এমন কিছু চূড়ান্ত বিধি-নিষেধ বাত্‌লিয়ে দেন যা অনুসরণ করে আমরা জান্নাতে যেতে পারি এবং আমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের হেদায়েত দিতে পারি। তিনি বললেন ঃ আমি চারটি (মেনে চলা) ও চারটি (হতে বিরত থাকার) নির্দেশ দিচ্ছি। তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রামযান মাসের সিয়াম পালন করবে এবং গনীমতের মালের পঞ্চমাংশ দান করবে। আর কদুর খোলে, সবুজ রং করা কলসে, খেজুর মূলের পাত্রে এবং আলকাতরা মাখানো পাত্রে পান করবে না।

٢٥٣١ . بَابُ مَا يُدْعَي النَّاسُ بِآبَائِهِمْ

২৫৩১. পরিচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের পিতার নামে ডাকা হবে

٥٧٤٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْغَادِرُ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ -

৫৭৪৪ মুসাদ্দাদ (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীর জন্য একটি পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং বলা হবে যে, এ হলো অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন।

٥٧٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ -

৫৭৪৫ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামত দিবসে একটা পতাকা স্থাপন করা হবে। আর বলা হবে যে, এটা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন।

٢٥٣٢ . بَابُ لَايَقُلْ خَبُثَتْ نَفْسِيْ

২৫৩২. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ যেন না বলে, আমার আত্মা 'খবীস' হয়ে গেছে

٥٧٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِيْ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِيْ -

৫৭৪৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সাবধান! তোমাদের কেউ যেন একথা না বলে যে, আমার আত্মা খবীস হয়ে গেছে। তবে একথা বলতে পার যে. আমার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে।

٥٧٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِيْ ، وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِيْ * تَابَعَهُ عُقَيْلٌ -

৫৭৪৭ আব্দান (র)..... আবু ইমামা ইব্‌ন সাহল তার পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সাবধান! তোমাদের কেউ যেন একথা না বলে, আমার আত্মা 'খবীস' হয়ে গেছে। বরং সে বলবে ঃ আমার আত্মা কলুষিত হয়েছে।

٢٥٣٣ . بَابُ لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ

২৫৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ যামানাকে গালি দেবে না

٥٧٤٨ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ يَسُبُّ بَنُوْ آدَمَ الدَّهْرَ ، وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ -

৫৭৪৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, মানুষ যামানাকে গালি দেয়, অথচ আমিই যামানা, (এর নিয়ন্ত্রণের মালিক)। একমাত্র আমারই হাতে রাত ও দিনের পরিবর্তন হয়।

٥٧٤٩ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ وَلاَ تَقُوْلُوْا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ -

৫৭৪৯ আইয়্যাশ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমরা আংগুরকে 'কারম' বলো না। আর বলবে না বঞ্চিত যুগ। কারণ আল্লাহ হলেন যুগ এর নিয়ন্তা।

٢٥٣٤ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَقَدْ قَالَ إِنَّمَا الْمُفْلِسُ الَّذِيْ يُفْلِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَقَوْلِهِ إِنَّمَا الصُّرْعَةُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ كَقَوْلِهِ لاَ مُلْكَ إِلاَّ لِلّٰهِ ، فَوَصَفَهُ بِانْتِهَاءِ الْمُلْكِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمُلُوْكَ اَيْضًا فَقَالَ إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا

২৫৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ প্রকৃত 'কারম' হলো মু'মিনের কলব। তিনি বলেছেন ঃ প্রকৃত নিঃসম্বল হলো সে, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নিঃসম্বল। যেমন (অন্যত্র) তাঁরই বাণী ঃ

প্রকৃত বাহাদুর হলো সে ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজকে সাম্‌লিয়ে রাখতে পারে। আরও যেমন তাঁরই বাণী ঃ আল্লাহ্ একমাত্র বাদশাহ্। আবার তিনিই এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সার্বভৌমত্বের চূড়ান্ত মালিক। এরপর বাদশাহ্দের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আল্লাহ্র বাণী ঃ "বাদশাহ্রা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তারা তা ধ্বংস করে দেয়"

٥٧٥٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِـي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَيَقُوْلُوْنَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ -

৫৭৫০ আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ লোকেরা (আংগুরকে) 'করম' বলে, কিন্তু আসলে 'করম' হলো মু'মিনের অন্তর।

٢٥٣٥ . بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ ، فِيْهِ الزُّبَيْرُ

২৫৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির একথা বলা আমার মা-বাপ আপনার প্রতি কুরবান। এ সম্পর্কে নবী ﷺ থেকে যুবায়র (রা)-এর একটি বর্ণনা আছে

٥٧٥١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُفَدِّيْ أَحَدًا غَيْرَ سَعْدٍ سَـمِعْتُهُ يَقُوْلُ ارْمِ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ وَأَظُنُّهُ يَوْمَ أُحُدٍ -

৫৭৫১ মুসাদ্দাদ (র)...... আলী (রা) বলেন, আমি সা'দ (রা) ব্যতীত আর কারো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে একথা বলতে শুনি নাই যে, আমার মা-বাপ তোমার প্রতি কুরবান। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ হে সা'দ! তুমি তীর চালাও। আমার মা ও বাপ তোমার প্রতি কুরবান। আমার ধারণা হচ্ছে যে, একথা তিনি ওহোদের যুদ্ধে বলেছেন।

٢٥٣٦ . بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ وَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَـــا وَأُمَّهَاتِنَا

২৫৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির একথা বলা যে, আল্লাহ্ আমাকে তোমার প্রতি কুরবান করুন। আবূ বক্‌র (রা) নবী ﷺ কে বললেন ঃ আমরা আমাদের পিতা ও মাতাদের আপনার প্রতি কুরবান করলাম

٥٧٥٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَـنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُوْ طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَفِيَّةُ مُرْدِفُهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّا كَانُوْا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ ، فَصُرِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ ، وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ أَحْسِبُ اقْتَحَـمَ

عَنْ بَعِيْرِهِ ، فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَأَلْقَى أَبُوْ طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوْا حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِظَهْرِ الْمَدِيْنَةِ أَوْ قَالَ اشْرَفُوْا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ -

৫৭৫২ আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একবার নবী ﷺ -এর সঙ্গে তিনি ও আবূ তাল্‌হা (রা) (মদীনায়) আসছিলেন। তখন নবী ﷺ -এর সঙ্গে সাফিয়া (রা) তাঁর উটের পেছনে বসাছিলেন। পথে এক জায়গায় উটের পা পিছলে যায় এবং নবী ﷺ ও তাঁর স্ত্রী পড়ে যান। তখন আবূ তাল্‌হা (রা)ও তাঁর উট থেকে লাফ্ দিয়ে নামলেন এবং নবী ﷺ -এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া নবী আল্লাহ্! আপনার কি কোন আঘাত লেগেছে? আল্লাহ আমাকে আপনার প্রতি কুরবান করুন। তিনি বললেন ঃ না। তবে স্ত্রী লোকটির খবর নাও। তখন আবূ তাল্‌হা (রা) তাঁর কাপড় দিয়ে চেহারা ঢেকে তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাঁর উপরও একখানা কাপড় ফেলে দিলেন। তখন স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়ালেন । এরপর আবূ তাল্‌হা (রা) তাঁদের হাওদাটি উটের উপর শক্ত করে বেঁধে দিলেন। তাঁরা উভয়ে সাওয়ার হলেন এবং সবাই আবার রওয়ানা হলেন। অবশেষে যখন তাঁরা মদীনার নিকটে পৌঁছলেন, তখন নবী ﷺ বলতে লাগলেন ঃ "আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং একমাত্র স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।" তিনি মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত একথাগুলো বলছিলেন।

٢٥٣٧ . بَابُ أَحَبِّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ -

২৫৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম

٥٧٥٣ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنْ غُلاَمٍ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لاَ نَكْنِيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ كَرَامَةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ -

৫৭৫৩ সাদাকা ইব্‌ন ফাযল (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একজনের একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। সে তার নাম রাখলো 'কাসেম' । আমরা বললাম ঃ আমরা তোমাকে আবুল কাসেম ডাকবো না এবং সেরূপ মর্যাদাও দেবো না। তিনি একথা নবী ﷺ কে জানালে তিনি বললেন ঃ তোমার ছেলের নাম 'আবদুর রাহমান' রেখে দাও।

٢٥٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ قَالَهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৫৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ আমার নামে নাম রাখতে পার, তবে আমার কুনিয়াত দিয়ে কারো কুনিয়াত (ডাক নাম) রেখো না। আনাস (রা) নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

٥٧٥٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوْا لاَ نَكْنِيْهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ -

৫৭৫৪ মুসাদ্দাদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাদের এক ব্যক্তির একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। সে তার নাম রাখলো 'কাসেম'। তখন লোকেরা বলল ঃ আমরা নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা না করে তাঁকে এ কুনিয়াতে ডাকবো না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রেখো, কিন্তু আমার কুনিয়াতে কারো কুনিয়াত রেখো না।

٥٧٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْـرَةَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ -

৫৭৫৫ আলী ইবন আব্দুল্লাহ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রেখো, কিন্তু আমার কুনিয়াতে কুনিয়াত রেখো না।

٥٧٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوْا لاَ نَكْنِيْكَ بِأَبِيْ الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ -

৫৭৫৬ আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাদের একজনের একটি ছেলে হলে সে তার নাম রাখলো 'কাসেম'। তখন আমরা বললাম ঃ আমরা তোমাকে 'আবুল কাসেম' কুনিয়াতে ডাকবো না। আর এ দ্বারা তোমার চোখও শীতল করবো না। তখন সে ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে ঐ কথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন ঃ তোমার ছেলের নাম রাখ আবদুর রাহমান।

٢٥٣٩ . بَابُ اسْمِ الْحَزْنِ

২৫৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ 'হাযন' নাম

٥٧٥٧ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَـنِ ابْنِ

الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ حَزْنٌ قَالَ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لاَ أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِيْ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَمَا زَالَتِ الْحُزُوْنَةُ فِيْنَا بَعْدُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمَحْمُوْدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ بِهٰذَا -

৫৭৫৭ ইসহাক ইব্ন নাস্র (র)...... ইব্ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা নবী ﷺ -এর নিকট আসলেন । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার নাম কি? তিনি বললেন ঃ 'হায্ন'। নবী ﷺ বললেন ঃ বরং তোমার নাম 'সাহ্ল' । তিনি বললেন ঃ আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন, তা অন্য কোন নাম দিয়ে আমি বদলাবো না। ইব্ন মুসায়্যাব (রা) বলেন ঃ এরপর থেকে আমাদের বংশের মধ্যে কঠিনতাই চলে এসেছে।

٢٥٤٠ . بَابُ تَحْوِيْلِ الاِسْمِ إِلَى اسْمٍ أَحْسَنَ مِنْهُ .

২৫৪০. পরিচ্ছেদ ঃ নাম বদলিয়ে পূর্ব নামের চাইতে উত্তম নাম রাখা

٥٧٥٨ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِيْ أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَبُوْ أُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَمَرَ أَبُوْ أُسَيْدٍ بِابْنِهِ ، فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيُّ فَقَالَ أَبُوْ أُسَيْدٍ قَلَبْنَاهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلاَنٌ ، قَالَ وَلَكِنْ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ -

৫৭৫৮ সাঈদ ইব্ন আবু মারইয়াম (র)...... সাহ্ল (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন মুনযির ইব্ন আবূ উসায়দ জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তাকে নবী ﷺ -এর খেদমতে নিয়ে আসা হলো । তিনি তাকে নিজের উরুর উপর রাখলেন। আবূ উসায়দ (রা) পাশেই বসাছিলেন। এ সময় নবী ﷺ তাঁর সামনেই কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন । ইত্যবসরে আবূ উসায়দ (রা) কারো দ্বারা তাঁর উরু থেকে তাকে উঠায়ে নিয়ে গেলেন। পরে নবী সে কাজ থেকে অবসর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ শিশুটি কোথায়? আবূ উসায়দ বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তার নাম কি? তিনি বললেন ঃ অমুক । নবী ﷺ বললেন ঃ বরং তার নাম 'মুন্যির'। সে দিন থেকে তার নাম রাখলেন 'মুন্যির'।

٥٧٥٩ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ

مَيْمُوْنَةَ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بُرَّةَ ، فَقِيْلَ تُزَكِّيْ نَفْسَهَا ، فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ -

৫৭৫৯ সাদাকা ইব্‌ন ফাযল (রা)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যায়নাব (রা)-এর নাম ছিলো 'বাররাহ' (নেককার)। তখন কেউ বললেন ঃ এতে তিনি নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নাম রাখলেন ঃ 'যায়নাব'।

٥٧٦٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنِيْ أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اسْمِيْ حَزْنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيْهِ أَبِيْ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ فِيْنَا الْحُزُوْنَةُ بَعْدُ -

৫৭৬০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র)...... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তাঁর দাদা নবী ﷺ-এর খিদমতে আসলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার নাম কি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমার নাম হায্‌ন। তিনি বললেনঃ না বরং তোমার নাম 'সাহ্‌ল'। তিনি বললেন ঃ আমার পিতা আমার যে নাম রেখে গিয়েছেন, তা আমি বদলাতে চাই না। ইব্‌ন মুসাইয়্যাব বলেন, ফলে এরপর থেকে আমাদের বংশে কঠিনতাই চলে আসছে।

٢٥٤١ . بَابُ مَنْ سُمِّيَ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَقَالَ أَنَسٌ : قَبَّلَ النَّبِيُّ ﷺ إِبْرَاهِيْمَ يَعْنِيْ ابْنَهُ

২৫৪১ পরিচ্ছেদ ঃ নবীদের (আ) নামে যারা নাম রাখেন। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর পুত্র ইব্‌রাহীম (রা)কে চুমু দিয়েছেন

٥٧٦١ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قُلْتُ لِابْنِ أَبِيْ أَوْفَى رَأَيْتَ إِبْرَاهِيْمَ ابْنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَاتَ صَغِيْرًا وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُوْنَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ ، وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ -

৫৭৬১ ইব্‌ন নুমায়র (র)...... ইসমাঈল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি কি নবী ﷺ-এর পুত্র ইব্‌রাহীম (রা) কে দেখেছেন? তিনি বললেন ঃ তিনি তো ছোট বেলায়ই মারা গিয়েছেন। যদি নবী ﷺ-এর পরে কোন নবী হওয়ার বিধান থাকত তবে তাঁর পুত্র বেঁচে থাকতেন। কিন্তু তাঁর পরে কোন নবী হবেন না।

٥٧٦٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ -

৫৭৬২ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)........... আদী ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন, আমি বারাআ' (রা) কে বলতে শুনেছি যে, যখন ইব্‌রাহীম (রা) মারা যান তখন নবী ﷺ বললেন ঃ জান্নাতে তার জন্য ধাত্রী থাকবে।

٥٧٦٣ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ * وَرَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫৭৬৩ আদম (র)...... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখ। কিন্তু আমার কুনিয়াতে কারো কুনিয়াত রেখ না। কারণ আমিই কাসেম। আমি তোমাদের মধ্যে (আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত) বন্টন করি আনাস (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٥٧٦٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْحُصَيْنٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ وَمَنْ رَآنِيْ فِيْ الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ . فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ صُوْرَتِيْ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

৫৭৬৪ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখ। কিন্তু আমার কুনিয়াতে কারো কুনিয়াত রেখো না। আর যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে, সে অবশ্যই আমাকে দেখেছে। শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামেই তার বাসস্থান করে নেয়।

٥٧٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِيْ غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيْمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِيْ مُوْسٰى -

৫৭৬৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে আসলাম। তিনি তার নাম রেখে দিলেন ইব্‌রাহীম। তারপর তিনি একটা খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিয়ে তার জন্য বরকতের দু'আ করলেন এবং তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। রাবী বলেন, সে ছিল আবূ মূসা (রা)-এর বড় সন্তান।

٥٧٦٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ ابْنَ شُعْبَةَ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ ، رَوَاهُ أَبُوْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৫৭৬৬ আবুল ওয়ালীদ (র)...... যিয়াদ ইব্‌ন ইলাকাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) কে বলতে শুনেছি ঃ যে দিন ইব্‌রাহীম (রা) মারা যান, সে দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল।

٢٥٤٢ . بَابُ تَسْمِيَةِ الْوَلِيْدِ

২৫৪২. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়ালীদ নাম রাখা

٥٧٦٧ أَخْبَرَنَا أَبُوْ نُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ : اللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشِ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ ، وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ بِمَكَّةَ ، اللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ . اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ -

৫৭৬৭ আবূ নু'আয়ম ফায্‌ল ইব্‌ন দুকায়ন (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতের রুকূ থেকে মাথা তুলে দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! তুমি ওয়ালীদ, ইব্‌ন ওয়ালীদ সালামা ইব্‌ন হিশাম, আইয়্যাশ ইব্‌ন আবূ রাবীয়া এবং মক্কার দুর্বল মুসলমানদের শত্রুর নির্যাতন থেকে নাজাত দাও। আর হে আল্লাহ! মুযার গোত্রকে শক্তভাবে পাকড়াও করো। হে আল্লাহ! তুমি তাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দাও, যেমন দুর্ভিক্ষ ইউসুফ (আ)-এর যুগে এসেছিল।

٢٥٤٣ . بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنِ اسْمِهِ حَرْفًا ، وَقَالَ أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا هِرٍّ

২৫৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ কারো সঙ্গীকে তার নামের কিছু হরফ কমিয়ে ডাকা। আবূ হাযিম (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, নবী ﷺ আমাকে 'ইয়া আবা হিররিন' বলে ডাক দেন

٥٧٦٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَ هٰذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ، قَالَتْ وَهُوَ يَرَى مَا لاَ نُرٰى -

৫৭৬৮ আবুল ইয়ামান (র)...... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আয়েশা! এই যে জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম

বলছেন। তিনি বললেন ঃ তাঁর উপরও আল্লাহর শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হোক । এরপর তিনি বললেন ঃ নবী ﷺ তো দেখতে পান, যা আমি দেখি না।

٥٧٦٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْب حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أُمُّ سَلِيْمٍ فِي الثَّقَلِ وَأَنْجَشَةُ غُلَامُ النَّبِيِّ ﷺ يَسُوْقُ بِهِنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَنْجَشَ رُوَيْدَكَ سُوْقَكَ بِالْقَوَارِيْرِ -

৫৭৬৯ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... আনাস (রা)থেকে বর্ণিত। একবার উম্মে সুলায়ম (রা) সফরের সামগ্রীবাহী উটে সাওয়ার ছিলেন। আর নবী ﷺ -এর গোলাম আন্‌জাশা উটগুলোকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ ওহে আন্‌জাশা ! তুমি কাঁচপাত্রবাহী উটগুলো ধীরে ধীরে হাঁকিয়ে নিয়ে যাও।

٢٥٤٤ . بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يُوْلَدَ لِلرِّجَالِ

২৫৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির সন্তান জন্মাবার আগেই সে শিশুর নাম দিয়ে তার ডাকনাম রাখা

٥٧٧٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا . وَكَانَ لِيَ أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ عُمَيْرٍ ، قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيْمٌ وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ، نُغَيْرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِيْ بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِيْ تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ ، ثُمَّ يَقُوْمُ وَنَقُوْمُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّيْ بِنَا -

৫৭৭০ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সবার চেয়ে বেশী সদাচারী ছিলেন। আমার একজন ভাই ছিল; 'তাকে আবূ উমায়র' বলে ডাকা হতো । আমার অনুমান যে, সে তখন মায়ের দুধ খেতো না। যখনই সে তাঁর নিকট আসতো, তিনি বলতেন ঃ হে আবূ উমায়র! তোমার নুগায়র কি করছে? সে নুগায়র পাখিটা নিয়ে খেলতো। আর প্রায়ই যখন সালাতের সময় হতো, আর তিনি আমাদের ঘরে থাকতেন, তখন তাঁর নীচে যে বিছানা থাকতো, সামান্য পানি ছিটিয়ে ঝেড়ে দেয়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দিতেন। তারপর তিনি সালাতের জন্য দাঁড়াতেন এবং আমরাও তাঁর পেছনে দাঁড়াতাম । আর তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন।

٢٥٤٥ . بَابُ التَّكَنِّيْ بِأَبِيْ تُرَابٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى

২৫৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ কারো অন্য কুনিয়াত থাকা সত্ত্বেও তার কুনিয়াত 'আবূ তুরাব' রাখা

٥٧٧١ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاءِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَيْهِ ، لَأَبُوْ تُرَابٍ وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعٰى بِهَا

، وَمَا سَمَّاهُ أَبُوْ تُرَابٍ إِلاَّ النَّبِيُّ ﷺ غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَةَ فَخَرَجَ فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَتْبَعُهُ فَقَالَ هُوَ ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْجِدَارِ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَامْتَلأَ ظَهْرُهُ تُرَابًا فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُوْلُ اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابٍ -

৫৭৭১ খালিদ ইব্‌ন মাখ্‌লাদ (র)...... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আলী (রা)-এর নিকট তাঁর নামগুলোর মধ্যে 'আবূ তুরাব' কুনিয়াত ছিলো সবচেয়ে বেশী প্রিয় এবং এ নামে ডাকলে তিনি খুব খুশী হতেন। নবী ﷺ -ই তাকে 'আবূ তুরাব' কুনিয়াতে ডেকেছিলেন একদিন তিনি ফাতিমা (রা)-এর সঙ্গে রাগ করে বেরিয়ে এসে মসজিদের দেয়াল ঘেসে ঘুমিয়ে পড়লেন। এসময় নবী ﷺ তাঁকে তালাশ করছিলেন। এক ব্যক্তি বলল ঃ তিনি তো ওখানে দেয়াল ঘেসে শুয়ে আছেন। নবী ﷺ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে এমন অবস্থায় পেলেন যে, তাঁর পিঠে ধূলাবালি লেগে আছে। তিনি তাঁর পিঠ থেকে ধূলা ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে শুরু করলেন ঃ হে আবূ তুরাব ! উঠে বসো।

٢٥٤٦ . بَابُ أَبْغَضِ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ

২৫৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত নাম

٥٧٧٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تُسَمَّى مَلِكُ الأَمْلاَكِ -

৫৭৭২ আবুল ইয়ামান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট কিয়ামত দিবসে এ ব্যক্তির নাম সব চাইতে ঘৃণিত, যে তার নাম ধারণ করেছে 'রাজাধিরাজ'।

٥٧٧٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ أَخْنَعُ اسْمٌ عِنْدَ اللهِ وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَخْنَعُ الأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تُسَمَّى بِمَلِكِ الأَمْلاَكِ قَالَ سُفْيَانُ يَقُوْلُ غَيْرُهُ تَفْسِيْرُهُ شَاهَانْ شَاهْ -

৫৭৭৩ আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট নামধারী অথবা বলেছেন, সব নামের মধ্যে ঘৃণিত নাম হলো সে ব্যক্তি, যে 'রাজাধিরাজ' নাম ধারণ করেছে। সুফিয়ান বলেন যে, অন্যেরা এর ব্যখ্যা করেছেন, 'শাহান শাহ'।

٢٥٤٧ . بَابُ كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ ، وَقَالَ مِسْوَرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِلاَّ أَنْ يُرِيْدَ ابْنُ أَبِيْ طَالِبٍ

২৫৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকের কুনিয়াত। মিসওয়ার (রা) বলেন যে, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, কিন্তু যদি ইব্ন আবূ তালিব চায়

٥٧٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأُسَامَةُ وَرَاءَهُ يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِيْ بَنِيْ حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَسَارَ حَتَّى مَرَّا بِمَجْلِسٍ فِيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلٍ وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ الأَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ وَفِي الْمُسْلِمِيْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ ابْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ وَقَالَ لاَ تُغَبِّرُوْا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلٍ أَيُّهَا الْمَرْءُ لاَ أَحْسَنُ مِمَّا تَقُوْلُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلاَ تُؤْذِنَا بِهِ فِيْ مَجَالِسِنَا فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ فَاغْشِنَا فِيْ مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْيَهُوْدُ حَتَّى كَادُوْا يَتَثَاوَرُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوْا ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُوْ حُبَابٍ يُرِيْدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِأَبِيْ أَنْتَ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ ، فَوَالَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هٰذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوْهُ وَيُعَصِّبُوْهُ بِالْعِصَابَةِ ، فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِيْ أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ ، فَعَفَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُوْنَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ وَيَصْبِرُوْنَ عَلَى الأَذَى ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَلَتَسْمَعُنَّ

مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ الآيَةَ وَقَالَ وَدَّ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَأَوَّلُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِيْهِمْ ، فَلَمَّا غَزَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَدْرًا فَقَتَلَ اللهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيْدِ الْكُفَّارِ ، وَسَادَةِ قُرَيْشٍ فَقَفَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَنْصُوْرِيْنَ غَانِمِيْنَ ، مَعَهُمْ أُسَارَى مِنْ صَنَادِيْدِ الْكُفَّارِ ، وَسَادَةِ قُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُوْلٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ هٰذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايِعُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى الإِسْلَامِ فَأَسْلِمُوْا۔

৫৭৭৪ আবুল ইয়ামান ও ইসমাঈল (র)...... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গাধার উপর সাওয়ার ছিলেন। তখন তাঁর গায়ে একখানা ফাদাকী চাঁদর ছিল এবং তাঁর পেছনে উসামা (রা) বসাছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধের পূর্বে সাদ ইব্‌ন উবাদাহ (রা)-এর শুশ্রূষা করার উদ্দেশ্যে হারিস ইব্‌ন খায্‌রাজ গোত্র অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছিলেন। তাঁরা চলতে চলতে এক মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন । সেখানে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল ছিল। এটা ছিল আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই এর (প্রকাশ্যে) ইসলাম গ্রহণের আগের ঘটনা। মজলিসটি ছিল মিশ্রিত। এতে ছিলেন মুসলমান, মুশরিক, মূর্তিপূজক ও ইয়াহূদী । মুসলমানদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)ও ছিলেন। সাওয়ারীর চলার কারণে যখন উড়ন্ত ধুলাবালি মজলিসকে ঢেকে ফেলেছিল, তখন ইব্‌ন উবাই তার চাদর দিয়ে তার নাক ঢেকে নিয়ে বলল ঃ তোমরা আমাদের উপর ধূলি উড়িওনা। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের সালাম করলেন এবং সাওয়ারী থামিয়ে নামলেন। তারপর তিনি তাদের আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়ে কুরআন পড়ে শোনালেন। তখন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল তাঁকে বলল ঃ হে ব্যক্তি ! আপনি যা বলছেন যদি তা ঠিক হয়ে থাকে তবে তার চেয়ে উত্তম কথা আর কিছুই নেই। তবে আপনি আমাদের মজলিসসমূহে এসে আমাদের কষ্ট দিবেন না। যে আপনার কাছে যায়, তাকেই আপনি উপদেশ দিবেন। তখন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) বললেন ঃ না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের মজলিসসমূহে আসবেন। আমরা আপনার এ বক্তব্য পছন্দ করি। তখন মজলিসের মুসলমান, মুশরিক ও ইয়াহূদীরা পরস্পর গালমন্দ করতে লাগল। এমনকি তাদের মধ্যে হাঙ্গামা হওয়ার উপক্রম হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের থামাতে লাগলেন, অবশেষে তারা নীরব হল। তারপর নবী ﷺ নিজ সাওয়ারীর উপর সাওয়ার হয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর নিকট পৌঁছলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে সা'দ! আবূ হুবার অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই আমাকে যা বলেছে, তা কি তুমি শোননি? সে এমন এমন কথা বলেছে। তখন সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা আপনার প্রতি কুরবান আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার কথা ছেড়ে দিন। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনার উপর কুরআন নাযিল করেছেন ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে আপনার প্রতি হক এমন সময় নাযিল করেছেন যখন এই

শহরের অধিবাসীরা পরস্পর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তারা তাকে রাজ মুকুট পরাবে এবং (রাজকীয়) পাগড়ী তার মাথায় বাঁধবে। কিন্তু যখন আল্লাহ আপনাকে যে সত্য দিয়েছেন তা দিয়ে সেই সিদ্ধান্তকে নস্যাৎ করে দিলেন, তখন সে এতে রাগান্বিত হয়ে পড়েছে। এজন্যই সে আপনার সাথে এ ধরনের আচরণ করেছে যা আপনি প্রত্যক্ষ করলেন। তারপর তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আর আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ তো এমনিই মুশরিক ও কিতাবীদের ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ করতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী ঃ তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তোমরা তাদের থেকে নিশ্চয়ই অনেক কথা শুনতে পাবে...... শেষ পর্যন্ত। আল্লাহ আরো বলেছেন "কিতাবীরা অনেকেই কামনা করে......।" তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাদের ক্ষমা করতে থাকেন। অবশেষে তাঁকে তাদের সহিত জিহাদ করার অনুমতি দেওয়া হয়। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বদর অভিযান চালালেন, তখন এর মাধ্যমে আল্লাহ কাফির বীর পুরুষদের এবং কুরাইশ সরদারদের মধ্যে যারা নিহত হওয়ার তাদের হত্যা করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ বিজয় বেশে গনীমত নিয়ে ফিরলেন। তাঁদের সাথে কাফিরদের অনেক বাহাদুর ও কুরাইশদের অনেক নেতাও বন্দী হয়ে আসে। সে সময় ইব্ন উবাই ইব্ন সালূলও তাঁর সঙ্গী মূর্তিপূজক মুশরিকরা বলল ঃ এ ব্যাপারে (অর্থাৎ দীন ইসলাম তো প্রবল হয়ে পড়ছে। সুতরাং এখন তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ কর। তারপর তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করল।

٥٧٧٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ ، لَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -

৫৭৭৫ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)...... আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি কি আবূ তালিবের কোন উপকার করতে পেরেছেন? তিনি তো সর্বদা আপনার হিফাযত করতেন এবং আপনার জন্য অন্যের উপর রাগ করতেন। তিনি বললেন হাঁ। তিনি তো বর্তমানে জাহান্নামের হালকা স্তরে আছেন। যদি আমি না হতাম, তা'হলে তিনি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন।

٢٥٤٨ . بَابُ الْمَعَارِيْضِ مَنْدُوْحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : سَمِعْتُ أَنَسًا مَاتَ ابْنٌ لأَبِيْ طَلْحَةَ فَقَالَ كَيْفَ الْغُلاَمُ ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هَدَا نَفْسُهُ وَأَرْجُوْ أَنْ يَكُوْنَ قَدِ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةٌ

২৫৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ পরোক্ষ কথা বলা মিথ্যা এড়ানোর উপায়। ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আমি আনাস (রা) থেকে শুনেছি। আবূ তাল্‌হার একটি শিশুপুত্র মারা যায়। তিনি এসে (তার স্ত্রী কে) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ছেলেটি কেমন আছে? উম্মে সুলায়ম (রা) বললেন ঃ সে শান্ত । আমি আশা করছি, সে আরামেই আছে। তিনি ধারণা করলেন যে, অবশ্য তিনি সত্য বলেছেন

٥٧٧٦ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ مَسِيْرٍ لَهُ فَحَدَا الْحَادِي ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ وَيْحَكَ بِالْقَوَارِيْرِ -

৫৭৭৬ আদম (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একবার নবী ﷺ (মহিলাদের সহ) এক সফরে ছিলেন। হুদী গায়ক হুদীগান গেয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন, আফসোস তোমার প্রতি ওহে আন্‌জাশা! তুমি কাঁচপাত্র তুল্য সাওয়ারীদের সাথে মৃদুকর।

٥٧٧٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَأَيُّوْبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ سَفَرٍ وَكَانَ غُلاَمٌ يَحْدُوْ بِهِنَّ يُقَالُ بِهِ أَنْجَشَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيْرِ ، قَالَ أَبُوْ قِلاَبَةَ يَعْنِي النِّسَاءَ -

৫৭৭৭ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । নবী ﷺ এক সফরে ছিলেন। তাঁর আন্‌জাশা নামে এক গোলাম ছিল। সে হুদী গান গেয়ে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন ঃ হে আন্‌জাশা ! তুমি ধীরে উট হাঁকাও, যেহেতু তুমি কাঁচপাত্র তুল্যদের (আরোহী) উট চালিয়ে যাচ্ছ। আবূ কিলাবা বর্ণনা করেন, কাঁচপাত্র সদৃশ শব্দ দ্বারা নবী ﷺ মহিলাদের বুঝিয়েছেন।

٥٧٧٨ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَادٍ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ ، كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ لاَ تُكْسِرِ الْقَوَارِيْرَ، قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي النِّسَاءَ -

৫৭৭৮ ইসহাক (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর একটি হুদীগায়ক গোলাম ছিল। তাকে আন্‌জাশা বলে ডাকা হতো। তার সুর ছিল মধুর । নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ হে আন্‌জাশা! তুমি নম্রভাবে হাঁকাও, যেন কাঁচপাত্রগুলো ভেঙ্গে না ফেল। কাতাদা (রা) বলেন, তিনি 'কাঁচপাত্রগুলো' শব্দ দ্বারা মহিলাদের বুঝিয়েছেন।

٥٧٧٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرَسًا لأَبِيْ طَلْحَةَ ، فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا -

৫৭৭৯ মুসাদ্দাদ (র) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার মদীনাতে (ভয়ংকর আওয়ায হলে) আতঙ্ক দেখা দিল। নবী ﷺ আবূ তাল্‌হা (রা)-এর একটা ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে এগিয়ে গেলেন এবং (ফিরে এসে) বললেন ঃ আমি তো কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি এ ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মত পেয়েছি।

٢٥٤٩ . بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ يَنْوِيْ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ

২৫৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ কোন কিছু সম্পর্কে, তা অবাস্তব মনে করে বলা যে, এটা কোন কিছুই নয়

٥٧٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ يَحْيَ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْسُوْا بِشَيْءٍ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُوْنُ حَقًّا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطِفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقِرُّهَا فِيْ أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ -

৫৭৮০ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র)...... আয়েশা (রা) বলেন, কয়েকজন লোক নবী ﷺ -এর নিকট গণকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ওরা কিছুই নয় । তারা আবার আরয করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন ঃ ওরা কিছুই নয় । তারা আবার আরয করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা তো কোন সময় এমন কথা বলে ফেলে, যা বাস্তবে পরিণত হয়ে যায়। নবী ﷺ বললেন ঃ কথাটি জিন থেকে প্রাপ্ত । জিনেরা তা (আসমানের ফিরিশ্‌তাদের থেকে) ছোঁ মেরে নিয়ে এসে তাদের বন্ধু গণকদের কানে তুলে দেয়, যেভাবে মুরগী তার বাচ্চাদের মুখে দানা তুলে দেয়। তারপর এ গণকরা এর সাথে আরও শতাধিক মিথ্যা কথা মিশিয়ে দেয়।

٢٥٥٠ . بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ : وَقَوْلِهِ تَعَالَى أَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَقَالَ أَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ

২৫৫০. পরিচ্ছেদ ঃ আসমানের দিকে চোখ তোলা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ "লোকেরা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা কি আসমানের দিকে তাকায় না যে, তা কিভাবে এত উঁচু করে রাখা হয়েছে।" আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী ﷺ আসমানের দিকে মাথা তোলেন

٥٧٨١ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي الْوَحْيُ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِيْ بِحِرَاءِ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ -

৫৭৮১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)...... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছেন ঃ এরপর আমার প্রতি ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। এ সময় আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন আমি আসমানের দিক থেকে একটি শব্দ শুনে আকাশের দিকে চোখ তুললাম। তখন আকস্মিকভাবে ঐ ফিরিশ্তাকে আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীর উপর উপবিষ্ট দেখতে পেলাম, যিনি হেরায় আমার নিকট এসেছিলেন।

٥٧٨٢ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ شَرِيْكٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ: إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ -

৫৭৮২ ইব্ন আবূ মারইয়াম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে মায়মূনা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করছিলাম। নবী ﷺ ও তাঁর গৃহে ছিলেন। যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অথবা কিয়দংশ বাকী ছিল তখন তিনি উঠে বসলেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে পাঠ করলেন ঃ নিশ্চয়ই আস্মানসমূহের ও যমীনের সৃষ্টি করার মধ্যে এবং দিন রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

٢٥٥١ . بَابُ نَكْتِ الْعَوْدِ فِي الْمَاءِ وَالطِّيْنِ

২৫৫১. পরিচ্ছেদ ঃ (কোন কিছু তালাশ করার উদ্দেশ্যে) পানি ও কাদার মধ্যে লাঠি দিয়ে ঠোকা দেওয়া

٥٧٨٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ وَفِيْ يَدِ النَّبِيِّ ﷺ عَوْدٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ . فَذَهَبْتُ فَإِذَا أَبُوْ بَكْرٍ فَفَتَحْتُ لَهُ ، وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا

عُمَرُ ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ ، فَقَالَ افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ أَوْ تَكُوْنُ فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ ، قَالَ اللهُ الْمُسْتَعَانُ -

৫৭৮৩ মুসাদ্দাদ (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি মদীনার কোন এক বাগানে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন। নবী ﷺ -এর হাতে একটা লাঠি ছিল। তিনি তা দিয়ে পানি ও কাদার মাঝে ঠোকা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ তার জন্য খুলে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সংবাদ দাও। তখন আমি গিয়ে দেখলাম যে, তিনি আবূ বক্‌র (রা)। আমি তাঁর জন্য দরজা খুলে দিলাম এবং জান্নাতের শুভ সংবাদ দিলাম। তারপর আরেক ব্যক্তি দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, খুলে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন দেখলাম; তিনি 'উমর (রা)। আমি তাঁকে দরজা খুলে দিলাম এবং জান্নাতের সুসংবাদ জানালাম। আবার আরেক ব্যক্তি দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি হেলান দিয়েছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন ঃ খুলে দাও এবং তাঁকে (দুনিয়াতে) একটি কঠিন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার মাধ্যমে জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ দাও। আমি গিয়ে দেখি, তিনি উসমান (রা) আমি তাঁকেও দরজা খুলে দিলাম এবং জান্নাতের শুভ সংবাদ দিলাম। আর নবী ﷺ যা ভবিষ্যৎ বাণী করেন, আমি তাও বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলাই আমার সহায়ক।

٢٥٥٢ . بَابُ الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّيْءَ بِيَدِهِ فِي الْأَرْضِ

২৫৫২. পরিচ্ছেদ ঃ কারো হাতের কোন কিছু দিয়ে যমীনে ঠোকা মারা

٥٧٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ جَنَازَةٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ الْأَرْضَ بِعُوْدٍ فَقَالَ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ فُرِغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالُوْا أَفَلاَ نَتَّكِلُ قَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى الْآيَةَ -

৫৭৮৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমরা এক জানাযায় নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম । তিনি একটা লাক্‌ড়ী দিয়ে যমীনে ঠোকা দিয়ে বললেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি এমন নয়; যার ঠিকানা জান্নাতে অথবা জাহান্নামে ফয়সালা হয়ে যায়নি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ঃ তা হলে কি আমরা তার উপর নির্ভর করব না। তিনি বললেন ঃ আমল করে যাও।

কারণ যাকে যে জন্য পয়দা করা হয়েছে, তা তার জন্য সহজ করে দেয়া হবে। (এরপর তিলাওয়াত করলেন) "যে ব্যক্তি দান খয়রাত করবে, তাক্ওয়া অর্জন করবে...... শেষ পর্যন্ত।"

٢٥٥٣ . بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ

২৫৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ বিস্ময়বোধে 'আল্লাহু আকবার' অথবা 'সুবহানাল্লাহ বলা'

٥٧٨٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّينَ ، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ؟ قَالَ لاَ ، قُلْتُ اللهُ أَكْبَرُ -

৫৭৮৫ আবুল ইয়ামান (র)...... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ ঘুম থেকে উঠে বললেন ঃ সুব্হানাল্লাহ ! অদ্যকার রাতে কত যে ধন-ভান্ডার এবং কত যে বিপদ-আপদ নাযিল করা হয়েছে। কে আছ যে এ হুজরা বাসিনীদের অর্থাৎ তাঁর বিবিদের জাগিয়ে দেবে? যাতে তাঁরা সালাত আদায় করে। দুনিয়ার কত কাপড় পরিহিতা, আখিরাতে উলঙ্গ হবে! 'উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি একদিন নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আপনার বিবিগণকে 'তালাক' দিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ না। তখন আমি বললাম ঃ 'আল্লাহু আকবার'।

٥٧٨٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ قَالاَ سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا -

৫৭৮৬ আবুল ইয়ামান ও ইসমাঈল (র)...... আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর স্ত্রী সাফিয়্যা বিন্‌ত হুইয়াই (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রামাযানের শেষ দশ দিনে মসজিদে ইতিকাফ থাকা অবস্থায় তিনি তার সাথে দেখা করতে গেলেন। তিনি রাতের প্রথম ভাগে কিছু সময় তাঁর সঙ্গে কাথবার্তার পর ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নবী ﷺ তাঁকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। অবশেষে যখন তিনি মসজিদেরই দরজার নিকট পৌছলেন, যা নবী ﷺ -এর স্ত্রী উম্মে সালামার ঘরের নিকটে অবস্থিত, তখন তাঁদের পাশ দিয়ে আনসারের দু'জন লোক চলে গেলে, তাঁরা উভয়েই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে সালাম দিল এবং নিজ পথে রওয়ানা হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন ঃ ধীরে চল। ইনি সাফিয়্যা বিন্‌ত হুইয়াই। তারা বললো ঃ সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের উভয়ের মনে তা গুরুত্বপূর্ণ মনে হল। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের রক্তে চলাচল করে থাকে। তাই আমার আশংকা হলো যে, সম্ভবতঃ সে তোমাদের অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে।

٢٥٥٤ . بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ

২৫৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ ঢিল ছোড়া

٥٧٨٧ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ -

৫৭৮৭ আদম (র)...... 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঢিল ছুড়তে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন ঃ এ কোন শিকার মারতে পারবে না এবং শত্রুকেও আহত করতে পারবে না বরং কারো চোখ ফুঁড়ে দিতে পারে আবার কারো দাঁত ভেংগে দিতে পারে।

٢٢٥٥ . بَابُ الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ

২৫৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ হাঁচিদাতার 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' বলা

٥٧٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ فَقِيْلَ لَه فَقَالَ هٰذَا حَمِدَ اللهَ وَهٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ -

৫৭৮৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন নবী ﷺ -এর সামনে দু'ব্যক্তি হাঁচি দিল। তখন নবী ﷺ একজনের জবাব দিলেন।

অপরজনের জবাব দিলেন না। তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ এই ব্যক্তি আল্‌হামদু লিল্লাহ বলেছে। আর ঐ ব্যক্তি আল্‌হামদু লিল্লাহ বলে নি। (তাই হাঁচির জবাব দেয়া হয় নি)।

٢٥٥٦ . بَابُ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ

২৫৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ হাঁচিদাতার আল্‌হামদু লিল্লাহ্‌র জবাব দেওয়া

٥٧٨٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سَلِيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ ، وَ إِجَابَةِ الدَّاعِي وَ رَدِّ السَّلاَمِ وَ نَصْرِ الْمَظْلُوْمِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالسُّنْدُسِ وَالْمَيَاثِرِ -

৫৭৮৯ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)...... বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ আমাদের সাতটি কাজের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। রোগীর দেখাশোনা করতে, জানাযার সঙ্গে যেতে, হাঁচিদাতার জবাব দিতে, দাওয়াত গ্রহণ করতে, সালামের জবাব দিতে, মাযলূমের সাহায্য করতে এবং কসম পুরা করতে আমাদের আদেশ দিয়েছেন। আর সোনার আংটি অথবা বালা ব্যবহার করতে, সাধারণ রেশমী কাপড় পরতে, মিহিন রেশমী কাপড়, রেশমী যিন ব্যবহার করতে, কাসীই ব্যবহার করতে এবং রৌপ্য পাত্র ব্যবহার করতে আমাদের নিষেধ করেছেন।

٢٥٥٧ . بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الْعُطَاسِ وَمَا يَكْرَهُ مِنَ التَّثَاؤُبِ

২৫৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ কিভাবে হাঁচির দু'আ মুস্তাহাব, আর কিভাবে হাঁই তোলা মাকরূহ

٥٧٩٠ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ أَيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ -

৫৭৯০ আদম ইব্‌ন আবূ আয়াস (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হাঁচি দেওয়া পছন্দ করেন, আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। সুতরাং কেউ হাঁচি দিয়ে 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্‌' বললে, যারা তা শোনবে তাদের প্রত্যেককে তার জবাব

দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর হাঁই তোলা, তাতো শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে, তাই যথাসাধ্য তা রোধ করা উচিত। কারণ যখন কেউ মুখ খুলে হা করে তখন শয়তান তার প্রতি হাসে।

٢٥٥٨. بَابُ إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ

২৫৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ হাঁচি দিলে, কিভাবে জবাব দিতে হবে?

٥٧٩١ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلْيَقُلْ أَخُوْهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ -

৫৭৯১ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয়, তখন সে যেন 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্' বলে। আর তার শ্রোতা যেন এর জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে। আর যখন সে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে, তখন হাঁচিদাতা তাকে বলবে ঃ 'ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইয়ুসলিহু বালাকুম'।

٢٥٥٩ . بَابُ لاَ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ

২৫৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ হাঁচিদাতা 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ' না বললে তার জবাব দেওয়া যাবে না

٥٧٩٢ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ شَمَّتَ هٰذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِيْ قَالَ إِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللهَ وَلَمْ تَحْمَدِ اللهَ -

৫৭৯২ আদম (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ-এর সামনে দুই ব্যক্তি হাঁচি দিলেন। তিনি একজনের হাঁচির জবাব দিলেন এবং অপর ব্যক্তির জবাব দিলেন না। অপর ব্যক্তিটি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার হাঁচির জবাব দিলেন, কিন্তু আমার হাঁচির জবাব দিলেন না। তিনি বললেন ঃ সে 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ' বলেছে, কিন্তু তুমি 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ' বলনি।

٢٥٦٠ . بَابُ إِذَا تَثَاوَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيْهِ

২৫৬০. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ হাই তোলে, তবে সে যেন নিজের হাত তার মুখে রাখে

٥٧٩٣ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَ يَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَ حَمِدَ اللّٰهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاوَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ -

৫৭৯৩ আসিম ইব্‌ন আলী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হাঁচি দেওয়া পছন্দ করেন, আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। যদি তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে 'আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ' বলে তবে প্রত্যেক মুসলমান শ্রোতার তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা ওয়াজিব। আর হাই তোলা শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে । সুতরাং তোমাদের কারো হাই উঠলে সে যেন তা যথাসাধ্য রোধ করে। কারণ কেউ হাই তোললে শয়তান তার প্রতি হাসে।

كِتَابُ الاِسْتِئْذَانِ

অনুমতি চাওয়া অধ্যায়

كِتَابُ الاِسْتِئْذَانِ

অনুমতি চাওয়া অধ্যায়

٢٥٦١. باب بَدْءِ السَّلَامِ

২৫৬১. পরিচ্ছেদ ঃ সালামের সূচনা

٥٧٩٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ طُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَ تَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ -

৫৭৯৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জাফর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)কে তাঁর যথাযথ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তিনি তাঁকে সৃষ্টি করে বললেন ঃ তুমি যাও। উপবিষ্ট ফিরিশ্তাদের এই দলকে সালাম করো এবং তুমি মনোযোগ সহকারে শোনবে তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয়? কারণ এটাই হবে তোমার ও তোমার বংশধরের সম্ভাষণ (তাহিয়্যা) তাই তিনি গিয়ে বললেন ঃ 'আস্সালামু আলাইকুম'। তাঁরা জবাবে বললেন ঃ 'আস্সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ'। তাঁরা বাড়িয়ে বললেন ঃ 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বাক্যটি। তারপর নবী ﷺ আরও বললেন ঃ যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা আদম (আ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত মানুষের আকৃতি ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে আসছে।

٢٥٦٢. بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ - فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فِيْهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوْهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ

بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ - لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ - وَ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُوْرَهُنَّ وَرُؤُسَهُنَّ - قَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ ، قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ وَقَالَ قَتَادَةُ عَمَّا لاَ يَحِلُّ لَهُمْ ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ ، خَائِنَةَ الأَعْيُنِ مِنَ النَّظْرِ إِلَى مَا نُهِيَ عَنْهُ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُ فِيْ النَّظْرِ إِلَى الَّتِيْ لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّسَاءِ لاَ يَصْلُحُ النَّظْرُ إِلَى شَيْءٍ مِّنْهُنَّ مِمَّنْ يَشْتَهِيْ النَّظْرُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً وَكَرِهَ عَطَاءٌ النَّظْرَ إِلَى الْجَوَارِيْ يُبَعْنَ بِمَكَّةَ إِلاَّ أَنْ يُرِيْدَ أَنْ يَشْتَرِيَ -

২৫৬২. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে, যে পর্যন্ত সে ঘরের লোকেরা অনুমতি না দেবে এবং তোমরা গৃহবাসীকে সালাম না করবে, প্রবেশ করো না। এ ব্যবস্থা তোমাদের জন্য অতি কল্যাণকর, যাতে তোমরা নসীহত গ্রহণ কর। যদি তোমরা সে ঘরে কাউকে জবাব দাতা না পাও, তবে তোমাদের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তাতে প্রবেশ করবে না। যদি তোমাদের বলা হয় ফিরে যাও তবে তোমরা ফিরে যাবে, এই তোমাদের জন্য পবিত্রতম কাজ। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ বিশেষ অবহিত । অবশ্য যে সব ঘরে কেউ বসবাস করে না, আর তাতে যদি তোমাদের মাল আস্‌বাব থাকে, সে সব ঘরে প্রবেশ করলে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না। তোমরা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে যা কিছুই কর না কেন, তা সবই আল্লাহ্ জানেন। সাঈদ ইব্‌ন আবুল হাসান হাসান (রা)-কে বললেন ঃ অনারব মহিলারা তাদের মাথা ও বক্ষ খোলা রাখে। তিনি বললেন ঃ তোমার চোখ ফিরিয়ে রেখো। আল্লাহ্ তা'অলার বাণী ঃ হে নবী! আপনি ঈমানদার পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত করে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে। কাতাদা (র) বলেন, অর্থাৎ যারা তাদের জন্য হালাল নয়, তাদের থেকে। হে নবী আপনি ঈমানদার মহিলাদেরকেও বলে দিন, তারাও যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর আল্লাহর বাণী ঃ خائنة الأعين (অর্থাৎ খেয়ানতকারী চোখ) অর্থাৎ নিষিদ্ধ স্থানের দিকে তাকানো সম্পর্কে। আর ঋতুমতী হয়নি, এমন মেয়েদের দিকে তাকানো সম্পর্কে। ইমাম যুহ্‌রী (র) বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্কা হলেও এসব মেয়েদের এমন কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে তাকানো নাজায়েয, যা দেখলে লোভ সৃষ্টি হতে পারে। আতা ইব্‌ন রাবাহ ঐসব কুমারীদের দিকে তাকানোও মাকরূহ বলতেন, যাদের মক্কার বাজারে বিক্রির জন্য আনা হতো। তবে কেনার উদ্দেশ্যে হলে তা স্বতন্ত্র কথা

৫৭৯৫ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْدَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجْزِ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلاً وَضِيْئًا ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ لِلنَّاسِ يُفْتِيْهِمْ وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خُثْعَمٍ وَضِيْئَةٌ تَسْتَفْتِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقْنِ الْفَضْلِ ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِيْ عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ نَعَمْ

৫৭৯৫ আবুল ইয়ামান (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কুরবানীর দিনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফায্ল ইব্ন আব্বাস (রা)কে আপন সাওয়ারীর পিঠে নিজের পেছনে বসালেন। ফায্ল (রা) একজন সুন্দর ব্যক্তি ছিলেন। নবী ﷺ লোকদের মসলা মাসায়েল বাত্লিয়ে দেওয়ার জন্য আসলেন। এ সময় খাশ'আম গোত্রের একজন সুন্দরী মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট একটা মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসল। তখন ফায্ল (রা) তার দিকে তাকাতে লাগলেন। মহিলাটির সৌন্দর্য তাঁকে আকৃষ্ট করে দিল। নবী ﷺ ফায্ল (রা)-এর দিকে ফিরে দেখলেন যে, ফায্ল তার দিকে তাকাচ্ছেন। তিনি নিজের হাত পেছনের দিকে নিয়ে ফায্ল (রা)-এর চিবুক ধরে ঐ মহিলার দিকে না তাকানোর জন্য তার চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের উপর যে হাজ্জ ফরয হওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে, আমার পিতার উপর তা এমন অবস্থায় এসেছে যে, বয়োবৃদ্ধ হওয়ার কারণে সাওয়ারীর উপর বসতে তিনি সক্ষম নন। যদি আমি তার তরফ থেকে হাজ্জ আদায় করে নেই, তবে কি তার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ।

৫৭৯৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَقَالَ إِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ ، قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ -

৫৭৯৬ আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকো। তার বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ

আমাদের রাস্তায় বসা ছাড়া গত্যন্তর নেই, আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি। তখন তিনি বললেন, যদি তোমাদের রাস্তায় মজলিস করা ছাড়া উপায় না থাকে, তবে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাস্তার দাবী কি? তিনি বললেন, তা হলো চোখ অবনত রাখা, কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা। সালামের জবাব দেওয়া এবং সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া আর অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা।

٢٥٦٣ . بَابُ السَّلَامِ إِسْمٌ مِنَ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنِ مِنْـــهَا أَوْ رُدُّوْهَا

২৫৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার নামের মধ্যে 'সালাম' একটি নাম । আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ আর যখন তোমাদের সালাম দেওয়া হয়, তখন তোমরা এর চেয়ে উত্তমভাবে জবাব দিবে, না হয় তার অনুরূপ উত্তর দিবে

٥٧٩٧ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَقِيْقٌ عَنْ عَبْــدِ اللهِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِه السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيْلَ السَّـلَامُ عَلَى مِيْكَائِيْلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ هُــوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِيْ الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّــــلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ﷺ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ، فَإِنَّــهُ إِذَا قَالَ ذٰلِكَ اَصَابَ كُلُّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰــهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ -

৫৭৯৭ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র)...... আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম, তখন (বসা অবস্থায়) আমরা আল্লাহর প্রতি তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে সালাম, জিবরাঈল (আ)-এর প্রতি সালাম, মীকাঈল (আ)-এর প্রতি সালাম এবং অমুকের প্রতি সালাম দিলাম। নবী ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন, তখন আমাদের দিকে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা নিজেই 'সালাম'। অতএব যখন তোমাদের কেউ সালাতের মধ্যে বসবে, তখন বলবে ঃ التَّحِيَّاتُ لِلهِ ......عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ মুসল্লী যখন এ কথাটা বলবে, তখনই আসমান যমীনে সব নেক বান্দাদের নিকট এ সালাম পৌছে যাবে। তারপর বলবে أَشْهَدُ أَنْ ......وَرَسُوْلُهُ তারপর সে তার পছন্দমত দু'আ নির্বাচন করে নেবে।

٢٥٦٤. بَابُ تَسْلِيْمِ الْقَلِيْلِ عَلَى الْكَثِيْرِ

২৫৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ অল্প সংখ্যক লোক বেশী সংখক লোকদের সালাম করবে

٥٧٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ ، الْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ -

৫৭৯৮ আবুল হাসান মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ ছোট বড়কে, পথচারী উপবিষ্ট লোককে এবং অল্প সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোকদের সালাম দিবে।

٢٥٦٥. بَابُ تَسْلِيْمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِيْ

২৫৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ আরোহী ব্যক্তি পদচারীকে সালাম করবে

٥٧٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مُخَلَّدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ -

৫৭৯৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আরোহী ব্যক্তি পদচারীকে, পদচারী ব্যক্তি উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখক লোক অধিক সংখককে সালাম করবে।

٢٥٦٦ . بَابُ تَسْلِيْمِ الْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ

২৫৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ পদচারী উপবিষ্ট লোককে সালাম করবে

٥٨٠٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ -

৫৮০০ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আরোহী পদচারীকে, পদচারী উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখক লোক অধিক সংখক লোককে সালাম করবে।

٢٥٦٧. بَابُ تَسْلِيْمِ الصَّغِيْرِ عَلَى الْكَبِيْرِ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ

بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ

২৫৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ ছোট বড়কে সালাম করবে। ইব্‌রাহীম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ছোট বড়কে, পথচারী উপবিষ্টকে এবং কম সংখক বেশী সংখককে সালাম করবে

٢٥٦٨ . بَابُ إِفْشَاءِ السَّلاَمِ

২৫৬৮ পরিচ্ছেদ ঃ সালাম প্রসারিত করা

٥٨٠١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ ، بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَنَصْرِ الضَّعِيْفِ وَعَوْنِ الْمَظْلُوْمِ وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ رُكُوْبِ الْمَيَاثِرِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالإِسْتَبْرَقِ -

৫৮০১ কুতায়বা (র)...... বারা'আ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সাতটি কাজের ঃ রোগীর খোঁজ -খবর নেওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, হাঁচি দাতার জন্য দু'আ করা, দুর্বলকে সাহায্য করা, মাযলূমের সহায়তা করা, সালাম প্রসার করা এবং কসমকারীর কসম পূর্ণ করা। আর নিষেধ করেছেন (সাতটি কাজ থেকে) ঃ রূপার পাত্রে পানাহার, সোনার আংটি পরিধান, রেশমী জ্বিনের উপর সাওয়ার হওয়া, মিহিন রেশমী কাপড় পরিধান, পাতলা রেশম কাপড় ব্যবহার, রেশম মিশ্রিত কাতান কাপড় পরিধান, এবং গাঢ় রেশমী কাপড় পরিধান করা।

٢٥٦٩ . بَابُ السَّلاَمِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ

২৫৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম করা

٥٨٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ -

৫৮০২ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করল ঃ ইসলামের কোন কাজ উত্তম? তিনি বললেন ঃ তুমি ক্ষুধার্তকে খাবার দেবে, আর সালাম দিবে যাকে তুমি চেন এবং যাকে তুমি চিন না।

٥٨٠٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ ، وَذَكَرَ سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ -

৫৮০৩ আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র)...... আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমানের পক্ষে তার কোন ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী এমনভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা বৈধ নয় যে, তারা দুজনের দেখা সাক্ষাত হলেও একজন এদিকে, অপরজন অন্যদিকে চেহারা ফিরিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে প্রথম সালাম করবে। আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন যে, এ হাদীসটি আমি যুহরী (র) থেকে তিনবার শুনেছি।

٢٥٧٠. بَابُ آيَةِ الْحِجَابِ

২৫৭০. পরিচ্ছেদ : পর্দার আয়াত

٥٨٠٤ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ ابْنُ عَشَرَ سِنِيْنَ مَقْدَمَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَخَدَمْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَشْرًا حَيَاتَهُ وَكُنْتُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِيْنَ أُنْزِلَ وَقَدْ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِيْ عَنْهُ وَكَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِيْ مُبْتَنَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا عَرُوْسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوْا مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ خَرَجُوْا وَبَقِيَ مِنْهُمْ رَهْطٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَطَالُوا الْمُكْثَ ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَيْ يَخْرُجُوْا ، فَمَشَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَاهُمْ جُلُوْسٌ لَمْ يَتَفَرَّقُوْا فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوْا فَأَنْزَلَ آيَةَ الْحِجَابِ فَضَرَبَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ سِتْرًا -

৫৮০৪ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবনের দশ বছর আমি তাঁর খিদমত করি। আর পর্দার বিধান সম্পর্কে আমি সব চেয়ে বেশী অবগত ছিলাম, যখন তা নাযিল হয়। উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) প্রায়ই আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। যায়নাব বিন্‌ত জাহস (রা)-এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাসরের দিন প্রথম

পর্দার আয়াত নাযিল হয়। নবী ﷺ নতুন দুলহা হিসেবে সে দিন লোকদের দাওয়াত করেন এবং এরপর অনেকেই দাওয়াত খেয়ে বেরিয়ে যান। কিন্তু কয়েকজন তাঁর কাছে রয়ে যান এবং তাদের অবস্থান দীর্ঘায়িত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান এবং আমিও তাঁর সঙ্গে যাই, যাতে তারা বের হয়ে যায়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে চলি। এমন কি তিনি আয়েশা (রা)-এর কক্ষের দরজায় এসে পৌছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ধারণা করেন যে, নিশ্চয়ই তারা বেরিয়ে গেছে। তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে আমি ফিরে আসি। তিনি যায়নাব (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করে দেখেন যে, তারা তখনও বসেই আছে, চলে যায়নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে গেলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ফিরে যাচ্ছি। এমন কি তিনি আয়েশা (রা)-এর দরজার চৌখাট পর্যন্ত এসে পৌছেন। এরপর তিনি ধারণা করেন যে, এখন তারা অবশ্যই বেরিয়ে গেছে। তাই তিনি ফিরে এসে দেখেন যে, তারা বেরিয়ে গেছে। এই সময় পর্দার আয়াত নাযিল হয়। এবং তিনি তাঁর ও আমার মধ্যে পর্দা টেনে দেন।

٥٨٠٥ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوْا ثُمَّ جَلَسُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوْا ، فَلَمَّا رَأَى قَامَ ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ ، فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوْسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوْا فَانْطَلَقُوْا فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ ﷺ الآيَةَ -

৫৮০৫ আবূ নু'মান (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ যায়নাব (রা)-কে বিয়ে করলেন, তখন (দাওয়াত প্রাপ্ত) একদল লোক তাঁর ঘরে এসে খাওয়া দাওয়া করলেন। এরপর তাঁরা ঘরে বসেই আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। তিনি দাঁড়ানোর পর কিছু লোক উঠে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু অবশিষ্ট কিছু লোক বসেই থাকলেন। নবী ﷺ ঘরে প্রবেশ করার জন্য ফিরে এসে দেখলেন যে, তারা বসেই আছেন। কিছুক্ষণ পরে তারা উঠে চলে গেলেন। তারপর আমি নবী ﷺ কে ওদের চলে যাওয়ার সংবাদ দিলে তিনি এসে প্রবেশ করলেন। তখন আমি ভেতরে যেতে চাইলে তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। এই সময় আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর ঘরগুলোতে প্রবেশ করো না।...... শেষ পর্যন্ত।

٥٨٠٦ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ

يَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَحْجُبْ نِسَاءَ كَ ، قَالَتْ فَلَمْ يَفْعَلْ وكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَخْرُجْنَ لَيْلاً إِلَى لَيْلٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَكَانَتْ إِمْرَأَةً طَوِيْلَةً ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ فَقَالَ عَرَفْتُكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابِ -

৫৮০৬ ইসহাক (র)...... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) নবী ﷺ -এর নিকট প্রায়ই বলতেন যে, আপনি আপনার সহধর্মিণীদের পর্দা করান। কিন্তু তিনি তা করেন নি। নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীগণ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রাতে মাঠের দিকে বেরিয়ে যেতেন। একবার সাওদা বিন্ত যামআ' (রা) বেরিয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন লম্বাকৃতির মহিলা। উমর (রা) মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তাই তিনি তাঁকে দেখে ফেললেন এবং পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার আগ্রহে বললেন ঃ ওহে সাওদা। আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন।

٢٥٧١ . بَابُ الإِسْتِئْذَانِ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

২৫৭১. পরিচ্ছেদঃ তাকানোর অনুমতি চাওয়া

٥٨٠٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَفِظْتُهُ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِيْ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِيْ عَيْنِكَ إِنَّمَا جَعَلَ الاسْتِئْذَانَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ -

৫৮০৭ আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ (র)...... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কোন এক হুজরায় উঁকি মেরে তাকালো। তখন নবী ﷺ -এর কাছে একটা 'মিদরা' ছিলো, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ যদি আমি জানতাম যে তুমি উঁকি মারবে, তবে এ দিয়ে তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। তাকানোর জন্য অনুমতি গ্রহণের বিধান দেওয়া হয়েছে।

٥٨٠٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ -

৫৮০৮ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর এক কামরায় উঁকি দিল। তখন তিনি একটা তীর ফলক কিংবা তীর ফলকসমূহ নিয়ে

তার দিকে দৌড়ালেন। আনাস (রা) বলেনঃ তা যেন এখনও আমি প্রত্যক্ষ করছি। তিনি ঐ লোকটির চোখ ফুঁড়ে দেওয়ার জন্য তাকে খুঁজে ছিলেন।

٢٥٧٢ . بَابُ زِنَا الْجَوَارِحِ دُوْنَ الْفَرْجِ

২৫৭২. পরিচ্ছেদ ঃ যৌনাঙ্গ ব্যতীত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যভিচার

٥٨٠٩ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَنِيْ مَحْمُوْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَ تَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ -

৫৮০৯ হুমায়দী ও মাহমূদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের জন্য যিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। চোখের যিনা হলো তাকানো, জিহবার যিনা হলো কথা বলা, কুপ্রবৃত্তি কামনা ও খাহেশ সৃষ্টি করে এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য মিথ্যা প্রমাণ করে।

٢٥٧٣. بَابُ التَّسْلِيْمِ وَالْإِسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

২৫৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ তিনবার সালাম দেওয়া ও অনুমতি চাওয়া

٥٨١٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا -

৫৮১০ ইসহাক (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন সালাম করতেন, তখন তিনবার সালাম দিতেন এবং যখন কথা বলতেন তখন তা তিনবার উল্লেখ করতেন।

٥٨١١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِيْ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُوْ مُوْسٰى كَأَنَّهُ مَذْعُوْرٌ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ مَا مَنَعَكَ ؟ قُلْتُ اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ، فَقَالَ وَاللّٰهِ لَتُقِيْمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ ، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أُبَيُّ

بْنُ كَعْبٍ وَاللهِ لاَ يَقُوْمُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ * وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ بُسْرٍ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ بِهٰذَا -

৫৮১১ আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একবার আমি অনসারদের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আবূ মূসা (রা) ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে এসে বললেন ঃ আমি তিনবার উমর (রা)-এর নিকট অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হলো না। তাই আমি ফিরে এলাম। উমর (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাকে ভেতরে প্রবেশ করতে কিসে বাধা দিল? আমি বললাম ঃ আমি প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। তাই আমি ফিরে এলাম। (কারণ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ তিনবার প্রবেশের অনুমতি চায়। কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া না হয় তবে সে যেন ফিরে যায়। তখন উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহর কসম! তোমাকে এ কথার উপর অবশ্যই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি? যিনি নবী ﷺ থেকে এ হাদীস শুনেছে ? তখন উবাই ইব্‌ন কাব (রা) বললেন ঃ আল্লাহর কসম! আপনার কাছে প্রমাণ দিতে দলের সর্ব কনিষ্ঠ ব্যক্তিই উঠে দাঁড়াবে । আর আমিই দলের সর্ব কনিষ্ঠ ছিলাম। সুতরাং আমি তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম ঃ নবী ﷺ অবশ্যই এ কথা বলেছেন।

٢٥٧٤. بَابُ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ قَالَ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هُوَ إِذْنُهُ

২৫৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ যখন কোন ব্যক্তিকে ডাকা হয়; আর সে আসে, সেও কি প্রবেশের অনুমতি নিবে? আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ এ ডাকা তার জন্য অনুমতি

٥٨١٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ أَخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ لَبَنًا فِيْ قَدَحٍ فَقَالَ أَبَا هِرٍّ الْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ ، قَالَ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوْا فَاسْتَأْذَنُوْا فَأُذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا -

৫৮১২ আবূ নুয়া'ঈম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি ঘরে গিয়ে একটি পেয়ালায় দুধ পেলেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আবূ হির! তুমি আহ্‌লে সুফ্‌ফার নিকট গিয়ে তাদের আমার নিকট ডেকে আন। তখন আমি তাদের কাছে গিয়ে দাওয়াত

দিয়ে এলাম। তারপর তারা এল এবং প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাদের অনুমতি দেয়া হলো। তারপর তারা প্রবেশ করল।

٢٥٧٥. بَابُ التَّسْلِيْمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

২৫৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ শিশুদের সালাম দেওয়া

٥٨١٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ -

৫৮১৩ আলী ইব্ন জা'দ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি একদল শিশুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদের সালাম করে বললেন যে, নবী ﷺ ও তা করতেন।

٢٥٧٦. بَابُ تَسْلِيْمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

২৫৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাকে পুরুষদের এবং পুরুষকে মহিলাদের সালাম করা

٥٨١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ وَلِمَ ؟ قَالَ كَانَتْ لَنَا عَجُوْزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ نَخْلٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُوْلِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَ تُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَ نُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ وَمَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ -

৫৮১৪ আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)...... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমু'আর দিনে আনন্দিত হতাম। রাবী বলেন, আমি তাঁকে বললাম ঃ কেন? তিনি বললেন ঃ আমাদের একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিল। সে কোন একজনকে 'বুদাআ' নামক খেজুর বাগানে পাঠাত সে বীট চিনির শিকড় আনতো। তা একটা ডেগচিতে ফেলে সে তাতে কিছুটা যবের দানা দিয়ে ঘুটত ফলে তাতে এক প্রকার খাবার তৈরী করত। এরপর আমরা যখন জুম'আর সালাত আদায় করে ফিরতাম, তখন আমরা ঐ মহিলাকে সালাম দিতাম। তখন সে আমাদের ঐ খাবার পরিবেশন করত আমরা এজন্য খুশী হতাম। আমাদের অভ্যাস ছিল যে, আমরা জুমু'আর পরেই মধ্যাহ্ন ভোজন ও মধ্যাহ্ন বিশ্রাম করতাম।

٥٨١٥ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ هٰذَا جِبْرِيْلُ يَقْرَأُ

عَلَيْكِ السَّلاَمَ قَالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ تَرَي مَا لاَ نَرَي تُرِيْدُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ * تَابَعَهُ شُعَيْبٌ قَالَ يُوْنُسُ وَالنُّعْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَبَرَكَاتُهُ -

৫৮১৫ ইব্‌ন মুকাতিল (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে আয়েশা! ইনি জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। তখন আমিও বললাম ঃ ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে উদ্দেশ্যে করে বললেন ঃ আমরা যা দেখছিনা, তা আপনি দেখছেন । ইউনুস যুহরি সূত্রে বলেন এবং 'বারাকাতুহূ' ও বলেছেন।

٢٥٧٧. بَابُ إِذَا قَالَ مَنْ ذَا فَقَالَ أَنَا

২৫৭৭. পরিচ্ছেদ ঃযদি কেউ কারো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইনি কে? আর তিনি বলেন, আমি

٥٨١٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ الْبَابَ ، فَقَالَ مَنْ ذَا ؟ فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا -

৫৮১৬ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্‌ন আব্দুল মালিক (র)...... জাবির (রা) বলেন, আমার পিতার কিছু ঋণ ছিল। এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমি নবী ﷺ -এর কাছে এলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কে? আমি বললাম ঃ আমি। তখন তিনি বললেন ঃ আমি আমি যেন তিনি তা অপছন্দ করলেন।

٢٥٧٨ . بَابُ مَنْ رَدَّ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَدَّ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى آدَمَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ -

২৫৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ যে সালামের জবাব দিল এবং বলল ঃ ওয়ালাইকাস্ সালাম। (জিবরাঈল (আ)-এর সালামের জবাবে 'আয়েশা (রা) 'ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহূ' বলেছেন। আর নবী ﷺ বলেনঃ আদম (আ)-এর সালামের জবাবে ফিরিশ্‌তাগণ বলেন ঃ আস্‌সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ

٥٨١٧ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّي ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّي ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ فَارْجِعْ

فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلِّمْنِي يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا ، وَقَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ فِي الأَخِيْرِ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا -

৫৮১৭ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের একপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। সে সালাত আদায় করে এসে তাঁকে সালাম করল। নবী ﷺ বললেন ঃ ওয়া আলাইকাস সালাম; তুমি ফিরে যাও এবং সালাত আদায় কর। কেননা তুমি সালাত আদায় কর নি। সে ফিরে গিয়ে সালাত আদায় করে এসে আবার সালাম করল। তিনি বললেন ঃ ওয়া আলাইকাস্ সালাম; তুমি ফিরে যাও এবং সালাত আদায় কর। কেননা তুমি সালাত আদায় কর নি। সে ফিরে গিয়ে সালাত আদায় করে তাঁকে সালাম করল। তখন সে দ্বিতীয় বারের সময় অথবা তার পরের বারে বলল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে সালাত শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবার ইচ্ছা করবে, তখন প্রথমে তুমি যথাবিধি অযূ করবে। তারপর কিব্‌লামুখী দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে । তারপর কুরআন থেকে যে অংশ তোমার পক্ষে সহজ হবে, তা তিলাওয়াত করবে। তারপর তুমি রুকু করবে প্রশান্তভাবে। তারপর মাথা তুলে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর তুমি সিজ্‌দা করবে প্রশান্তভাবে । তারপর মাথা তুলে বসবে প্রশান্তভাবে। তারপর সিজ্‌দা করবে প্রশান্তভাবে। তারপর আবার মাথা তুলে বসবে প্রশান্তভাবে। তারপর ঠিক এভাবেই তোমার সালাতের সকল কাজ সম্পন্ন করবে। আবূ উসামা (রা) বলেন, এমনকি শেষে তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াবে।

٥٨١٨ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا -

৫৮১৮ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ তারপর উঠে বস প্রশান্তির সাথে।

٢٥٧٩ . بَابُ إِذَا قَالَ فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ

২৫৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ বলে যে, অমুক তোমাকে সালাম করেছে

٥٨١٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُوْلُ حَدَّثَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرِيْلَ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ ، قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ -

৫৮১৯ আবূ নুয়াইম (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন নবী ﷺ তাঁকে বললেনঃ জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম করেছেন। তখন তিনি বললেন ঃ ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

٢٥٨٠ . بَابُ التَّسْلِيْمِ فِي مَجْلِسٍ فِيْهِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ

২৫৮০. পরিচ্ছেদ ঃ মুসলিম ও মুশরিকদের মিশ্রিত মজলিসে সালাম দেওয়া

٥٨٢٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ حِمَاراً عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيْفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُوْدُ سَعْدَ ابْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَذٰلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيْهِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةَ الأَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ وَفِيْهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ ، خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ أَيُّهَا الْمَرْءُ لاَ أَحْسَنَ مِنْ هٰذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا ، فَلاَ تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ ، قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ اغْشِنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْيَهُوْدُ ، حَتَّى هَمُّوْا أَنْ يَتَوَاثَبُوْا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُوْ حُبَابٍ يُرِيْدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاصْفَحْ ، فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِيْ أَعْطَاكَ ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هٰذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يَتَوَّجُوْهُ ، فَيُعَصِّبُوْنَهُ بِالْعِصَابَةِ ، فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِيْ أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ، فَبِذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ -

৫৮২০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র)...... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ এমন একটি গাধার উপর সাওয়ার হলেন, যার জ্বীনের নীচে ফাদাকের তৈরী একখানি চাদর ছিল। তিনি উসামা ইব্‌ন যায়দকে নিজের পেছনে বসিয়েছিলেন। তখন তিনি হারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর দেখাশোনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছিলেন। এটি ছিল বদর যুদ্ধের আগের ঘটনা। তিনি এমন এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে মুসলমান, প্রতিমাপূজক, মুশরিক ও ইয়াহূদী ছিল। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূলও ছিল। আর এ মজলিসে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)ও উপস্থিত ছিলেন। যখন সাওয়ারীর পদাঘাতে উড়ন্ত ধুলাবালী মজলিসকে ঢেকে ফেলছিল। তখন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই তার চাদর দিয়ে তার নাক ঢাকল। তারপর বলল ঃ তোমরা আমাদের উপর ধুলাবালী উড়িয়োনা। তখন নবী ﷺ তাদের সালাম করলেন। তারপর এখানে থামলেন ও সাওয়ারী থেকে নেমে তাদের আল্লাহর প্রতি আহ্বান করলেন এবং তাদের কাছে কুরআন পাঠ করলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল বললো ঃ হে আগত ব্যক্তি! আপনার এ কথার চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই। তবে আপনি যা বলছেন, যদিও তা সত্য, তবুও আপনি আমাদের মজলিসে এসব বলে আমাদের বিরক্ত করবেন না। আপনি আপনার নিজ ঠিকানায় ফিরে যান। এরপর আমাদের মধ্য থেকে কেউ আপনার নিকট গেলে তাকে এসব কথা বলবেন। তখন ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের মজলিসে আসবেন, আমরা এসব কথা পছন্দ করি। তখন মুসলিম, মুশরিক ও ইয়াহূদীদের মধ্যে পরস্পর গালাগালি শুরু হয়ে গেল। এমন কি তারা একে অন্যের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের থামাতে লাগলেন। অবশেষে তিনি তাঁর সাওয়ারীতে আরোহণ করে রওয়ানা হলেন এবং সা'দ ইব্‌ন উবাদার কাছে পৌছলেন। তারপর তিনি বললেন হে সা'দ! আবূ হুবাব অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই কি বলেছে, তা কি তুমি শুনোনি? সা'দ (রা) বললেন ঃ সে এমন কথাবার্তা বলেছে। তিনি আরো বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাকে মাফ করে দিন। আর তার কথা ছেড়ে দিন। আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যে সব নিয়ামত দান করার ছিল তা সবই দান করেছেন। পক্ষান্তরে এ শহরের অধিবাসীরা তো পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তারা তাকে রাজ মুকুট পরাবে। আর তার মাথায় রাজকীয় পাগড়ী বেঁধে দিবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে যে দীনে হক দান করেছেন, তা দিয়ে তিনি তাদের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়েছেন। ফলে সে (ক্ষোভানলে) জ্বলছে। এজন্যই সে আপনার সঙ্গে যে আচরণ করেছে, তা আপনি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন। তারপর নবী ﷺ তাকে মাফ করে দিলেন।

٢٤٨١ . بَابُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا وَلَمْ يَرُدَّ سَلاَمَهُ ، حَتَّىٰ تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ وَإِلَى مَتَى تَتَبَيَّنُ تَوْبَةُ الْعَاصِيْ - وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو لاَ تُسَلِّمُوْا عَلَى شَرَبَةِ الْخَمْرِ

২৫৮১. পরিচ্ছেদ ঃ গুনাহগার ব্যক্তির তাওবা করার নিদর্শন প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত এবং গুনাহগারের তাওবা কবূল হওয়ার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত যিনি তাকে সালাম করেন নি এবং তার সালামের জবাবও দেননি । আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ শরাব খোরদের সালাম দিবে না

٥٨٢١ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوْكَ - وَنَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا وَآتِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَأَقُوْلُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا ، حَتّٰى كَمَلَتْ خَمْسُوْنَ لَيْلَةً وَآذَنَ النَّبِيُّ ﷺ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى الْفَجْرَ -

৫৮২১ ইব্‌ন বুকায়র (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন ঃ যখন কাব ইব্‌ন মালিক (রা) তাবূকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে পশ্চাতে রয়ে যান, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সাথে সালাম কালাম করতে সবাইকে নিষেধ করে দেন। (তখনকার ঘটনা) আমি কাব ইব্‌ন মালিক (রা)কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্- ﷺ এর কাছে আসতাম এবং তাঁকে সালাম করতাম আর মনে মনে বলতাম যে, আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোট দু'খানা নড়ছে কিনা। পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হলে নবী ﷺ ফজরের সালাতের সময় ঘোষণা দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওবা কবূল করেছেন।

٢٥٨٢ . بَابُ كَيْفَ يَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ السَّلَامَ

২৫৮২. পরিচ্ছেদ ঃ অমুসলিমদের সালামের জবাব কিভাবে দিতে হয়

٥٨٢٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالُوْا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ اللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ -

৫৮২২ আবুল ইয়ামান (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একদল ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললো ঃ আস্‌সামু আলায়কা। (তোমার মৃত্যু হোক, নাউজুবিল্লাহ) আমি একথার মর্ম বুঝে বললাম ঃ আলাইকুমুস্ সামু ওয়াল লানাতু। (তোমাদের উপর মৃত্যু ও লানত)। নবী ﷺ বললেন ঃ হে 'আয়েশা! তুমি থামো। আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই বিনয় পছন্দ করেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা যা বললো ঃ তা কি আপনি শুনেন নি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ জন্যই আমিও বলেছি, ওয়া আলাইকুম(তোমাদের উপরও)।

٥٨٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُوْدُ فَإِنَّمَا يَقُوْلُ اَحَدُهُمْ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ -

৫৮২৩ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বললেন : ইয়াহূদী তোমাদের সালাম করলে তাদের কেউ অবশ্যই বলবে : আস্‌সামু আলায়কা। তখন তোমরা জবাবে 'ওয়াআলায়কা' বলবে।

٥٨٢٤ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ اَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ -

৫৮২৪ উস্‌মান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যখন কোন আহলে কিতাব তোমাদের সালাম দেয়, তখন তোমরা বলবে ওয়া আলায়কুম। (তোমাদের উপরও)

٢٥٨٣ . بَابُ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ لِيَسْتَبِيْنَ أَمْرُهُ

২৫৮৩. পরিচ্ছেদ : কারো এমন পত্রের বিষয়ে স্পষ্টরূপে জানার জন্য তদন্ত করে দেখা, যা মুসলমানদের জন্য আশংকাজনক

٥٨٢٥ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ بُهْلُوْلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ادْرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتَّى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَعَهَا صَحِيْفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيْرُ عَلَى جَمَلٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ قُلْنَا اَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِيْ مَعَكِ قَالَتْ مَا مَعِيْ كِتَابٌ فَأَنَخْنَا بِهَا فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا قَالَ صَاحِبَايَ مَا نَرَي كِتَابًا قَالَ قُلْتُ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ قَالَ فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ مِنِّيْ أَهْوَتْ بِيَدِهَا إِلَى حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ قَالَ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ عَلَى مَا

صَنَعْتَ قَالَ مَا بِي إِلاَّ أَنْ أَكُوْنَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَا غَيَّرْتُ وَلاَ بَدَّلْتُ ، أَرَدْتُ أَنْ تَكُوْنَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللهُ بِهَا عَنْ أَهْلِيْ وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ هُنَاكَ إِلاَّ وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ، قَالَ صَدَقَ فَلاَ تَقُوْلُوْا لَهُ إِلاَّ خَيْرًا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَدَعْنِي فَأَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ فَقَالَ يَا عُمَرُ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ ، قَالَ فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ -

৫৮২৫ ইউসুফ ইব্‌ন বাহলূল (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে ও জুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা) এবং আবূ মারসাদ গানাভী (রা)-কে অশ্ব বের করে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা রওয়ানা হয়ে যাও এবং 'রওযায়ে খাখে' গিয়ে পৌছ। সেখানে একজন মুশরিক স্ত্রীলোক পাবে। তার কাছে হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতার দেওয়া মুশরিকদের নিকট একখানি পত্র আছে। আমরা ঠিক সেই জায়গাতেই তাকে পেয়ে গেলাম যেখানকার কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন। ঐ স্ত্রী লোকটি তার এক উটের উপর সাওয়ার ছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তোমার কাছে যে পত্রখানি আছে তা কোথায়? সে বললো ঃ আমার সাথে কোন পত্র নেই। তখন আমরা তার উটসহ তাকে বসালাম এবং তার সাওয়ারীর আসবাব পত্রের তল্লাসি করলাম। কিন্তু আমরা কিছুই (পত্রখানা) খুঁজে পেলাম না। আমার দু'জন সাথী বললেন ঃ পত্রখানা তো পাওয়া গেল না। আমি বললাম ঃ আমার জানা আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অযথা কথা বলেন নি। তখন তিনি স্ত্রী লোকটিকে ধমকিয়ে বললেন ঃ তোমাকে অবশ্যই পত্রখানা বের করে দিতে হবে, নতুবা আমি তোমাকে উলঙ্গ করে তল্লাসি নেব। এরপর সে যখন আমার দৃঢ়তা দেখলো, তখন সে বাধ্য হয়ে তার কোমরে পেচানো চাদরে হাত দিয়ে ঐ পত্রখানা বের করে দিল। তারপর আমরা তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পৌছলাম। তখন তিনি হাতিব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে হাতিব! তুমি কেন এমন কাজ করলে? তিনি বললেন ঃ আমার মনে এমন কোন দুঃসংকল্প নেই যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। আমি আমার দৃঢ় মনোভাব পরিবর্তন করিনি এবং আমি ধর্মও বদল করিনি। এই পত্রখানা দ্বারা আমার নিছক উদ্দেশ্য ছিল যে, এতে মক্কাবাসীদের উপর আমার দ্বারা এমন এহসান হোক, যার ফলে আল্লাহ তা'আলা আমার পরিবার ও সম্পদ নিরাপদে রাখবেন। আর সেখানে আপনার অন্যান্য সাহাবীদের এমন লোক আছেন যাঁদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করে দেবেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হাতিব ঠিক কথাই বলেছে। সুতরাং তোমরা তাকে ভাল ছাড়া অন্য কিছুই বলো না। রাবী বলেন ঃ উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বললেন, তিনি নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। অতএব আমাকে ছেড়ে দিন আমি তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেই। রাবী বলেন, তখন নবী ﷺ বললেন ঃ

হে উমর! তোমার কি জানা নেই যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে আছে। রাবী বলেন ঃ তখন উমর (রা)-এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি বললেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন।

٢٥٨٤. بَابُ كَيْفَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ .

২৫৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ কিতাবী সম্প্রদায়ের নিকট কিভাবে পত্র লিখতে হয়?

٥٨٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُوْ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوْا تُجَّارًا بِالشَّامِ فَأَتَوْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُرِئَ فَإِذَا فِيْهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ ، السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ -

৫৮২৬ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র)...... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব তাকে বলেছেন ঃ হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানকে ডেকে পাঠালেন, কুরায়শদের ঐ দলসহ যারা ব্যবসার জন্য সিরিয়া গিয়েছিলেন। তাঁরা সবাই তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। এরপর তিনি ঘটনার বর্ণনা করেন। শেষভাগে বললেন যে, তারপর হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পত্রখানি আনালেন এবং তা পাঠ করা হল। এতে ছিল বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ এর পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى শান্তি বর্ষিত হোক তাদের উপর যারা সৎপথের অনুসরণ করেছে।

٢٥٨٥ . بَابُ بِمَنْ يُبْدَأُ فِي الْكِتَابِ

২৫৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ চিঠিপত্র কার নাম দিয়ে আরম্ভ করা হবে

٥٨٢٧ حَدَّثَنَا وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيْهَا أَلْفَ دِيْنَارٍ وَصَحِيْفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَجَرَ خَشَبَةً فَجَعَلَ الْمَالَ فِي جَوْفِهَا وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَحِيْفَةً مِنْ فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ -

৫৮২৭ লায়স (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বনী ইস্‌রাঈলের এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে বললেন যে, সে এক খন্ডকাঠ নিয়ে খোদাই করে এর ভেতর এক হাজার দীনার ভর্তি করে রাখল এবং এর মালিকের প্রতি লেখা একখানা চিঠিও রেখে দিল। আর উমর ইব্‌ন আবূ সালামা সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ একব্যক্তি একখন্ড কাঠ খোদাই করে তার ভেতরে কিছু মাল রেখে দিল এবং এর সাথে তার প্রাপকের প্রতি একখানা পত্রও ভরে দিল, যার মধ্যে লেখা ছিল, অমুকের পক্ষ থেকে অমুকের প্রতি।

٢٥٨٦ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ

২৫৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ তোমরা তোমাদের সরদারের জন্য দাঁড়াও

٥٨٢٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِ فَجَاءَ ، فَقَالَ قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ ، أَوْ قَالَ خَيْرِكُمْ ، فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هٰؤُلَاءِ نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِكَ ، قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ فَقَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْمَلِكُ ، قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ أَبِي الْوَلِيْدِ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيْدٍ إِلَى حُكْمِكَ -

৫৮২৮ আবুল ওয়ালীদ (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরাইযা গোত্রের লোকরা সা'দ (রা)-এর ফায়সালার উপর আত্মসমর্পণ করলো। নবী ﷺ তাঁকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তারপর তিনি এলে নবী ﷺ সাহাবাদের বললেন ঃ তোমরা আপন সরদারের প্রতি অথবা বললেন ঃ তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি উঠে দাঁড়াও। তারপর সা'দ (রা) এসে নবী ﷺ -এর পাশেই বসলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ এরা তোমার ফায়সালার উপর আত্মসমর্পণ করেছে। তিনি বললেন ঃ তা হলে আমি ফায়সালা দিচ্ছি যে, এদের মধ্যে যারা যুদ্ধযোগ্য তাদের হত্যা করা হোক। আর তাদের বাচ্চাদের বন্দী করা হোক। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ এদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা অনুযায়ীই ফায়সালা দিয়েছ। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমার কোন কোন সঙ্গী উস্তাদ আবুল ওয়ালীদ থেকে আবূ সাঈদের এ হাদীছে عَلَى حُكْمِكَ এর স্থলে إِلَى حُكْمِكَ শব্দ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

٢٥٨٧ . بَابُ الْمُصَافَحَةِ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ عَلَّمَنِي النَّبِيُّ ﷺ التَّشَهُّدَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي

২৫৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুসাফাহা করা । ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, নবী ﷺ যখন আমাকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দেন তখন আমার হাত তাঁর দু'হাতের মাঝে ছিল। কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, একবার আমি মসজিদে প্রবেশ করেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে পেয়ে গেলাম। তখন তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা) তাড়াতাড়ি আমার দিকে দৌড়ে এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে মুবারকবাদ জানালেন

٥٨٢٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ -

৫৮২৯ 'আমর ইব্‌ন 'আসিম (র)...... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আমি আনাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ নবী ﷺ -এর সাহাবীগণের মধ্যে কি মুসাফাহা করার রেওয়াজ ছিল? তিনি বললেন ঃ হাঁ।

٥٨٣٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُقَيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَ هُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -

৫৮৩০ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম । তখন তিনি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন।

٢٥٨٨. بَابُ الأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ وَصَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِيَدَيْهِ

২৫৮৮. দু'হাত ধরে মুসাফাহা করা। হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ (র) ইব্‌ন মুবারকের সঙ্গে দু'হাতে মুসাফাহা করেছেন

٥٨٣١ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ﷺ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَ هُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا ، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا السَّلاَمُ يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ -

৫৮৩১ আবূ নুয়ায়ম (র)...... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হাত তাঁর উভয় হাতের মধ্যে রেখে আমাকে এমনভাবে তাশাহ্‌হুদ শিখিয়েছেন, যে

ভাবে তিনি আমাকে কুরআনের সুরা শিখাতেন ঃ التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ......مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ এসময় তিনি আমাদের মাঝেই বিদ্যমান ছিলেন। তারপর যখন তাঁর ওফাত হয়ে গেল, তখন থেকে আমরা السَّلاَمُ عَلَيْكَ এ السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ স্থলে পড়তে লাগলাম।

٢٥٨٩. بَابُ الْمُعَانَقَةِ ، وَقَوْلِ الرَّجُلِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ

২৫৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ আলিঙ্গন করা এবং কাউকে বলা কিভাবে তোমার ভোর হয়েছে?

٥٨٣٢ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيْهِ ، فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَنٍ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئًا فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ أَلاَ تَرَاهُ أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ الثَّلاَثِ عَبْدُ الْعَصَا وَاللهِ إِنِّي لأَرَي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَيُتَوَفَّي فِي وَجَعِهِ ، وَإِنِّي لأَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمَوْتَ ، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَنَسْأَلُهُ فِيْمَنْ يَكُوْنُ الأَمْرُ فَإِنْ كَانَ فِيْنَا عَلِمْنَا ذٰلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا أَمَرْنَاهُ فَأَوْصي بِنَا قَالَ عَلِيٌّ وَاللهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَيَمْنَعُنَا لاَ يُعْطِيْنَهَا النَّاسُ أَبَدًا وَإِنِّي لاَ أَسْأَلُهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَبَدًا -

৫৮৩২ ইসহাক এবং আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব যখন নবী ﷺ -এর অন্তিম কালের সময় তাঁর কাছে থেকে বেরিয়ে এলেন, লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে আবুল হাসান! কিভাবে নবী ﷺ -এর ভোর হয়েছে? তিনি বললেন ঃ আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ অবস্থায় তাঁর ভোর হয়েছে। তখন আব্বাস (রা) তার হাত ধরে বললেন ঃ তুমি কি তাঁর অবস্থা বুঝতে পারছনা? তুমি তিনদিন পরই লাঠির গোলাম হয়ে যাবে। আল্লাহর কসম! আমি নিঃসন্দেহে ধারণা করছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর এ রোগেই সত্বর ইন্তেকাল করবেন। আমি বনূ আবদুল মুত্তালিবের চেহারা থেকে তাঁদের ওফাতের লক্ষণ চিন্‌তে পারি। অতএব তুমি আমাদের রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে যাও। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করবো যে, তাঁর অবর্তমানে খিলাফতের দায়িত্ব কাদের হাতে থাকবে? যদি আমাদের খান্দানেই থাকে, তবে তা আমরা জেনে রাখলাম। আর যদি অন্য কোন গোত্রের হাতে থাকবে বলে জানি, তবে আমরা তাঁর সাথে পরামর্শ করবো এবং তিনি আমাদের জন্য অসিয়ত করে যাবেন। আলী (রা) বললেন ঃ

আল্লাহর কসম! যদি আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করি আর তিনি এ সম্পর্কে আমাদের বিরত থাকার নির্দেশ দেন, তাহলে লোকজন কখনও আমাদের এর সুযোগ দেবেনা। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কখনো জিজ্ঞেস করবো না।

٢٥٩٠. بَابُ مَنْ أَجَابَ بِلَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ

২৫৯০. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কারো ডাকে 'লাব্বায়কা' এবং 'সা'দায়কা' বলে জবাব দিল

٥٨٣٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلاَثًا هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ -

৫৮৩৩ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) বলেন, আমি একবার নবী ﷺ -এর পেছনে তাঁর সাওয়ারীর উপর বসা ছিলাম। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন ঃ ওহে মু'আয! আমি বললাম, লাব্বায়কা ওয়া সাদায়কা। তারপর তিনি এরূপ তিনবার ডাকলেন। এরপর বললেন ঃ তুমি কি জানো যে, বান্দাদের উপর আল্লাহর হক কি? তিনি বললেন ঃ তা'হলো , বান্দারা তাঁর ইবাদত করবে আর এতে তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আবার কিছুক্ষণ চলার পর তিনি বললেন ঃ ওহে মু'আয! আমি জবাবে বললাম ঃ লাব্বায়কা ওয়া সাদায়কা। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি কি জানো যে, বান্দা যখন তাঁর ইবাদত করবে, তখন আল্লাহ্‌র উপর বান্দাদের হক কি হবে? তিনি বললেন ঃ তা হলো এই যে, তিনি তাদের আযাব দিবেন না।

٥٨٣٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا وَاللهِ أَبُو ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً اسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا يَأْتِي عَلَيَّ لَيْلَةٌ أَوْ ثَلاَثٌ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَرَانَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ ، قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ الأَكْثَرُونَ هُمُ الأَقَلُّونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا ، ثُمَّ قَالَ لِي مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ يَا أَبَا ذَرٍّ حَتَّى أَرْجِعَ ، فَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنِّي فَسَمِعْتُ صَوْتًا ، فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لاَ تَبْرَحْ فَمَكَثْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَرَضَ لَكَ ثُمَّ ذَكَرْتُ

قَوْلَكَ فَقُمْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاكَ جِبْرِيْلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَإِنْ زَنَي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَي وَإِنْ سَرَقَ ، قُلْتُ لِزَيْدٍ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ حَدَّثَنِيْهِ أَبُوْ ذَرٍّ بِالرَّبْذَةِ * قَالَ الأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ نَحْوَهُ * وَقَالَ أَبُوْ شِهَابٍ عَنِ الأَعْمَشِ يَمْكُثُ عِنْدِيْ فَوْقَ ثَلاَثٍ -

৫৮৩৪ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র)...... যায়দ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) বলেন, আল্লাহর কসম! আবূ যার (রা) রাবাযাহ নামক স্থানে আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, একবার আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে এশার সময় মদীনায় হার্‌রা নামক স্থান দিয়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা ওহোদ পাহাড়ের সম্মুখীন হলে তিনি আমাকে বললেন : হে আবূ যার! আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার নিকট ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আসুক। আর ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ব্যতীত এক দীনার পরিমাণ সোনাও এক রাত অথবা তিন রাত পর্যন্ত আমার হাতে তা থেকে যাক। বরং আমি পছন্দ করি যে, আমি এগুলো আল্লাহ্‌র বান্দাদের এভাবে বিলিয়ে দেই। (কিভাবে দেবেন) তা তাঁর হাত দিয়ে তিনি দেখালেন। তারপর বললেন : হে আবূ যার! আমি বললাম : লাব্বায়কা ওয়া স'দায়কা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তখন তিনি বললেন : দুনিয়াতে যারা অধিক সম্পদশালী, আখিরাতে তারা হবেন অনেক কম সাওয়াবের অধিকারী। তবে যারা তাদের সম্পদকে এভাবে, এভাবে বিলিয়ে দেবে। তারা হবেন এর ব্যতিক্রম। তারপর তিনি আমাকে বললেন : আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত, হে আবূ যার! তুমি এ স্থানেই থাকো। এখান থেকে কোথাও যেয়োনা। এরপর তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন, এমন কি আমার চোখের আড়ালে চলে গেলেন। এমন সময় একটা শব্দ শুনলাম। এতে আমি শংকিত হয়ে পড়লাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়লেন কিনা? তাই আমি সে দিকে অগ্রসর হতে চাইলাম। কিন্তু সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা, যে কোথায়ও যেয়োনা মনে পড়লো এবং আমি থেমে গেলাম। এরপর তিনি ফিরে আসলে আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটা আওয়ায শুনে শংকিত হয়ে পড়লাম যে, আপনি সেখানে গিয়ে কোন বিপদে পড়লেন কিনা। কিন্তু আপনার কথা স্মরণ করে থেমে গেলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : তিনি ছিলেন জিব্‌রাঈল। তিনি আমার নিকট এসে সংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদিও সে ব্যক্তি ব্যভিচার করে? যদিও সে ব্যক্তি চুরি করে? তিনি বললেন : সে যদিও ব্যভিচার করে, যদিও চুরি করে থাকে তবুও। আমাশ (র) বলেন, আমি যায়দকে বললাম, আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, এ হাদীসের রাবী হলেন আবুদদারদা। তিনি বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ হাদীসটি আবূ যারই রাবাযা নামক স্থানে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আমাশ (র) বলেন, আবূ

সালিহ ও আবূদ দারদা (রা) সূত্রে আমার কাছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর আবূ শিহাব, আমাশ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ 'তিন দিনের অতিরিক্ত' ।

٢٥٩١ . بَابُ لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ

২৫৯১. পরিচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে তার বসার স্থান থেকে উঠাবে না

٥٨٣٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ -

৫৮৩৫ ইসমাঈল ইব্ন আব্দুল্লাহ (র)........... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি অপর কাউকে তার বসার জায়গা থেকে তুলে দিয়ে সে সেখানে বসবে না।

٢٥٩٢ . بَابُ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا الآيَةَ .

২৫৯২. পরিচ্ছেদ ঃ (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ) যদি তোমাদের বলা হয় যে, তোমরা মজলিসে বসার জায়গা করে দাও। তখন তোমরা বসার জায়গা করে দিবে, তা হলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন......(৫৮ ঃ ১১)।

٥٨٣٦ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسُ فِيْهِ آخَرُ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوْا وَ تَوَسَّعُوْا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ مَكَانَهُ -

৫৮৩৬ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কোন ব্যক্তিকে তার বসার জায়গা থেকে তুলে দিয়ে সেখানে অপর ব্যক্তিকে বসতে নিষেধ করেছেন। তবে তোমরা বসার জায়গা প্রশস্ত করে দাও এবং ব্যবস্থা করে দাও। ইবন উমর (রা) কেউ তার জায়গা থেকে উঠে যাক এবং তার জায়গায় অন্যজন বসুক তা পছন্দ করতেন না।

٢٥٩٣ .بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَصْحَابَهُ أَوْ تَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ لِيَقُوْمَ النَّاسُ

২৫৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ কারো তার সাথীদের থেকে অনুমতি না নিয়ে মজলিস কিংবা ঘর থেকে উঠে যাওয়া, কিংবা নিজে উঠে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা যাতে অন্যরা উঠে যায়

٥٨٣٧ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ دَعَا النَّاسَ طَعِمُوْا ثُمَّ

جَلَسُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ ، قَالَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوْا، فَلَمَّا رَأَي ذٰلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ وَبَقِيَ ثَلاَثَةٌ، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوْسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوْا فَانْطَلَقُوْا قَالَ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوْا فَجَاءَ حَتَّىٰ دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَرْخَي الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمًا ـ

৫৮৩৭ হাসান ইব্‌ন উমর (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ যায়নাব বিন্‌ত জাহশ (রা)কে বিয়ে করলেন, তখন তিনি কয়েকজন লোককে দাওয়াত করলেন। তাঁরা আহার করার পর বসে বসে অনেক সময় পর্যন্ত আলাপ আলোচনায় মশগুল থাকলেন। তখন তিনি নিজে উঠে চলে যাওয়ার ভাব প্রকাশ করতে শুরু করলেন। কিন্তু এতেও তাঁরা উঠলেন না। তিনি এ অবস্থা দেখে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি চলে গেলেন, তখন লোকজনের মধ্যে যারা দাঁড়াবার ইচ্ছা করলেন, তারা তাঁর সাথেই উঠে চলে গেলেন। কিন্তু তাদের তিনজন থেকে গেলেন। এরপর যখন নবী ﷺ ফিরে এসে ঘরে প্রবেশ করতে চাইলেন, তখন দেখলেন যে ঐ তিনজন তখনো বসে রয়েছেন। কিছুক্ষণ পর তারাও উঠে চলে গেলে, আমি গিয়ে তাঁকে তাদের চলে যাওয়ার সংবাদ দিলাম। এরপর তিনি এসে ঘরে ঢুকলেন। তখন আমিও ঢুকতে চাইলে তিনি আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা টেনে দিলেন। এই সময় আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করলেন ঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা নবীগৃহে প্রবেশ করবে না।....... আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ঘোরতর অপরাধ (৩৩ঃ ৫৩)

٢٥٩٤. بَابُ الاحْتِبَاءِ بِالْيَدِ وَهُوَ الْقُرْفُصَاءِ

২৫৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ দু'হাঁটুকে খাড়া করে দু'হাতে বেড় দিয়ে পাছার উপর বসা

٥٨٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هٰكَذَا ـ

৫৮৩৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ গালিব (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কাবা শরীফের আঙ্গিনায় দু'হাঁটু খাড়া করে দু'হাত দিয়ে তা বেড় দিয়ে এভাবে বসা অবস্থায় পেয়েছি।

٢٥٩٥. بَابُ مَنِ اتَّكَأَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ ، قَالَ خَبَّابٌ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً قُلْتُ أَلاَ تَدْعُو اللهَ فَقَعَدَ

২৫৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ যিনি তার সাথীদের সামনে হেলান দিয়ে বসেন। খাব্বাব (রা) বর্ণনা করেন, আমি একবার নবী ﷺ -এর কাছে আসলাম। তখন তিনি একখানা চাদর দিয়ে বালিশ বানিয়ে তাতে হেলান দিচ্ছিলেন। আমি বললাম ঃ আপনি কি (আমার মুক্তির জন্য) আল্লাহর কাছে দু'আ করছেন না? তখন তিনি সোজা হয়ে বসলেন

٥٨٣٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ مِثْلَهُ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ ، فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلَ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ -

৫৮৩৯ আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ...... আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদের নিকৃষ্ট কবীরা গুনাহের বর্ণনা দিব না? সকলে বললেন ঃ হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন ঃ তা হলো, আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন কিছুকে শরীক করা এবং মা বাপের অবাধ্যতা। মুসাদ্দাদ, বিশ্‌রের এক সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন নবী ﷺ হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। এরপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ হুশিয়ার হয়ে যাও! আর (সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো) মিথ্যা কথা বলা। এ কথাটা তিনি বারবার বলতে থাকলেন । অবশেষে আমরা বললাম ঃ হায়! তিনি যদি থেমে যেতেন ।

٢٥٩٦. بَابُ مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ لِحَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ

২৫৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ যিনি কোন বিশেষ প্রয়োজনে অথবা যে কোন উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি চলেন

٥٨٤٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ -

৫৮৪০ আবূ আসিম (র)...... উক্‌বা ইব্‌ন হারিস (রা) বলেন, একবার নবী ﷺ আসরের সালাত আদায় করে তাড়াতাড়ি গিয়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করলেন।

٢٥٩٧ . بَابُ السَّرِيْرِ

২৫৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ পালঙ্গ ব্যবহার করা

٥٨٤١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَي عَنْ مَسْرُوْق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَسْطَ السَّرِيْرِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ تَكُوْنُ لِيَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُوْمَ فَاسْتَقْبِلَهُ فَانْسَلُّ انْسِلاَلاً -

৫৮৪১ কুতাইবা (র)...... 'আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আমার) পালঙ্গের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। তখন আমি তাঁর ও কিব্লার মাঝখানে শুয়ে থাকতাম। যখন আমার কোন প্রয়োজন হতো, তখন আমি তাঁর দিকে মুখ করে উঠে দাঁড়ানো পছন্দ করতাম না বরং আমি শুয়ে শুয়েই পেছনের দিক দিয়ে কেটে পড়তাম।

٢٥٩٨. بَابُ مَنْ أُلْقِيَ لَهُ وِسَادَةٌ

২৫৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ যার হেলান দেয়ার উদ্দেশ্যে একটা বালিশ পেশ করা হয়

٥٨٤٢ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيْحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيْكَ زَيْدٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي ، فَدَخَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَقَالَ لِي أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ سَبْعًا ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ تِسْعًا ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِحْدَي عَشْرَةَ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ ، صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ -

৫৮৪২ ইসহাক এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ -এর নিকট আমার বেশী সাওম পালন সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো। তখন তিনি আমার ঘরে আসলেন এবং আমি তাঁর উদ্দেশ্যে খেজুরের ছাল ভর্তি করা চামড়ার একটা বালিশ পেশ করলাম। তিনি মাটিতেই বসে পড়লেন। আর বালিশটা আমার ও তাঁর মাঝখানে থেকে গেল। তিনি আমাকে বললেন ঃ প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা থাকা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? আমি বললাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ তা হলে পাঁচ দিন? আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেনঃ তবে সাতদিন ? আমি আবার বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ তবে নয়দিন? আমি পুনরায় বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ তা হলে এগার দিন ? আমি আবার বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন ঃ দাউদ (আ)-এর সাওমের চেয়ে বেশী কোন (নফল) সাওম নেই। তিনি প্রত্যেক মাসের (অথবা বছরের) অর্ধেক দিন সাওম পালন করতেন অর্থাৎ একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন পালন করতেন না।

٥٨٤٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّامِ ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيْسًا ، فَقَعَدَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ ، قَالَ أَلَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِيْ كَانَ لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِي حُذَيْفَةَ أَلَيْسَ فِيْكُمْ أَوْ كَانَ فِيْكُمُ الَّذِيْ أَجَارَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِهِ ﷺ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي عَمَّارًا ، أَوَ لَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ السِّوَاكِ وَالْوِسَادَةِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ، قَالَ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فَقَالَ مَا زَالَ هٰؤُلَاءِ حَتَّى كَادُوْا يُشَكِّكُوْنِيْ وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ -

৫৮৪৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জা'ফর ও আবূ ওয়ালীদ (র)...... ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একবার আলকামা (রা) সিরিয়ায় গমন করলেন। তখন তিনি মসজিদে গিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আপনি আমাকে একজন নেক সঙ্গী দান করুন। এরপর তিনি আবূদ দারদা (রা)-এর পাশে গিয়ে বসে পড়লেন। তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি কোন শহরের লোক? তিনি জবাব দিলেন ঃ আমি কূফার বাসিন্দা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনাদের মধ্যে কি সেই ব্যক্তি নেই? যিনি ঐ ভেদ সম্পর্কে অবগত ছিলেন, যা অপর কেউ জানতেন না। (রাবী বলেন) অর্থাৎ হুযায়ফা (রা)। আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনাদের মধ্যে কি এমন ব্যক্তি নেই, অথবা আছেন, যাঁকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের দু'আর কারণে শয়তান থেকে পানাহ দিয়েছেন? (রাবী বলেন) অর্থাৎ আম্মার (রা) তিনি আবার জিজ্ঞাস করলেন ঃ আর আপনাদের মধ্যে কি সে ব্যক্তি নেই যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মিস্ওয়াক ও বালিশের জিম্মাদার ছিলেন? (রাবী বলেন) অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)। আবূ দারদা (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) সূরায়ে 'ওয়াল্লাইলি ইযা ইয়াগশা' কি রকম পড়তেন? তিনি বললেন ঃ তিনি 'ওয়ামা খালাকায যাকারা ওয়াল উনসা'র স্থলে 'ওয়ামা খালাকা' অংশটুকু ছেড়ে দিয়ে পড়তেন। 'ওয়ায যাকারা ওয়াল উনসা'। তখন তিনি বললেন ঃ এখানকার লোকেরা আমাকে এ সূরা সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিচ্ছিলেন। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ রকমই শুনেছি।

٢٥٩٩ . بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

২৫৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর সালাত শেষে কায়লুলা (দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণ)

٥٨٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَقِيْلُ وَنَتَغَدَّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ -

৫৮৪৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র)...... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমু'আর সালাতের পরেই 'কায়লুলা' করতাম এবং দুপুরের খাবার খেতাম।

٢٦٠٠. بَابُ الْقَائِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ

২৬০০. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে কায়লুলা করা

٥٨٤٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كَانَ لِعَلِيٍّ اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي تُرَابٍ ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِيَ بِهَا ، جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ ؟ فَقَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ انْظُرْ أَيْنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُوْلُ قُمْ أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا تُرَابٍ -

৫৮৪৫ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা)-এর কাছে 'আবূ তুরাব'-এর চাইতে প্রিয়তর কোন নাম ছিল না। এ নামে ডাকা হলে তিনি অত্যন্ত খুশী হতেন। কারণ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাতিমা (রা)-এর ঘরে আসলেন। তখন আলী (রা)কে ঘরে পেলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার চাচাতো ভাই কোথায়? তিনি বললেন ঃ আমার ও তাঁর মধ্যে কিছু ঘটায় তিনি আমার সঙ্গে রাগারাগি করে বেরিয়ে গেছেন। আমার কাছে কায়লুলা করেন নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ দেখতো সে কোথায়? সে লোকটি এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তো মসজিদে ঘুমিয়ে আছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে দেখতে পেলেন যে, তিনি কাত হয়ে শুয়ে আছেন, আর তাঁর চাদরখানা পাশ থেকে পড়ে গেছে। ফলে তার সাথে মাটি লেগে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর গায়ের মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ ওঠো, আবূ তুরাব (মাটির বাবা) ওঠো, আবূ তুরাব! একথাটা তিনি দু'বার বললেন।

٢٦٠١. بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَالَ عِنْدَهُمْ

২৬০১. পরিচ্ছেদ ঃ যিনি কোন কাওমের সাথে দেখা করতে যান এবং সেখানে 'কায়লুলা' করেন

٥٨٤٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نِطْعًا فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا عَلَى ذٰلِكَ النِّطْعِ قَالَ فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ ، فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُوْرَةٍ ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكٍّ قَالَ

فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ أَوْصَى أَنْ يَجْعَلَ فِي حَنُوْطِهِ مِنْ ذَٰلِكَ السُّكِّ قَالَ فَجَعَلَ فِي حَنُوْطِهِ -

৫৮৪৬ কুতায়বা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, উম্মে সুলায়ম (রা) নবী ﷺ -এর জন্য চামড়ার বিছানা বিছিয়ে দিতেন এবং তিনি সেখানেই ঐ চামড়ার বিছানার উপর কায়লুলা করতেন। এরপর তিনি যখন ঘুম থেকে উঠতেন, তখন তিনি তাঁর শরীরের কিছুটা ঘাম ও চুল সংগ্রহ করতেন এবং তা একটা শিশির মধ্যে জমাতেন এবং পরে 'সুক্ক' নামীয় সুগন্ধির মধ্যে মিশাতেন। রাবী বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর ওফাতের সময় ঘনিয়ে আসলে, তিনি আমাকে অসিয়ত করলেন ঃ যেন ঐ সুক্ক থেকে কিছুটা তাঁর সুগন্ধির মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং তা তাঁর সুগন্ধির মধ্যে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল।

٥٨٤٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عَرَضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيْلِ اللهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ ، مُلُوْكًا عَلَى الأَسِرَّةِ أَوْ قَالَ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الأَسِرَّةِ شَكَّ إِسْحَاقُ ، قُلْتُ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَعَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُ ، قَالَ أَنْتَ مِنَ الأَوَّلِيْنَ ، فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ زَمَانَ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ -

৫৮৪৭ ইসমাঈল (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ 'কুবা' এর দিকে যখন যেতেন তখন প্রায়ই উম্মে হারাম বিন্‌তে মিল্‌হান (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করতেন এবং তিনি তাঁকে খানা খাওয়াতেন। তিনি উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। একদিন তিনি তার ঘরে গেলে তাঁকে খাবার খাওয়ালেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানেই ঘুমালেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সজাগ হয়ে হাসতে লাগলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কিসে হাসাচ্ছে? তিনি বললেন ঃ স্বপ্নের মধ্যে আমাকে আমার উম্মাতের মধ্য হতে আল্লাহর পথে জিহাদকারী কিছু সংখ্যক মুজাহিদ দেখানো হয়েছে, যারা এই বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে বাদশাহদের মত সিংহাসনের উপর সমাসীন। তখন তিনি বললেন ঃ আপনি দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি সে দু'আ করলেন এবং বিছানায় মাথা রেখে আবার শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার হাসতে হাসতে সজাগ হলেন। আমি

বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কিসে হাসাচ্ছে? তিনি বললেন : (স্বপ্নের মধ্যে) আমাকে আমার উম্মতের মধ্য থেকে আল্লাহর পথে জিহাদকারী কিছু সংখ্যক মুজাহিদ দেখানো হয়েছে, যারা এই বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে বাদশাহ্‌দের মত সিংহাসনের উপর সমাসীন। তখন আবার আমি বললাম : আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি বললেন : তুমি প্রথম বাহিনীদেরই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সুতরাং তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর আমলে সামুদ্রিক অভিযানে রওয়ানা হন এবং সমুদ্রাভিযান থেকে ফিরে এসে তাঁর নিজেরই সাওয়ারী থেকে পড়ে গিয়ে (আল্লাহর পথেই) শাহাদাত বরণ করেন।

٢٦٠٢. بَابُ الْجُلُوْسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ

২৬০২. পরিচ্ছেদ : যার জন্য যেভাবে সহজ হয়, সেভাবেই বসা

٥٨٤٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ * تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

৫৮৪৮ আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ দু'রকমের লেবাস এবং দু'ধরনের বিক্রয় নিষেধ করেছেন। পেঁচিয়ে কাপড় পরিধান করা থেকে এবং এক কাপড় পরে 'এহ্‌তেবা' করা থেকে, যাতে মানুষের লজ্জাস্থানের উপর কোন কাপড় না থাকে এবং মুলামাসা ও মুনাবাযা – বেচা-কেনা থেকেও।

٢٦٠٣. بَابُ مَنْ نَاجَي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ

২৬০৩. পরিচ্ছেদ : যিনি মানুষের সামনে কারো সঙ্গে কানে কানে কথা বলেন। আর যিনি আপন বন্ধুর গোপনীয় কথা কারো কাছে প্রকাশ করেন নি। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পর তা প্রকাশ করেন

٥٨٤٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ جَمِيْعًا لَمْ تُغَادِرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَمْشِي لاَ وَاللهِ مَا تَخْفَي مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ قَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيْدًا فَلَمَّا رَآي حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ إِذَا هِيَ تَضْحَكُ ، فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ خَصَّكِ رَسُوْلُ اللهِ

ﷺ بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِيْنَ ، فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا عَمَّا سَارَّكِ قَالَتْ مَا كُنْتُ لأُفْشِيَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ قُلْتُ لَهَا عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لِمَا أَخْبَرْتِنِيْ ، قَالَتْ أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ فَأَخْبَرَتْنِي ، قَالَتْ أَمَّا حِيْنَ سَارَّنِي فِي الأَمْرِ الأَوَّلِ ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ أَرَي الأَجَلَ إِلاَّ قَدِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِيْ فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ ، قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَائِيْ الَّذِيْ رَأَيْتِ، فَلَمَّا جَزَعَنِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ قَالَ يَا فَاطِمَةُ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُوْنِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءَ هٰذِهِ الأُمَّةِ -

৫৮৪৯ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)...... উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একবার আমরা নবী ﷺ -এর সব সহধর্মিণী তাঁর নিকট জমায়েত হয়েছিলাম। আমাদের একজনও অনুপস্থিত ছিলাম না। এমন সময় ফাতিমা (রা) পায়ে হেঁটে আসছিলেন। আল্লাহর কসম! তাঁর হাঁটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাঁটার অনুরূপই ছিল। তিনি যখন তাঁকে দেখলেন, তখন তিনি আমার মেয়ের আগমন শুভ হোক বলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন। এরপর তিনি যখন তাঁকে নিজের ডান পাশে অথবা (রাবী বলেন) বাম পাশে বসালেন। তারপর তিনি তার সঙ্গে কানে-কানে কিছু কথা বললেন, তিনি (ফাতেমা) খুব বেশী কাঁদতে লাগলেন। এরপর তাঁর বিষণ্ন অবস্থা দেখে দ্বিতীয়বার তাঁর সঙ্গে তিনি কানে-কানে আরও কিছু কথা বললেন, তখন ফাতিমা (রা) হাসতে লাগলেন। তখন নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীগণের মধ্য থেকে আমি বললাম ঃ আমাদের উপস্থিত থাকা অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিশেষ করে আপনার সঙ্গে বিশেষ কি গোপনীয় কথা কানে-কানে বললেন, যার কারণে আপনি খুব কাঁদছিলেন? এরপর যখন নবী ﷺ উঠে চলে গেলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তিনি আপনাকে কানে-কানে কি বলেছিলেন? তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ভেদ (গোপনীয় কথা)ফাঁস করবো না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাত হয়ে গেল। তখন আমি তাঁকে বললাম ঃ আপনার উপর আমার যে দাবী আছে, আপনাকে আমি তার কসম দিয়ে বলছি যে, আপনি কি গোপনীয় কথাটি আমাকে জানাবেন না? তখন ফাতিমা (রা) বললেন ঃ হাঁ এখন আপনাকে জানাবো। সুতরাং তিনি আমাকে জানাতে গিয়ে বললেন ঃ প্রথমবার তিনি আমার নিকট যে গোপনীয় কথা বলেন, তা হলো এই যে, তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, জিব্রাঈল (আ) প্রত্যেক বছর এসে পূর্ণ কুরআন একবার আমার নিকট পেশ করতেন। কিন্তু এ বছর তিনি এসে তা আমার কাছে দু'বার পেশ করেছেন। এতে আমি অনুমান করছি যে, আমার চির বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসছে। সুতরাং তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলবে এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগমনকারী। তখন আমি কাঁদলাম যা নিজেই দেখলেন। তারপর যখন তিনি আমার বিষণ্নভাব দেখলেন, তখন দ্বিতীয়বার আমাকে কানে-কানে বললেন ঃ তুমি কি

জান্নাতের মুসলিম মহিলাদের অথবা এ উম্মতের মহিলাদের নেত্রী হয়ে যাওয়াতে সন্তুষ্ট হবে না? (তখন আমি হেসে দিলাম)।

٢٦٠٤ . بَابُ الْإِسْتِلْقَاءِ

২৬০৪. পরিচ্ছেদ ঃ চিত্ হয়ে শোয়া

٥٨٥٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى -

৫৮৫০ আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মসজিদে চিত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছি, তখন তাঁর এক পা আরেক পায়ের উপর রাখা ছিল।

٢٦٠٥. بَابُ لاَ يَتَنَاجَي اثْنَان دُوْنَ الثَالِثِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى إِلَى قَوْلِهِ : وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ - وَقَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ - إِلَى قَوْلِهِ وَاللهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

২৬০৫. পরিচ্ছেদ ঃ তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দুজনে কানে-কানে বলবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! যখন গোপন পরামর্শ কর, সে পরামর্শ যেন পাপাচার, সীমালংঘন...... মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা। (৫৮ ঃ ৯ -১০) আরও আল্লাহর বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা রাসূলের সঙ্গে চুপিচুপি কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সাদাকা প্রদান করবে...... তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সম্যক অবগত। (৫৮ ঃ ১২ - ১৩)

٥٨٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَي اثْنَانِ دُوْنَ الثَالِثِ -

৫৮৫১ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ ও ইসমাঈল (র)...... আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোথাও তিনজন লোক থাকে তবে তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে মিলে চুপি চুপি কথা বলবে না।

٢٦٠٦ . بَابُ حِفْظِ السِّرِّ

২৬০৬. পরিচ্ছেদ ঃ গোপনীয়তা রক্ষা করা

٥٨٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَسَرَّ إِلَي النَّبِيُّ ﷺ سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ -

৫৮৫২ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাব্বাহ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার নবী ﷺ আমার কাছে একটি বিষয় গোপনে বলেছিলেন। আমি তাঁর পরেও কাউকে তা জানাই নি। এটা সম্পর্কে উম্মে সুলায়ম (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকেও বলি নি।

٢٦٠٧. بَابُ إِذَا كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةٍ فَلاَ بَأْسَ بِالْمُسَارَاةِ وَالْمُنَاجَاةِ

২৬০৭. পরিচ্ছেদ ঃ কোথাও তিনজনের বেশী লোক থাকলে গোপনে কথা বলা, আর কানে-কানে কথা বলা দুষণীয় নয়

٥٨٥٣ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَي رَجُلاَنِ دُوْنَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ أَجَلَ أَنْ يُحْزِنَهُ -

৫৮৫৩ উসমান (র)...... আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোথাও তোমরা তিনজন থাকো, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানে-কানে কথা বলবে না। এতে তার মনে দুঃখ হবে। তোমরা পরস্পর মিশে গেলে তবে তা করাতে দোষ নেই।

٥٨٥٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ ، قُلْتُ أَمَا وَاللهِ لآتِيَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِيْ مَلاَءٍ فَسَارَرْتُهُ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ ، ثُمَّ قَالَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوْسٰى ، أُوْذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ -

৫৮৫৪ আবদান (র)...... আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন কিছু মাল লোকজনকে বন্টন করে দিলেন। তখন একজন আনসারী মন্তব্য করলেন যে, এ বন্টনটি এমন, যার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। তখন আমি বললাম সাবধান! আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিশ্চয়ই নবী ﷺ -এর নিকট গিয়ে এ কথাটা বলে দিব। এরপর আমি তাঁর নিকট গেলাম। কিন্তু তখন তিনি একদল সাহাবীর মধ্যে ছিলেন। তাই আমি কথাটা তাঁকে কানে-কানেই বললাম তখন তিনি রেগে গেলেন। এমন কি তাঁর চেহারার রং লাল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন ঃ মূসা

(আ)-এর উপর রহমত নাযিল হোক। তাঁকে এর চাইতে অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।

٢٦٠٨ . بَابُ طُوْلِ النَّجْوَي وَإِذْ هُمْ نَجْوَي ، مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتَ ، فَوَصَفَهُمْ بِهَا وَالْمَعْنَى يَتَنَاجَوْنَ

২৬০৮. পরিচ্ছেদ ঃ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কারো সঙ্গে কানে-কানে কথা বলা

٥٨٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَمَا زَالَ يُنَاجِيْهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّي -

৫৮৫৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন। একবার সালাতের একামত হয়ে গেলো, তখনও একজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে কানে-কানে কথা বলছিলেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি এভাবে আলাপ করতে থাকলেন। এমন কি তাঁর সংগীগণ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন।

٢٦٠٩. بَابُ لاَ تَتْرَكُ النَّارَ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ

২৬০৯. পরিচ্ছেদ ঃ ঘুমানোর সময় ঘরে আগুন রাখবে না

٥٨٥٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيْ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَتْرُكُوْا النَّارَ فِي بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ -

৫৮৫৬ আবূ নুয়ায়ম (র)...... সালিম (রা) তাঁর পিতা থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমরা ঘুমাবে তখন তোমাদের ঘরগুলোতে আগুন রেখে ঘুমাবে না।

٥٨٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحَدَّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّلَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِؤُهَا عَنْكُمْ -

৫৮৫৭ মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র)...... আবূ মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাত্রি কালে মদীনার এক ঘরে আগুন লেগে ঘরের লোকজনসহ পুড়ে গেল। এদের অবস্থা নবী ﷺ -এর নিকট জানানো হলে, তিনি বললেন ঃ এ আগুন নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য চরম শত্রু। সুতরাং তোমরা যখন ঘুমাতে যাবে, তখন তোমাদেরই হিফাযতের জন্য তা নিভিয়ে ফেলবে।

٥٨٥٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمِّرُوْا الآنِيَةَ وَأَجِيفُوْا الأَبْوَابَ وَأَطْفِئُوْا الْمَصَابِيْحَ ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيْلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ -

৫৮৫৮ কুতায়বা (র)...... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের পানাহারের পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে। আর ঘুমাবার সময় (ঘরের) দরজাগুলো বন্ধ করবে এবং বাতিগুলো নিভিয়ে ফেলবে। কারণ প্রায়ই দুষ্ট ইঁদুররা জ্বালানো বাতির ফিতাগুলো টেনে নিয়ে যায় এবং ঘরে আগুন লাগিয়ে গৃহবাসীকে জ্বালিয়ে দেয়।

٢٦١٠. بَابُ إِغْلاَقِ الأَبْوَابِ بِاللَّيْلِ

২৬১০. পরিচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালে (ঘরের) দরজাগুলো বন্ধ করা

٥٨٥٩ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَطْفِئُوْا الْمَصَابِيْحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوْا الأَبْوَابَ وَأَوْكُوْا الأَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوْا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، قَالَ هَمَّامٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِعُوْدٍ -

৫৮৫৯ হাস্‌সান ইব্‌ন আবূ 'আব্বাদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ রাতে যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে, তখন বাতি নিভিয়ে দেবে, দরজা বন্ধ করবে, খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি ঢেকে রাখবে এবং মশ্‌কের মুখ বেঁধে রাখবে। হাম্মাম বলেন ঃ এক টুকরা কাঠ দিয়ে হলেও।

٢٦١١. بَابُ الْخِتَانِ بَعْدَ الكِبَرِ وَنَتْفِ الإِبْطِ

২৬১১. পরিচ্ছেদ ঃ বয়োপ্রাপ্তির পর খাত্‌না করা এবং বগলের পশম উপড়ানো

٥٨٦٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ

৫৮৬০ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কুযাআ' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ মানুষের স্বভাবগত বিষয় হলো পাঁচটি ঃ খাত্‌না করা, নাভীর নীচের পশম কামানো, বগলের পশম উপড়ানো, গোঁপ কাটা এবং (অতিরিক্ত)নখ কাটা

٥٨٦١ حَدَّثَنَا الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُوْمِ مُخَفَّفَةً * حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ بِالْقَدُّوْمِ -

৫৮৬১ আবুল ইয়ামান...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইব্‌রাহীম (আ) আশী বছর বয়সের পর কাদূম 'নামক' স্থানে নিজেই নিজের খাত্‌না করেন। কুতায়বা (র) আবূয যিনাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'কাদ্দুম' একটি স্থানের নাম ।

٥٨٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِيْنَ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُوْنٌ قَالَ وَكَانُوْا لاَ يَخْتِنُوْنَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا خَتِيْنٌ -

৫৮৬২ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুর রহীম (র)...... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, নবী ﷺ -এর ওফাতের সময় আপনি বয়সে কার মত ছিলেন? তিনি বললেন ঃ আমি তখন মাখতুন (খাত্‌নাকৃত) ছিলাম। তিনি আরও বলেন ঃ তাদের নিয়ম ছিল যে, সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তারা খাত্‌না করতেন না।

٢٦١٢ . بَابُ كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرُكَ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ

২৬১২. পরিচ্ছেদ ঃ যেসব খেলাধুলা আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত রাখে সেগুলো বাতিল। (হারাম)। আর ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে, যে তার বন্ধুকে বললো, চলো, আমি তোমার সাথে জুয়া খেলবো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী ঃ মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ অসার বাক্য ক্রয় করে নেয়। (৩১ঃ৬)

٥٨٦٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّي فَلْيَقُلْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ -

৫৮৬৩ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি কসম করে এবং তার কসমে বলে লাত ও উয্‌যার কসম, তা হলে সে যেন লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে, আর যে কেউ তার বন্ধুকে বলে ঃ এসো আমি তোমার সাথে জুয়া খেলবো। সে যেন সাদাকা করে।

٢٦١٣ . بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ

২৬১৩. পরিচ্ছেদ ঃ পাকা ঘর-বাড়ি নির্মাণ করা। আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের অন্যতম আলামত হলো, তখন পশুর রাখালেরা পাকা বাড়ি-ঘর নির্মাণে পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে

٥٨٦٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَنَيْتُ بِيَدِيْ بَيْتًا يُكِنُّنِي مِنَ الْمَطَرِ وَيُظِلُّنِي مِنَ الشَّمْسِ مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ -

৫৮৬৪ আবূ নুয়ায়ম (র)...... ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ -এর যামানায় আমার খেয়াল হলো যে, আমি নিজ হাতে আল্লাহর কোন সৃষ্টির সাহায্য ছাড়া এমন একটা ঘর বানিয়ে নেই, যা আমাকে বৃষ্টির পানি থেকে ঢেকে রাখে এবং আমাকে রোদ থেকে ছায়া দান করে।

٥٨٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاللّٰهِ مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ وَلاَ غَرَسْتُ نَخْلَةً مُنْذُ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ سُفْيَانُ فَذَكَرْتُهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ بَنَي قَالَ سُفْيَانُ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ -

৫৮৬৫ আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ (র)...... ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন। আল্লাহর কসম! আমি নবী ﷺ -এর পর থেকে এ পর্যন্ত কোন ইটের উপর ইট রাখি নি। (অর্থাৎ কোন পাকা ঘর নির্মাণ করিনি) আর কোন খেজুরের চারা লাগাই নি। সুফিয়ান (রাবী) বর্ণনা করেন, আমি এ হাদীসটি তাঁর পরিবারের এক ব্যক্তির নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, তিনি তো নিশ্চয়ই পাকা ঘর নির্মাণ করেছেন। তখন আমি বললাম, তা হলে সম্ভবতঃ এ হাদীসটি তাঁর পাকা ঘর নির্মাণের আগেকার হবে।

كِتَابُ الدَّعْوَاتِ

দু'আ অধ্যায়

٢٦١٥ بَابُ أَفْضَلِ الاِسْتِغْفَارِ وَ قَوْلِهِ تَعَالَى : اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا،وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللهُ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

২৬১৫. পরিচ্ছেদ ঃ শ্রেষ্ঠতম ইস্তিগফার। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা তোমাদের নিজ প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তো মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন, তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা (৭১ ঃ ১০-১২)। আর আল্লাহর বাণী ঃ আর যারা অশালীন কাজ করে ফেলে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে...... (৩ ঃ ১৩৫)

٥٨٦٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُوْلَ اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ قَالَ وَ مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ -

৫৮৬৭ আবূ মা'মার (র)...... শাদ্দাদ ইব্‌ন উস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার হলো বান্দার এ দু'আ পড়া—"হে আল্লাহ্ তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নিয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না।" যে ব্যক্তি দিনের (সকাল) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ ইস্তিগফার পড়বে আর সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে মারা যাবে, সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি রাতের (প্রথম) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ দু'আ পড়ে নেবে আর সে ভোর হওয়ার আগেই মারা যাবে সে জান্নাতী হবে।

٢٦١٦ بَابُ اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

২৬১৬. পরিচ্ছেদ ঃ দিনে ও রাতে নবী ﷺ -এর ইস্তিগফার

٥٨٦٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَ اللهِ إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ أَتُوْبُ فِيْ الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً -

৫৮৬৮ আবুল ইয়ামান (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি প্রত্যহ আল্লাহর কাছে সত্তরবারেরও বেশী ইস্তিগফার ও তাওবা করে থাকি।

٢٦١٧ بَابُ التَّوْبَةِ قَالَ قَتَادَةُ : تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ، الصَّادِقَةُ النَّاصِحَةُ

২৬১৭. পরিচ্ছেদ ঃ তাওবা করা। কাতাদা (র) বলেন, মহান আল্লাহর বাণী ঃ "তোমরা সবাই আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কাছে তাওবা করো"

٥٨٦٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدِيْثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ الآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ ، قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ ، فَقَالَ بِهِ هٰكَذَا قَالَ أَبُوْ شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ، ثُمَّ قَالَ اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى مَكَانِيْ فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ * تَابَعَهُ أَبُوْ عَوَانَ وَ جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ ، وَقَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ سَمِعْتُ الْحَارِثَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَ أَبُوْ مُسْلِمٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيْ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيْ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ -

৫৮৬৯ আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস (র)...... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি নবী ﷺ থেকে আর অন্যটি তাঁর নিজ থেকে। তিনি বলেন, ঈমানদার ব্যক্তি তার

গুনাহগুলোকে এত বিরাট মনে করে, যেন সে একটা পাহাড়ের নীচে বসা আছে, আর সে আশংকা করছে যে, সম্ভবত পাহাড়টা তার উপর ধ্বসে পড়বে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে মাছির মত মনে করে, যা তার নাকে বসে চলে যায়। এ কথাটি আবূ শিহাব নিজ নাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলেন। তারপর (নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন) নবী ﷺ বলেছেন ঃ মনে কর কোন এক ব্যক্তি (সফরের অবস্থায় বিশ্রামের জন্য) কোন এক স্থানে অবতরণ করলো, সেখানে প্রাণেরও ভয় ছিল। তার সাথে তার সফরের বাহন ছিল। যার উপর তার খাদ্য ও পানীয় ছিল, সে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো এবং জেগে দেখলো তার বাহন চলে গেছে। তখন সে গরমে ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লো। রাবী বলেন ঃ আল্লাহ্ যা চাইলেন তা হলো। তখন সে বললো যে, আমি যে জায়গায় ছিলাম সেখানেই ফিরে যাই। এরপর সে নিজ স্থানে ফিরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর জেগে দেখলো যে, তার বাহনটি তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে । তখন সে ব্যক্তি যে পরিমাণ খুশী হলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার তাওবা করার কারণে এর চাইতেও অনেক বেশী খুশী হন। আবূ আওয়ানা ও জারীর আমাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٨٧٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيْرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِيْ أَرْضِ فَلَاةٍ -

৫৮৭০ ইস্‌হাক ও হুদ্‌বাহ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবার কারণে সেই লোকটির চাইতেও বেশী খুশী হন, যে লোকটি মরুভূমিতে তাঁর উট হারিয়ে পরে তা পেয়ে যায়।

٢٦١٨. بَابُ الضَّجْعِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ

২৬১৮. পরিচ্ছেদ ঃ ডান পাশে শয়ন করা

٥٨٧١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيْءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ -

৫৮৭১ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের শেষ দিকে এগার রাকাত সালাত আদায় করতেন। তারপর যখন সুবহে সাদিক হতো, তখন তিনি হাল্‌কা দু'রাকাত সালাত আদায় করতেন। এরপর তিনি নিজের ডান পাশে কাত হয়ে বিশ্রাম নিতেন। যতক্ষণ না মুয়ায্‌যিন এসে তাঁকে সালাতের খবর দিতেন।

٢٦١٩. بَابُ إِذَا بَاتَ طَاهِرًا

২৬১৯. পরিচ্ছেদ ঃ পবিত্র অবস্থায় রাত কাটানো এবং তার ফযীলত

٥٨٧٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوْرًا عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوئَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلِ اللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَ لاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَ بِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُوْلُ ، فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ ، قَالَ لاَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ -

৫৮৭২ মুসাদ্দাদ (র)...... বারা'আ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন ঃ যখন তুমি শোয়ার বিছানায় যেতে চাও, তখন তুমি সালাতের অযূর ন্যায় অযূ করবে। এরপর ডান পাশের উপর কাত হয়ে শুয়ে পড়বে। আর এ দু'আ পড়বে, হে আল্লাহ! আমি আমার চেহারাকে (অর্থাৎ যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে) তোমার হাতে সঁপে দিলাম। আর আমার সকল বিষয় তোমারই নিকট সমর্পণ করলাম এবং আমার পিঠখানা তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম। আমি তোমার গযবের ভয়ে ভীত ও তোমার রহমতের আশায় আশান্বিত। তোমার নিকট ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই এবং নেই মুক্তি পাওয়ার স্থান। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছ, আমি তার উপর ঈমান এনেছি এবং তুমি যে নবী পাঠিয়েছ আমি তাঁর উপর ঈমান এনেছি। যদি তুমি এ রাতেই মরে যাও, তোমার সে মওত স্বভাবধর্ম ইসলামের উপরই গণ্য হবে। অতএব তোমার এ দু'আগুলো যেন তোমার এ রাতের সর্বশেষ কথা হয় । রাবী বারা'আ বলেন, আমি বললাম ঃ আমি এ কথা মনে রাখবো। তবে بِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ সহ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, না ওভাবে নয়, তুমি বলবে, وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ

٢٦٢٠ بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا نَامَ

২৬২০. পরিচ্ছেদ ঃ ঘুমাবার সময় কি দু'আ পড়বে

٥٨٧٣ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا آوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا ، وَ إِذَا قَامَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَ إِلَيْهِ النُّشُوْرُ -

৫৮৭৩ কাবীসা (র)...... হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করতে যেতেন, তখন তিনি এ দু'আ পড়তেন ঃ হে আল্লাহ! আপনারই নাম নিয়ে মরি আর আপনার নাম নিয়েই জীবিত হই। আর তিনি যখন জেগে উঠতেন তখন পড়তেন ঃ যাবতীয় প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের (নিদ্রা জাতীয়) মৃত্যুদানের পর আবার আমাদের পুনর্জীবিত করেছেন। (অবশেষে) আমাদের তাঁরই দরবারে মিলিত হতে হবে।

٥٨٧٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلاً وَحَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى رَجُلاً فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَ بِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ -

৫৮৭৪ সাঈদ ইব্‌ন রাবী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আর'আরা (র)...... বারা'আ ইব্‌ন আযিব (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ কোন এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, অন্য সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে অসিয়ত করলেন যে, যখন তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে, তখন তুমি এ দু'আ পড়বে "ইয়া আল্লাহ! আমি আমার প্রাণকে আপনার কাছে সোপর্দ করলাম, আর আমার বিষয় ন্যস্ত করলাম আপনার দিকে এবং আমার চেহারা আপনার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আপনার রহমতের আশায় এবং আপনার গযবের ভয়ে। আপনার নিকট ছাড়া আপনার গযব থেকে পালিয়ে যাওয়ার এবং আপনার আযাব থেকে বেঁচে যাওয়ার আর কোন জায়গা নেই। আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করছি এবং আপনি যে নবী পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি।" যদি তুমি এ অবস্থায়ই মরে যাও, তবে তুমি স্বভাবধর্ম ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে।

٢٦٢١ بَابُ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى تَحْتَ الْخَدِّ الأَيْمَنِ

২৬২১. পরিচ্ছেদ ঃ ডান গালের নীচে হাত রেখে ঘুমানো

٥٨٧٥ حَدَّثَنِي مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرِ -

৫৮৭৫ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতে নিজ বিছানায় শোয়ার সময় নিজ হাতখানা গালের নীচে রাখতেন, তারপর বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনার নামেই মরি, আপনার নামেই জীবিত হই। আর যখন জাগতেন তখন বলতেন ঃ সে আল্লাহর জন্য প্রশংসা, যিনি মৃত্যুর পর আমাদের জীবন দান করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনরুত্থান।

٢٦٢٢ . بَابُ النَّوْمِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ

২৬২১. পরিচ্ছেদ ঃ ডান পাশের উপর ঘুমানো

٥٨٧٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا آوَي إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ ، وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ -

৫৮৭৬ মুসাদ্দাদ (র)...... বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নিজ বিছানায় বিশ্রাম নিতে যেতেন, তখন তিনি ডান পাশের উপর ঘুমাতেন এবং বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি আমার সত্তাকে আপনার কাছে সোপর্দ করলাম, এবং আমার চেহারা আপনারই দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আর আমার বিষয় ন্যস্ত করলাম আপনার দিকে আপনার রহমতের আশায়। আপনি ছাড়া কারো আশ্রয় নেই আর নেই কোন গন্তব্য। আপনার নাযিলকৃত কিতাবে ঈমান আনলাম এবং আপনার প্রেরিত নবী ﷺ-এর প্রতিও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি শোয়ার সময় এ দু'আগুলো পড়বে, আর সে এ রাতেই তার মৃত্যু হবে সে স্বভাব ধর্ম ইসলামের উপরই মরবে।

٢٦٢٣. بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ بِاللَّيْلِ

২৬২৩. পরিচ্ছেদ ঃ রাতে ঘুম থেকে জাগার পর দু'আ

٥٨٧٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَى حَاجَتَهُ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوْأً بَيْنَ وَضُوْئَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَ قَدْ أَبْلَغَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَتَّقِيْهِ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّيْ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِيْ فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ فَتَتَامَّتْ صَلاَتُهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّ نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَأَذَنَهُ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ يَقُوْلُ فِي دُعَائِهِ اللّٰهُمَّ

اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا وَفِي بَصَرِيْ نُوْرًا وَفِي سَمْعِي نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِي نُوْرًا وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا وَفَوْقِي نُوْرًا وَتَحْتِي نُوْرًا وَأَمَامِي نُوْرًا وَخَلْفِي نُوْرًا وَاجْعَلْ لِي نُوْرًا قَالَ كُرَيْبٌ وَسَبْعٌ فِي التَّابُوْتِ فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنْ وُلْدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ ، فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ -

৫৮৭৭ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত কাটালাম। তখন নবী ﷺ উঠে তাঁর প্রয়োজনাদি সেরে মুখ-হাত ধুয়ে শুইয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবার জেগে উঠে পানির মশকের নিকট গিয়ে এর মুখ খুললেন। এরপর মাঝারি রকমের এমন অযূ করলেন যে; তাতে বেশী পানি লাগালেন না। অথচ পুরা অযূই করলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করতে লাগলেন। তখন আমিও জেগে উঠলাম। তবে আমি কিছু দেরী করে উঠলাম। এজন্য যে, আমি এটা পছন্দ করলাম না যে, তিনি আমার অনুসরণকে দেখে ফেলেন। যা হোক আমি অযূ করলাম। তখনও তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। সুতরাং আমি গিয়ে তাঁর বাম দিকে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি আমার কান ধরে তাঁর ডান দিকে আমাকে ঘুরিয়ে নিলেন। এরপর তাঁর তেরো রাকা'আত সালাত পূর্ণ হলো। তারপর তিনি আবার কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন কি নাক ডাকাতেও লাগলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি ঘুমালে নাক ডাকাতেন। এরপর বিলাল (রা) এসে তাঁকে জাগালেন। তখন তিনি নতুন অযূ না করেই সালাত আদায় করলেন। তাঁর দু'আর মধ্যে এ দু'আও ছিল ঃ "ইয়া আল্লাহ ! আপনি আমার অন্তরে আমার চোখে, আমার কানে, আমার ডানে – বামে, আমার উপর-নীচে, আমার সামনে-পেছনে, আমার জন্য নূর দান করুন। কুরায়ব (র) বলেন, এ সাতটি আমার তাবূতের মত। এরপর আমি আব্বাসের পুত্রদের একজনের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম, তিনি আমাকে এ সাতটি অঙ্গের কথা বর্ণনা করলেন এবং রগ, গোশত, রক্ত, চুল ও চামড়ার উল্লেখ করলেন এবং আরো দুটির কথা উলেখ করেন।

٥٨٧٨ **حَدَّثَنَا** عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَوْ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ -

৫৮৭৮ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়াতেন, তখন বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি রক্ষক আসমান ও যমীনের এবং যা কিছু এগুলোর মধ্যে আছে, আপনিই তাদের নূর। আর যাবতীয় প্রশংসা শুধু আপনারই। আসমান যমীন এবং এ দু'এর মধ্যে যা আছে, এসব কিছুকে সুদৃঢ় ও কায়েম রাখার একমাত্র মালিক আপনিই। আর সমূহ প্রশংসা একমাত্র আপনারই। আপনিই সত্য, আপনার ওয়াদা সত্য, আপনার কথা সত্য, আখিরাতে আপনার সাক্ষাত লাভ করা সত্য, বেহেশ্‌ত সত্য, দোযখ সত্য, কিয়ামত সত্য, পয়গাম্বরগণ সত্য, এবং মুহাম্মদ সত্য। ইয়া আল্লাহ ! আপনারই কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। আমি একমাত্র আপনারই উপর ভরসা রাখি। একমাত্র আপনারই উপর ঈমান এনেছি। আপনারই দিকে ফিরে চলছি। শত্রুদের সাথে আপনারই খাতিরে শত্রুতা করি। আপনারই নিকট বিচার চাই। অতএব আমার আগের পরের এবং লুক্কায়িত প্রকাশ্য গুনাহসমূহ আপনি মাফ করে দিন। আপনিই কাউকে এগিয়ে দাতা, আর কাউকে পিছিয়ে দাতা আপনি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই।

٢٦٢٤ بَابُ التَّكْبِيْرِ وَالتَّسْبِيْحِ عِنْدَ الْمَنَامِ

২৬২৪. ঘুমানোর সময়ের তাসবীহ ও তাকবীর বলা

٥٨٧٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ شَكَتْ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحٰى فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدْهُ ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ ، قَالَ فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْتُ أَقُوْمُ ، فَقَالَ مَكَانَكِ فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بُرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِيْ ، فَقَالَ أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ إِذَا أَوَيْتُمَا فِرَاشَكُمَا أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا ، فَكَبِّرَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَهٰذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ - وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ التَّسْبِيْحُ أَرْبَعٌ وَثَلاَثِيْنَ -

৫৮৭৯ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার গম পেষার চাক্কি ঘুরানোর কারণে ফাতিমা (রা)-এর হাতে ফোস্কা পড়ে গেল। তখন তিনি একটি খাদেম চেয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে নবী ﷺ -এর কাছে এলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে পেলেন না। তখন তিনি আসার উদ্দেশ্যটি 'আয়েশা (রা)-এর নিকট ব্যক্ত করে গেলেন। এরপর তিনি যখন ঘরে এলেন তখন 'আয়েশা (রা) এ বিষয়টি তাঁকে জানালেন। তারপর নবী ﷺ আমাদের কাছে এমন সময় আসলেন যখন আমরা বিছানায় বিশ্রাম গ্রহণ করেছি। তখন আমি উঠতে চাইলে তিনি বললেন ঃ নিজ জায়গায়ই থাকো। তারপর আমাদের মাঝখানেই তিনি এমনিভাবে বসে গেলেন যে, আমি তার দু'পায়ের শীতল স্পর্শ

আমার বুকে অনুভব করলাম। তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন একটি আমল বাতলে দেবনা, যা তোমাদের জন্য একটি খাদেমের চাইতেও অনেক বেশী উত্তম। যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করতে যাবে, তখন তোমরা আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, সুব্‌হানাল্লাহ ৩৩ বার, আল্‌হাদু লিল্লাহ ৩৩ বার পড়বে। এটা তোমাদের জন্য একটি খাদেমের চাইতেও অনেক বেশী মঙ্গলজনক। ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন ঃ তাসবীহ হলো ৩৪ বার ।

٢٦٢٥ . بَابُ التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَنَامِ

২৬২৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঘুমাবার সময় আল্লাহর পানাহ্ চাওয়া এবং কুরআন পাঠ করা

٥٨٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ جَسَدَهُ -

৫৮৮০ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন (ঘুমাবার জন্য) বিছানায় যেতেন, তখন মুয়াওবিযাত (ফালাক ও নাস) পড়ে তাঁর দু'হাতে ফুঁক দিয়ে তা শরীরে মসেহ করতেন।

٢٦٢٦. بَابٌ

২৬২৬. পরিচ্ছেদ ঃ

٥٨٨١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا آوَي أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ * تَابَعَهُ أَبُو ضَمْرَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَقَالَ يَحْيَي وَبِشْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫৮৮১ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণ করতে যায়, তখন সে যেন তার লুঙ্গীর ভেতর দিক দিয়ে নিজ বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কারণ, সে জানেনা যে, বিছানার উপর তার অবর্তমানে কষ্টদায়ক কোন কিছু রয়েছে কিনা। তারপর পড়বে ঃ باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت

نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصلحين হে আমার প্রতিপালক! আপনারই নামে আমার দেহখানা বিছানায় রাখলাম এবং অপনারই নামে আবার উঠাবো। যদি আপনি ইতিমধ্যে আমার জান কব্‌য করে নেন; তা হলে, তার উপর দয়া করবেন। আর যদি তা আমাকে ফিরিয়ে দেন, তবে তাকে এমনভাবে হিফাযত করবেন, যেভাবে আপনি আপনার নেক বান্দাদের হিফাযত করে থাকেন।

٢٦٢٧ . بَابُ الدُّعَاءِ نِصْفُ اللَّيْلِ

২৬২৭. পরিচ্ছেদ ঃ মধ্যরাতের দু'আ

٥٨٨٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِي فَاسْتَجِيْبُ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيْهِ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَاغْفِرَ لَهُ -

৫৮৮২ আবদুল আযীয ইব্‌ন আব্দুল্লাহ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের নিকটতম আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন ঃ আমার নিকট দু'আ করবে কে? আমি তার দু'আ কবূল করবো। আমার নিকট কে চাবে? আমি তাকে দান করবো। আমার কাছে কে তার গুনাহ মাফী চাবে? আমি তাকে মাফ করে দেবো।

٢٦٢٨ . بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَلاَءِ

২৬২৮. পরিচ্ছেদ ঃ পায়খানায় প্রবেশ করার সময়ের দু'আ

٥٨٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ -

৫৮৮৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আর'আরা (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার কাছে যাবতীয় পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় শয়তানদের থেকে পানাহ চাচ্ছি।

٢٦٢٩ . بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا أَصْبَحَ

২৬২৯. পরিচ্ছেদ ঃ ভোর হলে কি দু'আ পড়বে

٥٨٨٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، إِذَا قَالَ حِيْنَ يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِذَا قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ -

৫৮৮৪ মুসাদ্দাদ (র) .... শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার হলো ঃ "ইয়া আল্লাহ! আপনিই আমার পালনকর্তা। আপনি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর আমি আপনারই গোলাম। আর আমি আমার সাধ্যানুযায়ী আপনার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর সুদৃঢ়ভাবে কায়েম আছি। আমি আমার প্রতি আপনার নিয়ামত স্বীকার করছি এবং কৃতগুনাহসমূহকে স্বীকার করছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। কারণ আপনি ছাড়া ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আমি আমার কৃতগুনাহের মন্দ পরিণাম থেকে আপনারা কাছে পানাহ চাচ্ছি।" যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় এ দু'আ পড়বে, আর এ রাতেই মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাবী বলেন, অথবা তিনি বলেছেন ঃ সে হবে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি সকালে এ দুআ পড়বে, আর এ দিনই মারা যাবে সেও অনুরূপ জান্নাতী হবে।

٥٨٨٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ : بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ -

৫৮৮৫ আবূ নুয়ায়ম (র)...... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন ঘুমাতে চাইতেন, তখন বলতেন ঃ "ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার নামেই মরি এবং জীবিত হই।" আর তিনি যখন ঘুম থেকে সজাগ হতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহ তা'আলারই যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাদের (নিদ্রা জাতীয়) ওফাত দেওয়ার পর আবার নতুন জীবন দান করেছেন। আর অবশেষে তাঁরই কাছে আমাদের পুনরুত্থান হবে।

٥٨٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ -

৫৮৮৬ আবদান (র)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন রাতে বিছানায় যেতেন তখন দু'আ পড়তেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি আপনারই নামে মরি এবং জীবিত হই। আর যখন তিনি জেগে উঠতেন তখন বলতেন ঃ "সকল প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাদের জীবিত করেছেন, (নিদ্রা জাতীয়) মৃত্যুর পর এবং তারই কাছে পুনরুত্থান সুনিশ্চিত।"

٢٦٢٣٠ . بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

২৬৩০. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের মধ্যে দু'আ পড়া

৫৮৮৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِي صَلَاتِي ، قَالَ قُلْ : اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ -

৫৮৮৭ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আবূ বকর সিদ্দিকী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি নবী ﷺ -এর নিকট বললেন, আপনি আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন, যা দিয়ে আমি সালাতে দু'আ করব। তিনি বললেন ঃ তুমি সালাতে পড়বে ঃ "ইয়া আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশী যুলুম করে ফেলেছি। আপনি ছাড়া আমার গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই। অতএব আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে মাফ করে দিন। আর আমার প্রতি দয়া করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।"

৫৮৮৮ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا أُنْزِلَتْ فِي الدُّعَاءِ -

৫৮৮৮ আলী (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (আল্লাহর বাণী) – "...... সালাতে স্বর উচ্চ করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না ......।" এ আয়াতটি দু'আ সম্পর্কেই নাযিল করা হয়েছে।

৫৮৮৯ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ فِي الصَّلَاةِ السَّلَامُ عَلَى اللهِ عَلَى فُلَانٍ ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ : التَّحِيَّاتُ للهِ إِلَى قَوْلِهِ الصَّالِحِيْنَ ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ لِلّٰهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ صَالِحٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ -

৫৮৮৯ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা সালাতে বলতাম ঃ "আস্‌সালামু আলাল্লাহ, আস্‌সালামু আলা ফুলানিন্।" তখন একদিন নবী ﷺ আমাদের বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তিনি নিজেই সালাম। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন সালাতে বসবে, তখন সে যেন التَّحِيَّاتُ للهِ ...... الصَّالِحِيْنَ পর্যন্ত পড়ে। সে যখন এতটুকু পড়বে তখন আসমান যমীনের আল্লাহর

সব নেক বান্দাদের নিকট তা পৌঁছে যাবে। তারপর বলবে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ তারপর হামদ সানা যা ইচ্ছা পড়তে পারবে।

٢٦٣١ . بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

২৬৩১. পরিচ্ছেদ ঃ সালাতের পরের দু'আ

٥٨٩٠ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ وَ النَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ ، قَالَ كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : صَلُّوْا كَمَا صَلَّيْنَا وَجَاهِدُوْا كَمَاجَاهَدْنَا وَأَنْفِقُوْا مِنْ فُضُوْلِ أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ ، قَالَ أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُوْنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ إِلاَّ مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ ، تُسَبِّحُوْنَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَ تَحْمَدُوْنَ عَشْرًا وَ تُكَبِّرُوْنَ عَشْرًا * تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سُمَيٍّ وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ سُمَيٍّ وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ وَرَوَاهُ جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫৮৯০ ইসহাক (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। গরীব সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! ধনশীল লোকেরা তো উচ্চমর্যাদা ও চিরস্থায়ী নিয়ামত নিয়ে আমাদের থেকে এগিয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তা কেমন করে? তাঁরা বললেন ঃ আমরা যে রকম সালাত আদায় করি, তাঁরাও সে রকম সালাত আদায় করেন। আমরা সে রূপ জিহাদ করি, তাঁরাও সেরূপ জিহাদ করেন এবং তাঁরা তাদের অতিরিক্ত মাল দিয়ে সাদাকা-খায়রাত করেন; কিন্তু আমাদের কাছে সম্পদ নেই। তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদের একটি আমল বাতলে দেবনা, যে আমল দ্বারা তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের মর্যাদা অর্জন করতে পারবে, আর তোমাদের পরবর্তীদের চাইতে এগিয়ে যেতে পারবে, আর তোমাদের অনুরূপ আমল কেউ করতে পারবেনা, কেবলমাত্র যারা তোমাদের ন্যায় আমল করবে তারা ব্যতীত। সে আমল হলো তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর ১০ বার 'সুবহানাল্লাহ', ১০ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ১০ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করবে।

٥٨٩١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيْرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ إِذَا سَلَّمَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لاَ يَنْفَعُ ذَا الْجِدِّ مِنْكَ الْجِدُّ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ -

৫৮৯১ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... মুগীরা (রা) আবূ সুফিয়ানের পুত্র মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট এক পত্রে লিখেন যে, নবী ﷺ প্রত্যেক সালাতে সালাম ফিরানোর পর বলতেন ঃ আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই। তিনি একাই মাবূদ। তাঁর কোন শরীক নেই। মূলক তাঁরই, যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। ইয়া আল্লাহ! আপনি কাউকে যা দান করেন তাতে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। আর আপনি যাকে কোন কিছু দিতে বিরত থাকেন তাকে তা দেওয়ার মতো কেউ নেই। আপনার রহমত না হলে কারো চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না।

٢٦٣٢ . بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَصَلِّ عَلَيْهِمْ مَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِالدُّعَاءِ دُوْنَ نَفْسِهِ وَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ -

২৬৩১. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ তুমি দু'আ করবে...... (৯ ঃ ১০৩) আর যিনি নিজকে বাদ দিয়ে কেবল নিজের ভাই-এর জন্য দু'আ করেন। আবূ মূসা (রা) বলেন, নবী ﷺ দু'আ করেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি উবায়দ আবূ আমিরকে মাফ করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কায়সের গুনাহ মাফ করে দিন

٥٨٩٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَبَا عَامِرٍ لَوْ أَسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ فَنَزَلَ يَحْدُوْبِهِمْ يُذَكِّرُ * تَاللهِ لَوْلاَ اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا * ذَكَرَ شِعْرًا غَيْرَ هٰذَا وَ لَكِنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ هٰذَا السَّائِقُ ؟ قَالُوْا عَامِرُ بْنُ الأَكْوَعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللهُ وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَارَسُوْلَ اللهِ لَوْلاَ مَتَّعْتَنَا بِهِ ، فَلَمَّا صَافَّ الْقَوْمُ قَاتَلُوْهُمْ ، فَأُصِيْبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَمَاتَ فَلَمَّا أَمْسَوْا أَوْقَدُوْا نَارًا كَثِيْرَةً ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا هٰذِهِ النَّارُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوْقِدُوْنَ ؟ قَالُوْا عَلَى حُمُرٍ اِنْسِيَّةٍ فَقَالَ أَهْرِيْقُوْا مَا فِيْهَا وَكَسِّرُوْهَا قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ نُهْرِيْقُ مَا فِيْهَا وَ نَغْسِلُهَا ؟ قَلَ أَوْ ذَاكَ -

৫৮৯২ মুসাদ্দাদ (র)...... সালামা ইব্‌ন আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে খায়বার অভিযানে বের হলাম। সেনাবাহিনীর এক ব্যক্তি বললেন ঃ ওহে আমির! যদি আপনি আপনার ছোট ছোট কবিতা থেকে কিছুটা আমাদের শুনাতেন? তখন তিনি সাওয়ারী থেকে নেমে হুদী গাইতে গাইতে বাহন হাঁকিয়ে নিতে শুরু করলেন। তাতে উল্লেখ করলেন;

আল্লাহ তা'আলা না হলে আমরা হেদায়েত পেতাম না। (রাবী বলেন) এ ছাড়া আরও কিছু কবিতা তিনি আবৃত্তি করলেন, যা আমি স্মরণ রাখতে পরিনি। তখন রাসূলাল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ উট চালক লোকটি কে? সাথীরা বললেন ঃ উনি আমির ইব্‌ন আক্‌ওয়া। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তার উপর রহম করুন। তখন দলের একজন বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার দু'আর সাথে আমাদেরকেও শামিল করলে ভাল হতো না? এরপর যখন মুজাহিদগণ কাতার বন্দী হয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করলেন। এ সময় আমির (রা) তাঁর নিজের তরবারীর অগ্রভাগের আঘাতে আহত হলেন এবং এ আঘাতের দরুন তিনি মারা গেলেন। এদিন লোকেরা সন্ধ্যার পর (পাকের জন্য) বিভিন্নভাবে অনেক আগুন জ্বালালেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ সব আগুন কিসের? এসব আগুন দিয়ে তোমরা কি জ্বাল দিচ্ছ। তারা বললেন ঃ আমরা গৃহপালিত গাধার মাংস জ্বাল দিচ্ছি। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ ডেগগুলোর মধ্যে যা আছে, তা সব ফেলে দাও এবং ডেগগুলোও ভেঙ্গে ফেল। এক ব্যক্তি বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! ডেগগুলোর মধ্যে যা আছে তা ফেলে দিলে এবং পাত্রগুলো ধুয়ে নিলে চলবেনা? তিনি বললেন ঃ তবে তাই কর।

٥٨٩٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ فَأَتَاهُ أَبِيْ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَي -

৫৮৯৩ মুসলিম (র)...... ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) বর্ণনা করতেন, যখন কেউ কোন সাদাকা নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট আসতো তখন তিনি দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি অমুকের পরিজনের উপর রহম নাযিল করেন। একবার আমার আব্বা তাঁর কাছে কিছু সাদাকা নিয়ে এলে তিনি বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি আবূ আওফার বংশধরের উপর রহমত করুন।

٥٨٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرًا قَالَ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلاَ تُرِيْحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَهُوَ نُصُبٌ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَهُ يُسَمِّي الْكَعْبَةَ الْيَمَانِيَّةَ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَصَكَّ فِي صَدْرِيْ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ فَخَرَجْتُ فِي خَمْسِيْنَ مِنْ أَحْمَسَ مِنْ قَوْمِي وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَانْطَلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي فَأَتَيْتُهَا فَأَحْرَقْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَاللهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الأَجْرَبِ فَدَعَا لِأَحْمَسَ وَخَيْلِهَا -

৫৮৯৪ আলী ইব্‌ন অব্দুল্লাহ (র)...... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি যুল-খালাসাহকে নিশ্চিহ্ন করে আমাকে চিন্তামুক্ত করবে? সেটা ছিল এক

মূর্তি। লোকেরা এর পূজা করতো। সেটাকে বলা হতো ইয়ামানী কাবা। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পরি না। তখন তিনি আমার বুকে জোরে একটা থাবা মারলেন এবং বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি তাকে স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়েতকারী ও হিদায়েতপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন। তখন আমি আমারই গোত্র আহমাসের পঞ্চাশজন যোদ্ধাসহ বের হলাম। সুফিয়ান (র) বলেন ঃ তিনি কোন কোন সময় বলেছেন ঃ আমি আমার গোত্রের একদল যোদ্ধার মধ্যে গেলাম। তারপর আমি সেই মূর্তিটির নিকট গিয়ে তাকে জ্বালিয়ে ফেললাম। এরপর আমি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি যুল-খালাসাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পাঁচড়াযুক্ত উটের ন্যায় করে ছেড়েই আপনার কাছে এসেছি। তখন তিনি আহমাস গোত্র ও তার যোদ্ধাদের জন্য দু'আ করলেন।

٥٨٩٥ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَسٌ خَادِمُكَ قَالَ اللَّهُمَّ اكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ -

৫৮৯৫ সাঈদ ইব্‌ন রাবী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন উম্মে সুলায়ম (রা) নবী ﷺ কে বললেনঃ আনাস তো আপনারই খাদেম। তখন তিনি বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি তার সম্পদ সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন এবং আপনি তাকে যা কিছু দান করেছেন, তাতে বরকত দান করুন।

٥٨٩٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةِ كَذَا كَذَا -

৫৮৯৬ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে মসজিদে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তার উপর রহমত করুন। সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি অমুক অমুক সুরা থেকে ভুলে গিয়েছিলাম।

٥٨٩٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ قِسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ -

৫৮৯৭ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র)...... আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ গনীমতের মাল বন্টন করে দিলেন তখন এক ব্যক্তি মন্তব্য করলেন ঃ এটা এমন বাটোয়ারা হলো যার মধ্যে আল্লাহর

সন্তুষ্টির খেয়াল রাখা হয় নি। আমি তা নবী ﷺ কে জানালে তিনি রাগান্বিত হলেন। এমনকি আমি তাঁর চেহারার মধ্যে রাগের আলামত দেখতে পেলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ মূসা (আ)- এর প্রতি রহম করুন তাঁকে এর চাইতে অধিকতর কষ্ট দেয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।

٢٦٣٣ . بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّجْعِ فِي الدُّعَاءِ

২৬৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ দু'আর মধ্যে ছন্দোবদ্ধ শব্দ ব্যবহার করা মাকরূহ

٥٨٩٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ أَبُوْ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيْتِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلاَثَ مِرَارٍ وَلاَ تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ وَلاَ أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيْثَهُمْ ، فَتُمِلُّهُمْ وَلَكِنْ أَنْصِتْ فَإِذَا أَمَرُوْكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوْنَهُ ، فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ ، فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لاَ يَفْعَلُوْنَ إِلاَّ ذَلِكَ يَعْنِي لاَ يَفْعَلُوْنَ إِلاَّ ذَلِكَ الإِجْتِنَابَ -

৫৮৯৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাকান (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তুমি প্রতি জুমু'আয় লোকদের হাদীস শোনাবে। যদি এতে তুমি ক্লান্ত না হও তবে সপ্তাহে দুবার। আরও অধিক করতে চাও তবে তিনবার। আরও অধিক ওয়ায করে এ কুরআনের প্রতি মানুষের মনে বিরক্তির সৃষ্টি করো না। লোকেরা তাদের কথাবার্তায় মশগুল থাকা অবস্থায় তুমি তাদের কাছে এসে তাদের উপদেশ দেবে – আমি যেন এমন অবস্থায় তোমাকে না পাই। কারণ এতে তাদের কথায় বিঘ্ন সৃষ্টি হবে এবং তারা বিরক্তি বোধ করবে। বরং তুমি এ সময় নীরব থাকবে। যদি তারা আগ্রহভরে তোমাকে উপদেশ দিতে বলে তাহলে তুমি তাদের উপদেশ দেবে। আর তুমি দু'আর মধ্যে ছন্দবদ্ধ কবিতা পরিহার করবে। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে তা পরিহার করতেই দেখেছি।

٢٦٣٥. بَابُ لِيَعْزِمِ الْمَسْئَلَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ

২৬৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ কবূল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দু'আ করবে। কারণ কবূল করতে আল্লাহ্কে বাধা দানকারী কেউ নেই

٥٨٩٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْئَلَةَ وَلاَ يَقُوْلَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ -

৫৮৯৯ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ দু'আ করলে দু'আর সময় ইয়াকীনের সাথে দু'আ করবে এবং একথা বলবেনা ইয়া আল্লাহ! আপনার ইচ্ছা হলে আমাকে কিছু দান করুন। কারণ আল্লাহকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।

٥٩٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْئَلَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ -

৫৯০০ আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কখনো একথা বলবেনা যে, ইয়া আল্লাহ! আপনার ইচ্ছা হলে আমাকে মাফ করে দিন। ইয়া আল্লাহ! আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে দয়া করুন। বরং দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দু'আ করবে। কারণ আল্লাহকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।

٢٦٣٥. بَابُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ

২৬৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ (কবূলের জন্য) তাড়াহুড়া না করলে (দেরীতে হলেও) বান্দার দু'আ কবূল হয়ে থাকে

٥٩٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ -

৫৯০১ আব্দুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন তোমাদের প্রত্যেকের দু'আ কবূল হয়ে থাকে। যদি সে তাড়াহুড়া না করে। আর বলে যে, আমি দু'আ করলাম। কিন্তু আমার দু'আ তো কবূল হলো না।

٢٦٣٦ . بَابُ رَفْعِ الأَيْدِيْ فِي الدُّعَاءِ وَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى الأَشْعَرِيُّ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ ، قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ وَقَالَ الأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ وَشَرِيْكٍ سَمِعَا أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

২৬৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ দু'আর সময় দু'খানা হাত উঠানো। আবূ মূসা (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ দু'খানা হাত এতটুকু তুলে দু'আ করতেন যে, আমি তাঁর বগলের ফর্সা রং দেখতে পেয়েছি। ইব্ন উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ দু'খানা হাত তুলে দু'আ করেছেন ঃ ইয়া আল্লাহ!

খালিদ যা করেছে আমি তা থেকে অসন্তোষ প্রকাশ করছি। অন্য এক সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ উভয় হাত এতটুকু তুলে দু'আ করেছেন যে, আমি তার বগলের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি

٢٦٣٧ . بَابُ الدُّعَاءِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

২৬৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী না হয়ে দু'আ করা

٥٩٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَسْقِيَنَا ، فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَمُطِرْنَا حَتَّى مَا كَادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَلَمْ نَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ ، فَقَامَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ اَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ أُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا ، فَقَالَ اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ وَلاَ يُمْطِرُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ -

৫৯০২ মুহাম্মদ ইব্ন মাহবূব (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ জুমু'আর দিনে খুত্বা দিচ্ছিলেন। একব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের উপর বৃষ্টির জন্য দু'আ করুন। (তিনি দু'আ করলেন) তখনই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং এমন বৃষ্টি হলো যে, মানুষ আপন ঘরে পৌছতে পারলো না এবং পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত একাধারে বৃষ্টি হতে থাকলো। পরবর্তী জুমু'আর দিনে সেই ব্যক্তি অথবা অন্য একব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো ঃ আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন; তিনি যেন আমাদের উপর মেঘ সরিয়ে নেন। আমরা তো ডুবে গেলাম। তখন তিনি দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের আশে-পাশে বর্ষণ করুন। আমাদের উপর (আর) বর্ষণ করবেন না। তখন মেঘ বিক্ষিপ্ত হয়ে আশে-পাশে ছড়িয়ে পড়লো। মদীনাবাসীর উপর আর বৃষ্টি হলো না।

٢٦٣٨ بَابُ الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

২৬৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা

٥٩٠٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ يَحْيٰى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هٰذَا الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَدَعَا وَاسْتَسْقَى ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ -

৫৯০৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ ইস্তিস্কার (বৃষ্টির) সালাতের উদ্দেশ্যে এ ঈদগাহে গমন করলেন এবং বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। তারপর কিব্লামুখী হয়ে নিজের চাদরখানা উল্টিয়ে গায়ে দিলেন।

٢٦٣٩ . بَابُ دَعْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِخَادِمِهِ بِطُوْلِ الْعُمْرِ وَبِكَثْرَةِ مَالِهِ

২৬৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ আপন খাদেমের দীর্ঘজীবী হওয়া এবং বেশী মালদার হওয়ার জন্য নবী ﷺ -এর দু'আ

٥٩٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ خَادِمُكَ أَنَسٌ ، أُدْعُ اللهَ لَهُ ، قَالَ اللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ -

৫৯০৪ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবুল আস্‌ওয়াদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আনাস আপনারই খাদেম। আপনি তার জন্য দু'আ করুন। তিনি দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি তার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন। আর তাকে আপনি যা কিছু দান করেছেন তাতে বরকত দান করুন।

٢٦٤٠. بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ

২৬৪০. পরিচ্ছেদ ঃ বিপদের সময় দু'আ করা

٥٩٠٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْ عِنْدَ الْكَرْبِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

৫৯০৫ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বিপদের সময় এ দু'আ পড়তেন ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। যিনি মহান ও ধৈর্যশীল। আল্লাহ ভিন্ন আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই আসমান যমীনের রব ও মহান আরশের প্রভু।

٥٩٠٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ، وَقَالَ وَهْبٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ -

৫৯০৬ মুসাদ্দাদ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সংকটের সময় নবী ﷺ এ দু'আ পড়তেন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও অশেষ ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আরশে আযীমের প্রভু। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই। আসমান যমীনের প্রতিপালক ও সম্মানিত আরশের মালিক।

٢٦٤١. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ

২৬৪১. পরিচ্ছেদ ঃ কঠিন বিপদের কষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া

٥٩٠٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي سُمَيٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرْكِ الشِّقَاءِ وَ سُوْءِ الْقَضَاءِ وَ شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ * قَالَ سُفْيَانُ الْحَدِيْثُ ثَلاَثٌ زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً لاَ أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ -

৫৯০৭ আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ (র)...... আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বালা মুসীবতের কঠোরতা, দুর্ভাগ্যে নিঃপতিত হওয়া, নিয়তির অশুভ পরিণাম এবং দুশমনের খুশী হওয়া থেকে পানাহ চাইলেন। সুফিয়ান (র) হাদীসে তিনটির কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি আমি বৃদ্ধি করেছি। জানিনা তা এগুলোর কোনটি।

٢٦٤٢. بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الأَعْلَى

২৬৪২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর দু'আ আল্লাহুম্মা রাফীকাল আলা

٥٩٠٨ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ لَنْ يُقْبَضَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يُرَي مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِيْ غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الأَعْلَى ، قُلْتُ إِذًا لاَ يَخْتَارُنَا وَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيْحٌ قَالَتْ فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الأَعْلَى -

৫৯০৮ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র)...... 'আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ সুস্থাবস্থায় বলতেন ঃ জান্নাতের স্থান না দেখিয়ে কোন নবীর জান কব্য করা হয় না, যতক্ষণ না তাঁকে তাঁর ঠিকানা দেখানো হয় এবং তাঁকে ইখ্‌তিয়ার দেওয়া হয় (দুনিয়াতে থাকবেন না আখিরাতকে গ্রহণ করবেন)। এরপর যখন তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত হলো, তখন তাঁর মাথাটা আমার উরুর উপর ছিল। কিছুক্ষণ অজ্ঞান থাকার পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো। তখন তিনি ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "আল্লাহুম্মা রাফীকাল আলা" ইয়া আল্লাহ! আমি রফীকে আলা (শ্রেষ্ঠ বন্ধু)কে গ্রহণ করলাম। আমি বললাম ঃ এখন থেকে তিনি আর আমাদের পছন্দ করবেন না। আর এটাও বুঝতে পারলাম যে, তিনি সুস্থাবস্থায় আমাদের কাছে যা বলতেন এটি তাই। আর তা সঠিক। 'আয়েশা (রা) এটি ছিল তাঁর সর্বশেষ বাক্য যা তিনি বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে গ্রহণ করলাম।

٢٦٤٣ . بَابُ الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ

২৬৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত্যু এবং জীবনের জন্য দু'আ করা

٥٩٠٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا وَ قَدِ اكْتَوَى سَبْعًا قَالَ لَوْ لاَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ -

৫৯০৯ মুসাদ্দাদ (র)...... কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খব্বাব (রা)-এর কাছে এলাম। তিনি লোহা গরম করে শরীরে সাতবার দাগ দিয়েছিলেন। তিনি বললেন ঃ যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মৃত্যুর জন্য দু'আ করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমি এর জন্য দু'আ করতাম।

٥٩١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّي حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَي فِي بَطْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَوْ لاَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ -

৫৯১০ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... কায়স (র) বলেন, আমি খাব্বাব (রা)-এর নিকট গেলাম তিনি তাঁর পেটে সাতবার দাগ দিয়েছিলেন। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ যদি নবী ﷺ আমাদের মৃত্যুর জন্য দু'আ করতে নিষেধ না করতেন, তবে আমি এর জন্য দু'আ করতাম।

٥٩١١ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَ تَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي -

৫৯১১ ইব্ন সালাম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কোন বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা করবে না। আর যদি কেউ এমন অবস্থাতে পতিত হয় যে, তাকে মৃত্যু কামনা করতেই হয়, তবে সে (মৃত্যু কামনা না করে) দু'আ করবে ঃ ইয়া আল্লাহ্! যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়, ততদিন আমাকে জীবিত রাখো, আর যখন আমার জন্য মৃত্যুই মঙ্গলজনক হয় তখন আমার মৃত্যু দাও।

٢٦٤٤. بَابُ الدُّعَاءِ لِلصِّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ وَمَسَحَ رُؤُسَهُمْ وَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى وُلِدَ لِي غُلاَمٌ وَ دَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَرَكَةِ

২৬৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ শিশুদের জন্য বরকতের দু'আ করা এবং তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া। আবূ মূসা (রা) বলেন, আমার এক ছেলে হলে নবী ﷺ তার জন্য বরকতের দু'আ করলেন

٥٩١٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَالِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّالْحَجَلَةِ -

৫৯১২ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)...... সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) বর্ণনা করেন। আমার খালা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এ ভাগ্নেটি অসুস্থ। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। এরপর তিনি অযু করলে, আমি তার অযূর পানি থেকে কিছুটা পান করলাম। তারপর আমি তাঁর পিঠের দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন আমি তাঁর উভয় কাঁধের মাঝে মোহ্‌রে নবূওয়াত দেখতে পেলাম। সেটা ছিল খাটের চাঁদোয়ার ঝালরের মত।

٥٩١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَقِيْلٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامٍ مِنَ السُّوْقِ أَوْ إِلَى السُّوْقِ ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ فَيَقُوْلاَنِ اَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ -

৫৯১৩ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)...... আবূ আকীল (রা) বর্ণনা করেন। তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হিশাম (রা) তাকে নিয়ে তিনি বাজারের দিকে বের হতেন। সেখান থেকে খাদ্যদ্রব্য কিনে নিতেন। তখন পথে ইব্‌ন যুবায়র (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা)-এর দেখা হলে, তাঁরা তাঁকে বলতেন যে, এর মধ্যে আপনি আমাদেরও শরীক করে নিন। কারণ নবী ﷺ আপনার জন্য বরকতের দু'আ করেছেন। তখন তিনি তাঁদের শরীক করে নিতেন। তিনি বাহনের পিঠে লাভের শস্যাদি পুরোপুরি পেতেন, আর তা ঘরে পাঠিয়ে দিতেন।

٥٩١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَهُوَ الَّذِيْ مَجَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلاَمٌ مِنْ بِئْرِهِمْ -

৫৯১৪ আব্দুল আযীয ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র)...... ইব্‌ন শিহাব (র) বর্ণনা করেন। মাহমূদ ইব্‌ন রাবী বর্ণনা করেছেন যে, তিনিই ছিলেন সে ব্যক্তি, শিশুকালে তাঁদেরই কূপ থেকে পানি মুখে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যার চেহারার উপর ছিটে দিয়েছিলেন।

٥٩١٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَي بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُوْلَهُمْ فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءِ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ -

৫৯১৫ আব্‌দান (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর খিদমতে শিশুদের নিয়ে আসা হতো। তিনি তাঁদের জন্য দু'আ করতেন। একবার একটি শিশুকে আনা হলো। শিশুটি তাঁর কাপড়ের উপর পেশাব করে দিল। তিনি কিছু পানি আনালেন এবং তা তিনি কাপড়ের উপর ছিটিয়ে দিলেন আর তিনি কাপড় ধুলেন না।

٥٩١٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ مَسَحَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ -

৫৯১৬ আবুল ইয়ামান (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সা'আলাবা ইব্‌ন সুয়ায়র (রা), যার মাথায় (শৈশবে) রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত বুলিয়েছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি সা'দ ইব্‌ন আবূ ওক্কাসকে বিত্‌রের সালাত এক রাকা'আত আদায় করতে দেখেছেন।

٢٦٤٥ . بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

২৬৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর উপর দরূদ পড়া

٥٩١٧ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلَي قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا ، فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ، قَالَ فَقُوْلُوْا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

৫৯১৭ আদম (র)...... আব্দুর রাহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) বর্ণনা করেন, একবার আমার সঙ্গে কাব ইব্‌ন উজরাহ্ (রা)-এর সাক্ষাত হলো। তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দেবো না। তা হলো এই ঃ একদিন নবী ﷺ আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন, তখন আমরা বললাম,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে কেমন করে সালাম দেব, আমরা আপনার উপর দরূদ কিভাবে পড়বো? তিনি বললেন ঃ তোমরা বলবে, ইয়া আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদের উপর ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর খাস রহমত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি ইব্‌রাহীম (আ)-এর পরিবারের উপর খাস রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত, উচ্চ মর্যাদাশীল। ইয়া আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদের উপর ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করুন, যেমন আপনি ইব্‌রাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযীল করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত উচ্চ মর্যাদাশীল।

٥٩١٨ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي ؟ قَالَ قُوْلُوْا : اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ -

৫৯১৮ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হামযা (র)...... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। একবার আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই যে 'আসসালামু আলাইকা' তা তো আমরা জেনে নিয়েছি। তবে আপনার উপর দরূদ কিরূপে পড়বো? তিনি বললেন ঃ তোমরা পড়বে ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর খাছ রহমত বর্ষণ করুন। যেমন করে আপনি ইব্‌রাহীম (আ)-এর উপর রহমত নাযিল করেছেন। আর আপনি মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত বর্ষণ করুন, যে রকম আপনি ইব্‌রাহীম (আ)-এর উপর এবং ইব্‌রাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করেছেন।

٢٦٤٦ بَابُ هَلْ يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

২৬৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ ছাড়া অন্য কারো উপর দুরূদ পড়া যায় কিনা? আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ আপনি তাদের জন্য দু'আ করুন। নিশ্চয়ই আপনার দু'আ তাদের জন্য চিত্তস্বস্তিকর ৯ঃ১০৩

٥٩١٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَي قَالَ كَانَ إِذَا أَتَي رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ بِصَدَقَتِهِ قَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَي -

৫৯১৯ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) আবূ আওফা (রা) বর্ণনা করেন, যখন কেউ নবী ﷺ -এর নিকট তার সাদাকা নিয়ে আসতেন, তখন তিনি দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি তার উপর রহমত বর্ষণ করুন। এভাবে আমার পিতা একদিন সাদাকা নিয়ে তাঁর কাছে এলে তিনি দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি আবূ আওফার পরিবারবর্গের উপর রহমত করুন।

٥٩٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ -

৫৯২০ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)...... আবূ হুমায়দ সাঈদী (র) বর্ণনা করেন। একবার লোকেরা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার উপর কিভাবে দরূদ পড়বো? তিনি বললেন ঃ তোমরা পড়বে, ইয়া আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদের ও তাঁর সহধর্মিণীগণ এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিগণের উপর রহমত নাযিল করুন। যেমন করে আপনি ইব্‌রাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের উপর রহমত নাযিল করেছেন। আর আপনি মুহাম্মদ, তাঁর সহধর্মিণীগণ এবং তাঁর আওলাদের উপর বরকত নাযিল করুন, যেমনভাবে আপনি ইব্‌রাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করেছেন। আপনি অতি প্রশংসিত এবং উচ্চ মর্যাদাশীল।

٢٦٤٧ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً

২৬৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি যাকে কষ্ট দিয়েছি, সে কষ্ট তার পরিশুদ্ধির উপায় এবং তার জন্য রহমত করে দিন

٥٩٢١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৫৯২১ আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ (র)...... আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ কে এ দু'আ করতে শুনেছেন ঃ ইয়া আল্লাহ! যদি আমি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে মন্দ বলে থাকি, তবে আপনি সেটাকে কিয়ামতের দিন তার জন্য আপনার নৈকট্য লাভের উপায় বানিয়ে দিন।

٢٦٤٨. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ

২৬৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ ফিত্‌না থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া

٥٩٢٢ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى أَحْفَوْهُ الْمَسْئَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ لاَ تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ بَيَّنْتُهُ لَكُمْ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالاً فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لاَفٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَإِذَا رَجُلٌ كَانَ

إِذَا لاَحَي الرِّجَالُ يُدْعي لِغَيْرِ اَبِيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَبِي ؟ قَالَ حُذَافَةُ ، ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَــرُ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُوْلاً ، نَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَـــنِ ، فَقَــالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّــــارُ حَــتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَائِطِ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيْثِ هَذِهِ الآيَةَ : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُــوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ -

৫৯২২ হাফস ইব্‌ন উমর (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একবার লোকজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে নানা প্রশ্ন করতে লাগল, এমনকি প্রশ্ন করতে করতে তাঁকে বিরক্ত তরে ফেললো। এতে তিনি রাগ করলেন এবং মিম্বরে আরোহণ করে বললেন ঃ আজ তোমরা যত প্রশ্ন করবে আমি তোমাদের সব প্রশ্নেরই বর্ণনা সহকারে জবাব দিব। এ সময় আমি ডানে ও বামে তাকাতে লাগলাম এবং দেখলাম যে, প্রতিটি লোকই নিজের কাপড় দিয়ে মাথা পেচিয়ে কাঁদছেন। এমন সময় একজন লোক, যাকে লোকের সাথে বিবাদের সময় তার বাপের নাম নিয়ে ডাকা হতো না, সে প্রশ্ন করলো ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি বললেন ঃ হুযায়ফা। তখন উমর (রা) বলতে লাগলেন ঃ আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ কে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট। আমরা ফিত্‌না থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি ভাল মন্দের যে দৃশ্য আজ দেখলাম, তা আর কখনও দেখিনি। জান্নাত ও জাহান্নামের সূরত আমাকে এমন স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে, যেন এ দুটি এ দেয়ালের পেছনেই অবস্থিত। রাবী কাতাদা (র)-এ হাদীস উল্লেখ করার সময় এ আয়াতটি পড়তেন। (অর্থ) ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে।

٢٦٤٩. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

২৬৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের আধিপত্য থেকে পানাহ (আল্লাহর আশ্রয়) চাওয়া

٥٩٢٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَــى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لأَبِــي طَلْحَةَ الْتَمِسْ لَنَا غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْــتُ أَخْدِمُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِــنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضِلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُــهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْ حَازَهَا ، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي وَرَاءَهُ بِعَبَــاءَةٍ

أَوْ كِسَاءٍ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالاً فَأَكَلُوا وَكَانَ ذٰلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ -

৫৯২৩ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ তাল্হা (রা)-কে বললেন ঃ তুমি তোমাদের ছেলেদের মধ্য থেকে আমার খিদমত করার জন্য একটি ছেলে খুঁজে নিয়ে এস। আবূ তাল্হা (রা) গিয়ে আমাকে তাঁর সাওয়ারীর পিছনে বসিয়ে নিয়ে এলেন। তখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমত করে আসছি। যখনই কোন বিপদ দেখা দিত, তখন আমি তাঁকে বেশী করে এ দু'আ পড়তে শুনতাম ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের বোঝা এবং মানুষের আধিপত্য থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি সর্বদা তাঁর খিদমত করে আসছি, এমন কি যখন আমরা খায়বার অভিযান থেকে ফিরে আসছিলাম, তখন তিনি সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াইকে সঙ্গে নিয়ে আসলেন, তিনি তাঁকে গনীমতের মাল থেকে নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তখন আমি তাঁকে দেখছিলাম যে, তিনি তাঁকে একখানা চাদর অথবা একখানা কম্বল দিয়ে ঢেকে নিজের পেছনে বসিয়েছিলেন। যখন আমরা সবাই সাহ্বা নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমরা (সেখানে থেমে) 'হাইস' নামক খাবার তৈরী করে এক চামড়ার দস্তরখানে রাখলাম। তিনি আমাকে পাঠালেন, আমি গিয়ে কয়েক জন লোককে দাওয়াত করলাম। তাঁরা এসে খেয়ে গেলেন। এটি ছিল সাফিয়্যার সঙ্গে তাঁর বাসর যাপন। তারপর তিনি রওয়ানা হলে ওহোদ পর্বত তাঁর সামনে দেখা গেল, তখন তিনি বললেন ঃ এ এমন একটি পাহাড় যা আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। তারপর যখন মদীনার কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি মদীনার দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম (সম্মানিত) করছি, যে রকম ইব্রাহীম (আ) মক্কাকে হারাম (সম্মানিত) করেছিলেন। ইয়া আল্লাহ্! আপনি তাদের মুদ্দ ও সা' এর মধ্যে বরকত দিন।

٢٦٥٠. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

২৬৫০. পরিচ্ছেদ ঃ কবরের আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

٥٩٢٤ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ ، قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

৫৯২৪ হুমায়দী (র)...... মূসা ইব্ন উক্বা (র) বর্ণনা করেছেন। উম্মে খালিদ বিন্ত খালিদ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ কে কবরের আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে শুনেছি। রাবী বলেন যে, এ হাদীস আমি উম্মে খালিদ ব্যতীত নবী ﷺ থেকে আর কাউকে বলতে শুনি নি।

٥٩٢٥ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُصْعَبٍ كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِخَمْسٍ وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا يَعْنِي الدَّجَّالَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

৫৯২৫ আদম (র)...... মুস্‌'আব (র) বর্ণনা করেন, সা'দ (রা) পাঁচটি জিনিস থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে নির্দেশ দিতেন এবং তিনি এগুলো নবী ﷺ থেকে উল্লেখ করতেন। তিনি এগুলো থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে এ দু'আ পড়তে নির্দেশ দিতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি কাপুরুষতা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, আমি অবহেলিত বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, আর আমি দুনিয়ার ফিত্‌না অর্থাৎ দাজ্জালের ফিত্‌না থেকেও আপনার আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমি কবরের আযাব থেকেও আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।

٥٩٢٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَى عَجُوْزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتَا لِي إِنَّ أَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذَّبُوْنَ فِي قُبُوْرِهِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ عَجُوْزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُوْنَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

৫৯২৬ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার নিকট মদীনার দু'জন ইয়াহূদী বৃদ্ধা মহিলা এলেন। তাঁরা আমাকে বললেন যে, কবরবাসীদের তাদের কবরে আযাব দেওয়া হয়ে থাকে। তখন আমি তাদের একথা মিথ্যা বলে অভিহিত করলাম। আমার বিবেক তাঁদের কথাটিকে সত্য বলে মানতে চাইল না। তাঁরা দুজন বেরিয়ে গেলেন। আর নবী ﷺ আমার নিকট এলেন। আমি তাঁকে বললাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার নিকট দু'জন বৃদ্ধা এসেছিলেন। তারপর আমি তাঁকে তাঁদের কথা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তারা দু'জন সত্যই বলেছে। নিশ্চয়ই কবরবাসীদের এমন আযাব দেওয়া হয়ে থাকে, যা সকল চতুষ্পদ জীবজন্তু শুনে থাকে। এরপর থেকে আমি তাঁকে সর্বদা প্রত্যেক সালাতে কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইতে দেখেছি।

٢٦٥١. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

২৬৫১. পরিচ্ছেদ ঃ জীবন ও মৃত্যুর ফিত্না থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

٥٩٢٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

৫৯২৭ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেছেন যে, নবী ﷺ প্রায়ই বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় চাইছি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা এবং অতিরিক্ত বার্ধক্য থেকে। আরও আশ্রয় চাইছি, কবরের আযাব থেকে। আরও আশ্রয় চাইছি জীবন ও মৃত্যুর ফিত্না থেকে।

٢٦٥٢ . بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

২৬৫২. পরিচ্ছেদ ঃ গুনাহ এবং ঋণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

٥٩٢٨ حَدَّثَنَا مُعَلَّي بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَي وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَ الْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

৫৯২৮ মু'আল্লাহ ইব্ন আসাদ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় চাই অলসতা, অতিরিক্ত বার্ধক্য, গুনাহ আর ঋণ থেকে, আর কবরের ফিত্না এবং কবরের আযাব থেকে। আর জাহান্নামের ফিত্না এবং এর আযাব থেকে, আর ধনবান হওয়ার পরীক্ষার মন্দ পরিণাম থেকে। আমি আরও আশ্রয় চাই দারিদ্রের অভিশাপ থেকে। আমি আরও আশ্রয় চাই মসীহ দাজ্জালের ফিত্না থেকে । ইয়া আল্লাহ! আমার গুনাহ-এর দাগগুলো থেকে আমার অন্তরকে বরফ ও শীতল পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিন এবং আমার অন্তরকে সমস্ত গুনাহ্ এর ময়লা থেকে এমনভাবে পরিস্কার করে দিন, যেভাবে আপনি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে সাফ করার ব্যবস্থা করে থাকেন। আর আমার ও আমার গুনাহগুলোর মধ্যে এতটা দূরত্ব করে দিন, যত দূরত্ব আপনি দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন।

٢٦٥٣. بَابُ الإِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ

২৬৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ কাপুরুষতা ও অলসতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

٥٩٢٩ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ -

৫৯২৯ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলতেনঃ ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই-দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও লোকজনের আধিপত্য থেকে।

٢٦٥٤ . بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْبُخْلِ

২৬৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ কৃপণতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

٥٩٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهَؤُلاَءِ الْخَمْسِ وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

৫৯৩০ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পাঁচটি কাজ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তা নবী ﷺ থেকেই বর্ণনা করতেন। তিনি দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, অমি আশ্রয় চাই কাপুরুষতা থেকে, আমি আশ্রয় চাই অবহেলিত বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে, আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই দুনিয়ার বড় ফিতনা (দাজ্জালের ফিত্‌না) থেকে এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে।

٢٦٥٥ بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

২৬৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ দুঃসহ দীর্ঘায়ু থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

٥٩٣١ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ -

৫৯৩১ আবূ মা'মার (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি অলসতা থেকে আপনার আশ্রয় চাই এবং আমি আপনার কাছে কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় চাই। আমি আপনার কাছে আরও আশ্রয় চাই দুঃসহ দীর্ঘায়ু থেকে এবং আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় চাই।

٢٦٥٦. بَابُ الدُّعَاءِ بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْوَجَعِ

২৬৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহামারী ও রোগ যন্ত্রণা দূর হওয়ার জন্য দু'আ করা।

٥٩٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا -

৫৯৩২ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি যেভাবে মক্কাকে আমাদের জন্য প্রিয় করে দিয়েছেন, মদীনাকেও সেভাবে অথবা এর চাইতে বেশী আমাদের কাছে প্রিয় করে দিন। আর মদীনার জ্বর 'জুহফা' নামক স্থানের দিকে সরিয়ে দিন। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের মাপের ও ওযনের পাত্রে বরকত দিন।

٥٩٣٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكْوَي أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بَلَغَ بِي مَا تَرَي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَيَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لاَ قُلْتُ فَبِشَطْرِهِ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ حَتَّي مَا تَجْعَلَ فِي فِي إِمْرَأَتِكَ قُلْتُ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلاَّ إِزْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّي يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَضُرُّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ ، قَالَ سَعْدٌ رَثَي لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ -

৫৯৩৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)...... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি রোগে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিলাম। নবী ﷺ সে সময় আমাকে দেখতে

এলেন। তখন আমি বললাম ঃ আমি যে রোগ-যন্ত্রণায় আক্রান্ত, তাতো আপনি দেখছেন। আমি একজন ধনবান লোক। আমার একটি মেয়ে ছাড়া আর কেউ ওয়ারিস নেই। তাই আমি কি আমার দু'তৃতীয়াংশ মাল সাদাকা করে দিতে পারি? তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ তবে অর্ধেক মাল? তিনি বললেন ঃ না। এক তৃতীয়াংশ অনেক। তোমার ওয়ারিসদের লোকের কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করার মত অভাবী রেখে যাওয়ার চাইতে তাদের ধনবান রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক উত্তম। আর তুমি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যা কিছুই ব্যয় করবে নিশ্চয়ই তার প্রতিদান দেওয়া হবে। এমন কি (সে উদ্দেশ্যে) তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে লুক্‌মাটি তুলে দিয়ে থাকো, তোমাকে এর প্রতিদান দেওয়া হবে। আমি বললাম ঃ তা হলে আমার সঙ্গীগণের পরেও কি আমি বেঁচে থাকবো? তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই তুমি এঁদের পরে বেঁচে থাকলে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যা কিছু নেক আমল করনা কেন, এর বিনিময়ে তোমার মর্যাদা ও সম্মান আরও বেড়ে যাবে। আশা করা যায় যে, তুমি আরও কিছু দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। এমন কি তোমার দ্বারা অনেক কাওম উপকৃত হবে। আর অনেক কাওম ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তারপর তিনি দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আপনি আমার (মুহাজির) সাহাবীগণের হিজরতকে বহাল রাখুন। আর তাদের পেছনে ফিরে যেতে দেবেন না। কিন্তু সা'দ ইব্‌ন খাওলাহ (রা)-এর দুর্ভাগ্য (কারণ তিনি ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় মারা যান) সা'দ (রা) বলেন ঃ তিনি মক্কাতে ওফাতের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছেন।

٢٦٥٧. بَابُ الإِسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَفِتْنَةِ النَّارِ

২৬৫৭. পরিচ্ছেদঃ বার্ধক্যের অসহায়ত্ব এবং দুনিয়ার ফিত্‌না আর জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাওয়া

٥٩٣٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَعَوَّذُوا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

৫৯৩৪ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, নবী ﷺ যে সব বাক্য দিয়ে আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন, সে সব দ্বারা তোমরাও আশ্রয় চাও। তিনি বলতেন ঃ "ইয়া আল্লাহ্! আমি কাপুরুষতা থেকে, আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আমি বয়সের অসহায়ত্ব থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আর আমি দুনিয়ার ফিত্‌না ও কবরের আযাব থেকে আপনার আশ্রয় চাই।

٥٩٣٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي

أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَي وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقِّي الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

৫৯৩৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মূসা (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি অলসতা, অতি বার্ধক্য, ঋণ আর পাপ থেকে আপনার আশ্রয় চাই। ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব, জাহান্নামের ফিত্‌না, কবরের আযাব, প্রাচুর্যের ফিত্‌নার কুফল, দারিদ্রের ফিত্‌নার কুফল এবং মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমার সমুদয় গুনাহ বরফ ও শীতল পানি দিয়ে ধুয়ে দিন। আমার অন্তর যাবতীয় পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন করুন, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। আমার ও আমার গুনাহ্সমূহের মধ্যে এতটা ব্যবধান করে দিন যতটা ব্যবধান আপনি পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে করেছেন।

٢٦٥٨ بَابُ الإِسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَي

২৬৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ প্রাচুর্যের ফিত্‌না থেকে আশ্রয় চাওয়া

٥٩٣٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيْعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ خَالَتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَي وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ -

৫৯৩৬ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আল্লাহ্‌র আশ্রয় চেয়ে বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই জাহান্নামের ফিত্‌না, জাহান্নামের আযাব থেকে। আমি আরও আশ্রয় চাই কবরের ফিত্‌না থেকে এবং আপনার আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে। আমি আরও আশ্রয় চাই প্রাচুর্যের ফিত্‌না থেকে, আর আমি আশ্রয় চাই অভাবের ফিত্‌না থেকে। আমি আরও আশ্রয় চাই মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে।

٢٦٥٩. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ

২৬৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ দারিদ্র্যের সংকট থেকে পানাহ চাওয়া

٥٩٣٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ

الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَي وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ، اللّٰهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ -

৫৯৩৭ মুহাম্মদ (র)...... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ "আয় আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে দোযখের সংকট, দোযখের আযাব, কবরের সংকট, কবরে আযাব, প্রাচুর্যের ফিত্না, ও অভাবের ফিত্না থেকে পানাহ চাই। আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট মসীহ দাজ্জালের ফিত্নার অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই। আয় আল্লাহ! আমার অন্তরকে বরফ ও শীতল পানি দিয়ে ধুয়ে দিন। আর আমার অন্তর গুনাহ থেকে এমনভাবে সাফ করে দিন, যেভাবে আপনি সাদা কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে থাকেন এবং আমাকে আমার গুনাহ থেকে এতটা দূরে সরিয়ে রাখুন, পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তকে পশ্চিম প্রান্ত থেকে যত দূরে রেখেছেন। আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই অলসতা, গুনাহ এবং ঋণ থেকে।

٢٦٦٠ . بَابُ الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ مَعَ الْبَرَكَةِ

২৬৬০. বরকতসহ মালের প্রাচুর্যের জন্য দু'আ করা

٥٩٣٨ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَسٌ خَادِمُكَ اُدْعُ اللهَ لَهُ قَالَ اللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ وَعَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مِثْلَهُ -

৫৯৩৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)...... উম্মে সুলায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনাস আপনার খাদিম, আপনি আল্লাহ্র নিকট তার জন্য দু'আ করুন। তিনি দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি তার মাল ও সন্তান বাড়িয়ে দিন, আর আপনি তাকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন। হিশাম ইব্ন যায়দ (র) বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা) কে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

٥٩٣٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ زَيْدٍ سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ أَنَسٌ خَادِمُكَ قَالَ اللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ -

৫৯৩৯ আবূ যায়েদ সাঈদ ইব্ন রাবী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলায়ম বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনাস আপনার খাদিম। তখন তিনি দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি তার মাল ও সন্তান বাড়িয়ে দিন এবং আপনি তাকে যা দিয়েছেন তাতে বরকত দিন।

٢٦٦١. بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الإِسْتِخَارَةِ

২৬৬১. পরিচ্ছেদ ঃ ইস্তিখারার সময়ের দু'আ

٥٩٤٠ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُوْ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا الإِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُوْرِ كُلِّهَا كَالسُّوْرَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا هَمَّ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْلُ : اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ ، اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِيْ وَ آجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ -

৫৯৪০ মুতাররিফ ইব্ন আব্দুল্লাহ আবূ মুস'আব (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের যাবতীয় কাজের জন্য ইস্তিখারা শিক্ষা দিতেন, যেমনভাবে তিনি কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। (আর বলতেন) যখন তোমাদের কারো কোন বিশেষ কাজ করার ইচ্ছা হয়, তখন সে যেন দু'রাকআত নামায পড়ে এরূপ দু'আ করে। (অর্থ ঃ) ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের দ্বারা আমার উদ্দিষ্ট কাজের মঙ্গলামঙ্গল জানতে চাই এবং আপনার ক্ষমতা বলে আমি কাজে সক্ষম হতে চাই। আর আমি আপনার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। কারণ, আপনি ক্ষমতাবান আর আমার কোন ক্ষমতা নেই এবং আপনি জানেন আর আমি জানিনা। আপনিই গায়িব সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। ইয়া আল্লাহ! যদি আপনার জ্ঞানে এ কাজটিকে আমার দীনের ব্যাপারে, আমার জীবন ধারণে ও শেষ পরিণতিতে; রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন ঃ আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিক দিয়ে মঙ্গলজনক বলে জানেন তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দিন। আর যদি আমার এ কাজটি আমার দীনের ব্যাপারে, জীবন ধারণে ও শেষ পরিণতিতে রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন ঃ দুনিয়ায় আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিক দিয়ে, আপনি আমার জন্য অমঙ্গলজনক মনে করেন, তবে আপনি তা আমার থেকে ফিরিয়ে নিন। আমাকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন। আর যেখানেই হোক, আমার জন্য মঙ্গলজনক কাজ নির্ধারিত করে দিন। তারপর আমাকে আপনার নির্ধারিত কাজের প্রতি তৃপ্ত রাখন। রাবী বলেন, সে যেন এসময় তার প্রয়োজনের বিষয়ই উল্লেখ করে।

٢٦٦٢ . بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوَضُوْءِ

২৬৬২. পরিচ্ছেদ ঃ অযূ করার সময় দু'আ করা

٥٩٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسٰى قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، فَقَالَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ -

৫৯৪১ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার পানি আনিয়ে অযূ করলেন। তারপর উভয় হাত তুলে দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি উবায়দ আবূ আমরকে ক্ষমা করে দিন। আমি তখন তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। আরও দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লহ! আপনি তাকে কিয়ামতের দিন অনেক লোকের উপর মর্যাদাবান করুন।

٢٦٦٣ . بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا عَلاَ عَقَبَةً

২৬৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ উঁচু জায়গায় চড়ার সময়ের দু'আ

٥٩٤٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوْسٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا وَلٰكِنْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا، ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ وَأَنَا أَقُوْلُ فِي نَفْسِي لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ، أَوْ قَالَ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كَنْزٌ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ -

৫৯৪২ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)...... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক সফরে আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। যখন আমরা উঁচু জায়গায় উঠতাম তখন উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলতাম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হে লোকেরা! তোমরা নিজেদের জানের উপর দয়া করো। কারণ তোমরা কোন বধির অথবা অনুপস্থিতকে আহবান করছ না বরং তোমরা আহবান করছ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা সত্তাকে। কিছুক্ষণ পর তিনি আমার কাছে এলেন, তখন আমি মনে মনে পড়ছিলাম ঃ লা হওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ তখন তিনি বলেন, হে আব্দুল্লাহ ইব্ন কায়স্! তুমি পড়বে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। কারণ এ দু'আ হলো বেহেস্তের রত্ন ভান্ডারসমূহের অন্যতম। অথবা তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্যের সন্ধান দেব না যে বাক্যটি জান্নাতের রত্ন ভান্ডার? সেটি থেকে একটি রত্নভান্ডার হলো লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

٢٦٦٤ . بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا فِيْهِ حَدِيْثُ جَابِرٍ

২৬৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ উপত্যকায় অবতরণ করার সময় দু'আ। এ প্রসঙ্গে জাবির (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে

٢٦٦٥ . بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَوْ رَجَعَ

২৬৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ সফরের ইচ্ছা করলে কিংবা সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর দু'আ

٥٩٤٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيْرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُوْلُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ -

৫৯৪৩ ইসমাঈল (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন যুদ্ধ, হজ্জ কিংবা উমরা থেকে ফিরতেন, তখন প্রতিটি উঁচু জায়গার উপর তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তারপর বলতেন ঃ "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব, হাম্‌দও তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আমরা প্রত্যবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আপন প্রতিপালকের প্রশংসাকারী, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, আর দুশমনের দলকে তিনি একাই প্রতিহত করেছেন।"

٢٦٦٦ بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ

২৬৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ বরের জন্য দু'আ করা

٥٩٤٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَي النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ أَوْ قَالَ مَهْ ، قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৫৯৪৪ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ আবদুর রহমান ইব্ন আওফের গায়ে হলুদ রং দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ব্যাপার কি? তিনি বললেন ঃ আমি একজন মহিলাকে বিয়ে করেছি এক খন্ড সোনার বিনিময়ে। তিনি দু'আ করলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন। একটা বক্‌রী দিয়ে হলেও তুমি ওলীমা করো।

٥٩٤٥ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَ تُلاَعِبُكَ أَوْ تُضَاحِكُهَا

وَتُضَاحِكُكَ؟ قُلْتُ هَلَكَ أَبِي فَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، قَالَ فَبَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقُلْ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو بَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ -

৫৯৪৫ আবূ নু'মান (র)...... জাবির (রা) বলেন, আমার আব্বা সাত অথবা নয়জন মেয়ে রেখে ইন্তেকাল করেন। তারপর আমি একজন মহিলাকে বিয়ে করি। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললামঃ হাঁ। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, সে মহিলাটি কুমারী না অকুমারী? আমি বললামঃ অকুমারী। তিনি বললেন, তুমি একজন কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তা হলে তুমি তার সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুক করতে এবং সেও তোমার সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুক করত। আর তুমি তার সাথে এবং সেও তোমার সাথে হাসীখুশী করতো। আমি বললাম ঃ আমার আব্বা সাত অথবা নয়জন মেয়ে রেখে ইন্তিকাল করেছেন। সুতরাং আমি এটা পছন্দ করলাম না যে, তাদের মত কুমারী বিয়ে করে আনি। এজন্য আমি এমন একজন মহিলাকে বিয়ে করেছি যে তাদের দেখাশুনা করতে পারবে। তখন তিনি দু'আ করলেন ঃ আল্লাহ! তোমাকে বরকত দিন।

٢٦٦٧ بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا أَتَي أَهْلَهُ

২৬৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ নিজ স্ত্রীর নিকট এলে যে দু'আ পড়তে হয়

٥٩٤٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِاسْمِ اللّٰهِ ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَالِكَ، لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا -

৫৯৪৬ উস্‌মান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হওয়ার ইচ্ছা করলে সে বলবে ঃ আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং আপনি আমাদেরকে যা দান করেন তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন। তারপর তাদের এ মিলনের মধ্যে যদি কোন সন্তান নির্ধারিত থাকে তা হলে শয়তান এ সন্তানকে কখনও ক্ষতি করতে পরবে না।

٢٦٦٨. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

২৬৬৮. পরিচ্ছেদঃ নবী ﷺ -এর দু'আ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও

٥٩٤٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

৫৯৪৭ মুসাদ্দাদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অধিকাংশ সময়ই এ দু'আ পড়তেন ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদের অগ্নিযন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর। (২ ঃ ২০১)

٢٦٦٩. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا

২৬৬৯. দুনিয়ার ফিত্না থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

٥٩٤٨ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ، كَمَا تُعَلَّمُ الْكِتَابَةُ ، اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ أَنْ نُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

৫৯৪৮ ফারওয়া ইব্ন আবুল মাগরা (র)...... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেভাবে লেখা শিখানো হতো ঠিক এভাবেই আমাদের নবী ﷺ এ দু'আ শিখাতেন। ইয়া আল্লাহ! আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আর আমি ভীরুতা থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আর আপনার আশ্রয় চাই আমাদের বার্ধক্যের অসহায়ত্বের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া থেকে। আর আমি আপনার আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিত্না এবং কবরের আযাব থেকে।

٢٦٧٠. بَابُ تَكْرِيرِ الدُّعَاءِ

২৬৭০. পরিচ্ছেদ ঃ বারবার দু'আ করা

٥٩٤٩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْذِرٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طُبَّ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ قَدْ صَنَعَ الشَّيْءَ وَمَا صَنَعَهُ وَإِنَّهُ دَعَا رَبَّهُ، ثُمَّ قَالَ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا أَسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ جَاءَ نِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ ؟ قَالَ مَطْبُوبٌ ، قَالَ مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ قَالَ فِيمَاذَا ؟ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ، قَالَ فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ فِي ذَرْوَانَ، وَذَرْوَانُ بِئْرٌ فِي بَنِي زُرَيْقٍ ، قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِينِ ، قَالَتْ فَأَتَي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهَا عَنِ الْبِئْرِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَهَلاَّ أَخْرَجْتَهُ ؟ قَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللهُ وَ كَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا زَادَ عِيسَي بْنُ يُوْنُسَ وَاللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَا وَدَعَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ -

৫৯৪৯ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর যাদু করা হলো। এমন কি তাঁর খেয়াল হতো যে, তিনি একটা কাজ করেছেন, অথচ তিনি তা করেন নি। সে জন্য তিনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করলেন। এরপর তিনি ('আয়েশা (রা)-কে বললেন ঃ তুমি জানতে পেরেছ কি? আমি যে বিষয়টা আল্লাহর কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম, তা তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। 'আয়েশা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তা কি? তিনি বললেন ঃ (স্বপ্নের মধ্যে) আমার নিকট দু'জন লোক আসলেন এবং একজন আমার মাথার কাছে, আরেক জন আমার উভয় পায়ের কাছে বসলেন। তারপর একজন তার সাথীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ ব্যক্তির রোগটা কি? তখন অপর জন বললেন ঃ তিনি যাদুতে আক্রান্ত। আবার তিনি জিজ্ঞাস্যা করলেন. তাকে কে যাদু করেছে? অপর জন বললেন ঃ লাবীদ ইব্ন আ'সাম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তা কিসের মধ্যে করেছে? তিনি বললেন, চিরুনী, ছেড়া চুল ও কাঁচা খেজুর গাছের খোশার মধ্যে। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটা কোথায়? তিনি বললেন ঃ যুরাইক গোত্রের 'যুআরওয়ান' নামক কূপের মধ্যে। 'আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে গেলেন এবং (তা কূপ থেকে বের করিয়ে নিয়ে) আয়েশার কাছে ফিরে এসে বললেন ঃ আল্লাহর কসম! সেই কূপের পানি যেন মেন্দি তলানী পানি এবং এর (নিকটস্থ) খেজুর গাছগুলো ঠিক যেন শয়তানের মাথা। 'আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে এসে তাঁর কাছে কূপের বিস্তারিত অবস্থা জানালেন। তখন আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এ ব্যাপারটা লোক সমাজে প্রকাশ করে দিলেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তো আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। সুতরাং আমি লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা বিস্তার করা পছন্দ করি না। ঈসা ইব্ন ইউনুস ও লায়স (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ কে যাদু করা হলে তিনি বারবার দু'আ করলেন, এভাবে পূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٦٧١ . بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ وَقَالَ : اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ

২৬৭১. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের উপর বদ দু'আ করা। ইব্ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে তাদের মুকাবিলায় সাহায্য করুন। যেমন দুর্ভিক্ষগ্রস্থ সাত বছর দিয়ে ইউসুফ (আ)কে সাহায্য করেছেন। ইয়া আল্লাহ! আপনি আবূ জেহেলকে শাস্তি দিন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ সালাতে বদ দু'আ করলেন। ইয়া আল্লাহ! অমুককে লা'নত করুন ও অমুককে লা'নত করুন। তখনই ওহী নাযিল হলো ঃ তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদের শাস্তি দিবেন এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। (৩ ঃ ১২৮)

٥٩٥٠ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ

اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الأَحْزَابِ ، فَقَالَ اللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيْعِ الْحِسَابِ ، اهْزِمِ الأَحْزَابَ، اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ -

৫৯৫০ ইব্ন সালাম (র)...... ইব্ন আবূ আওফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (খন্দকের যুদ্ধে) শত্রু বাহিনীর উপর বদ দু'আ করেছেন ঃ ইয়া আল্লাহ! হে কিতাব অবতীর্ণকারী ! হে ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণকারী! আপনি শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করুন। তাদের পরাস্ত করুন। এবং তাদের প্রকম্পিত করুন।

٥٩٥١ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ قَنَتَ اللّٰهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ ، اللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ ، اللّٰهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اللّٰهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، اللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ -

৫৯৫১ মুয়ায ইব্ন ফাযালা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এশার সালাতের শেষ রাক'আতে যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন তখন কুনূতে (নাযিলা) পড়তেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আইয়্যাশ ইব্ন আবূ রাবীয়াকে নাযাত দিন। ইয়া আল্লাহ! ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদকে মুক্তি দিন। ইয়া আল্লাহ! সালামা ইব্ন হিশামকে মুক্তি দিন। ইয়া আল্লাহ! আপনি দুর্বল মু'মিনদের নাযাত দিন। ইয়া আল্লাহ! আপনি মুযার গোত্রকে কঠোর শাস্তি দিন। ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর সময়ের দুর্ভিক্ষের বছরের ন্যায় দুর্ভিক্ষ দিন।

٥٩٥٢ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا أَبُوْ الأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فَأُصِيْبُوْا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ ، فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَيَقُوْلُ : إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُوْلَهُ -

৫৯৫২ হাসান ইব্ন রাবী (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একটা সারিয়্যা (ক্ষুদ্র বাহিনী) পাঠালেন। তাদের কুর্রা বলা হতো। তাদের হত্যা করা হলো। আমি নবী ﷺ - কে এদের ব্যাপারে যেরূপ রাগান্বিত দেখেছি অন্য কারণে সেরূপ রাগান্বিত দেখি নি। এজন্য তিনি ফজরের সালাতে মাসব্যাপী কুনূত পড়লেন। তিনি বলতেন ঃ উসায়্যা গোত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

٥٩٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ الْيَهُوْدُ يُسَلِّمُوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُوْنَ السَّامُ عَلَيْكَ ، فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ إِلَى قَوْلِهِمْ ، فَقَالَتْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ إِنَّ

اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُوْلُوْنَ ؟ قَالَ أَوَ لَمْ تَسْمَعِي أَرُدُّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَقُوْلُ وَعَلَيْكُمْ -

৫৯৫৩ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)...... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের লোকেরা নবী ﷺ কে সালাম করার সময় বলতো 'আস্‌সামু আলাইকা' (ধ্বংস তোমার প্রতি)। 'আয়েশা (রা) তাদের এ বাক্যের কুমতলব বুঝতে পেরে বললেন ঃ 'আলাইকুমুস্‌সাম ওয়াল্‌লানত' (ধ্বংস তোমাদের প্রতি ও লা'নত)। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ 'আয়েশা থামো! আল্লাহ্ তা'আলা সমুদয় বিষয়েই নম্রতা পছন্দ করেন। 'আয়েশা (রা) বললেন ঃ তারা কি বলেছে আপনি কি তা শুনেনি? তিনি বললেন, আমি তাদের প্রতি উত্তরে 'ওয়াআলাকুম' বলেছি – তা তুমি শুননি? আমি বলেছি, তোমাদের উপর।

٥٩٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ مَلأَ اللهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُوْنَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَهِيَ صَلاَةُ الْعَصْرِ -

৫৯৫৪ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! তাদের গৃহ এবং কবরকে আগুন ভর্তি করে দিন। কেননা তারা আমাদের 'সালাতুল উস্তা' থেকে বিরত রেখেছে। এমন কি সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। আর 'সালাতুল উস্তা' হলো আসর সালাত।

٢٦٧٢ . بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِيْنَ

২৬৭২. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের জন্য দু'আ

٥٩٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُوْ الزِّنَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا ، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ اللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ -

৫৯৫৫ আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তুফাইল ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললেন ঃ দাওস গোত্র নাফরমানী করেছে ও অবাধ্য হয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। সুতরাং আপনি তাদের উপর বদ দু'আ করুন। সাহাবীগণ ধারণা করলেন যে, তিনি তাদের উপর বদ দু'আই করবেন। কিন্তু তিনি (তাদের জন্য) দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত করুন। আর তাদের মুসলমান বানিয়ে নিয়ে আসুন।

٢٦٧٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ

২৬৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর দু'আ ঃ ইয়া আল্লাহ! আমার পূর্বের ও পরের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন

٥٩٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُوْسٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ رَبِّ اغْفِرْلِي خَطِيْئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي خَطَايَايَ وَعَمَدِي وَجِدِّي وَهَزْلِي وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِي اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ وَحَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوْسٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫৯৫৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র)...... আবূ মূসা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এরূপ দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি মাফ করে দিন আমার অনিচ্ছাকৃত গুনাহ, আমার অজ্ঞতা, আমার কাজের সকল বাড়াবাড়ি এবং আমার যেসব গুনাহ আপনি আমার চাইতে বেশী জানেন । ইয়া আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার ভুল-ত্রুটি আমার ইচ্ছাকৃত গুনাহ ও আমার অজ্ঞতা এবং আমার উপহাসমূলক গুনাহ আর এ রকম গুনাহ যা আমার মধ্যে আছে। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে মাফ করে দিন; যেসব গুনাহ আমি আগে করেছি। আপনিই আগে বাড়ান আপনিই পশ্চাৎ ফেলেন এবং আপনিই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

٥٩٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوْسٰى وَأَبِي بُرْدَةَ أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِي مُوْسٰى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي خَطِيْئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَايَ وَعَمَدِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِي -

৫৯৫৭ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)...... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি মাফ করে দিন আমার ভুল-ত্রুটিজনিত গুনাহ, আমার অজ্ঞতা, আমার কাজের সকল বাড়াবাড়ি এবং আর যা আপনি আমার চাইতে অধিক জানেন। ইয়া আল্লাহ! আপনি ক্ষমা করে দিন আমার হাসি-তামাশামূলক গুনাহ, আমার দৃঢ়তামূলক গুনাহ,আমার অনিচ্ছাকৃত গুনাহ এবং ইচ্ছাকৃত গুনাহ, আর এসব গুনাহ যে আমার মধ্যে রয়েছে।

٢٦٧٤ . بَابُ الدُّعَاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

২৬৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনে কবূলিয়াতের সময় দু'আ করা

٥٩٥٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا -

৫৯৫৮ মুসাদ্দাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেন, জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে যদি সে মুহূর্তটিতে কোন মুসলমান দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, আল্লাহ্র নিকট কোন কল্যাণের জন্য দু'আ করে, তবে তা আল্লাহ্ তাকে দান করবেন। তিনি এ হাদীস বর্ণনার সময় আপন হাত দিয়ে ইশারা করেন, (ইশারাতে) আমরা বুঝলাম যে, তিনি মুহূর্তটির সংক্ষিপ্ততার দিকে ইংগিত করেছেন।

٢٦٧٥ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُوْدِ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا

২৬৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ ইয়াহূদীদের ব্যাপারে আমাদের বদ দু'আ কবূল হবে। কিন্তু আমাদের প্রতি তাদের বদ্ দু'আ কবূল হবে না

٥٩٥٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُوْدَ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوْا السَّامُ عَلَيْكَ ، قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ أَوِ الْفُحْشَ ، قَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا ؟ قَالَ أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ ، رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيْهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ -

৫৯৫৯ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)...... 'আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। একবার একদল ইয়াহূদী নবী ﷺ -এর নিকট এসে সালাম দিতে গিয়ে বললো ঃ 'আস্সামু আলাইকা'। তিনি বললেন ঃ 'ওয়াআলাইকুম'। কিন্তু 'আয়েশা (রা) বললেন ঃ 'আস্সামু আলাইকুম ওয়া লায়ানাকুমুল্লাহ ওয়া গাযিবা আলাইকুম' (তোমাদের উপর ধ্বংস নাযিল হোক, আল্লাহ তোমাদের উপর লানত করুন, আর তোমারদের উপর গযব নাযিল করুন)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে 'আয়েশা তুমি থামো! তুমি নম্র ব্যবহার করো, আর তুমি কঠোরতা পরিহার করো। আয়েশা (রা) বললেন ঃ তারা কি বলেছে আপনি কি শুনেন নি? তিনি বললেন ঃ আমি যা বললাম, তা কি তুমি শুননি ? আমি তো তাদের কথাটা তাদের উপরই ফিরিয়ে দিলাম। সুতরাং তাদের উপর আমার বদ্ দু'আ কবূল হয়ে যাবে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাদের বদ্ দু'আ কবূল হবে না।

٢٦٧٦ . بَابُ التَّأْمِيْنِ

২৬৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ আমীন বলা

٥٩٦٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

৫৯৬০ আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন যখন ক্বারী 'আমীন' বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে। কারণ এ সময় ফিরিশ্‌তাগণ আমীন বলে থাকেন। সুতরাং যার আমীন বলা ফিরিশ্‌তাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের সবগুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

٢٦٧٧ . بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيْلِ

২৬৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর (যিক্‌র করার) ফযীলত

٥٩٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ -

৫৯৬১ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ ....عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে একশ' বার পড়বে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। হাম্‌দ তাঁরই, তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান'' সে একশ' গোলাম আযাদ করার সাওয়াব অর্জন করবে এবং তার জন্য একশ'টি নেকী লেখা হবে, আর তার একশ'টি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে। আর সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা তার জন্য রক্ষাকবচে পরিণত হবে এবং তার চাইতে বেশী ফযীলত ওয়ালা আমল আর কারো হবে না। তবে যে ব্যক্তি এ আমল তার চাইতেও বেশী করবে।

٥٩٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ عُمَرُ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ خُثَيْمٍ مِثْلَهُ ، فَقُلْتُ لِلرَّبِيْعِ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ ، فَأَتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ ، فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ مِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَأَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ مِنْ أَبِي أَيُّوْبَ الأَنْصَارِي يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ قَوْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مُوْسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

لَيْلَي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ عَنِ الشَّعْبِي قَوْلَهُ وَقَالَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ هِلاَلَ بْنَ يَسَافٍ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ خُثَيْمٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَوْلَهُ وَقَالَ الأَعْمَشُ وَحُصَيْنٌ عَنْ هِلاَلٍ عَنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَوْلَهُ وَرَوَاهُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫৯৬২ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... আমর ইব্‌ন মায়মূন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (এ কালেমাগুলো) দশবার পড়বে সে ঐ ব্যক্তির সমান হয়ে যাবে, যে ব্যক্তি ইসমাঈল (আ)-এর বংশ থেকে একটা গোলাম আযাদ করে দিয়েছে। আবু আইউব আনসারী (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হাদীসটা তাঁর কাছেও বলেছেন।

٢٦٧٨. بَابُ فَضْلِ التَّسْبِيْحِ

২৬৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ সুবহানাল্লাহ্ পড়ার ফযীলত

٥٩٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ-

৫৯৬৩ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশ'বার সুবিহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি বলবে তার গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও।

٥٩٦٤ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ -

৫৯৬৪ যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ দুটি বাক্য এমন যে, মুখে তার উচ্চারণ অতি সহজ, পাল্লায় অনেক ভারী, আর আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়। তা হলো ঃ সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি।

ইফাবা—২০০২—২০০৩—প্র/৬৯৪৮ (উ)—৩২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ